প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৭

প্রকাশিকা
তনুশ্রী দেবী
সাকচী, জামসেদপুর

মুদ্রক
শ্রীরামপ্রসাদ নাগ
সারদা প্রিন্টার্স
১৪এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের
পূত স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচী

সুন্দর কাণ্ড ৭৩ – ৯৪ পৃঃ

লঙ্কাকাণ্ড ৯৫—১৯৭ পৃঃ

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

সূচনা—আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তির চূড়ান্তনিদর্শন "রাম"—আমাদের কল্পনা এখনও ভালোমন্দ প্রতিটি ক্ষেত্রে শেষ সীমা নির্ধারণের সময় 'রাম' শব্দটিতে এসে থমকে দাঁড়ায়। এই ছোট্ট উদাহরণটিই প্রমাণ করে আমাদের জীবনে রামায়ণের প্রভাব কত ব্যাপক, কত গভীর।

ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবনধারায় রামায়ণের মতো মহাভারতের প্রভাবও কম নয়। ভারতবাসীর জীবনে তারা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী ও সমুন্নতশৃঙ্গ তুষারমৌলি হিমালয়ের মতোই পবিত্রতা ও সত্যাসত্যবোধের দ্বারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা এই দুখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে অখণ্ড জীবন-সত্যকে প্রকাশ করতে পেরেছে এমন আর কোথাও পারেনি। তাই বিশ্বকবি বলেছেন এরা 'চিরকালের 'ইতিহাস'। 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' অবশ্য দুটি মহাকাব্যে একই রূপ প্রকাশ পায়নি, দুটি গ্রন্থের আবেদন স্বতন্ত্র। মহাভারত "সজীব বিশ্ববিদ্যালয়" আর রামায়ণ "গৃহাশ্রমের কাব্য"—রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই দুটি সংজ্ঞার মধ্যেই আমরা মহাকাব্য দুটির স্বাতন্ত্র্য ও ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। কিন্তু দুটি গ্রন্থের প্রতিতুলনায় দেখা যাবে, মহাভারতের রণরঙ্গমুখর রাজসিক ঐশ্বর্যলীলায় ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাস লুকিয়ে থাকলেও ভারতের ভাবাদর্শটি রামায়ণের বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে বর্ণচ্ছটা বিস্তার করেছে অনেক বেশি।

রামায়ণে আমরা আদর্শ পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাই। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের আত্মত্যাগ, দাম্পত্য প্রেম, পাতিব্রত্য, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, বন্ধুপ্রীতি, প্রভুভক্তি প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের চরমোৎকর্ষ রামায়ণে রয়েছে। রাম-রাবণের প্রচণ্ড যুদ্ধ কিংবা তার রূপকার্থক তাৎপর্যের দিকে না তাকিয়েও রামায়ণ রসাস্বাদনে আমাদের মন কোথাও প্রতিহত হয় না। মহাভারতের চরিত্র কিংবা ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের যোগ বেশি নেই, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিপরায়ণতা, অর্জুনের বীরত্ব, ভীমের অমানুষী জিঘাংসা, কর্ণের দানশীলতা, গান্ধারীর ধর্মবোধ, দুর্যোধনের ক্রূরতা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি ভারতযুদ্ধনিয়ন্তা কৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের তাৎপর্য যেন আমাদের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে হৃদয় স্পর্শ করে না। আমরা জ্ঞানে জানি, মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু মনে জানি, রাম আমাদের আদর্শ, রামায়ণ আমাদের সংস্কারের আদর্শ। যুগে যুগে রাম-কাহিনীর বহু বিবর্তন সত্ত্বেও এই আদর্শের জন্যই রামায়ণের জনপ্রিয়তা কোনদিন ম্লান হয় নি।

রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আদি কবি। অন্যান্য যাবতীয় পুরাণ সাহিত্য ব্যাসদেব-নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও রামায়ণ ব্যাস-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। বেদ সঙ্কলক ব্যাসদেব-নামের আড়ালে বহু কবির নাম হারিয়ে গেলেও রামায়ণের কবি প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। মহর্ষি বাল্মীকি পিতৃসূত্রে রামকথার ঐতিহ্য লাভ করতে পারেন। মহত্তম মানবের চরিত্র-চিত্রণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই রামায়ণের জন্ম।

বাংলাদেশে রামায়ণ-চর্চার শুরু অনেক আগে থেকেই। অবশ্য তারও আগে সংস্কৃত ভাষায় রাম-কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন কাব্য নাটক লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে আরো অন্যান্য রামায়ণ—অধ্যাত্ম, অদ্ভুত, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার শুরু কৃত্তিবাস থেকে। তখন থেকে রামায়ণ বাঙালীর ঘরের জিনিষ হয়ে উঠেছে। কত কবি যে কতভাবে রামকথাকে বর্ণনা করেছেন, তার সীমাসংখ্যা নেই। অবশ্য সবাইকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন কৃত্তিবাস। বাল্মীকির কাব্যকে বাঙালিয়ানার রসে জারিয়ে নিয়ে তিনি রামায়ণে পরিবেশন করেছেন গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত আদর্শ। নীড়-বিলাসী বাঙালী আর কোন গ্রন্থ পড়ে বুঝি এমন তৃপ্তি পায়নি। তাই সর্বত্রই দেখা যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমাদর। অবশ্য একটু সচেতন হলে দেখা যাবে কৃত্তিবাসের পরবর্তী-কালে আরো কয়েকজন স্বল্পখ্যাত কবি রামায়ণ রচনা করেছেন, তবে মুদ্রণ-অভাবে তাঁদের কেউ-বা হারিয়ে গেছেন চির-অন্ধকারে, কেউ-বা পড়ে আছেন আমাদের উদাসীন অন্যমনস্কতার আড়ালে, আবার কেউ-বা নাম বদলে আশ্রয় নিয়েছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছায়াতলে। তার ফলে, আমরা যে কবির নামও শুনিনি হয়তো তাঁর লেখা পদগুলি পড়ে চলেছি, আর যে-কৃত্তিবাসের নামে সেই সব পদ চলে আসছে, সেগুলি তিনি কোন দিনই রচনা করেন নি।

আমাদের আলোচ্য রামায়ণটির রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ও বিপুল জনপ্রিয় 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'খানি যে তাঁরই রচনা—এটুকু জানা থাকলেও মূল গ্রন্থটির সঙ্গে অনেকেরই কোন পরিচয় নেই। তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব, যা কিছু গৌরব, সবই অধুনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে, তাঁর আসল গ্রন্থখানি, প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। সেই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে একটিমাত্র পুঁথি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন কবির দৌহিত্র-বংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকলে কালের কবল থেকে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অখণ্ডিত পুঁথিখানি উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাসনা ছিল—পুঁথিটি মুদ্রিত করে জনসমক্ষে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তিনি কবিচন্দ্রের লেখা ভাগবতের পালাগুলিকে একত্র করে "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল" প্রকাশ করেন। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণই থেকে

যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মহতী বাসনার বিনষ্টি নেই, একদিন না একদিন তা পূর্ণ হয়ই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রত্রয় শ্রীমুকুন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিবানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সযত্ন রক্ষিত রামায়ণ পুঁথিখানি অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের এবং জনসমক্ষে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া বিষ্ণুপুরী রামায়ণ প্রকাশ আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মধ্যযুগের সাক্ষ্য প্রমাণ জড়ো করলে আমরা দেখতে পাব শঙ্কর কবিচন্দ্র একজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন। যে কোন পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথির একটি বৃহৎ অংশই কবিচন্দ্রের। এঁর রচিত দাতাকর্ণ, অঙ্গদ রায়বার, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি পালার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অথচ তাঁর লেখা পাঁচটি বড়ো গ্রন্থের কোনটাই কোন পুঁথিশালায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। তাই শঙ্কর কবিচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ সুযোগ নেই। তাঁর কবিত্বের পরিচয়ও রয়ে গেছে সকলের অগোচরে। আমরা কবির বাসস্থান পানুয়া থেকে মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত এবং শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়-সংরক্ষিত কবিচন্দ্রের বিভিন্ন পুঁথি থেকে তাঁর মোটামুটি পরিচয় জানতে পেরেছি।

কবিত্বশক্তির বিচারে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর কবিদের পাশে স্থান দিতে অনেকেই হয়তো ইতস্ততঃ করবেন। আধুনিককালের নিরিখে মধ্যযুগীয় কবিদের বিচার করাও বোধহয় সঙ্গত হবে না, সে যুগে একটা প্রচলিত ধারার অনুর্বতনেই কবির দায়িত্ব শেষ হত। শঙ্কর কবিচন্দ্র নতুন কোন রীতি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন নি বটে, তবে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেছেন পুরানো পাত্রে নতুন পানীয় বিতরণ করার, তাই তাঁর কাব্যের পালাগুলোর মধ্যেও সে যুগের মানুষ নবীন প্রাণের স্পর্শ অনুভব করেছিল এবং সেইখানেই কবির সার্থকতা। তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে তিনটি হলো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং দুটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত—তিনখানি সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ আর কোন বাঙালী কবি করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এই তিনখানি অনুবাদের মধ্যেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে। তাঁর অপর দুখানি গ্রন্থ শিবমঙ্গল ও অনাদিমঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গে শিবকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনার বোধহয় তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর অনাদিমঙ্গলেও কিছু কিছু অভিনবত্বের পরিচয় আছে।

শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনা করেন বিষ্ণুপুরাধিপতি মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে। তাঁর রামায়ণখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ নয় বলে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে আখ্যাত হয়। রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে আমাদের কবি হয়তো বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত ছয় কাণ্ডে সম্পূর্ণ এই রামায়ণটি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

কবিপরিচিতি—শঙ্কর কবিচন্দ্রকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। এমন কি কবিচন্দ্র আলোচনার পুরোধা পণ্ডিত মাখনলাল

মুখোপাধ্যায়ও সর্বত্র সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে কবিচন্দ্র নাম বা উপাধির বহুল ব্যবহার। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়াও আরো কোন কোন সমালোচক শঙ্কর কবিচন্দ্রকে চৈতন্য পরিকর চৌষট্টি মহান্তের অন্যতম সাধক বলে অনুমান করেছেন। বস্তুত কবিচন্দ্র এর অনেক পরবর্তী কালের লোক। তাঁর কাব্যরচনাকাল আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে।

তাঁর কাব্যের ভণিতা অনুসারে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ছিল মল্লভূমি লেগোর দক্ষিণে পান্নুয়া গ্রামে।

"মল্লভূমি পান্বায় বসতি।"

কিংবা, "লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্বায় বসতি।"

তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর নাম নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও গঙ্গাদেবী। মাতামহ গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়। পিতা "অশেষ গুণের ধাম" মণিরাম বা মুনিরাম। জননীর নাম চম্পাবতী। কবিজায়ার নাম তাঁর কাব্যে আমরা পাইনি। মাখনবাবু বংশপঞ্জী থেকে তাঁর নাম জানিয়েছেন লীলা দেবী। কবির দুই পুত্রের কথা তাঁর কাব্যের বহু জায়গায় পাওয়া যায়—

"বিনাশিয়া বিঘ্নপুঞ্জে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে
লক্ষ্মণে হইবে বরদায়।"

জ্যেষ্ঠপুত্র কুঞ্জবিহারীরও সম্ভবতঃ একটু আধটু লেখার হাত ছিল। তাঁর ভণিতায় অদ্ভুত রামায়ণের পুঁথি আমরা পেয়েছি।

"কবিচন্দ্রের সুত দ্বিজ কুঞ্জে রস গায়।
অদ্ভুতে শ্রীরামলীলা এত দূরে সায়॥"

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি বোধহয় কবিচন্দ্র লেখেননি। কুঞ্জবিহারী-রচিত অদ্ভুত রামায়ণকে আমরা বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অংশহিসেবে গ্রহণ করতে পারলাম না। কেন না উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে তার কোন সংশ্রব নেই।

শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণ ও মহাভারতে গায়ন দ্বিজ বসুদেবের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন।
শঙ্কর রচিল পোথা গানের কারণ॥" (রামায়ণ)

কিংবা, "কহে কবি শঙ্কর বসুদেব প্রাণ মোর
আপনি বলাবে মুখে বাণী।" (মহাভারত)

বসুদেব গায়ন নিজেও পাঁচালী রচনা করতেন। তাঁর লেখা 'একাদশী পাঁচালী'র পুঁথি পাওয়া যায়।

শঙ্কর কবিচন্দ্র মল্লরাজসভার সম্মান লাভ করেন। মল্লরাজ গোপালসিংহ তাঁকে আঠাশ বিঘা জমি ও বীরবৌলি ভূষণ দিয়ে সভাকবিপদে বরণ করে নিয়ে তাঁকে মহাভারত অনুবাদের আদেশ দেন। শঙ্কর বৈয়াসকি মহাভারতের সারানুবাদ রচনা করেন।

কবির সময়—শঙ্কর কবিচন্দ্রের জীবৎকাল নিয়েও মতানৈক্যের অভাব নেই। একদল তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চান—চৈতন্যপরিকরদের সমসাময়িকরূপে, আরেক দল তাঁকে গোপালসিংহের সমসাময়িক বলেই কর্তব্য শেষ করেন। একথা ঠিক যে গোপালসিংহের রাজত্বকালে কবি জীবিত ছিলেন, তবু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, শঙ্কর কবিচন্দ্রের জীবনের পরিধি চারজন মল্লরাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কবির শিবমঙ্গলে বীরসিংহের নাম, অনাদিমঙ্গল ও রামায়ণে রঘুনাথসিংহের নাম এবং মহাভারতে গোপাল-সিংহের নাম পাওয়া যায়। বীরসিংহের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬৫৯ থেকে ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। আবার কবির সর্বশেষ গ্রন্থ মহাভারত লেখা হয়েছে ১৭৩৮ থেকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গোপালসিংহের রাজত্বকালে। ১৬৮২ থেকে ১৭৩৮ পর্যন্ত ৫৬ বছরের ব্যবধান। কুড়ি বছর বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে পরবর্তী আরো যাট বছর রচনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মল্লভূমির আর কোন কবির নামের সঙ্গে কবিচন্দ্র উপাধির সন্ধান আমরা পাইনি। বাংলায় বর্গী আক্রমণের (১৭৪৫) আগেই সম্ভবতঃ কবির মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা মদনমোহন বন্দনায় বর্গীবিতাড়নের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

বর্তমান কাব্যরচনাকাল—রামায়ণ এবং অনাদিমঙ্গল দুটিতেই রঘুনাথসিংহের উল্লেখ রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি দ্বিতীয় রঘুনাথ, কারণ প্রথম রঘুনাথের সঙ্গে কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গোপালসিংহের যোগ টানা যায় না। দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ বেশিদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। আনুমানিক ১৭০২ মতান্তরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে রঘুনাথসিংহ সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে উদ্যত হলে বিক্ষুব্ধ প্রজারা তাঁকে হত্যা করেন। আবার কারো কারো মতে ভ্রাতা গোপালসিংহই তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন।

বংশপত্রানুসারে গোপালসিংহ রাজ্য লাভ করেন ১৭১২ সালে। সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ১৭৩০ থেকে ১৭৪৫ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৭২০ থেকেই গোপালের রাজত্ব শুরু হয়। মাখনবাবু রাজবংশের কুর্শীনামা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, রঘুনাথের রাজত্বকাল মাত্র দু বছর (১৭০২-৪) এবং গোপালের রাজত্বকাল ১৭০৪ থেকে ১৭৪৭ পর্যন্ত। কিন্তু এইসব কাগজপত্রের মূল্য কতখানি? আমরা জানি চেতুয়া বরদার যুদ্ধে রঘুনাথসিংহ বর্ধমানরাজকে সাহায্য করেছিলেন এবং গোপালসিংহ তাঁর শত্রুতা করেন। তাই কীর্তিচন্দ্র রায় বর্ধমানের সিংহাসনলাভ করেই তাঁর পিতামহের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। দুই রাজা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন কিন্তু তৃতীয় জন অর্থাৎ গোপালসিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হন ও উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হয়। এই ঘটনা কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির (১৭০৩) অল্পদিন পরেই ঘটে। অর্থাৎ ধরে নিতে পারি ১৭০৪।৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে। এবং তা যদি

হয়, তাহলে নিশ্চয় সে সময় রঘুনাথসিংহ সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। না হলে বর্ধমানরাজ দুর্দিনের বন্ধু রঘুনাথের রাজ্য আক্রমণ করবেন কেন, তাই নিশ্চিত কোন প্রমাণ না পেলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, রঘুনাথসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন।

রঘুনাথসিংহের নাম থেকে কবির রামায়ণ রচনার একটা মোটামুটি সময় আমরা পেতে পারি। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই রামায়ণ রচনা করেন।

রঘুনাথসিংহের সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না। অনাদিমঙ্গলে কবি বলেছেন—

"রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত নিবাস তাহার দেশে।"

এবং রামায়ণেও একবার মাত্র রাজার জয়প্রার্থনা করেছেন—

"রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি।"

কবিনাম ও উপাধি সমস্যা—শঙ্কর কবিচন্দ্রের নিজস্ব সাহিত্যকীর্তিকে খুঁজে বার করতে গেলে তাঁর নাম বা উপাধির কিছু আলোচনা আবশ্যক। বাংলা দেশে শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র ভণিতায় বহু পাঁচালী কাব্য পাওয়া যায়। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সহজ কথাটা সব জায়গায় প্রমাণিত হলে কোন গণ্ডগোল থাকে না, কিন্তু অসুবিধে এই যে, কবি ইচ্ছেমতো তাঁর নাম বা উপাধি ব্যবহার করেছেন। এজন্য অনেকেই ধরে নিয়েছেন, শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র দুজন পৃথক ব্যক্তি। শিবরতন মিত্র মনে করেছিলেন, এঁরা দুই বন্ধু, মাঝে মাঝে একসঙ্গে কাব্য রচনা করেন কিন্তু দুই বন্ধু হলে দুজনেরই গ্রামের নাম পিতার নাম ও পুত্রদের নাম এক হতে পারে না। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা প্রথমে শঙ্কর নামা কবিদের আলোচনা সেরে নিতে চাই। বাংলাদেশে প্রায় জন পঁচিশেক শঙ্কর নামীয় কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতকের স্বল্পখ্যাত কবি। সুখের বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে মাত্র তিন চারজন ছাড়া আর কারো সঙ্গেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের মিশে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এঁরা হচ্ছেন শীতলামঙ্গল-রচয়িতা শঙ্কর দে, লক্ষ্মীর পাঁচালী-রচয়িতা বা গায়ক শঙ্কর কিঙ্কর, গুরুদক্ষিণা-রচয়িতা শঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ-রচয়িতা রামশঙ্কর। এঁরা ছাড়া আরো যে সব শঙ্কর নামা কবি আছেন অপ্রয়োজনবোধে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না। 'গৌরীমঙ্গলে'র কবি শঙ্করকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্রের কথা কবিচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা যাবে। আপাতত শঙ্কর প্রসঙ্গে আসা যাক।

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন, শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রথম রচনা একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামঙ্গল। এই পুঁথিটি তিনি চুয়াডাঙ্গার পাঁচালী-গায়কদের কাছ থেকে পান। পুঁথিটিতে কয়েকটি শঙ্কর ভণিতা দেখে তিনি ধারণা করেন, এটি নিশ্চয় শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা, তখনো তিনি কবিচন্দ্র উপাধি পাননি বলেই শুধু শঙ্কর নামে লিখেছেন। পুঁথিটি পানুয়ার রামকৃষ্ণ পাঠাগার থেকে ছাপাও হয়। এবং পরবর্তীকালে বিনা দ্বিধায় এটিকে

শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'শীতলামঙ্গল' বলে সাহিত্যালোচকরা মেনে নিয়েছেন। আমরা মুদ্রিত পুঁথিখানি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এটিকে শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা বলে গ্রহণ করতে বাধে। এটি কলাইকুণ্ডার কবি শঙ্কর দে রচিত শীতলামঙ্গলের একটি পালামাত্র। বাংলা ১১৪৪ সালে শঙ্কর দে শীতলামঙ্গল লিখেছিলেন। তাঁর ভণিতায় অধিকাংশ স্থলে একটি বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়—

"কাতর শঙ্কর বলে ঝড় বৃষ্টি মহীতলে শীতলা সদয় সেই দিনে।"

কিংবা, "মনে না করিহ ভয় কাতর শঙ্কর কয় শীতলা করিব পরিত্রাণ।"

মুদ্রিত শীতলামঙ্গলেও কবির 'কাতর শঙ্কর' বলার প্রবণতা বেশি।

'কাতর শঙ্কর কয় শীতলার মায়া" (পৃঃ ৭)

"কাতর শঙ্কর ভাষে" (পৃঃ ১৫)

"কাতর শঙ্কর ইহা ভণে" (পৃঃ ১৯) ইত্যাদি।

শঙ্কর কবিচন্দ্র কোথাও নিজেকে 'কাতর শঙ্কব' বলে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের চোখে পড়ে নি। সুতরাং এই দুই শঙ্করকে আমবা স্বতন্ত্র কবি বলেই মনে করি।

এবার আসা যাক শঙ্কর কিঙ্কর প্রসঙ্গে। মাখনবাবু কিঙ্কর-রচিত 'লক্ষ্মীর পাঁচালী'কে শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যরচনা বলেই মনে করেন। কিন্তু আসলে এই পাঁচালীটির রচয়িতার নাম শঙ্কর নয় কিঙ্কর। ক্ষেপুতের কবি কৃষ্ণকিঙ্করের সঙ্গেও এঁকে বোধহয় এক করে দেখা যায় না। কারণ ইনি নিজেকে কোথাও কৃষ্ণকিঙ্কর বলেন নি। ইনি ভণিতায় শুধু বলেছেন—

"রচিল কিঙ্কর গীত গাইল শঙ্কর।"

কিংবা, ' রচিল কিঙ্কর গীত লিখিল শঙ্কর।"

এতে মনে হয় কবি কিঙ্করের গায়ক ও লেখক ছিলেন শঙ্কব। এই কবিব সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে মিলিয়ে দেওয়া সঙ্গত নয়।

'গুরুদক্ষিণা'র কবি শঙ্কর ব্রাহ্মণকেও মাখনবাবু শঙ্কর কবিচন্দ্র মনে কবেছেন এবং তাঁর ভ্রান্তির কারণও আছে। মল্লভূমে গুরুদক্ষিণার পুঁথি প্রচুব পাওযা যায়। এই পুঁথিটি কবিচন্দ্রের যে কোন ভাগবতীয় পালার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু শঙ্কর ব্রাহ্মণ পরিষ্কারভাবে ভণিতায় জানিয়েছেন—তাঁর নিবাস কুলচণ্ডায়, সুতরাং পান্থয়াবাসী শঙ্করের সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা উচিত নয়। শঙ্কর ব্রাহ্মণ আর কোন পালা রচনা করেছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর 'গুরুদক্ষিণা'টি শঙ্কর কবিচন্দ্রের নামে 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে' ছাপা হয়ে গেছে।

চতুর্থজন রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর কবিচন্দ্রের মতো রামশঙ্করও অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখেছেন বলে কেউ কেউ দুটি রামায়ণের পুঁথিকে এক করে দেখেছেন। রামশঙ্করকে কেউ কেউ সাগরদিঘার ভবানীশঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে

ফেলেছেন। যাই হোক ভণিতায় রামশঙ্কর লিখেছেন "বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়।" তাই তাঁকে নিয়ে গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কবি নিজেই ভ্রান্তি অপনোদন করে দিয়েছেন "সেই পথে শ্রীরামশঙ্কর দ্বিজ গান" এই বলে। রামশঙ্করের রামায়ণ শুরু হয়েছে, হরগৌরীর কথাবার্তায়, কবিচন্দ্র শুরু করেছেন বাল্মীকি প্রসঙ্গ থেকে, সুতরাং কিছুটা নাম সাদৃশ্য থাকলেও দুজনকে চিনে নেওয়া মোটেই দুষ্কর নয়।

'কবিচন্দ্র' উপাধিটি মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের খুব প্রিয়, উড়িয়া কবিদের প্রবণতা ছিল কবিসূর্য উপাধি গ্রহণে। মধ্যযুগে প্রায়ই কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারেরা কবিদেব একটি করে উপাধিতে ভূষিত করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে উপাধি শূন্যগর্ভ হত না,বসন-ভূষণ-ভূমিসহযোগে পরম কামনার ধন হয়ে উঠত। কবিরা কখনো কখনো নিজে নিজেই উপাধি বা ছদ্মনাম গ্রহণ কবতেন। তাই কবীন্দ্র, কবিরাজ, কবিবল্লভ, কবিরঞ্জন, কবিকঙ্কণ, কবিরত্ন, কবি-ভূষণ বা কবিচন্দ্রের কোনদিন অভাব ঘটেনি বাংলাদেশে। এঁরা সকলেই যে কবি তা নয় তবু 'নল রাজার ছদ্মবেশী' দেবতাদের মতো সাহিত্যসভায় জাঁকিয়ে বসে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাতে এঁরা কেউ কম যান নি। এঁদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, কবিচন্দ্র উপাধিটিব সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। 'কবিচন্দ্র'দের মোটামুটি একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১. কবিচন্দ্র—পদ্যাবলী (সংস্কৃত শ্লোক)
২. যদুনাথ কবিচন্দ্র—নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত
৩. রামদাস কবিচন্দ্র—চৈতন্য শাখাভুক্ত
৪. বনমালী কবিচন্দ্র—অদ্বৈত শাখাভুক্ত
৫. কবিচন্দ্র ভট্ট—চৈতন্য শাখাভুক্ত
৬. কবিচন্দ্র ঠাকুর—গদাধর প্রভুর পরিবার
৭. চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র অথবা 'পণ্ডিত শেখর', এঁর লেখা সুন্দরকাণ্ড বলে কেদার নাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে (মেদিনীপুর) সংযুক্ত হয়েছে।
৮. শঙ্করকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র—গৌরীমঙ্গল বা চণ্ডীর চরিত (বিশ্বভারতী)
৯. কবিচন্দ্র মিশ্র—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও 'বার্ছলি' রচয়িতা
১০. কবিচন্দ্র মিশ্র—একাদশীর পাঁচালী ও নারদীয় পুরাণ রচয়িতা
১১ মুকুন্দ কবিচন্দ্র—বাশুলী মঙ্গলের কবি
১২. অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র—গঙ্গা বন্দনা
১৩. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র – শিবায়ন রচয়িতা
১৪. কবিচন্দ্র চক্রবর্তী—ঘটক চক্রবর্তীসুত কবীন্দ্র চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে এঁর নাম আছে। হয়তো কবীন্দ্র ও কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি এবং তাঁর নাম মধুসূদন।
১৫. নিধি কবিচন্দ্র—কালিকামঙ্গলের ভণিতায় এঁর নাম পাওয়া যায়।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১২৭৯ সালের এডুকেশন গেজেটে কবিচন্দ্রের কালিকা-মঙ্গল প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

১৬. নিধিরাম কবিচন্দ্র—ধর্মমঙ্গলের কবি, নিধি ও নিধিরাম একই ব্যক্তি কিনা জানি না।

১৭. দ্বিজ কবিচন্দ্র · শাজাদা রায়ের বংশধর, 'জগতী মঙ্গল'-এর কবি

১৮. রামজীবন বিদ্যাভূষণ কবিচন্দ্র—মনসামঙ্গল রচয়িতা

১৯. কবিচন্দ্র কৃষ্ণরাম—কমলামঙ্গল (এই উপাধিটি লিপিপ্রমাদও হতে পারে)

২০. কবিচন্দ্র—চৌর পঞ্চাশিকার কবি

২১. কবিচন্দ্র দাস—রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, কৃষ্ণকালী, মুক্তাচাষ

২২. কবিচন্দ্র—বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ভাগবতের অন্যতম কবি।

২৩ কবিচন্দ্র দাস—'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা বা গায়ক

২৪. মাণিক কবিচন্দ্র—দণ্ডীপর্ব

২৫. দ্বিজ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র—'জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা'র কবি

২৬. বৈদ্য কবিচন্দ্র—গীত-গোবিন্দের অনুবাদক কুচবিহারের কবি

২৭. প্রাণদাস কবিচন্দ্র—গোপিকার বস্ত্রহরণ

২৮. শঙ্কর কবিচন্দ্র—মল্লরাজ সভাকবি ও পূর্বোক্ত পাঁচটি কাব্যরচয়িতা। এঁরা ছাড়াও আরো কবিচন্দ্রের নাম বিরল নয়। যথা—

২৯. কবিচন্দ্র পণ্ডিত—যশোরের বারুইখালি নিবাসী মৌখিক কবিতার স্রষ্টা

৩০. কবিচন্দ্র—শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক

৩১. কবিচন্দ্র—রূপরামের গুরুর পিতার নাম

৩২. গোবিন্দ কবিচন্দ্র—দ্বিজ রামদেবের পিতার নাম ইত্যাদি।

কলিকালের ছড়া এবং বারোমাস্যা রচয়িতা কবিচন্দ্র একজন না দুজন তা জানা যায় না। সুতরাং এতগুলি কবিচন্দ্র নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডিদাস সমস্যা বা সঞ্জয় সমস্যার মতো কবিচন্দ্রও এক সমস্যা। অবশ্য শঙ্কর কবিচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বলে তাকে চিনে নিতে আমাদের খুব অসুবিধে হয় না। অন্যান্য কবিচন্দ্ররা তাঁর মতো জনপ্রিয় ও শক্তিধর কবি ছিলেন না। চৈতন্য পরিকর পাঁচ ছজন কবিচন্দ্র ছিলেন সাধক। মাখনবাবু এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে এক করে ফেলেছিলেন। আবার মুকুন্দরামের দাদার সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা হয়েছিল দাতাকর্ণ পালার বিচারের সময়। অনেকেই দাতাকর্ণের কবি হিসেবে নাম করেছেন অযোধ্যারাম কিংবা নিধিরামের অথচ সেটি আমাদের শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। শঙ্কর কবিচন্দ্র-ভণিতায় দাতাকর্ণ পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়।

মাখনবাবু আর একজন কবিকেও কবি শঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি হলেন কবিচন্দ্র দাস। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, মুক্তাচাষ, কৃষ্ণকালী এই কবিচন্দ্র

দাসের রচনা। আমাদের শঙ্কর নিজেকে দ্বিজ ছাড়া কোথাও দাস বলে পরিচয় দেননি, অথচ ঐ পালাগুলি স্থান পেয়েছে শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে'। যেমন কবিচন্দ্র মিশ্রের 'একাদশী পাঁচালী'র পুঁথিতে আমরা শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভণিতাও পেয়েছি।

কবিচন্দ্রের রচনা—শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রধান রচনাগুলির দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমরা তাঁর সমস্ত রচনার সন্ধান এখনো পাইনি, কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা তাই বা কে জানে? মধ্যযুগে তাঁর মতো বিপুল সংখ্যক কাব্য এবং পালা আর কোন কবি রচনা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। তাঁর একার দানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ভক্তিধারার সর্বশেষ কবি। একাধিক মঙ্গলকাব্য রচয়িতারূপে সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণরামের নাম শোনা যায় বটে কিন্তু তাঁর সকল কাব্যই তেমন বৃহৎ নয়। সেদিক দিয়ে শঙ্কর কবিচন্দ্র তিনখানি প্রধান গ্রন্থের অনুবাদক। কবিচন্দ্র ঠিক কতগুলি পালা রচনা করেছিলেন আমরা জানি না, তবে একখানি 'হরিশ্চন্দ্র পালা'র পুঁথিতে দেখা যায়—

তিন শয় যাটি পালা আনন্দিত মনে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে॥ (শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত পুঁথি)

'পালা' কথাটি সন্দেহজনক। আমরা যে পাঁচটি বড়ো গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি সেগুলো কি প্রথমে পালা-আকারেই লেখা হয়েছিল, না সেগুলো ছাড়াও পালার সংখ্যা তিনশ যাট? আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যে সম্পূর্ণ পুঁথি পেয়েছি, তাতে দেখা যাবে, সেগুলি মোটেই পালার আকারে লেখা নয়, কাণ্ড এবং পর্ব ভাগ করে লেখা। অবশ্য তাদের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্র পুঁথিও পাওয়া যায়, যেমন শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ভরতের দেশাগমন, কুন্তীর বাণভিক্ষা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি। এখন যে রচনাগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্রের বলে দাবি করা হয়, আমরা সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

১ **শিবমঙ্গল**—বীরসিংহ রাজার আমলে লেখা শঙ্কর কবিচন্দ্রের সর্বপ্রথম রচনা। এটাই সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে প্রথম শিবমঙ্গল কাব্য। কবি লৌকিক শিবকথাকে একত্রে গ্রথিত করে মঙ্গলকাব্যের রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে শিবকে পাওয়া গেছে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে, বিদ্যাপতির মহেশবাণী ও নাচাড়ি শিবপদে।

কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের অখণ্ড পুঁথি পাওয়া যায়নি। তবে খণ্ডিত কয়েকটি পালা বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় আছে। যেমন, মৎস্যধরা পালা (সম্পূর্ণ, ব. সা. প. ৪১২) হরগৌরী সংবাদ (খণ্ডিত, ক. বি. ২২৮৬)। গৌরীমঙ্গল (খণ্ডিত, বিশ্বভারতী ২০২), মহামায়ার শঙ্খপরা (খণ্ডিত, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম বিষয় সংখ্যা ৫৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ৩) ও মালঞ্চপালা (খণ্ডিত, মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-

সংগৃহীত)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলীর আরাণ্ডি গ্রামনিবাসী পরাণচন্দ্র মান্নের কাছে একটি অখণ্ডিত পুঁথি দেখেছিলেন। কিন্তু পুঁথিটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি বলে এই পালাগুলির অনুলিপি করে এনেছিলেন—মালঞ্চ পালা, কুরল উদ্ধার, চাষপালা, কার্তিকজন্ম, মচ্ছ‍্ধরা, শঙ্খপরা প্রভৃতি। তাই মনে হয় কবি বেশ বড়ো আকারেই শিবমঙ্গল রচনা করেছিলেন। সমগ্র কাব্যটি পাওয়া গেলে কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হত।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ডঃ সুকুমার সেন শঙ্কর কবিচন্দ্রকে শিবমঙ্গলের কবিরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'মচ্ছ‍্ধরা' পালার কয়েকটি স্থানে কবিচন্দ্রের বদলে কবিকঙ্কণ উপাধির ব্যবহার। কিন্তু ছন্দানুরোধে এরকম ব্যবহার আমরা অপর কবির পুঁথিতেও দেখেছি। এবং শিবমঙ্গলেরই অন্য পুঁথিতে 'লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্নায় বসতি' দেখে সব সংশয়ের নিরসন ঘটেছে।

২. **অনাদিমঙ্গল**—আমাদের মতে কবিচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ অনাদিমঙ্গল। কবি নিজেও এই গ্রন্থে তাঁর শিবমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে ধর্ম ও শিব অভিন্ন। কাজেই লাউসেন কাহিনী প্রাধান্যলাভ করলেও এ কাব্য শিবমঙ্গল থেকে খুব দূরবর্তী নয়। শিবমঙ্গলের মতো অনাদিমঙ্গলেরও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পুঁথিগুলি হলো—জাগরণ ও পশ্চিমোদয় (ব সা. প. ২২৪৬) আখ্য ঢেকুর, ইছাইবধ ও নয়নীপালা তিনটি স্বতন্ত্র পুঁথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত) এবং নয়নী পালার কয়েকটি পত্র (মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত)। এই খণ্ডিত পুঁথিগুলি থেকে বোঝা যায়, কবিচন্দ্র বেশ বড়ো আকারেই 'অনাদি মঙ্গল' লিখেছিলেন। লাউসেন-কাহিনীতে নূতনত্ব না থাকলেও দুটি অজানা বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। একটি হল গৌড়েশ্বরের নাম, আর একটি নয়নী-ধূসদত্তের অভিনব কাহিনী।

৩. **রামায়ণ**—কবিচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ। অনাদিমঙ্গলের মতো এটিও রাজা রঘুনাথের সমসাময়িক কালে রচিত। বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত এই রামায়ণখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই রামায়ণটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের সমাপ্তি। অথচ বোঝা যায় না, কবি উত্তরকাণ্ড লিখতে চাননি কেন? সময়ের দিক থেকে তিনি আরো অনেকদিন বেঁচেছিলেন।

৪. **ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল**—শঙ্কর কবিচন্দ্রের একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ, যদিও গ্রন্থটি কবির যথার্থ পরিচয় বহন করে না। পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ভাগবতের সম্পূর্ণ পুঁথি না পেয়ে বিভিন্ন পালার পুঁথি ভাগবতের স্কন্ধানুসারে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণকথার রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তিনি

যেমন মূল রচনার মার্জনা করেছেন, তেমনি অন্যান্য কবির রচনাংশও ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। তবুও কবিচন্দ্রের কাব্যপ্রকাশে মাখনবাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

কবিচন্দ্রের ভাগবতীয় পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রহ্লাদ (বা প্রসাদ) চরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, জড়ভরত, কলঙ্কভঞ্জন, নন্দবিদায় প্রভৃতি পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। মুদ্রিত ভাগবতটিই যদি কবির গ্রন্থের প্রকৃত রূপ হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে, তিনি সম্পূর্ণ ভাগবত অনুবাদ না করে নির্বাচিত অংশসমূহের অনুবাদ করেন এবং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা রচনার সময় অনুসরণ করেন বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীকে। যতদিন না ভাগবতামৃতের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিতর্কের শেষ হবে না। মাখনবাবুও যে সব পালা সংগ্রহ করতে পারেন নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাগবতামৃতে স্থান পায়নি, এমন কয়েকটি পালার সন্ধান আমরা পেয়েছি। যেমন, গজেন্দ্রমোক্ষন, নরকবর্ণন, মহাব্রতের পালা ও গোপিকামোহন।

কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই। কেউ কেউ মনে করেন, দুর্জনসিংহের রাজত্বকালে মদনমোহন মন্দির স্থাপনের সময় এ কাব্য লেখা হয়। আবার কারো কারো মতে কবিচন্দ্র মদনমোহন বন্দনা লেখেন মদনমোহনের রথ নির্মাণের সময়। আমাদের অনুমান, কবিচন্দ্রের ভাগবত তাঁর রামায়ণ ও মহাভারত রচনার মধ্যবর্তী সময়ে গোপালসিংহের রাজ্যাঙ্কেই লেখা। কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় কবির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখেই গোপালসিংহ তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দিয়ে মহাভারত রচনার আদেশ দেন।

৫. **মহাভারত**—শঙ্কর কবিচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা। মল্লরাজ গোপালসিংহের আদেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থের দুরূহ অনুবাদের কাজে হাত দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পূর্বসূরিদের মতো তাঁর মহাভারতও হয়তো অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তিনি সংস্কৃত মহাভারতের সারানুবাদ করেন। গ্রন্থ শেষ করার আগ্রহে তিনি বহু জনপ্রিয় আখ্যান বর্জন করেছেন, এমন কি বাংলা দেশে মহাভারত অনুবাদের প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে অশ্বমেধ পর্বে অনুসরণ করেছেন ব্যাসদেবকে—জৈমিনিকে নয়। সম্ভবতঃ তিনিই মধ্যযুগের একমাত্র কবি যিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদে জৈমিনিকে স্মরণ করেন নি। সুখের বিষয়, মহাভারতের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ ও ভাগবতের মতো কবির মহাভারতেরও কয়েকটি পালা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন দাতাকর্ণের পালা। উনিশ শতকে অনেকেই 'শিশুবোধকে'র মাধ্যমে দাতাকর্ণ পালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এরপরই নাম করা যায়, কুন্তীর বাণভিক্ষা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদির। তবে ভারত-সাবিত্রী সমেত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয়। মূল মহাভারতের সারানুবাদ বলেও তাঁর গ্রন্থটি অভিনিবেশের দাবি রাখে।

অন্যান্য রচনা—উপরিউক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ ছাড়াও কবিচন্দ্র কয়েকটি ক্ষুদ্র

আখ্যান বা পালা রচনা করেন, যেমন—'কপিলামঙ্গল', 'জীবিতবাহন উপাখ্যান', 'মশার কবিতা', 'কাপাসের পালা', মদনমোহন বন্দনা', রাজবল্লবীর বন্দনা' ইত্যাদি।

রামায়ণ সমীক্ষা—রামায়ণকাহিনীর সত্যতা এবং ঐতিহাসিকতা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্যে রামবিষয়ক নানা কাহিনী পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় রামকাহিনীর সত্যতা-বিচার কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকের মতে, রামায়ণ কাহিনী সত্য নয়, নিছক রূপকমাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মহাকবি বাল্মীকি রামকাহিনীর ক্ষীণসূত্র ধরেই এই অমর কাব্যটি রচনা করেন। আমাদের অনুমান, দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। রামকাহিনীতে কোন সত্য ঘটনার বীজ লুকিয়ে না থাকলে এত রূপান্তর চোখে পড়ত না। বাল্মীকি রামায়ণের সূচনাতেও এর ইঙ্গিত আছে। বাল্মীকির প্রশ্নে দেবর্ষি নারদ সর্বগুণান্বিত নরপতি রামের কথা বলেছিলেন। সেই বর্ণনা অনুপুঙ্খবর্জিত রামায়ন-কাহিনীর হ্রস্বরূপ এবং সেটিই বাল্মীকির মনে রামায়ণ রচনার প্রেরণা যোগায়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি রামচন্দ্রের মহান্ আলেখ্য রচনা করেন। সেই আলেখ্যের আড়ালে বাস্তব রাম হারিয়ে গেলেন চিরকালের জন্যে—বেঁচে রইল শুধু তাঁর কোমল-কঠোরে গড়া রূপের অতীত অপরূপ ভাবমূর্তি অনন্তকালের সম্পদ হয়ে।

মহাভারতের বিধ্বংসী যুদ্ধলীলার পশ্চাতে যে একটি পারিবারিক ভ্রাতৃবিরোধের ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে কথা অন্যান্য গ্রন্থের সাক্ষ্যে আভাসিত হলেও রামায়ণের ঘটনা সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না। রামায়ণে বানর ও রাক্ষসদের বিবরণ আছে। এই অমানব জাতি দুটিই রামকাহিনীকে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রামকাহিনীর মধ্যে সত্যের আভাসমাত্র নেই। আধুনিক যুগে বানর ও রাক্ষসদের অনার্য সমাজের প্রতিভূ বলা হয়েছে কিন্তু মহাকবির কাব্যে বানররা তাদের স্বভাবধর্ম বিস্মৃত হয় নি।

রামায়ণে আমরা তিনটি কাহিনীর চুম্বক লক্ষ্য করি—প্রথমতঃ, মানুষের গল্প বা রামকাহিনী, ঘটনাস্থল অযোধ্যা বা পূর্বভারত। দ্বিতীয়তঃ, বানরের গল্প বা বালী-সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব, ঘটনাস্থল কিষ্কিন্ধ্যা বা মধ্য ভারতের বনাঞ্চল। তৃতীয়তঃ, রাক্ষসদের গল্প বা রাবণের কাহিনী, ঘটনাস্থল লঙ্কা বা দক্ষিণ ভারত। রামায়ণে এই তিনটি কাহিনীকে একটি ঘটনাসূত্রে গাঁথা হয়েছে, সেটি হল "সীতাহরণ"—রামায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। রামায়ণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমে এই তিনটি কাহিনী স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধজাতকে যে রামকাহিনীর চুম্বক আছে তাতে রাবণ, বানর বা সীতাহরণ প্রসঙ্গ নেই। দক্ষিণ ভারতে লেখা জৈন রামায়ণে আবার রাবণ ও বানরদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, বাল্মীকি তিনটি লোককথাকে একত্রে গ্রন্থিত করে একটি কাব্যরূপ

দিয়েছিলেন। তিনটি কাহিনীর প্রধান যোগসূত্র ছিল সীতাহরণ, সীতান্বেষণ ও সীতাউদ্ধার। মহাকবি বাল্মীকির শিল্প-কৌশল ও রচনা-পারিপাট্যে প্রায় বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি রামকাহিনীর সঙ্গে মিশে রামায়ণ মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

রামায়ণ এবং রামকাহিনীর প্রাচীনত্ব নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রামায়ণের আগে রামকথা প্রচলিত ছিল। 'রাম না হতে রামায়ণ' প্রবাদটা নিছক কল্পনা। ভিনটার-নিৎসের মতে রামায়ণ লেখার বহু আগে থেকেই বীরগাথারূপে রামকাহিনী গাওয়া হত। কুশ ও লবের মতো পথগায়ক চারণেরা গাথা গেয়ে বেড়াতেন। বাল্মীকি এই লোকগাথা থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করেন। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, রামকথার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেছে মহাভারত আর দশরথজাতকে। বেদে রামের উল্লেখ নেই, তবে রামায়ণের কয়েকটি চরিত্রের নাম বেদে আছে যেমন দশরথ, জনক, সীতা, অশ্বপতি, ইক্ষাকু প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। সীতা জনক-তনয়া নন, দশরথকে অশ্বপতির জামাতা বলা হয় নি। তাই রামায়ণেও যে এঁরা অপরিবর্তিতভাবে এসেছেন, তা বলা চলে না। কেউ কেউ মনে করেন ড সুকুমার সেন) বেদের ভদ্র, ভদ্রা ও অগ্নি রামায়ণে হয়েছেন লক্ষ্মণ, সীতা ও রাম। আবার কারো কারো মতে বৈদিক ইন্দ্রই রাম ও অর্জুন চরিত্রের উৎস। এগুলো সবই অনুমানসাপেক্ষ ও সাদৃশ্যবাচক. কিন্তু সীতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বেদে সীতা হচ্ছে হলরেখা, কৃষিশ্রী, রামায়ণকে কৃষিসভ্যতা প্রসারের রূপকরূপে দেখলে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাকবি বাল্মীকি যদি রামায়ণকে রূপক হিসেবে রচনা করে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয় বৈদিক কৃষিদেবী হলরেখা সীতাকে মনে রেখেছিলেন। রামায়ণকে যাঁরা রূপক বলেন, সীতা নামটিই তাঁদের বক্তব্যের দৃঢ় ভিত্তি।

রামায়ণের রচনাকাল নিয়েও বিতর্কের শেষ হয়নি। আমাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী দুটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ পূর্ববর্তী। অবতার হিসেবে রাম কৃষ্ণের পূর্বে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইদানীং কালে অনেকেই এই প্রচলিত সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারছেন না, কারণ মহাকাব্য আকারে যে রামায়ণ আমাদের হাতে এসে পৌছেচে, তাকে মহাভারতের চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে হয় না। মহাভারতে রামকথা যে রকম প্রাধান্য লাভ করেছে, বাল্মীকি সে রকম ভারতকথাকে রামায়ণে স্থান দেননি, তবু সংশয়ের ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। পণ্ডিত জ্যাকবি. রামায়ণকেই পূর্ববর্তী বলে মনে করেন, কারণ রামায়ণের ভাষা প্রাক বুদ্ধযুগের এবং রামায়ণের প্রভাবেই মহাভারত 'এপিক' রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তি দেখাতে পারেন নি। প্রাথমিক বিচারে রামায়ণকে প্রথম মনে হলেও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বিচার এই সরল সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। হপকিন্স পরিষ্কারভাবে বলেছেন, **"there was a Bharat epic before there was a Ramayana."** তিনি আরো মনে করেন, গৃহ্যসূত্রের পূর্বে কোন

মহাকাব্যই প্রসিদ্ধিলাভ করেনি এবং সূত্রগ্রন্থের মধ্যে মহাভারতই প্রথম স্থান লাভ করেছে। অতএব মহাভারত রামায়ণের পূর্ববর্তী। তাঁর মতে, রামের গল্প পাণ্ডবদের গল্পের চেয়ে প্রাচীন কিন্তু মহাভারত বাল্মীকির কাব্যের চেয়ে প্রাচীন, অর্থাৎ রামের গল্প পুরনো হলেও মহাভারত আগে লেখা হয়। ভিনটারনিৎস্ রামকথার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেও মহাভারতকে পূর্ববর্তী মনে করেন। তিনি আরো মনে করেন, রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড লেখা হয়েছে আগে। বাল ও উত্তরকাণ্ড যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু পরে। মহাভারত বিপুল আয়তন নিয়ে সম্পূর্ণতালাভ করার আগেই রামায়ণ মহাকাব্যরূপে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আমরা একটু আগেই বলেছি, বেদে অশ্বপতি, কেকয় এবং জনকের উল্লেখ আছে। এঁরা আবার অর্জুন-তনয় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় প্রভৃতি পরীক্ষিতের চারপুত্রের পরে আবির্ভূত হন। তা যদি হয় তাহলে আমরা পাণ্ডবকাহিনীকে রামকাহিনীর পরবর্তী বলি কোন যুক্তিতে? অনেকে মনে করেন, রামায়ণে অশ্বপতি এবং জনক প্রসঙ্গ যেখানে আছে সে অংশটি পরবর্তী সংযোজন, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে কোন অংশকে আমরা প্রাচীন বা নবীন বলে চালাতে পারি না। বিশেষতঃ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও জনমেজয়ের উল্লেখ আছে, যে অংশকে ভিনটারনিৎস প্রাচীন বলেই মনে করেন সেই অংশে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে, আমরা সে আলোচনায় যাব না। ডঃ সুকুমার সেন 'রামকথার প্রাক ইতিহাস' আলোচনায় দেখিয়েছেন সারা বিশ্বের লোককথার সঙ্গেই রামকথার কোন না কোন মিল আছে। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও জীবনধারার মিশ্রণ ঘটেছিল। অতি প্রাচীনকালে এই মিশ্রণ বা সমন্বয় কোথায় কিভাবে হয়েছিল বলতে পারি না, তবু একই গল্প যে বাল্মীকিকে রামায়ণ এবং হোমারকে ইলিয়াড রচনায় উদ্বুদ্ধ করেনি, একথাও কেউ বলতে পারবেন না। এখানে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের প্রশ্নই ওঠে না। দুটি মানুষের জীবনে যেমন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে, এখানেও তাই হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মনে করা যেতে পারে সম্প্রতি প্রকাশিত রামায়ণ বিতর্কের কথা। আচার্য সুনীতিকুমার দেখে-ছিলেন লঙ্কাধিপতি রাবণের মতো দশমুণ্ড বিশ হাতওয়ালা দানবের অস্তিত্ব ভারতীয় পুরাণে নেই। তাহলে রাবণের উৎস কি, কবি হঠাৎ তাকে দশাননরূপে আঁকলেন কেন? তাঁর কল্পনাতে এই রূপ এলো কোথা থেকে? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। রাবণের মতো দানব তিনি পেয়েছিলেন গ্রীক পুরাণে। সেখানে **Briarcus** প্রভৃতি পঞ্চাশ মাথা আর একশ হাতওয়ালা আধা মানুষ আর আধা দানবের কথা আছে। গ্রীক পুরাণের হাইড্রাকেও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। রাবণের মতো তারও মাথা কেটে ফেললে তখনি নতুন মাথা গজিয়ে উঠত। কেন এই সাদৃশ্য? কোন বিতর্কে না গিয়ে আমাদের মনে হয়, মহাকাব্যগুলো যখন রূপ নিতে শুরু করে তখন সবদেশের পুরাণ এবং লোককথাই তাতে এসে আশ্রয় নেয়।

মহাভারতে বেশি হলেও রামায়ণেও এ মিশ্রণ ঘটেছে। হয়তো এভাবেই ভার্জিলের ইনিডে পড়েছে মহাভারতের সুস্পষ্ট প্রভাব।

বাল্মীকি রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে কাব্যরূপ লাভ করে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কারো কারো মতে বাল্মীকির আগে রামায়ণ রচনার চেষ্টা করেন শতপথ ব্রাহ্মণ ও মহাভারতোক্ত পৌরাণিক ঋষি চ্যবন। সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব প্রথম রামকাহিনীকে লোককথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র কাব্যরূপদানে প্রয়াসী হন। আচার্য্য সুনীতিকুমারের মতে, ভৃগুবংশীয় ঋষি চ্যবন বাল্মীকির পূর্বপুরুষ এবং তপস্যাকালে তাঁর বল্মীকস্তূপে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কাহিনীটি বাল্মীকির কবিখ্যাতির সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গেছে (রামায়ণের উৎস সন্ধান : আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১.১৯৭৬)। মহাভারতে চ্যবনকে ভৃগুপুত্র ভার্গব বলা হয়েছে অপরদিকে বাল্মীকিও নানা স্থানে ভৃগুপুত্র আখ্যা লাভ করেছেন। এখন চ্যবন ও বাল্মীকি স্বতন্ত্র ব্যক্তি না একজন ? ডঃ ভবতোষ দত্ত মনে করেন, ভৃগুবংশে বল্মীকাচ্ছাদিত হওয়ার কিংবদন্তী থাকায় প্রত্যেকেই বাল্মীকি নামে পরিচিত হতেন (রম্যা রামায়ণী কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩)। না হলে বাল্মীকি যুদ্ধকাণ্ডের শেষে কেন লিখবেন "আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকি কৃতম্" অর্থাৎ "পুরাকালে ঋষি বাল্মীকি এই আদিকাব্য রচনা ক'রয়াছিলেন" (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)। স্বয়ং গ্রন্থ রচনা করে বাল্মীকি একথা লিখলেন কেন ? এ পংক্তি কি পরবর্তী সংযোজন, না, মহাকবি বাল্মীকি স্মরণ করেছেন আর এক বাল্মীকিকে যিনি রামকথার সূত্রপাত করেন ? এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়। এই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, উত্তরকাণ্ড ও বালকাণ্ডের প্রথমাংশ বাল্মীকির নিজের লেখা কিনা। রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলোর সঙ্গে বাল্মীকির কিছুমাত্র যোগ প্রথমে ছিল না। রামের জন্ম থেকে রাজ্যলাভ পর্যন্ত ঘটনা তিনি নারদের মুখে শুনেছেন। এই ঘটনাই লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর আসে উত্তরকাণ্ডের কথা। সেখানে বাল্মীকি সশরীরে বর্তমান এবং ঘটনাও চলে এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান, তাঁর পুত্রদের রামায়ণ শিক্ষা উত্তরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা। এই দুটো ঘটনাকে মূল কাহিনীর সঙ্গে মেলানো কঠিন। ধারণা হতে পারে বাল্মীকি আসলে শুধুমাত্র উত্তরকাণ্ডেরই দর্শক—বাকি অংশের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, সেই হেতু পূর্বাপর ঘটনার পারম্পর্য র'ক্ষত হয়নি। অধ্যাত্ম রামায়ণে সে জন্যেই বাল্মীকিকে অরণ্যকাণ্ডে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আমরা চিরকাল জেনে এসেছি, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'—কিন্তু সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতেরা মনে করছেন, মূল রামায়ণের কাণ্ডসংখ্যা ছটি এবং সেগুলিও সর্বাংশে বাল্মীকির রচনা নয়। সমগ্র উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ডের চারটি সর্গ পরে সংযোজিত হয়েছে। এই দুই অংশের ভাষা ও রচনারীতিও স্বতন্ত্র। উত্তরকাণ্ডকে পরবর্তী এবং স্বতন্ত্র বলার পক্ষে হেতু কম নেই। যেমন—

১. অনেকে মনে করেন, মহাকবি বাল্মীকি নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের কথা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্র অশেষ ধর্মশীল একজন মানুষ, কিন্তু প্রথম ও শেষ কাণ্ডে তিনি বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং এই দুই কাণ্ড অনেকাংশে প্রক্ষিপ্ত।

২. নারদ বর্ণিত রামোপাখ্যানে, যা বাল্মীকি বালকাণ্ডে সন্নিবেশ করেছেন, তাতেও উত্তরকাণ্ডের কোন ঘটনা নেই। সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি কোন গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার কথাও নারদ বলেন নি।

৩. এই দুই কাণ্ডে নানা রকম আখ্যান উপাখ্যান থাকায় মূল ঘটনা প্রবাহ প্রায়ই ব্যাহত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ডে আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাধান্য নেই।

৪. অরণ্য কাণ্ড পড়ে মনে হয়, লক্ষ্মণের তখনও বিবাহ হয়নি। কারণ রামচন্দ্র স্বর্পনখাকে অবিবাহিত লক্ষ্মণের কাছে যেতে বলছেন। কিন্তু বালকাণ্ডে রামাদি চার ভ্রাতার একসঙ্গে বিবাহের কথা আছে। রামায়ণে এর পরে আর কোথাও অপর তিন ভ্রাতার পত্নীদের কথা বলা হয়নি! রাজশেখর বসু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—"ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী চিত্রকূটে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি উর্মিলাকে নিয়ে যাননি (বা. রামা ভূমিকা)

৫. প্রথম কাণ্ডে বর্ণিত কোন ঘটনা সম্বন্ধেই অপর কাণ্ডগুলিতে আর উল্লেখ নেই।

৬. উত্তরকাণ্ডে রামকাহিনীর চেয়েও রাক্ষস ও কপিদের বংশকাহিনীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মহাভাবতে যেমন 'হরিবংশ', রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে তেমনি রক্ষোবংশ।

৭. রামের জন্ম থেকে রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত লেখা ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে। কাব্যের শুরুতে বাল্মীকির শিষ্য লব-কুশ রামায়ণ শোনাচ্ছেন—এ অংশ যদি বা বিশ্বাসযোগ্য, লঙ্কাকাণ্ডের পর সীতাকাহিনী যোগ করে তাতে বাল্মীকির মুখ্য ভূমিকাগ্রহণ যেন কেমন খাপছাড়া ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে বাল্মীকি তো একবারও রামকাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেননি? অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যে বনবাসের সময় রাম ও বাল্মীকির সাক্ষাৎকার এবং বাল্মীকির পূর্বজীবনের কথা বলা হয়েছে।

৮. প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নেই। মহাভারতের রামোপাখ্যান বা দশরথজাতকের রামকাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, সেখানেও রাম সীতার সিংহাসনারোহণে গল্প শেষ হয়েছে। অশ্বঘোষ যে দু-তিনটি শ্লোকে রামকাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তাতেও তিনি উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন বোধ হয় না। অনেকের মতে, অধ্যাত্ম রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড পরে সংযোজিত হয়। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে রামের সীতাবর্জন প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও শেষে রামসীতার মিলন বর্ণনা করা হয়েছে। ভবভূতির উত্তররামচরিতেও

তাই। ভট্টির 'রাবণবধ' ও কুমারদাসের 'জানকীহরণে'ও উত্তরকাণ্ডের কোন আখ্যান স্থান পায়নি। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড লেখা হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশ রচনার পরে। দুটি রচনার মধ্যে শুধু সাদৃশ্যই নয়, কে অধমর্ণ তাও বোঝা যায় (রাম কথার প্রাক ইতিহাস পৃঃ ৫৮-৬৩)।

৯. বহির্ভারতীয় রামকাহিনীতে উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায় না। 'কাকাবিন' (যবদ্বীপ), 'রামকিয়েন', (শ্যাম), 'হিকায়ৎ সেরিরাম' (মালয়), 'রামসগীন' (বর্মা) প্রভৃতি কোন রামায়ণে সীতাবর্জন বা সীতার পাতাল প্রবেশের কথা নেই। তিব্বতীয় বা চৈনিক রামায়ণেও উত্তরকাণ্ডের কাহিনী নেই। অবশ্য যবদ্বীপে স্বতন্ত্র উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায়। হিমাংশুভূষণ সরকার বহির্ভারতীয় রামায়ণগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "যবদ্বীপীয় রামায়ণগুলির মূল উৎস খ্রীস্টাব্দের প্রথম যুগেই খুঁজিতে হইবে। যবদ্বীপের রামায়ণ পদ্মপুরাণের কাহিনীর মতোই রাম-সীতার মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে। অধিকন্তু যবদ্বীপীয় উত্তরকাণ্ডটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। সংস্কৃত বালকাণ্ডটি যবদ্বীপীয় সংস্করণে প্রায় অনুপস্থিত। এই সমস্ত বিষয় একত্র বিচার করিলে ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের মূল উৎস এমন এক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ড ছিল না এবং উহা রাম-সীতার মিলনানুষ্ঠানের ভিতব দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।" (দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পৃঃ ২৪৯)।

ইদানিংকালে অনেকে উত্তরকাণ্ডকে পরবর্তী বলে মেনে নিলেও একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। 'উত্তরকাণ্ডে'র 'উত্তর' নামটিও সন্দেহজনক। 'উত্তর' মানেই তো পরবর্তী। বাল্মীকি হঠাৎ এ নামটি দিতে গেলেন কেন? উত্তরকাণ্ড যদি বাল্মীকির রচনা না হয় তবে কে এর রচয়িতা? বাল্মীকির কত পরে এই কাণ্ডটি রামায়ণে যুক্ত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথেব মতে "ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে, শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিত্রের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের সময়, সমাজ রক্ষকেরা নিজেদের স্বার্থে এই কাণ্ড যোগ করে। রাজশেখর বসু

একে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করেননি, বলেন, "বাল্মীকির কাল যাই হক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাসন প্রভৃতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি প্রাচীন এবং তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়। তিনি মূল রামায়ণ improve করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেননি, তাঁর রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে।" আবার এর বিপরীত দিকও আছে এবং সেখানেও যুক্তির অভাব নেই। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, "উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রক্ষোবংশের আদি ইতিহাস ও কপিবংশের পূর্ব বৃত্তান্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণকে আদি-মধ্য-অন্তসমন্বিত মহাকাব্য বলা চলিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমস্ত রামায়ণে উপোদ্‌ঘাত; ইহা না থাকিলে অনেক জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। রাবণ এত দুর্ধর্ষ কেন, তাহার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবরণ দ্বারাই রাবণ-বিজয় রামচন্দ্রের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড রচনাই বাল্মীকির প্রধান কৃতিত্ব।" আধুনিক সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও উত্তরকাণ্ডের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, অবশ্য ভিন্ন যুক্তিতে। তিনি মনে করেন, "উত্তরকাণ্ড না থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই হতো না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মীমেয়ের মতো রামের কোলে বসে পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্যা করে বাকি জীবন সুখে কাটালেন—এই যদি রামায়ণের শেষ হতো, তাহলে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হতে পারতো, বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না লিখে থাকেন, তবে সেইটুকুই বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই বস্তুতঃ, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হলো, ছাড়তে হলো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার।"

বলা বাহুল্য প্রাচীন কাব্যবিচারের রীতি একে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মহাকবি ঠিক কোথায় এসে থেমেছিলেন বলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। তবু সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ধারণায় 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাসা বেঁধে আছে। অথচ প্রাদেশিক অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, কেউ কেউ উত্তরকাণ্ড অনুসরণ করেন নি। যেমন, তুলসীদাসী রামায়ণ, মাধবকন্দলীর রামায়ণ ও শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ। এঁরা তিনজনেই মধ্যযুগের কবি এবং সময়ের দিক থেকে তুলসীদাসের রামচরিতমানস সবচেয়ে প্রাচীন। এই তিনজন কবির রামায়ণে উত্তরকাণ্ড বর্জনের পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এঁরা কি বিয়োগান্তক বা করুণ রসাত্মক বলে উত্তরকাণ্ড বর্জন করেছিলেন, না, উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে এঁদের মনে সংশয় জন্মেছিল, কে জানে? তবে শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি এবং তখন রামায়ণের সপ্তকাণ্ড নিয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি। শঙ্করের পূর্ববর্তী কবি কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড রচনায় কৃতিত্বের পরিচয়ই দিয়েছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, শঙ্কর কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে নিজের কাব্য রচনা করতে চান নি। পাছে তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য হারায়, তাই তিনি বাংলা দেশে প্রায়-অপরিচিত রামায়ণের ভিন্ন আদর্শটিকেই গ্রহণ করেছেন। সেই আদর্শ 'ভারত'-রামায়ণের আদর্শ, নারদ-কথিত রামায়ণের আদর্শ। আর একটি গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছেন, সেটি হল তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। লব কুশের বিবৃত রামায়ণ গানই 'কবিচন্দ্রের রামায়ণ', তাই রাম-সীতার সিংহাসনারোহণেই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

আলোচ্য রামায়ণ—শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনার সময় বহু সংস্কৃত রামায়ণ এবং ভাষা রামায়ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন কারণ সময়ের দিক থেকে তিনি মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বের কবি। মহাভারত রচনাকালে তাঁকে রাজাদেশের কথা স্মরণ রেখেই মূলানুগ অনুবাদ করতে হয়েছিল, কিন্তু রামায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরের অনুপ্রেরণাই ছিল মুখ্য, সুতরাং তিনি অবলীলায় বাল্মীকির মানুষ রামকে অধ্যাত্মের নারায়ণ-রামে পরিণত করে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবুক ভক্ত কবি মনটিও আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অনুমান কবিচন্দ্র স্বেচ্ছায় তাঁর পুরোবর্তী কবি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ না করে একটি স্বতন্ত্র রামায়ণ রচনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই বাল্মীকি, অধ্যাত্ম প্রভৃতি সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতের রামকাহিনী, পুরাণের রামকথা এবং তুলসীদাসের রামচরিত মানস ও ভাগবত প্রভৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকিকে অনুসরণ করে রামকথা বলতে শুরু করেও তিনি যে রামের সিংহাসনারোহণের পরই রামায়ণ শেষ করেছেন, এটিও তার অন্যতম কারণ হতে পারে। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বিষ্ণুপুরী রামায়ন হয়তো খানিকটা ভারসাম্য হারিয়েছে, তবে তাতে রসাভাস ঘটেনি।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাবে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের সাদৃশ্য খুব বেশি। কবিচন্দ্র যে তাঁর রামায়ণের মূল কাঠামোটি বাল্মীকির গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি সমস্ত আদিকাণ্ডটিকে বাল্মীকির অবিকল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই কাণ্ডের শুধু একটি জায়গায় কবি অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণ করেছেন, সেই অংশটি হল 'রাম-ধীবর সংবাদ'। তারপর অযোধ্যাকাণ্ডে বাল্মীকির পূর্ব জীবনের কথা কবি যোগ করে দিয়েছেন। এটি তিনি নিয়েছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে। অন্যত্র বাল্মীকির অনুসরণ অব্যাহত। অরণ্যকাণ্ড অতি সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ। নূতনত্ব আছে সীতান্বেষণের সময় রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে মাছরাঙা পাখি ও মণ্ডূকের সাক্ষাৎ এবং ইতর প্রাণীর রামভক্তি। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড থেকেই কবি কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন, তবে বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী থেকে খুব দূরে সরে যান নি।

বাল্মীকি-রামায়ণের আখ্যানগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, কবিচন্দ্র প্রধানতঃ রামকাহিনীটিকে রামায়ণ থেকে বেছে নিয়েছেন এবং বর্জন করেছেন অন্যান্য উপাখ্যানগুলিকে, যেমন—বিশ্বামিত্রের বংশবৃত্তান্ত, গঙ্গা উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান ইত্যাদি। সেজন্য প্রথম থেকেই তাঁর রামায়ণ তীব্র একমুখী এবং সংক্ষিপ্ত। অবশ্য অরণ্যকাণ্ডের পর থেকে কবি তাঁর বাল্মীকিনিষ্ঠা বা কাব্যের সংক্ষিপ্তিকরণ বজায় রাখতে পারেন নি। লঙ্কাকাণ্ডের অধিকাংশই তাঁর নিজস্ব কল্পনা। মনে হয় কবি অন্যান্য উপাখ্যান রচনার সময় বাল্মীকিকে অনুসরণ না করে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে রামকথা সংগ্রহ করে কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। বাল্মীকির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা থাকলেও রচনা-ভঙ্গীতে তিনি মহাকবির গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে পারেন নি। লক্ষ্মণ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম॥" (অযোধ্যা ২১।১৯)

তখন কবিচন্দ্র লেখেন—

"লক্ষ্মণ বলেন প্রভু নিবেদি চরণে।
যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে॥
মূর্ছাপন্ন হয়্যা বাপা রয়্যাছে যাবত।
এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব॥"

কিংবা, রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে॥" (অযোধ্যা ৩৬।১২)

এর অনুবাদে কবি লিখেছেন—

"কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ।
দ্রব্যহীন রাজ্যে রাজা আই মা কি লাজ॥"

এভাবে দেখা যাবে কবি বাল্মীকির কাহিনীমাত্র অনুসরণ করেছেন। অবলম্ব্য অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা। এখানে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং রামরূপে জন্মগ্রহণ করেও তিনি আত্মবিস্মৃত নন। রাম সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্মের নিয়ামক। রামকে এভাবে অঙ্কন করার জন্য কাব্য রস কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তৎপরিবর্তে যুক্ত হয়েছে ভক্তি। শত্রু-মিত্র সকলেই এখানে রামভক্ত এবং মনে মনে রামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত থাকায় সংঘাতমূলক তীব্রতাগুলি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। অধ্যাত্মমতে শিব দুর্গার কথোপকথনে রাম-কথা ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনী মোটামুটি বাল্মীকি-রামায়ণেরই মতো। শুধু দেখা যায়—বাল্মীকির পূর্বজীবনের কথা, অহল্যার পাষাণী রূপ, এবং ছায়া-সীতার কথা অধ্যাত্মের অনুসরণ করেছে। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের মন্ত্রণা কালনেমি প্রসঙ্গ এবং রাবণের মৃত্যু ঘটনাতেও অধ্যাত্ম কিছু বৈচিত্র্য এনেছে, তবে তার পরিমাণ সামান্যই। কবিচন্দ্র অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই গ্রহণ

করেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে সগর রাজার উপাখ্যান, বিশ্বামিত্র আখ্যান, গঙ্গা-কাহিনী প্রভৃতি স্থান পায়নি। কবিচন্দ্রও তাঁর গ্রন্থে এ সব অংশ বর্জন করে অধ্যাত্মের প্রতি আনুগত্যই দেখিয়েছেন। তবে বাল্মীকি রামায়ণের নাটকীয়তা ও গ্রন্থসূচনা কবি বর্জন করতে পারেন নি। বিষ্ণুপুরী রামায়ণে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং শত্রু-মিত্র পশু-পাখী সকলই রামভক্ত ঠিকই, কিন্তু রামচন্দ্র নিজে আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন নন। তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের মতো অধ্যাত্ম রামায়ণেরও ভাবানুবাদ করেছেন। যেমন দেখা যাচ্ছে,

গৌতম অহল্যাকে বলছেন—

"দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা।
আতপানিলবর্ষাদি-সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্।" (আদি ৫।২৬-২৮)

কবিচন্দ্র সংক্ষেপে লিখেছেন—"পাষাণ হইয়া থাক আমার আশ্রমে" এবং 'হাজার বছর রহঃ শীত তাত বৃষ্টি সহঃ তোমারে তরিবেন আস্থা রাম" যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের কোন যোগ নেই, নেই অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গেও। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত তিনটি রামায়ণই বাল্মীকি-রামায়ণের পরবর্তী।

কবিচন্দ্র অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও রামকাহিনী সংগ্রহ করেছেন এ কথা বলেছি। মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের নবমস্কন্ধে রামকথা আছে। এবং কবিচন্দ্রের রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের রামকাহিনীর সাদৃশ্যই যেন বেশি। রামসীতার সিংহাসনারোহণে কাহিনী শেষ হওয়া ছাড়াও মহাভারতে রয়েছে অঙ্গদের দৌত্য—কবিচন্দ্রের রামায়ণে যেটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাগবতের নবম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে আছে উত্তর-কাণ্ডের ঘটনা। লক্ষণীয়, কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণে ঐ স্কন্ধের কেবল দশম অধ্যায়ই গ্রহণ করেছেন। শিবপুরাণের একটি ঘটনাও কবিচন্দ্রের রামায়ণে লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাটি হল—সাগরে সেতু নির্মাণ শুরু করে নল প্রতিদিন যেটুকু অগ্রসর হতো, রাতে রাক্ষসরা এসে তা ভেঙ্গে দিত। তখন সেতুর ওপর শিব-বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। রাক্ষসরা এসে শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে আর সেতু ভাঙতে পারে না। কবিচন্দ্র এ ঘটনাটিকে তাঁর রামায়ণে স্থান দিয়েছেন। রামের দেবীপূজার কথা আছে কালিকাপুরাণ ও দেবী ভাগবতে। কবিচন্দ্রও রামকে দিয়ে দেবীপূজা করিয়েছেন।

নিজের কাব্যখানিতে নূতনত্ব দানের আগ্রহে কবিচন্দ্র ভাষা রামায়ণগুলির দিকেও লক্ষ্য করেছেন এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসের ভক্তিরস তাঁর কাব্যে রসঘন হয়ে উঠেছে। এইভাবেই কবিচন্দ্র তুলসীদাসের কাছে আরো একটি কারণে ঋণী। অঙ্গদ রায়বারের অম্লমধুর উপাখ্যানটি তিনি তুলসীদাসের কাব্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন মনে হয়। বাল্মীকি অঙ্গদের দৌত্যের কথা বলেন নি, কিন্তু বাংলা

রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অতি সংক্ষেপে অঙ্গদ রায়বার বর্ণিত হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত না হলে বলা যায়, কৃত্তিবাসই বাংলাদেশে এই রচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বারের যে ব্যাপকতা দেখা যায়, সেটি এই কবিচন্দ্রেরই রচনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে ব্যাপকতা অনুপস্থিত। অঙ্গদ রায়বারের অনুকরণে 'কুম্ভকর্ণের রায়বার', 'বিভীষণের রায়বার', 'সূর্পনখার রায়বার', 'কালনেমির রায়বার', ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। কবিচন্দ্র স্বয়ং অঙ্গদ রায়বার এবং কুম্ভকর্ণের রায়বার রচনা করেন। তুলসীদাসের সঙ্গে কবির অঙ্গদ রায়বারের বেশ মিল দেখা যায়। তুলসী দাস লিখেছেন—

"বালি বিমল জস ভাজনু জানী।
হতউ ন তোহি অধম অভিমানী॥
কহু রাবন রাবন জগ কেতে।
মৈঁ নিজ শ্রবণ সুনে সুনু জেতে॥
বলিহি জিতন একু গয়উ পতালা।
রাখা বাঁধি সিসুন্হ হয়সালা॥
খেলহিঁ বালক মারহিঁ জাঈ।
দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঈ॥
এক বহোরি সহসভুজ দেখা।
ধাই ধরা জিমি জন্তুবিসেখা॥
কৌতুক লাগি ভবন লেই আবা।
সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা॥
এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী কাঁখ।
তিনহ মহু রাবন তৈঁ কবন সত্য বদহি তজি মাখ॥ (রামচরিত মানস, স. দাসগুপ্ত)

কবিচন্দ্র লিখেছেন বাংলায়—

"কোন বাপ তোর জিন্মাছিল তিনলোকে।
কোন বাপ কোথা গেল বল দেখি মে কে॥...
কোন বাপ জব্দ হৈল জমদগ্নি (?) তেজে।
কোন বাপকে মোর বাপ বান্ধ্যাছিল লেজে॥ (দ্রঃ পৃঃ ১৮)

অন্যান্য বাঙালী কবিরা রায়বার লিখেছেন হিন্দীতে বা হিন্দী বাংলা মেশানো এক জগাখিচুড়ি ভাষায়। ফকিররাম, খোসাল শর্মা প্রমুখ রায়বার কবিদের রচনায় তার পরিচয় মেলে। খোসাল শর্মাকে কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে মেনে নেওয়া শক্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৮২-৮৩) ঐ নামে এক লিপিকারেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মল্লভূমির পুঁথির লিপিকালগুলি সতর্কতার সঙ্গে বিচার্য।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আখ্যান শিবরামের যুদ্ধ। দ্বিজ লক্ষ্মণ ভণিতায়ও শিবরামের যুদ্ধ পাওয়া যায়। ইনি যদি কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী না হন, তা হলে ধরে নিতে হবে, কবিচন্দ্রই এই কাহিনীর স্রষ্টা। আমরা শঙ্করের এক

পুত্রের নামও লক্ষণ পেয়েছি। কবিচন্দ্রের রামায়ণের শিব-রামের দ্বন্দ্ব আমাদের মনে দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণের হরিহর দ্বন্দ্বের কাহিনী স্মরণ করায়। তাঁর কাব্যে আরো দেখা যায়, শিবের কণ্ঠস্থিত ছয়রাগ রামানুচর। শত্রুরূপে ভজনা করে তারা রামের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে ও শিবসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

লঙ্কাকাণ্ডে কবিচন্দ্র সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। অঙ্গদ-রায়বার ছাড়াও এতে আছে বিভীষণপুত্র তরণী ও অরণির যুদ্ধ, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, সীতা ও সরমার সাক্ষাৎকার এবং রামসীতার পুষ্পবাসর। তরণী ও মহীরাবণের কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আছে, তবে কবিচন্দ্রের রামায়ণে এই সব অপ্রধান আখ্যান বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র—কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের সাদৃশ্য আছে কিনা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা দেশে যে কয়েকটি রামায়ণ জনপ্রিয় হয়েছিল, তার মধ্যে এই দুটি রামায়ণের স্থান উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাস অসাধারণ জনপ্রিয় কবি হলেও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে একদা বিষ্ণুপুরী রামায়ণের বিপুল সমাদর ছিল। এখনও ঐ অঞ্চলের ছৌ নৃত্যে বিষ্ণুপুরী রামায়ণখানি অনুসৃত হয় (দ্রঃ Chhau Dance of Purulia—A. Bhattacharjee)। অবশ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূলরূপ এখন আর পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও পরবর্তীকালে সংশোধিত এই দুটির রূপের মধ্যেও রয়েছে স্ব-বিরোধ। তাঁর রামায়ণ পড়ে মনে হয়, তিনি 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষে গল্পের মাল্য-রচনার কারিগরিতে বিভিন্ন উপাখ্যান মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এর জন্য প্রয়োজন পিছনের দিকে ফিরে তাকানোর। মূল মহাভারত বা রামায়ণ এই পদ্ধতিতেই রচিত। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীগ্রন্থন হয়েছে পারম্পর্য অনুসরণে। তাই তাঁর রামায়ণে রামের পূর্বপুরুষ থেকেই কাহিনীর সূচনা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী সংসারের চিত্ররূপ। সুখে দুঃখে, মায়া-মমতায়, কর্তব্যে ও কর্মে বাঙালী জীবনেরই এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাঁর রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী। সীতা পতিব্রতা বাঙালী বধূ। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যেন বাংলাদেশেরই একটি সমৃদ্ধ নগরী।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুরী রামায়ণও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মজার কথা এই যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সব অংশ সমধিক জনপ্রিয়, তার অনেকগুলিই শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অনেক কাহিনী ঈষৎ পরিমার্জিত করে সম্পাদকরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীভূত করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অঙ্গদ-রায়বার, তরণীর যুদ্ধ, ভরত কর্তৃক হনুমানকে বাঁটুল নিক্ষেপ ইত্যাদি। মহীরাবণ প্রসঙ্গটি দুই রামায়ণেই আছে, কাজেই সেটি কৃত্তিবাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড রচনা করেন নি। এটি অন্য কবির রচনা। এর জন্য উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ লঙ্কাকাণ্ডে যে কবিচন্দ্রের বহু রচনা যুক্ত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিছুটা সাজানো-গোছানো, গ্রাম্যতাবর্জিত ও

পরিমার্জিত। কুশলী শিল্পীর সুনির্বাচিত ভাষাসূত্রে কাব্যমালিকা গ্রথিত। আর কবিচন্দ্রের কাব্যকুসুম সদ্য আহরিত, তাঁর ভাষায় মধ্যযুগীয় অপেলবতা, কিন্তু ছন্দে সহজ কলতান। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই বিষ্ণুপুরী রামায়ণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

কবিচন্দ্রের কাব্যবিচার—শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্য বিচারের ভার আমরা পাঠকদের রসবোধের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই। সমগ্র কাব্যটি পাঠ করে তাঁরা এর রসাস্বাদ গ্রহণ করুন। আধুনিক যুগের মানুষের মনে মধ্যযুগীয় কাব্য তেমন আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে না, না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিশালায় কবিচন্দ্রের পুঁথির প্রাচুর্য দেখে সহজেই বলা যায়, গত শতকে কবি পাঠক-মনের কতো কাছাকাছি ছিলেন।

অতিরিক্ত সংক্ষেপীকরণের জন্য কবি কাব্যের চরিত্রগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ভক্তবৎসল রাম অবনতমুখী সীতা, অনুগত ভক্তবৃন্দ এবং ভক্ত হনুমান প্রথানুগ কিন্তু রাক্ষস-চরিত্র অঙ্কনে কবি নূতনত্ব এনেছেন। অন্তরে যারা রামভক্ত বাইরে তারাই শত্রুভাবে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং রামের হাতে মৃত্যুবরণ করছে। এই পরিকল্পনায় সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পেলেও রাক্ষস চরিত্রগুলি উন্নত হয়েছে। কোন বিস্তৃতির দিকে কবি যাননি, তবে সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছেন বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া উপমা প্রয়োগ করে। 'অঙ্গদ-রায়বারে' কবি বলেছেন—

'কি কাজ আঁকড়ি যদি হাতে ফুল পাই।
সেবকে হইলে কার্য আপনি না যাই॥'
"রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিণী পাপে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী উড্যা যায়॥
শিষ্য পাপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি।
তোর পাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি॥"

কোন কোন বর্ণনায় কাহিনী নিটোল রসরূপ লাভ করেছে। সরমা সীতাকে সেতু বন্ধনের সংবাদ দিলে সীতা মনের আনন্দে অশোকফুলের মালা গাঁথতে বসেন রামকে পরাবেন বলে। আকাশে মেঘ দেখে তাঁর রামের কথা মনে পড়ে।

"যখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে
আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে॥
নীল মেঘে বিজুরি সঘন গরজন।
আমি বলি আইল মোর কমললোচন॥"

বিবাহ বাসরে রাম-সীতার বর্ণনা—

"হাসিয়া বসিল রাম কনক আসনে।
জানকী বসিলা বামে সৌদামিনী ঘনে॥
নবমেঘ কোলে যেন [বিজুলির খেলা]।
(কৃষ্ণবর্ণ) পাত্রে পূর্ণ যেন পদ্মমালা॥"

এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, আমরা তা থেকে বিরত হলাম। তাঁর লেখা ছোট ছোট পালাও একদা জনপ্রিয়তা ও রাজসম্মান লাভ করেছিল। সেকথা আজও লোক ভুলে যান নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচন্দ্রকে মধ্যযুগের বাংলার মানস-সংস্কৃতির ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে পৃঃ ১০৮)।

পুঁথি ১. আদর্শ পুঁথি, আদি—লঙ্কাকাণ্ড পত্রসংখ্যা ১৮১ পুঁথির আকার ১৫″×৫″ পংক্তি ৮–১০। তুভাঁজ তুলট কাগজে লেখা, তুই ধরণের হস্তলিপি দেখা যায়, প্রথম লিপি জড়ানো, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। লিপিকাল ১২০৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ। লিপিকারের নাম নেই।

অন্যান্য পুঁথি

২.	অযোধ্যাকাণ্ড	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি	নং	৩৯
৩.	,,	,, ,, ,,	নং	৪৯
৪.	লঙ্কাকাণ্ড	,, ,, ,,	নং	১৬৩
৫.	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	, ,, ,,	নং	৭৩
৬.	,,	বিশ্বভারতী ,,	নং	১২৬৮
৭.	উত্তরকাণ্ড	,, ,,	নং	৪১১

এছাড়া রামায়ণের কোন কোন পালার পুঁথি বাংলা দেশের বিভিন্ন পুঁথিশালায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে অঙ্গদ-রায়বাবের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। উপরোক্ত ২-৬ সংখ্যক পুঁথির কোনটিই সম্পূর্ণ নয় এবং কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত হলেও অন্যান্য কবির নামের মিশ্রণ ঘটেছে (উত্তর ও অযোধ্যা)। এজন্য এসব পুঁথি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। ৬ সংখ্যক পুঁথির প্রথম দশটি পত্রের সঙ্গে শেষের তুটি পত্রের কাহিনীগত মিল নেই, তবুও পুঁথিটি উল্লেখযোগ্য। ৭ সংখ্যক পুঁথিটি উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত হলেও এটি কাশীরামদাসের মহাভারতের এবং কবিচন্দ্রের লঙ্কাকাণ্ডের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিচন্দ্রের নামে 'সীতার বালির পিণ্ড' মুদ্রিত হলেও আদর্শ পুঁথিতে না থাকায় আমরা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করি নি।

আলোচ্য রামায়ণটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বইপত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল পুঁথির তু একটি পাঠ নির্ণয়ে সহায়তা করেছেন। প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতা করেছেন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী। সারদা প্রিন্টার্সের শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ নাগ অনেক অসুবিধার মধ্যেও মুদ্রণ কার্য পরিচালনা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতিই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

—চিত্রা দেব

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

রামায়ণের সূচনা

তমসার তীরেতে বাল্মীকি তপোধন। কহে নানা কাব্যকথা সঙ্গে শিষ্যগন ॥
হেনকালে আলা তথা ব্রহ্মার নন্দন। নারদে প্রণাম করি দিলা পাদ্যাসন ॥
নাবদে কহেন মুনি ভাবি অবিরত। ইহলোকে কেবা আছে সর্বগুণান্বিত ॥
ধর্মশীল সত্যবাদী সদাচারবান। সর্বজীবে সমভাব বদান্য বিদ্বান ॥
কাল পূর্ণ হয় তার যেবা করে কক্ষা। বাহুবলে ত্রিলোক করিতে পারে রক্ষা ॥
নারদ বলে এত গুন দেবের কোথা আছে। ভবিষ্য পড়িল মনে কহি তব কাছে ॥
ইক্ষ্বাকু কুলেতে রাম সর্বগুণাকর। জন্মিতে আছয়ে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
বাম অবতার কহেন ব্রহ্মাব কোঙর। ভবিষ্য বাল্মীকি সব কহে মুনিবর ॥
নারদ বিদায় হইয়া গেলা স্থানান্তরে। শিষ্য সঙ্গে মুনি গেলা স্নান করিবাবে ॥
তমসাব তীরে দেখে বক-বকী সঙ্গ। রভস কৌতুক রসে করে নানা রঙ্গ ॥
দারুণ নিষাদ বকে বাণেতে মারিল। বাল্মীকি অনেক ভৎর্সি নিষাদে শাঁপিল ॥

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কাম-মোহিতম্ ॥

শিষ্য ভরদ্বাজ কহে বাল্মীকি মুনিরে। চারিটি চবণ বঠে শ্লোক হতে পাবে ॥
স্নান কর্যা আশ্রমে আইলা গুণনিধি। দৈবযোগে বাল্মীকির ভবে আল্যা বিধি ॥
পাদ্যাসন দিয়া মুনি পড়িলেন শ্লোক। মুখে কি বেবাল্য মোর নাই বুঝে লোক ॥
বিধি কহে বাল্মীকিরে ক্রৌঞ্চবধ কথা। অপূর্ব হইল শ্লোক দূব কব ব্যথা ॥
নাবদের মুখে তুমি যে কৈলে শ্রবণ। বামলীলা বর্ণ বল্যা করিলা গমন ॥
নাবদের উপদেশ বর্ণ বামলীলা। শুনিতে শ্রবণ সুখ দ্রব হয় শিলা ॥
বামায়ণ গ্রন্থ কর্যা ধেয়া আস্বাদিল। রাম পুত্র লব কুশে গান শিখাইল ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ রামের অবসান দিনে। সাত কাণ্ড গায়াইল ভাই দুই জনে ॥
আদিকাণ্ডে চিত্রকথা কবিচন্দ্রে গায়। শ্রবণ যে করে সর্ব যজ্ঞ ফল পায় ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান

বীণা কান্ধে গায় গীত ভাই দুইজন। শ্রীরামের জন্মকথা শুন দিয়া মন ॥
অযোধ্যায় দশরথ নামে হল রাজা। ইন্দ্রের সমান পুরী পালে শতি প্রজা ॥

অপুত্রক সেই রাজা পুত্রের কারণে। বশিষ্ঠে কহেন আর যত মন্ত্রিগণে ॥
সুমন্ত্র কহেন কথা শুন হে রাজন। সনৎকুমার কহিয়াছেন ভবিষ্যকথন ॥
কশ্যপের পুত্র বটে বিভাণ্ডক মুনি। তস্য পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যোগসিদ্ধ জ্ঞানী ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি কর তার পূজা। যত বর চাহ তাহা পাইবে মহারাজা ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ পূর্বকথা অপূর্ব বড শুনি। যেবা যত বর চাহ তত দিবেক মুনি ॥
অঙ্গনাম দেশেআছে লোমপাদ রাজা। তার দেশে অনাবৃষ্টি দুঃখ পায় প্রজা ॥
পাত্র মিত্র লইয়া যুক্তি করে সর্বক্ষণ। কোন যুক্তে আমার রাজ্যে হবেক বরিষণ ॥
পাত্র মিত্র বলে রাজা শুন সাবধানে। এক যুক্তি বলি যদি লয় তব মনে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম মুনির থাকে তপোবনে। বিভাণ্ডক পুত্র সেই সর্ব লোকে জানে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গর জন্ম হইল হরিণী উদরে। দুই শৃঙ্গ শোভে তার মাথার উপরে ॥
এই সে কারণে তার ঋষ্যশৃঙ্গ নাম। তাহা দরশনে রাজা সকল সিদ্ধকাম ॥
মন্ত্রণা করিয়া তারে আনহ সত্বর। তবে সে হইব বৃষ্টি রাজ্যেতে তোমার ॥
ই কথা শুনিয়া রাজা বলে সভাকারে। বিভাণ্ডের পুত্র আনিব কেমত প্রকারে ॥
বিভাণ্ডকের শাপে কার নাহিক নিস্তার। শাপে পুডিবেক রাজ্য হব ছারখার ॥
সর্বনাশ করিবেক দিয়া ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মশাপে মন্দ হবেক ইহ বড তাপ ॥
একে অনাবৃষ্টি হইয়াছে মোর রাজ্যে। তাহাতে বিভাণ্ডের শাপে লোক পাছে মজে ॥
বাপে পোয়ে বনে তারা থাকে সর্বক্ষণ। তাহার সমুখ মোর হবেক কোনজন ॥
ভস্ম করিবেক ধ্যানে সকল জনে। বিষম সাহস এই বিষম কারণে ॥
পাত্রের সহিত যুক্তি করিল অশেষ। কোন মতে ঋষ্যশৃঙ্গ আনি নিজ দেশ ॥
এমতে মন্ত্রণা কর চিন্তিয়া উপায়। যেন মতে ঋষ্যশৃঙ্গ আসেন এথায়।
সর্বথা মানিব তারে শুন মহাশয়। মোর এই সত্য কথা জানিহ নিশ্চয়।
বিভাণ্ডক তপ করে তমসার কূলে। সর্বদিন থাকে মুনি তমসার জলে।
সূর্য অস্ত গেলে যখন প্রবেশে রজনী। হেনবেলা ঘরে আইসে বিভাণ্ডক মুনি ॥
বেলা অবসান করি মুনি প্রবেশে ঘর। সর্বদিন ঋষ্যশৃঙ্গ থাকে একেশ্বর ॥
এক যুক্তি বলি যদি লয় তোমার মন। সোনার নৌকাতে রাজা করহ সাজন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সুগন্ধি কস্তুরী। বাছিয়া কন্যা আন রাজা পরম সুন্দরী।
শৃঙ্গারের রস মুনি কিছুই না জানে। কৌতুকে আসিব মুনি কন্যা সভার সনে ॥
মন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনি লোক সব হাসে। এইমতে ঋষ্যশৃঙ্গ আনিতে পারিব দেশে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রাম পদ সার। এড়াবে শমন ডর এ ভব সংসার ॥
পাত্র মিত্রের কথা শুনিয়া রাজার পীরিতি। ঋষ্যশৃঙ্গ আনিতে তবে দিল অনুমতি ॥

সোনার নৌকা মিষ্টান্ন মোদক থরেথর। অমৃত সমান সন্দেশ তুলিল বিস্তর॥
সুরঙ্গ নারেঙ্গ দিল আর চিনির পানা। গুবক নারিকেল দিল অপর কত নানা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিল কলসী কলসী। তিন শত কন্যা দিল পরম রূপসী॥
চলিল কন্যা সব পরিয়া অলঙ্কার। আছুক মনুষ্য মন মোহে দেবতার॥
মুনিগণ মোহ যায় দেখ্যা কন্যার রূপ। নদ-নদী বাহিয়া যায় পরম কৌতুক॥
এইরূপে গেলসভে সেই মুনির দেশে। বিভাণ্ডের পুরী গেল বেলি অবশেষে॥
বিভাণ্ডক দেখা কন্যা সভে লাগে ডর। লুকাইয়া রয় তারা বনের ভিতর॥
বনে লুকাইয়াছিল চারি প্রহর রাতি। প্রাতঃকালে কন্যা সভে করিল যুকতি॥
বিভাণ্ডক মুনি গেল তপ করিবারে। আরবার নৌকা গেল সেইখান ভিতরে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ সম্মুখে সব কন্যা নাচে রঙ্গে। নয়ান কটাক্ষ দিয়া নাচে নানা ভঙ্গে॥
দেখিয়া মুনির পুত্র কন্যা পানে চান। কামে অচেতন হয়্যা হরিল গেয়ান॥
বার বৎসরের শিশু মুনির কুমার। প্রথম যৌবন তার বুদ্ধেতে অপার॥
বুঝিতে নাহিকপারে স্ত্রীসভার কলা। ভাণ্ডাইতে নাই পারে পাতে নানা ছলা॥
কন্যা সব বলে তুমি কাহার নন্দন। একেশ্বর বনে থাক কোন প্রয়োজন॥
রূপে গুনে তোমারে দেখি যে অনুপাম। কোন কুলে জন্ম তোমার কহ কিবা নাম॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে তবে শুন কন্যাগণ। বিভাণ্ডক মুনি সেই কশ্যপ নন্দন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম আমার তাহার তনয়। বাপে পোয়ে বনে থাকি কারে নাই ভয়॥
প্রাতঃকালে যান বাপ তপ করিবারে। সন্ধ্যাকাল হইলে বাপ আইসেন ঘরে॥
মনুষ্যের সঞ্চার নাই আমার তপোবনে। কথাবার্তা কহিতে না পাই কার সনে॥
আমার আশ্রমে আজি ভাগ্যে পুণ্যে পাই। অতিথের সেবা করি আমরা ইহা চাই।
ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনিয়া কন্যা সব হাসে। পরম কৌতুকে সভে গেল তার পাশে॥
কন্যা সব ঋষ্যশৃঙ্গে দিল আলিঙ্গন। কামে অচেতন হইল মুনির নন্দন॥
স্ত্রী সম্ভাষণ মুনি কভু নাই জানে। স্বর্গপুরী যাই যেন হেন ভাবে মনে॥
সর্বাঙ্গ দেখায় তারা পরম কৌতুকে। বুকের উপর দুই স্তন মুনি তাহা দেখে॥
সুবর্ণে নির্মিত যেন কুচের গঠন। কৌতুকেতে হাত দেই মুনির নন্দন॥
দুই স্তন মুনির পুত্র ধরে দুই হাতে। স্বর্গবাস হয় যেন লয় মুনির চিতে॥
নানাবর্ণের সন্দেশ খায় নানাবর্ণের নাড়ু। চিনির পানা খায়াইল পুরি স্বর্ণ গাড়ু॥
রতি রঙ্গ আদি করে মুনির নন্দন। মধুপান কর্যা মত্ত ঘূর্ণিত লোচন॥
কন্যা সব বলে যত খাইলে সন্দেশ। ইহার অধিক পাবে চল মোদের দেশ॥
অমরাবতী শুনিয়াছ ইন্দ্রের নগরী। সেইমত মোদের দেশ যেন স্বর্গপুরী॥
নানা উপহার আদি করাব ভোজন। আমার দেশে চল যাই মুনির নন্দন॥

মুনির পুত্র বলে যদি ইহার অধিক পাই। আমা লইয়া চল সভে সেই দেশে যাই॥
যাবদ আমার বাপ না আইসে ঘর। তাবদ আমারে লইয়া চলহ সত্বর॥
আমার বাপ দেখিলে পড়িব প্রমাদ। তাবদ যাইতে নারিব কার্য হবেক বাদ॥
ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনিয়া কন্যা সব হাসে। নৌকায় চাপহ ঝাট চল আমার দেশে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ চলিল হরিষ সর্বজন। অনাবৃষ্টি ছিল দেশে হইল বরিষণ॥
হেনকালে বিভাণ্ডক আইল আপন ঘর। পুত্র না দেখিয়া মুনি হইল কাতর॥
বিকল হইয়া মুনি ভাবে মনে মনে। লোমপাদ লইল পুত্র ধ্যান করিয়া জানে।
কুপিল বিভাণ্ড মুনি অগ্নি হেন জ্বলে। লোমপাদের দেশে শাপিতে দ্রুত চলে॥
সংসার অসার সব ধ্যানে সকল জানে। কথো দূরে গিয়া মুনি ক্ষেমা দিল মনে॥
লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গে আনিল কাননে। দূরে ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ হইল মিলনে॥
শান্তা নামে কন্যা ঋষ্যশৃঙ্গে বিভা দিল। কন্যা দিয়া লোমপাদ আনন্দে রহিল॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ কথা এত দূরে সায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

তারপর পূর্বকথা করহ শ্রবণ। সুমন্ত্র সারথি কহে শুনহ রাজন॥
সেই ঋষ্যশৃঙ্গ আন শুন মোর কথা। তোমার বালক বর হবেক সর্বথা॥
সুমন্ত্রের কথায় বশিষ্ঠ আজ্ঞা দিল। শুনিয়া ত দশরথ আনন্দ হইল॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আনিবারে দশরথ যায়। সসন্য সমেত রাজা হইল বিদায়॥
রথে চড়ি যায় রাজা পরম হরিষে। উত্তরিল গিয়া তবে লোমপাদের দেশে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেক পূজা। কি কারণে আগমন কহ মহারাজা॥
দশরথ বলে সব কহিব বিশেষ। ঋষ্যশৃঙ্গ দেহ মোরে লয়া যাই দেশ॥
লোমপাদ বলেন যেমত আজ্ঞা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ দিলাম লয়া যাহ মহাশয়॥
তিন দিন ছিল রাজা পরম আদরে। ঋষ্যশৃঙ্গ লয়া আল্য অযোধ্যানগরে॥
দেশে এন্যা ঋষ্যশৃঙ্গের করিল পুরস্কার। পুত্রবর মাগে রাজা করি পরিহার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে রাজা শুন মহাশয়। পুত্র হইবেক তব না করিহ ভয়॥
অন্ধমুনির শাপ কভু না হবেক আন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমার হব দেব ভগবান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর সকল বেদের সার। চারি পুত্র হবেক বিষ্ণুর অবতার॥
পাত্র মিত্র আনে রাজা বশিষ্ঠ পুরোহিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব শাস্ত্রের বিহিত॥
সরযূর তীরে কুণ্ড করহ নির্মাণ। সকল কার্য কর গিয়া হয়্যা সাবধান॥
সুমন্ত্র বৈ আমার প্রধান পাত্র নাহি আর। আমার যতেক কাজ বশিষ্ঠের ভার॥
হেন শুনি সুমন্ত্র কহেন বশিষ্ঠেরে। কত দ্রব্য চাহে রাজা বলহ আমারে॥

বশিষ্ঠ বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি। যত দ্রব্য বলি তাহা আন শীঘ্রগতি ॥
যব ধান্য গোধূম আতপ তণ্ডুল। দধি দুগ্ধ লহ আর পূজনের ফুল ॥
মধুতে পুরহ গিয়া দীঘি সরোবর। আমি যত বলি তাহা আন ত্বরাপর ॥
পর্বত প্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি। তিরাশি লক্ষ চাহিয়ে যে ঘৃতের কলসী ॥
একদিনে চাহি অশ্ব বিরাশি অযুত। আটাশি লক্ষ অশ্ব আনি করহ মজুত ॥
তিন কোটি ক্ষেপ চাহি শ্রীফলের কাষ্ঠে। এই সব দ্রব্য আন যজ্ঞের নিকটে ॥
দশ যোজন পর্যন্ত যজ্ঞের আয়োজন। বিচিত্র কুণ্ড করহ অদ্ভুত গঠন ॥
তিন কোশ পর্যন্ত কুণ্ড দেখিতে সুন্দর। তিন কোশ পর্যন্ত কুণ্ড আড়ে পরিসর ॥
ছয় যোজন করিলেক যজ্ঞের মেখলা। দশ যোজন উপরে বান্ধিল যজ্ঞশালা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতে পুর দীর্ঘ সরোবর। যজ্ঞভাগ লইতে আসিবেন দেব পুরন্দর ॥
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবীর রাজা। আর যত আসিবেন লোক জন প্রজা।
সভাকার আওয়াস ঘর করিল রচন। নির্মাণ করিল স্থান অপূর্ব গঠন ॥
হেনকালে রাজারে তবে বলে মুনিগণ। যজ্ঞস্থান হইল তোমার অপূর্ব গঠন ॥
শুনিয়া মুনির কথা রাজা হরষিত। রাজা সব আনিতে দূত পাঠাল ত্বরিত ॥
দেশে দেশে গেল দূত লয়া নিমন্ত্রণ। শুনিয়া দূতের মুখে আইলা রাজগণ ॥
মিথিলার রাজা আইলা জনক মহাঋষি। সাঙ্খ মহারাজ আইলা রাজরাজা কাশী ॥
নেপালের রাজা আইল আর মহাবল। রাজগিরির রাজা আইল সৈন্য সকল ॥
অঙ্গদেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম। বিহার দেশের রাজা আইল যেন কালযম ॥
বিজয়নগরের [রাজা] নগরস্থান কর্ণাট। চারি রাজ্যের রাজা আইল লিখন না যায় ঠাট॥
অষ্টপ্রহর সকল রাজা থাকে রাজার পাশে। নানা দেশের রাজা আইলা যেবা যেথা আছে ॥
হেলঙ্গ তেলঙ্গ দেশ গান্ধার কলঙ্গ। আঠাইশ লক্ষ রাজা আইল দেখিতে অনঙ্গ ॥
সিঙ্গলি সিন্ধুর দেশ দক্ষিণের অবি। লক্ষ লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যানগরী ॥
পঁচাশি লক্ষ রাজা উত্তরে থাকিয়া আইসে। সত্তরি লক্ষ রাজা আইল থাকিয়া বঙ্গদেশে ॥
যত যত রাজা আইসে ভারথ ভিতর। রাজ চক্রবর্তী রাজা সভার উপর ॥
এত সব রাজা আইল রাজার প্রতাপে। দশরথের নামেতে সকল রাজা কাঁপে ॥
পৃথিবীতে রাজা সহস্র কোটি অযুত। যাটি কোটি রাজা আসিয়া হইল মজুত ॥
সকল রাজগণ আইল দশরথের নিকটে। দশরথের যজ্ঞেতে সকল রাজা খাটে ॥
লক্ষ লক্ষ মুনিগণ বশিষ্ঠাদি করি। যজ্ঞ করিতে মুনিগণ বসিলা সারি সারি ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তখন অপ লয়া হাতে। যজ্ঞে আহুতি দেয় মুনি শ্রীফলের পাতে ॥

দশরথ কৌশল্যা আইল যজ্ঞস্থানে। জোড় হাতে পুত্র কাম্য করে দুইজনে॥
আচম্বিতে দৈববাণী শুনি চমৎকার। বিষ্ণু জন্ম লভিবেন রাবণ সংহার॥
হেনকালে রাজা কহে শুন মুনিগণ। দক্ষিণ আঁখি দক্ষিণ অঙ্গ নাচিছে সঘন॥
হেনকালে রাজারে কহেন মুনিগণ। শুনিয়া [ত] হরষিত হইলা রাজন॥
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম অপূর্ব কথন। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র কন॥

রামের জন্ম

সাত কাণ্ডের ভিতরে প্রধান আদ্যকাণ্ড। সাবধানে শুন লোক অমৃতের ভাণ্ড॥
শুনিলে সকল হয় দুঃখ বিমোচন। ত্রিভুবন জিনিয়া ত বেড়ায় রাবণ॥
স্বর্গবাসে রহিতে না পারে দেবগণ। রাবণের ভয়েতে পালায় সর্বজন॥
এথা দশরথ রাজা আছে যজ্ঞস্থানে। বিধির নির্বন্ধ পুত্র হইব যেমনে॥
যার ভয়ে লঙ্কা কাঁপে কুবের পালায়। বিধাতা করহ তার বধের উপায়॥
দেবগণে জিনিব বর মাগ্যাছে রাবণ। মানুষের হাতে তার হইব মরণ॥
বিরিঞ্চি বিষম জান্যা কৃষ্ণে করে ধ্যান। দেবতার প্রাণ রক্ষা কর ভগবান॥
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আন। তুমি তপ তুমি যোগ ব্রহ্ম গেয়ান॥
নদ-নদী-পর্বত অখিল তোমার গায়। পৃথিবীর জল যেন সাগরে মিলায়॥
পুরুষোত্তম তুমি পুরুষ প্রধান। তোমা বিনে পুরুষ বলিতে নারে আন॥
আগম পুরাণ বেদ সকল যেবা জানে। সেহ তোমার চরণ না পায় যে ধেয়ানে॥
তোমার চরণে যেবা লয়ত সঙরণ। মুক্তিপদ দেহ তারে দেব নারায়ণ॥
তোমার মহিমা গুণ কে জানে বিশেষ। দৈত্য মারিয়া প্রভু করিলা নিঃশেষ॥
তুমি সে সকল জান তোমা জানে কোনজনে। ব্রহ্মামহেশ্বর তোমায় নাপায় ধিয়ানে
অন্তরযামিনী প্রভু দেব ভগবান। তোমার চরণ বই গতি নাহি আন॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু হইল গোঁসাই। তোমার মায়া দেখি প্রভু বড় ভয় পাই॥
কার শক্তি তব গুণ বর্ণিবাবে পারি। দেবগণে রক্ষা কর দেব শ্রীহরি॥
তোমা বিনে দেবগণের গতি নাহি আন। তুমি রক্ষা করিলে হয় দেবের পরিত্রাণ॥
তিন লোক নষ্ট করে রাজা দশানন। আপনার সৃষ্টিতে প্রভু কেন না দেয় মন॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা হইল দুরন্ত। তিন লোক জিনিলেক মহাবলবন্ত॥
বর দিয়া অভয় কর দেব নারায়ণ। দেবতার স্তুতি শুনি কহেন জনার্দন
কি কারণে দেবগণ করহ স্তবন। কোন ভয় পাইয়া আইলে দেবগণ॥
তুমি ভয় দূর কর দেব নারায়ণ। নহেত প্রমাদ বড় ঠেকিল দেবগণ॥
রাত্রির প্রভাত নাহি সূর্যের নাহি গতি। দশ হাজার বৎসর আজি অন্ধকার রাতি॥

কুবের ধন সম্বরিল বড পায়্যা ভয়। সাগরের ঢেউ এথন মন্দ মন্দ বয়॥
বরুণের ঘুচিল এথন জলের প্রবল। অগ্নি চিন্তিত হইল নহেত উজ্জ্বল॥
দেবতা গন্ধর্ব যত স্বর্গ বিদ্যাধরী। নৃত্যগীত ছাড়িয়া তেজিল স্বর্গপুরী॥
নারদ ছাড়িল বীণা জপ ছাড়িল মুনি। এতেক প্রমাদ প্রভু কভু নাই শুনি॥
বসন্ত শরদ নিদাঘ বরিষণ ঋতু। সকল ছাড়িল প্রভু শুন তার হেতু॥
পৌলস্তের পুত্র বিশ্বশ্রবার নন্দন। রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম রাজা দশানন॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ হইল দুর্জ্জয়। তিন লোক জিনিলেক কারে নাই ভয়॥
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা বহু স্তব করে। বর মাগ বলি প্রভু কহে বিধাতারে॥
বিধি বলে দশরথের প্রভু হয় তোক। রাবণে মারিয়া রক্ষা কর তিন লোক॥
দেবগণের মুথে শুনি রাবণের কথা। স্বীকার করিল প্রভু দশরথ পিতা॥
বর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হল্য অন্তর্ধান। দেব সঙ্গে ব্রহ্মা [তবে] গেলা যজ্ঞস্থান॥
ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করি করে বেদগান। কুণ্ড হতে উঠে পুরুষ অনল সমান॥
দশরথে পায়স দেহ ঋষ্যশৃঙ্গে বলে। ইহা লয়া কি করিব কোন দ্রব্য দিলে॥
রাজার তিন জায়ায় থায়ায় হব চারি তোক। এত বল্যা অন্তর্ধান গেল ব্রহ্মলোক॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মহামুনি হইয়া হরষ। দশরথের হাথে দিলা যজ্ঞের পায়স॥
কৌশল্যারে দশরথ দিল অর্দ্ধথানি। অর্দ্ধেক কেকৈয়ে দিলা নৃপচূড়ামণি॥
দোঁহে অংশাঅংশি করি সুমিত্রারে দিল। ভক্ষণ করিতে সর্ব্বে গর্ভবতী হল্য॥
যজ্ঞশালে স্বর্ণ বস্ত্রে তুষে মুনিগণে। আশীর্বাদ করি সর্ব্বে গেলা যথাস্থানে॥
পুষ্পশয্যায় তারা করিল শয়ন। কথো রাত্রিতে স্বপ্ন দেথিলা তিন জন॥
স্বপ্নেতে তিন জন দেথিলা শ্রীহরি। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম তনু কমললোচন। একাবস্থা তিন গর্ভে হইলা চারি জন॥
রাজার আগে স্বপ্ন কহেন তিনরাণী। এই স্বপ্ন দেথিলাম শুন গুণমণি॥
স্বপ্ন শুনিয়া রাজায় লাগে চমৎকার। এতদিনে সূর্যবংশ হইল উদ্ধার॥
কথোদিনে জানাজানি হইলা বিদিত। শুনিয়া দশরথ রাজা পরম পীরিত॥
দিনে দিনে হয় মূর্ত্তি প্রাণীর আকৃতি। সুথে ত আলো করে তিনজনের জ্যোতি॥
শুনিয়া রাজার হইল হরষ অন্তরে। নৃত্যগীত আনন্দিত অযোধ্যা নগরে॥
চন্দ্রের কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে। অষ্টমাস গর্ভ হইল জানে সর্ব্বজনে॥
দশমাস গর্ভ হইল সম্পূর্ণ তিন রাণী। প্রসব বেদনা দুথ কভু নাহি জানি॥
চৈত্র শুক্লা নবমীতে কৌশল্যা প্রসবিল। পুনর্ব্বসু নক্ষত্র পঞ্চগ্রহ উচ্চ ছিল॥
বিরল যজ্ঞের ফল জন্মিলেন রাম। নীলোৎপল দল যেন সর্ব্বগুণধাম॥

পীত বাস চতুর্ভুজ বনমালাধারী। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম রূপের মাধুরী ॥
দুন্দুভি বাজয়ে স্বর্গে জয়-জয়কার। কৌশল্যা সমুখে দেখ্যা করিল নমস্কার ॥
আমার জঠরে জন্ম লোকে বিড়ম্বন। চরাচর যত দেখি তোমার সৃজন ॥
মা বলি আমারে প্রভু যদি কর দয়া। আমারে না বাঁধে যেন প্রভু তব মায়া ॥
প্রভু কহে তোমরা দোঁহে তপ কর্য়াছিলে। আমার সমান পুত্র বর মাগ্যা নিলে ॥
রাবণ বধের তরে বিধির প্রার্থনা। সকল পূর্ণ [হউক] মনের বাসনা ॥
এত বলি দ্বিভুজ হইলা নারায়ণ। হইয়া প্রাকৃত শিশু করেন রোদন ॥
অধ্যাত্ম রামলীলা গাইল শংকর। চতুর্বর্গের ফল পায় শুনে যেই নর ॥

দশরথের আনন্দ

পুত্র হল্য রাজা শুনি : ধায়া নৃপ চূড়ামণি : আসে রাজা বশিষ্ঠের সাথে।
পুত্র দূর্বাদল শ্যাম : নয়নে দেখিয়া রাম · রূপ দেখা লাগিল কান্দিতে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ঘুচাইল শোক।
বেদ মিথ্যা কভু নয় : বশিষ্ঠেরে রাজা কয় . তোমার কৃপায় হল মোর তোক ॥
আনন্দ অযোধ্যা মাঝে : মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে : অন্তঃপুরে সভাকার সুখ।
নাচে অযোধ্যার প্রজা · সুখে ভাসে মহারাজা : বৃদ্ধকালে দেখ্যা পুত্র মুখ ॥
ডাকিয়া পণ্ডিতগণে : জিজ্ঞাসিয়া গুরুস্থানে : জাতকর্ম করে কুলোচিত।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান : ধেনু ধরা কোষ যান : হর্ষযুত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥
বারাঙ্গনা নাচে গায় : নানা বস্ত্র ধন পায় · বন্দী মাগধে ধন দিল।
রাজার হইল বেটা : ধাইল যুবতী ঘটা : রাম রূপ দেখা জুড়াইল ॥
পুত্রোৎসব নৃপতির : বিলায় তৈল মীন ক্ষীর : দিবানিশি বাজয়ে বাজনা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : যে যার ভবনে যায় · আশিস কর্য়া যতেক অঙ্গনা ॥

রামের বাল্যলীলা

শুভদিনে কৈকই তনয় প্রসবিল। যুগল যমক পুত্র সুমিত্রার হল্য ॥
বশিষ্ঠ রাজায় বলে দূর্বাদল শ্যাম। লোকের সঙ্গেতে রমণ ইহার নাম রাম ॥
ভরণ করিব ভার ইহার নাম ভরথ। শত্রু মার্য়া শত্রুঘন ভরথে অনুরত ॥
এই সুমিত্রার পুত্র সর্ব সুলক্ষণ। রামে অনুরত ইহার নাম যে লক্ষ্মণ ॥
চারি পুত্র বাড়ে রাজার অন্তঃপুর মাঝে। শুক্ল পক্ষের চন্দ্র যেন গগনে বিরাজে ॥
দুটি ভাই ধরাধরি হামাগুড়ি যায়। ধরিয়া বাপের গলা দশন দেখায় ॥
কৌশল্যা পরায়ে দিল চরণে নূপুর। আঙ্গিনার মাঝে ধায় ডাকে সুমধুর ॥

অলঙ্কারে চার ভাই কত শোভা পায়। মায়ের কোল ছাড়িয়া আঙ্গিনায় ধায়॥
ব্রহ্মা আদি দেব ধ্যানে না পাইল যারে। মা বলিয়া রামচন্দ্র ডাকেন কৌশল্যারে॥
দীক্ষা করাইল মুনি চারি সহোদরে। বিদ্যা পড়াইল মুনি পঞ্চম বৎসরে॥
বনে যেয়্যা চারি ভাই মারয়ে হরিণী। তাড়াইয়া সভাই ধরে শশক প্রবিণী॥
দিনে দিনে চারি ভাই হয় বলবন্ত। রামের অসীম তেজ কেবা পায় অন্ত॥
বাল্যলীলা আধ্যাত্মিকে গাইল শংকর। বিশ্বামিত্র আগমন শুন তারপর॥

তাড়কা রাক্ষসী বধ

ধূলায় পড়িয়া রাজা দিল পাদ্যাসন। কি ভাগ্য আমার দেশে তব আগমন॥
বিশ্বামিত্র বলে রাজা আশীর্বাদ লহ। রাক্ষস বধের তরে রাম লক্ষ্মণ দেহ॥
বশিষ্ঠেরে বলে রাজা হল সর্বনাশ। রাম দিলে মরিব না দিলে কুল নাশ॥
বশিষ্ঠ বলে রামে দিলে না হব অকার্য। অস্ত্রযুত বিদ্যা রামে দিব মুনিবর্য॥
বিশ্বামিত্রে দিল রাম লক্ষ্মণে আনিয়া। আশীর্বাদ কর্য়া যায় রঘুনাথে লয়্যা॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দুঁহে বুক নাহি বাঁধে। মুনির ডরে ফুকারিয়া কেহ নাই কান্দে॥
অযোধ্যার লোক যে ধরিতে নারে ছাতি। মুনি সঙ্গে বনে প্রবেশিলা রঘুপতি॥
জ্ঞান বিজ্ঞান বিদ্যা দিল মুনি মহাশয়। ক্ষুৎপিপাসা না থাকিব যুদ্ধে হব জয়॥
বিদ্যা পায়্যা প্রণমিল মুনির চরণে। অনঙ্গ আশ্রমে প্রবেশিল তিনজনে॥
এই বনে শিবের কোপে পুড়িল মদন। অনঙ্গ হইল দেব ইহার কারণ॥
সেই বনে তিনজনে নিশা গুঙাইল। প্রভাতে চড়িয়া নৌকায় নদী পার হল্য॥
মলয়জ বনে যায় কহে ব্রহ্ম ঋষি। এই বনে বসে রাম তাড়কা রাক্ষসী॥
বিশ্বামিত্র বলে কর ব্রাহ্মণের হিত। তাড়কারে রামচন্দ্র মারহ তুরিত॥
পিতামাতা কয়্যাছিল আসিবার কালে। [তাড়কা] আসিব ধায়্যা রামচন্দ্র বলে॥
ভয় দূর কর প্রভু আগে চল তুমি। তাড়কারে এক বাণে বিনাশিব আমি॥
এত বলি দিল রাম ধনুকে টঙ্কার। বনজন্তু পালায় পাইয়া চমৎকার॥
দারুণ ধনুক শর গগন ভেদিল। বনে এক শব্দে শব্দ সহস্র হইল॥
শব্দ শুন্যা স্তব্ধ হয়্যা তাড়কা রাক্ষসী। বাহু পশারিয়া ধায় ভয়ে কাঁপে ঋষি॥
রাক্ষসী ধাইয়া আসে গিলিতে লক্ষ্মণে। রামচন্দ্র মারে তারে অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে॥
তাড়কা মারিল স্বর্গে ডাকে জয় জয়। বাণশিক্ষা করাও রামে দেবরাজ কয়॥
তাড়কা মারিয়া রাম কৈল উপগার। নিরবধি চিন্তা করি কল্যাণ তোমার॥
ব্রহ্ম অস্ত্র রুদ্র অস্ত্র অস্ত্র ছিল যত। মুনির আজ্ঞায় হল্য রামে অনুগত॥
স্মরণে পাইবে রণে কহে প্রভু রামে। প্রণাম করিয়া বাণ গেল নিজ ধামে॥
তারপর যাতে বনে রামচন্দ্র কয়। পর্বত নিকটে বন কাহার আশ্রয়॥
এই বনে বলিকে ছলিল নারায়ণ। এইখানে যজ্ঞ নষ্ট করে দেবগণ॥

রাম কহে যজ্ঞের আরম্ভ কর তুমি। রাক্ষসেরে বিনাশ করিয়া দিব আমি ॥
মুনি সঙ্গে আস্যা যজ্ঞ করিতে লাগিল। যজ্ঞ ধূম গন্ধ পায়্যা রাক্ষস ধাইল ॥
মারীচ সুবাহু ধায় অনুচর সাথে। যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে ধাইল বাউ পথে ॥
মারীচে বায়ব অস্ত্র রামচন্দ্র মারে। শত যোজন উড্যা পড়ে সমুদ্রের তীরে ॥
মূর্চ্ছা হয়্যা মারীচ পড়ে সাগরের নীরে। রাবণ দেখিয়া তারে লয়্যা গেল ঘরে ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ে রাম পুরিয়া সন্ধান। একবানে সুবাহুর লইল পরাণ ॥
বাউ অস্ত্রে রাক্ষসের সেনা মরে যত। রাক্ষস মরিল বিশ্বামিত্র আনন্দিত ॥
জয় জয় রামজয় ডাকে মুনিগণ। বিশ্বামিত্রর যজ্ঞ সাঙ্গ কবিচন্দ্র কন ॥

অহল্যা উপাখ্যান

প্রণাম করিয়া রাম কহে মুনিবরে। আজ্ঞা পালো যাই মোরা আপনার পুরে ॥
হরধনু দেখাইব জনকের ঘরে। তবে দুটি ভাই যাবে অযোধ্যানগরে ॥
জনকের যজ্ঞ স্থলে মুনি সর্বে যান। নানা বন এড়াইলা সঙ্গে প্রভু রাম ॥
গৌতমের আশ্রম দেখি শ্রীরাম শুধায়। পাষাণে নিশান দেখি যুবতীর প্রায় ॥
বিশ্বামিত্র মুনি বলে শুন অহে রাম। অহল্যা গৌতম নারী হয়্যাছে পাষাণ ॥
অহল্যা ব্রহ্মার কন্যা গৌতমেরে দিল। অহল্যার রূপে ইন্দ্র মোহ বড় পাল্য ॥
ছলে বিদ্যা পড়ে গুরু করিয়া মুনিরে। গৌতমের রূপ ধর্য্যা অহল্যারে হরে ॥
অহল্যার সঙ্গে রতি সম্ভোগ করিল। বাহির হইয়া যাতে গৌতম দেখিল ॥
মমাশ্রমে কি করিলি মম রূপে আসি। সত্য কথা না কহিলে করিব ভস্মরাশি ॥
গৌতমের পায় পড্যা কহে শচীপতি। তব জায়া হরিলাম কিবা হব গতি ॥
অরে পাপ দুরাচার মুনি কহে তারে। ত্রিভুবনে হেন কর্ম কেবা কোথা করে ॥
মোর মত হয়্যা মোর রমণী হরিলি। নরকগামিনী হবি ভাল গুরুদক্ষিণা দিলি ॥
সহস্র যোনি অঙ্গে হোক্ মুনিবর শাপে। অহল্যারে শাপে মুনি থরহর কাঁপে ॥
ইন্দ্র সঙ্গে ভূঞ্জ রতি ভয় নাই লো যমে। পাষাণ হইয়া থাক আমার আশ্রমে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র করে সংক্ষেপে বর্ণন। শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচন ॥

অহল্যা গৌতমের পায় . ধর্য্যা গড়াগড়ি যায় ; স্বেচ্ছায় না ভজি ইন্দ্রে আমি।
যোগেতে সকল জান · তবে শাপ দেঅ কেন . কিবা দোষ মোরে ছাড় তুমি ॥
মনে দেখি প্রভু ভাব : আমি আর কোথা যাব : প্রাণপতি তুমি মোর ভর্তা।
যুবতীর পতি গুরু : শুন বাঞ্ছাকল্পতরু : পোষণ পালন শাস্তি কর্তা ॥
সুন্দরী রমণী যার · যদি জাতি যায় তার : কুলটারে ছাড়িতে না পারে।
ত্যেজি লাজ কুল ভয় : জায়া যদি দুষ্ট হয় : তথাপি তাহারে রাখে ঘরে ॥

দুষ্টা নহে বটে সতী : তার রীত জানে পতি : কৃপা কর্যা কহে গুণধাম।
হাজার বছর রহ : শীত তাত বৃষ্টি সহ : তোমারে তারিবেন আস্যা রাম॥
এত কয়্যা মুনি যায় : দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : মল্লভূম পেন্বায় বসতি।
প্রভু দূর্বাদল শ্যাম : মোরে না হইঅ বাম : পরকালে যেন হয় গতি॥

রঘুনাথ পাষাণ পরশ করে পায়। পাপে মুক্ত হইয়া হইল পূর্ব কায়।
সানুজ সহিত রাম ধনুর্বাণধারী। অহল্যা মোহিত হল্য রামরূপ হেরি॥
অহল্যা বলেন প্রভু বিধি ছিল বাম। পদরজে উদ্ধার করিলে মোরে রাম॥
যার পদ পদ্ম রজে গঙ্গা হল পূতা। শিব শক্র সনকাদি পূত হয় ধাতা॥
ভাগ্যের নাহিক ওর পূর্বে পুণ্য ছিল। দূর্বাদল শ্যাম রাম নয়নে দেখিল॥
চারি বেদ কহিতে না পারে যার সীমা। যুবতী হইয়া আমি কি কব মহিমা॥
কোথায় জনম লভি কৃপা কর্যমোকে। তোমার চরণ রজে মন যেন থাকে॥
রামের চরণে পড্যা কৈল বহু স্তুতি। অহল্যারে আশ্বাস করিল রঘুপতি॥
পাষাণ তরিয়া গেল লোকের বিস্ময়। গৌতমে পাইল পুন কবিচন্দ্র কয়॥

রামের বিবাহ

অহল্যা তারিয়া রাম গঙ্গা পারি হতে। ধীবর কহেন রামে কর্যা জোড হাতে॥
কাণ্ডারী বলেন শুন রাজীবলোচন। মোর নৌকায় পার হয় যত মুনিগণ॥
সাক্ষাতে দেখিলাম তব চরণের ধুলা। পাষাণ মানুষী তনু হইল অহল্যা॥
নায়্যা বলে রামচন্দ্র কহি তব কাছে। পায়ের ধুলা পালে তরী তর্যা যায় পাছে॥
মোদের জীবিকা কেবল নৌকার উপায়। পদরজ পালে তরী তর্যা পাছে যায়॥
এতেক শুনিয়া হাসে যত মুনিগণ। রামের চরণ দুটি ধুয়ান লক্ষ্মণ॥
মুনি সঙ্গে নৌকায় রাম লক্ষ্মণ পশ্চাত। নায়্যা বলে অপরাধ ক্ষম রঘুনাথ॥
হাস্যা হাস্যা রাম তার করিল কল্যাণ। গঙ্গা পার হয়্যা আল্যা মিথিলায় রাম॥
বিশ্বামিত্র আল্যা দেশে শুনি জনক রাজা। পুরোধা সহিত আস্যা রাজা করে পূজা।
দুভায়ে দেখিয়া রাজা মুনিরে শুধায়। কাহার তনয় দুটি চন্দ্র সূর্যের প্রায়॥
দশরথের পুত্র রাম জনকে কহিল। মোর সঙ্গে হরধনু দেখিতে আইল॥
গৌতমের পুত্র শতানন্দ রামের তত্ত্ব পাল্য। বিশ্বামিত্রে বলে মায়ের কোন দশা হল্য
মুনি বলে শতানন্দ দূর কর বেথা। রামের পদরজে মুক্ত হল্য তোর মাতা॥
অহল্যার পুত্র শুন্যা আর্দ্র দৃষ্টে চায়। আছাড খাইয়া পড়ে শ্রীরামের পায়॥
এই পায়ের ধুলায় মা মুক্ত হয়্যা গেল। আমার অনেক ভাগ্য চক্ষেতে দেখিল॥
সার্থক জীবন মোর সার্থক জীবন। নয়নে দেখিলাম দুটি অভয় চরণ॥

ধনুক দেখিতে আল্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ। রামের অনেক গুণ জনকেরে কন॥
এই রাম দয়ানিধি নিজ বাহু বলে। রাক্ষসেরে বিনাশ করিলা যজ্ঞস্থলে॥
রামের পরিচয় পায়্যা হৃষ্ট হল্যা রাজা। মুনির সহিত দুটি ভায়ের করে পূজা॥
জনকেরে শতানন্দ কহে মুনির তত্ত্ব। শুন রাজা বিশ্বামিত্রের কহিব মহত্ত্ব॥
এই বিশ্বামিত্রে দেখ গাধির তনয়। তপস্যাতে ব্রহ্মঋষি হল্যা মহাশয়॥
মুনি বলে আল্যা রাম ধনুক দেখিতে। শুনিয়া জনক রাজা কহে জোড হাতে॥
প্রতিজ্ঞা কর্যাছি ধনু যেজন ভাঙ্গিব। সেই মহাবীর সীতা বিবাহ করিব॥
দেবাসুর ধনুকেতে চড়া দিতে নারে। অজয় শিবের ধনু কি করিব নরে॥
এই ধনু ধর্যা শিব দেবে কৈল জয়। দক্ষযজ্ঞে নিজ ভাগ পাল্য মহাশয়॥
সেই ধনু আমারে দিলেন ত্রিলোচন। শ্রীরামে দেখায় ধনু বিশ্বামিত্র কন॥
রাজা কহে রামরূপ লাগিল মরমে। চড়া দিতে পারেন যদি সীতা দিব রামে॥
রাজার আজ্ঞায় পাঁচ হাজার মহাবীরবর্গে। শকটে তুলিয়া ধনু লয়্যা আসে সর্গে
রাজ অভ্যন্তরে [আর] নগরে ঘোষণা। ধনুক ভাঙ্গিব রাম ধায় সর্বজনা॥
যত মুনি যত রাজা সর্বে হল জড়। ধনুক ভাঙ্গিব রাম সভা হল বড়॥
ঝরকা উপরে সীতা শ্রীরামে দেখিয়া। সখিগণ সঙ্গে দেখে জুড়াইল হিয়া॥
সীতা বলে হেন ভাগ্য আমার হইব। কঠিন হরের ধনু কেমনে ভাঙ্গিব॥
রাম কহে মহারাজা আজ্ঞা কর তুমি। শিবের কার্মুক তুল্যা চড়া দিব আমি॥
বিশ্বামিত্র বলে রাম কি আর সুধাঅ। বাম হাতে তুলিয়া ধনুকে চড়া দেঅ॥
ধনুক ভাঙ্গিতে রাম বান্ধিল কমর। পৃথিবীকে কহে লক্ষ্মণ আরোপিয়া কর॥
অনন্ত কূর্মের সঙ্গে হয় সাবধান। শিবের ধনুক টান্যা ভাঙেন প্রভু রাম॥
পৃথিবী ভয়েতে পাছে যায় রসাতল। সাবধান হয়্য সর্বে অষ্ট কুলাচল॥
কেহ বলে কথা শুন দেখি বড় বুক। কেহ বলে এই মেনে ভাঙ্গিবেক ধনুক॥
মুনিবর্গে প্রণমিয়া ধনু যায়্যা তোলে। রামের জয় জয় বল্যা বিপ্রবর্গে বলে॥
ধনুক ধরিয়া রাম দিলেক টঙ্কার। শব্দে দশদিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার॥
রামরূপে আপনি সে দেব ভগবান। টানিতে হরের ধনু হল তিন খান॥
শব্দ শুনি যত লোক মূর্ছিত হইল। নাগলোক বলে পারা ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিল॥
পাতাল পশিল প্রভুর ধনুভঙ্গ ধ্বনি। কুণ্ডলী হইল যত বড় বড় ফণী॥
শ্রীরামের জয় বল্যা স্বর্গলোকে কয়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কভু মিথ্যা নয়।
দাসীর সঙ্গে সীতা রামের পাশে আল। শ্রীরামের গলে সীতা স্বর্ণমাল্য দিল॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন ঋষি মহাশয়। দশরথ নৃপতির পুত্র চারি হয়॥
কুশধ্বজের দুই কন্যা তোমার আছে দ্বয়। চারি ভায়ে চারি কন্যা দেহ মহাশয়

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজা সুযুক্তি করিয়া। অযোধ্যানগরে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
রামের বিবাহ কথা নৃপতি শুনিল। রথ রথী ঘোড়াহাতি পদাতি সাজিল ॥
ব্যালিশ বাজনা বাজে মিথিলায় চলে। রামের জননী সব চতুরঙ্গ দলে ॥
বশিষ্ঠাদি মুনিবর্গে করি আগুয়ান। দশরথপুত্র সঙ্গে করিল পয়ান ॥
সুমন্ত্র সহিত রাজা মিথিলায় গেল। বিশ্বামিত্রে প্রণমিয়া রামে কোলে নিল ॥
জনক সম্ভাষ করে পরম সাদরে। কৌশল্যাদি লয়্যা গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥
জনকের দুই কন্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণে। কুশধ্বজের দুই কন্যা ভরথ শত্রুঘনে ॥
শুভ লগ্নে বিভা কৈল ভাই চারিজনা। মিথিলা নগরে বাজে ব্যালিশ বাজনা ॥
বর-কন্যায় জলধারা দিয়া লয়া যায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

রাম-সীতার বিবাহবাসর

বাসগৃহে প্রবেশ করিল রঘুপতি। রামেরে আসন দেই যতেক যুবতী ॥
হাসিয়া বসিলা রাম কনক আসনে। জানকী বসিলা বামে সৌদামিনী ঘনে ॥
নব মেঘ কোলে যেন [বিজুলির খেলা]। [কৃষ্ণবর্ণ] পাত্রে পূর্ণ যেন পদ্মমালা।
দোহাকার রূপ হেরি কহে সখিগণে। পাদপদ্ম বস্ত্র দিয়া করহ বারণে ॥
মধু লোভে ফিরে অলি সরোজ সম্ভ্রমে। পাছে আসি দংশে রাম তোমার চরণে ॥
একথা শুনিয়া হাসেন জনক-নন্দিনী। অভিপ্রায় বুঝিয়া কহেন রঘুমণি ॥
নিজ নিজ বিষয়ে সভার মন আছে। পদ্মমুখী ছাড়ি কেবা কোথাকারে গেছে ॥
সরোজ নিন্দিয়া মুখ তোমা সভাকার। মধু লোভে যাবে অলি অন্যথা কি তার ॥
রামের বচনে হাসে যত নারীগণে। জানকী আনন্দে ভাসে সুখী নারায়ণে ॥
অগুরু চন্দন চুয়া কস্তুরী আতর। রাম-সীতা অঙ্গে দেই হরিষ অন্তর ॥
মল্লিকা মালতী জাতী চম্পক কেশর। মালতী মাধবী কুন্দ আর নাগেশ্বর ॥
শেফালিকা পারুল শিরিষ সন্ধ্যামণি। নানা পুষ্পে গাঁথে হার যতেক রমণী ॥
হার গাঁথি দুহাকার গলে সভে দিল। ফাঁফর হইলা সভে মদনে মাতিল ॥
অবশ হইয়া কেহ পড়ে কার গায়। কেহ কেহ সম্ভ্রমেতে রাম মুখ চায় ॥
কেহ বলে মন চুরি কৈল যেই জন। কেহ বলে এই সখি পুরুষ রতন ॥
আজানুলম্বিত বাহু করিকর জিনি। কটাক্ষেতে সভাকার মন নিল হানি ॥
সিংহ মধ্য জিনি মধ্য দেশের গঠন। রাম রম্ভা জিনি জঙ্ঘা অতি সুশোভন ॥
জবা পুষ্প জিনিয়া সুন্দর পদতল। নখেতে বিহরে চন্দ্র করে ঝলমল ॥
দূর্বাকান্ত জিনিয়া রূপ অধিক উজ্জ্বল। অতি সুশোভিত দেখি বদন মণ্ডল ॥
কামধনু জিনি ভুরুভঙ্গী হের সখি। কোকনদ জিনিয়া শোভয়ে দুটি আঁখি ॥

এমন সুন্দর রূপ কভু নাই শুনি। কোন বিধি গড়িয়াছে রসময় জানি ॥
পরস্পর এই কথা কহিতে কহিতে। পাশা লয়া বলে সভে খেল রঘুনাথে ॥
জানকীর সঙ্গে পাশা খেল দয়াল রাম। আমা সভার হয় তবে পূর্ণ মনস্কাম ॥
খেলিবার কথা শুনি হাসে রঘুপতি। যদি হারেন জানকী তবে কি হব সঙ্গতি ॥
হারিলে হবেন দাসী কহে নারীগণে। লজ্জিত হইলা রাম শুনিয়া বচনে ॥
রাম বলেন শুন সখি করি নিবেদন। প্রতিজ্ঞা করিলে ভাল খেলিব এখন ॥
হাসিয়া খেলিতে পাশা দিল যত নারী। জানকীর সঙ্গে রাম খেলেন পাশাসারি ॥
মধ্যস্থ হইল সব নারীর সমাজ। প্রথমে ফেলিলা দান রঘুকুলরাজ ॥
তারপর জনকনন্দিনী ফেলে দান। সখিগণ বলে এবার হারিবেন রাম ॥
যুবতীর মন্ত্রণাতে হারিলেন রাম। সভে বলে আমাদের পূর্ণ মনস্কাম ॥
পুনর্বার খেল পাশা কহে রঘুপতি। হাসিয়া কৌতুকে কয় যতেক যুবতী ॥
প্রথমে হারিলে রাম কিবা পুন কহ। হারিলেন হাতে লিখি সীতা আগে দেহ ॥
সখীর মুখের ভাষ শুনিয়া সনাতন। বাসগৃহের উপযুক্ত এসব কথন।
এই সব কৌতুকেতে রাত্রি হল শেষ। প্রদীপের জ্যোতি মন্দ রাত্রি হল শেষ ॥
মন্দ মন্দ পদ্মের সৌরভ বয়্যা যায়। ডাকে তাম্রচূড় পক্ষ বুঝিয়া বিদায় ॥
রামলালা কবিচন্দ্র হৃদয়েতে দেখি। বাসর রচিল মনে হয়্যা বড় সুখী ॥

রাম-সীতার বিদায়

প্রভাত হইল দেখি কাতরে কয় যত সখী : নিমিষেকে পোহাল রজনী।
দিবাকর পরকাশে : রাম যাবে নিজ দেশে : সঙ্গে লয়া জনক-নন্দিনী ॥
বলে সভে কর জুড়ি : রাম-সীতার পায়ে পড়ি : মনে রাখ্য করি নিবেদন।
পূর্ণ হল মনস্কাম : দেখিলাম সীতারাম : ভালে ভাল ছিল যে লিখন ॥
নিন্দিয়া কহিছে সখী : উদিত ভাস্করে দেখি : তোর সঙ্গে কিবা ছিল বাদ।
মনের আনন্দ ছিল : সেহ মোদের দূরে গেল : সুখ সিন্ধুয় পাড়িলি প্রমাদ ॥
স্বভাবে কহেন রাম : পূর্ণ হবে মনস্কাম : না ভাবিহ যতেক সুন্দরী।
তোমাদিগে ছাড়া নই : সত্য সত্য এই কই : হৃদয়েতে দেখ সভে হেরি ॥
কোটরা পুরিয়া ছেনা : মিশায়্যা চিনির পানা : রামে দিল ভোজন করিতে।
ভোজন করিলা রাম : প্রভু দূর্বাদল শ্যাম : সখিগণ সীতা লয়া সাথে ॥
স্বর্ণ ঝারি পুরি বারি : মুখ প্রক্ষালন করি : খাইলেন তাম্বুল কর্পূর।
পুত্রবধূ লয়া রঙ্গে : বিদায় রাজার সঙ্গে : দশরথ চলে নিজ পুর ॥
সর্বলোক হরি বলে : সীতা বসে রাম-কোলে : কনকের সিঁথি শোভে মাথে।

মণি মুকুতার ঝারি : শোভে প্রবালের সারি : নানা চিহ্ন পুরটের সাথে ॥
উর্মিলা লক্ষ্মণের আগে : মাণ্ডবী ভরথের ভাগে : জনক কুশধ্বজ পায় শোক।
শ্রুতিকীর্তি বিদায় হল : শত্রুঘনের আগে কৈল : কান্দিয়া আকুল সর্বলোক ॥
চারি ভায়ের চারিজায়া : কেবল দেবীর কায়া : সোনার প্রতিমা মূর্তিমান।
বাদ্য হল পরিপাটি : তোলপাড় করে মাটি : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গান ॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ

বার কোশে রাখ্যা রাজায় গেল নিকেতনে। রামে লয়া দশরথ চলে মুনি সনে ॥
মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরাম বীর ছিল। ধনুভঙ্গ শব্দ শুন্যা বেগেতে ধাইল ॥
থর থর করে অঙ্গ হয় দারুণ কোপ। মোড়া দিয়া মুচড়িয়া খাড়ে বান্ধে গোঁপ ॥
ক্ষত্রিয় দলন টাঙ্গী আরোপিয়া কান্ধে। কার্মুক ধরিয়া বীর ত্বরা কচ বান্ধে।
যথা রাম গেলা তথা গোটা চারি লাফে। অনল সমান শ্বাস বহে নাসা কূপে ॥
পরশুরামে দেখিয়া সভার হল ভয়। প্রমাদ পড়িল বড় পরস্পর কয় ॥
ঝাড়েঝোড়ে আড়েয়োড়ে গহ্বর কন্দরে। লুকাইল কত শত পরশুরামের ডরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া দশরথ প্রণমিলা পায়। পদাঘাত পিঠে মার্যা ঠেল্যা পেলে তায় ॥
বিপাক ভাবিল বড় রাজা দশরথ। পুনঃ পুনঃ পায়ে ধর্যা করে দণ্ডবত ॥
কোপ কর্যা রামচন্দ্রে কহে পরশুরাম। তোমার বীরত্ব জানা রাম তোর নাম ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গ্যা তোর এতেক বড়াঞি। তোর দর্প চূর্ণ আজি হবে মোর ঠাঞি ॥
শ্রীরাম তোমার দাস দশরথ বলে। যত পায় ধরে তত উঝটিয়া পেলে ॥
তা দেখিয়া কোপে কাঁপ্যা কহেন লক্ষ্মণ। শুন দ্বিজ তোমাতে আমাতে আজি রণ
দুর্জন দমন মুঞি বান্ধি পরিকর। বিধিবি বিঁধ নতুবা বুক পাত্যা নে শর ॥
পরশুরাম বলে বেটা শুনরে অজ্ঞান। বিশ্বকর্মা দুই ধনু করিল নির্মাণ ॥
হর হরি সহ দুই ধনুক ধরিল। হরধনু হত্যে বিষ্ণুধনু বড় হল্য ॥
হরধনু ভাঙ্গিয়া তোমার এত অহঙ্কার। বিষ্ণুধনু ভাঙ্গ তেজ জানিব তোমার ॥
রাজা বলে কশ্যপেরে দিয়া বসুমতী। মহেন্দ্র পর্বতে থাক রাখিলে খিরাতি ॥
কার্তিকেরে যুদ্ধে তুমি কৈলে পরাজয়। ক্ষেত্রি মের্যা মোর পূর্বে কর্যাছ অভয় ॥
এক চড়ে গণেশের ভাঙ্গ ছিলে দাঁত। পুত্র হতে ভাল তোমায় বাসে ভূতনাথ ॥
শুনহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর রামচন্দ্র কয়। তোমায় আমায় যুদ্ধ সমুচিত নয় ॥
এক গুণ শরাসন ক্ষত্রিয় সকল। নবগুণ যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণের বল ॥
ভৃগু বলে মুখে বেদ পিঠে ধনুতীর। শাপে শরে বিনাশিতে পারি রঘুবীর ॥
কাতবীর্য অর্জুন রাজা মহাবীর ছিল। চায়্যা দেখ এই তীক্ষ্ণ কুঠারে কাটিল ॥

দ্বাদশ সূর্যের তেজ ধরয়ে কুঠার। একুশ বার কৈলাম আমি ক্ষত্রিয় সংহার ॥
ভাঙ্গিলি হরের ধনু বিষ্ণুধনু নে। ভৃগু বলে জই আমি মোরে জিনে কে ॥
কোপে ধনু পেল্যা দিল রামের উপর। বাম হাতে অবহেলে ধরে রঘুবর ॥
হাতে বাণ দিতে তেজ হরে রঘুপতি। কোন পথ রুদ্ধ তোমার করিব সম্প্রতি ॥
চাপ বহিবার তেজ নাহিক তাহার। পরশুরাম স্তব কর্য্যা করে নমস্কার ॥
ত্রেতায় জন্মিব আমি দশরথের ঘরে। চক্রতীর্থে কথা কহিয়াছিলে মোরে ॥
সার্থক জীবন মোর সার্থক জীবন। নয়নে দেখিলাম দুটি অভয় চরণ ॥
বুঝিতে নারিলাম মায়া আমারে বধিলে। বীরত্ব আছিল মোর তেজ হর্য্যা নিলে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের চরিত। রামের চরিত লীলা শুনিতে অমৃত ॥

অযোধ্যায় রামের আগমন

বাঁ হাতে ধনুক ধরে : স্বর্গপথ রুদ্ধ করে : দেব দেব প্রভু রঘুনাথে।
প্রভু দূর্বাদল শ্যামে : প্রণাম করিল রামে : রাম গেলা মহেন্দ্র পর্বতে ॥
সভার ঘুচিল ভয় : সর্বে ডাকে রাম জয় : বিশ্বামিত্র আশীর্বাদ বলে।
সর্বে আস্যা জড় হল : রামের বিপদ গেল : দশরথ বামে করে কোলে ॥
বাদ্য শুনিবারে পায় : অযোধ্যানিবাসী ধায় · দ্বারে দ্বারে রূপি মৃত্যুফলা (?)।
অমরাবতীর আভা : কি কব অযোধ্যার শোভা : নগরে চত্বরে বনমালা ॥
জানকী রামের কোলে : সাধু সাধু সর্বে বলে . সীতা রূপে পুরী করে আলা।
দেখা রামসীতার মুখ : সভার ঘুচিল দুখ : ঝলমল সৌদামিনীর মালা ॥
বাম বিভা কর্য্যা আল : কন্যাটি সেজ্যাছে ভাল : রসিকা যুবতী সর্বে কয়।
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : শ্রীরামের পদতলে : নায়কের রাম কর জয় ॥

বর বধূ বরণ

কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেই নৃপতির দারা। পুত্রবধূ লয়া গেল দিয়া জলধারা ॥
মঙ্গল হুলাহুলি নৃত্যগীত যে প্রাঙ্গণে। চারি ভাই প্রবেশিলা যে যার ভবনে ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর বন্ধু রাজাবর্গে। দধি মিষ্টান্ন রাজা খায়াইল সর্বে ॥
পায়স পিষ্টক নানা বিবিধ ব্যঞ্জন। মহাসুখে চারি ভাই করিলা ভোজন ॥
বিশ্বামিত্র আদি মুনি জন রাজাবর্গে। বিদায় হয্যা যে যার ভবনে গেল সর্বে ॥
নাট নান্দী হৃষ্ট হল পায়া নানা ধন। চারি ভাই রসাবেশে করিল শয়ন ॥
জানকী হইল বড় রামের প্রেয়সী। মধুর বচনে প্রাণ হত্যে গরিয়সী ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা সমাঝে বসিল। রামলক্ষ্মণ চারি পুত্রে ডাকিয়া আনিল ॥
রাজা বলে ভরথের মাতুল যুধাজিৎ। নিতে আল্য ভরথেরে রামে কহ হিত ॥
বুঝিয়া বাপের মতি রাম দিল সায়। প্রণমিয়া রথে চাপ্যা ভরথ বীর যায় ॥
আধ্যাত্মিকে রামলীলা কবিচন্দ্র গায়। যেজন শরণ করে নাই যম দায় ॥

আদিকাণ্ড সমাপ্ত

অযোধ্যাকাণ্ড

রামের অভিষেকের আয়োজন

অপূর্ব রামের লীলা শুন সর্বজন। রামে রাজা করিতে ভূপের গেল মন ॥
অভিষেকের দ্রব্য যত ছত্র দণ্ড আদি। প্রস্তুত করিল রাজা যে লিখিত বিধি ॥
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা নগরে। মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কৌশল্যা দেবীর চিত্তে আনন্দ হইল। রামের কল্যাণে পূজে দেবতা সকল ॥
ভরথের ধাত্রী কুঁজী ভাবে মনে মনে। কৌশল্যার দাসী প্রতি জিজ্ঞাসে কারণে ॥
কৌশল্যার দাসী বলে রাম হবেন রাজা। দয়ার ঠাকুর রামে অনুগত প্রজা ॥
এত শুনি গেল দাসী কৈকইর ঘর। রামের অপূর্ব লীলা গাইল শংকর ॥

মন্থরার মন্ত্রণা

শয়ন করিয়া সুখে কৈকই যে আছে। হেন কালে মন্থরা গেল তার কাছে ॥
পাপিনী দুর্ভাগা শুয়া কোন সুখে আছ। লাঞ্ছনা হইল বড় বৃথা তুমি বাঁচ ॥
কোন দুঃখ পায়া তুমি মোরে কটু বল। শুন রাণী রামচন্দ্র দেশে রাজা হল ॥
এত শুনি কৈকইর আনন্দ অপার। দাসীরে বকশিশ দেন যত অলঙ্কার ॥
দাসী বলে অলঙ্কার কেন দিলি মোরে। রাজা হবে রামচন্দ্র কহিলি আমারে ॥
অলঙ্কার ফেল্যা বলে শুন রাজরাণী। ভরথে করহ রাজা রাখ মোর বাণী ॥
এতেক শুনিয়া রাণী বলয়ে বচন। হেন বোল আর না বলিহ কদাচন ॥
কৈকই বলেন দাসী বলিগো তোমারে। রামের উ সব কথা না বলিহ মোরে ॥
কৈকই বলেন দাসী কহি তব ঠাঞি। শ্রীরাম ভরথে মোর ভেদ বুদ্ধি নাঞি ॥
মাতামহ বাসে পুত্র ভরথ রহিল। রামের রাজত্ব সুখ দেখিতে না পাল্য ॥
লক্ষ্মণ সমেত রাম কোলে বস্য ছিল। দণ্ড দুই হয় নয় এই উঠ্যা গেল ॥
দাসী বলে তব আজ্ঞা না লঙ্ঘে রাজন। সতীনের পুত্র হব রাজ্যের ভাজন ॥
তেমন পুত্র নহে রাম কহি তোর কাছে। আগে আমা বন্দি রাম মায় বন্দে পাছে ॥
তদবধি ভক্তি তোমায় কহি গো নিকটে। যদবধি নহে রাজা অযোধ্যার পাটে ॥
রাম রাজা হলে পুত্রে নারিবি বাঁচাতে। ভরথ মরিব তোর লক্ষ্মণের হাতে ॥
আপনি কুঠার মালি আপনার পায়। অহঙ্কার ভরে ডিঙ্গা ডুবালি দরায় ॥
সুধাসম রামলীলা কবিচন্দ্র কয়। যেজনা শোনয়ে তার নাহি যম ভয় ॥

কৈকই-র বর প্রার্থনা

প্রাণের প্রেয়সী তুমি আস্ত করি কোলে। দাসীর বুঝিয়া ভাব রাজরাণী বলে ॥
[ধন্য দাসী বলি তোরে নাঞি] দেখি পথ। কেমন প্রকারে রাজা করিব ভরথ ॥
শুন রাণী দেবাসুর যুদ্ধে রাজা গেলা। সম্বরে মারিয়া রাজ্য পুরন্দরে দিলা ॥
ধনু টান্যা অঙ্গুলেতে হইল বেদনা। প্রাণ সংশয় রাজার পাইল যন্ত্রণা ॥
মহৌষধে ভাল তুমি করিলে রাজারে। তুষ্ট হয়্যা বরদ্বয় রাজা দিল তোরে ॥
ভূপতির ঠাঞি কিছু বর মাগ্যা লহ। চোদ্দ বৎসর বনবাস রামচন্দ্রে দেহ ॥
আর বরে ভরথেরে দেহ রাজধানী। রাজা আজ্ঞাকারী তোমার শুন নিতম্বিনী ॥
এত বাক্য হল্য যদি মন্থরার মুঞে। অলঙ্কার পরিহরি শুয়্যা থাকে ভূঞে ॥
তারপর গেলা রাজা কৈকইর পাশে।কৈকইয়ে বিরূপা দেখ্যা দশরথ ভাষে ॥
রাজা বলে রাণী তুমি পড্যা কি কারণে। কৈকই বলেন বর মাগি তোমা স্থানে ॥
রাজা বলে বর দিব ইথে নাই আন। উঠ্যা বস্য চন্দ্রমুখী জুড়াক পরাণ ॥
নিবেদন চরণে করিব পাছে আমি। মহারাজা মোর আগে সত্য কর তুমি ॥
নারীবশ কেবল হইল দশরথ। আপনি আপনার কৈল মরণের পথ ॥
রাম বিনে তোমা হতে প্রিয় কেহ নাঞি। বর মাগ সত্যে বন্দী হল্যাম তব ঠাঞি ॥
রাণী বলে চন্দ্র সূর্য দোঁহে হয়্যা সাখি। বর দিয়া প্রতিশ্রুত পাছে হয় দুখী ॥
পূর্বে তুমি বরদ্বয় দিয়াছ আপনে। চোদ্দ বৎসরের তরে রাম জাকু বনে ॥
অযোধ্যায় ভরথে কর অভিষিক্ত। রাম জটা বাকল পর্যা পুরী হোকু ত্যক্ত ॥
কৈকইয়ের কথা শুনা শোকে রাজা আর্ত। রাম রাম বল্যা কান্দে নাই জ্ঞানমাত্র ॥
আপনা নাশিতে কেন আলাম তোর ঘরে। পাপিনী রাক্ষসী দুষ্টে কিবা বলি মোরে ॥
রঘুনাথ প্রাণধন কেবল আমার। কোন অপরাধ রাম করিল তোমার ॥
রাম রাম বলি দশরথ রাজা কান্দে। উঠিল শোকের সিন্ধু বুক নাই বাঁধে ॥
রাণী বলে সত্যের সমান ধর্ম নাই। আপনি পরম জ্ঞানী কহি তব ঠাঁই ॥
শিবি রাজা দিল অঙ্গ ঘুঘুর কারণে। আপনি সকল জান শুন্যাছ পুরাণে ॥
অনর্ক নামেতে রাজা সূর্য বংশে ছিল। দ্বিজে দুটি চক্ষু দিয়া বৈকুণ্ঠেরে গেল ॥
বর দিয়া কান্দ তুমি কাপুরুষের মত। পাগল হলে প্রাণনাথ জ্ঞান হল্য হত ॥
দাতার কথা মোরে তুমি বুঝাঅ আর কি। প্রাণ চাহ চক্ষু চাহ বল যদি দি ॥
মরণ লিখিল বিধি মোরে হল্য বাম। কি বল্যা বলিব বাছা বনে যাহ রাম ॥
ধন ধরা প্রজা প্রাণ ছত্র দণ্ড নেহ। দন্তে তৃণ ধর্যা বলি রামচন্দ্রে দেহ।
নবম স্কন্ধের কথা অমৃত সমান। শুনিলে রামের লীলা বিদরে পরাণ ॥

বিমাতার মুখে পিতার আদেশ শ্রবণ

রাণী বলে মোর বাক্য মিথ্যা যদি হয়। নারীবধ দিব আমি কহিলাম নিশ্চয় ॥
দশরথ বলে শুন সুমন্ত্র সারথি। রঘুনাথে ডাক্যা তুমি আন শীঘ্রগতি ॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া বেগে চলিল সারথি। রামচন্দ্রে ডাক্যা আনে লক্ষ্মণ সঙ্গতি ॥
পড্যা আছে দশরথ মরণের পথ। বাপের চবণে রাম হল্যা দণ্ডবত ॥
কৈকইয়ের পদে দোঁহে করিলা প্রণতি। বামে দেখি মুদি আঁখি কহে বিপরীতি ॥
দশরথ বলে আমার রাম আলে পারা। বলিতে না পারে বাক্য চক্ষে বহে ধারা ॥
পিতাব দুর্গতি দেখি রামে হলা ভয়। জোড হাথ কর্যা প্রভু কৈকইয়েরে কয় ॥
জিজ্ঞাসিলে সদা কান্দে না কহে বচনে। কহ মা বাপার দশা এমন হল কেনে ॥
ভরথ শত্রুঘনের বা কুচ্ছিত সমাচার। সেইজন্য শোক প্রায় হয়্যাছে রাজার ॥
পিতা যে পবম গুরু দেব নারায়ণ। আজ্ঞা পালে বিষ খাই অগ্নির সঙরণ ॥
কৈকই বলেন বাম বাক্য ধর মোর। পুত্র যদি বর্ঠ রাম পিতারে উদ্ধার ॥
মোর ঠাঞি সত্যে বন্দী হল তব পিতা। ইহাতে তোমার ভক্তি জানিব যোগ্যতা ॥
ভরথ হইল রাজা কাব মুখ চাহ। চোদ্দ বৎসরের তবে বনবাস যাহ ॥
শুনি কৈকইয়েব কথা রামচন্দ্র হাসে। পুত্র আন্যা কর রাজা যাই বনবাসে ॥
রঘুনাথ বলে রাজা হবেক ভরথ ভাই। ধন ধরা প্রজা দিব ভরথের ঠাঁই ॥
লোক দিয়া সত্বরে ভরথে আনাঅ সতা। রাজা কর্যা ভাই সঙ্গে কয়্যা যাব কথা ॥
বৃদ্ধ জনক জননী ভরথে সমর্পিব। ভাগ্য বড ভরথ রাজা লোচনে দেখিব ॥
কৈকইরে প্রিয় বাক্য রাম কন যত। মধুর বাক্য শুন্যা রাজার জ্ঞান হল্য কথ ॥
রাম পানে চাইতে লোচনে পডে লো। অজ্ঞান হইল পুন পায়্যা মায়া মো ॥
জনক জননীব পদে করিয়া প্রণতি। লক্ষ্মণের সাথে বাসে গেলা রঘুপতি ॥
শ্রীকবি শঙ্কর গান রামের চরিত। নবম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত ॥

লক্ষ্মণের বিক্রম

কৌশল্যা রামের মা গৌরীপূজা করে। হেনকালে গেলা রাম মায়ের গোচরে ॥
মায়েরে প্রণাম [করি] রহে কৃতাঞ্জলি। ঠাকুর লক্ষ্মণের প্রাণ করিছে বিকুলি ॥
কৌশল্যা বলেন রাম জিয়া থাক তুমি। তোমার কল্যাণে গৌরীপূজা করি আমি ॥
অযোধ্যায় বাছা রাম কালি হবে রাজা। শিশুকাল হতে তোমায় অনুগত প্রজা ॥
তোমার রাজত্ব আমি লোচনে দেখিব। অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব ॥
রামচন্দ্র বলে মা ছাড় সকল আশ। নিবেদিয়ে বাপা মোরে দিল বনবাস ॥
আমার কপালে মা রাজত্ব লেখা নাঞি। তিনজনের দুঃখ ভালে লিখিল গোসাঞি ॥

তুমি জানকী আর ভাই লক্ষ্মণের। তিনজনে পালে কষ্ট বিধি দিল ফের॥
কৈকই মায়ের বাক্যে রাজা হল বন্দী। মন্থরা মন্ত্রণা কর‍্যা কয়্যা দিল সন্ধি॥
ভরথ হইল রাজা কৈলাম তোমারে। বনবাস যাই চোদ্দ বৎসরের তরে॥
রামমুখে শুনি বাণী বজ্র যেন পড়ে। কদলী ভাঙ্গিল যেন নিদারুণ ঝড়ে॥
ধায়্যা গিয়া রামচন্দ্র মায়ে করে কোলে। লক্ষ্মণ পড়িয়া কান্দে রাম-পদতলে।
রামমুখ হেরিয়া কৌশল্যা রাণী কান্দে॥ তা দেখি লক্ষ্মণ বীর বুক নাঞি বান্ধে॥
যতেক করিলাম ইচ্ছা মিথ্যা হল্য সব। তপস্যা বিফলে গেল বৃথা অনুভব॥
অষ্টাদশ বৎসরের বাছা হলে তুমি। বুকের উপর কর‍্যা আজ্য রাখি আমি॥
তোমায় বনে পাঠাইয়া কি বলিয়া রব। চক্ষের আয়ড হলে পরাণে মরিব॥
সাত পাঁচ নাই তুমি লোচনের তারা। তিলে শত যুগ বাসি সদা করি হারা।
মা বলিয়া কোলে চড অরে বাছা রাম। মায়ে ছাড্যা কোথা যাবে দূর্বাদল শ্যাম॥
কৌশল্যা বলেন রাম বনে যাবে কেনে। অযোধ্যায় থাক রাম আমার বচনে॥
অজ্ঞান কুমতি দুষ্ট মূর্খ তোর বাপ। জীবনে নাহিক কাজ মোরে দেই তাপ॥
লক্ষ্মণ [বলেন] প্রভু নিবেদি চরণে। যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে॥
মূর্ছাপন্ন হয়্যা বাপা রয়্যাছে যাবদ। এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব॥
ছত্র দণ্ড লহ প্রভু বৈস রাজপাটে। তোমার কৃপার ফলে মোরে কেবা আঁটে॥
রাজা হয়্যা' বস্য পাটে ভোগ কর পুরী। আজ্ঞে পালে সসন্যে ভরথে আমি মারি॥
কৌশল্যা বলেন রাম কমললোচন। হিত পথ্য সত্য কহে প্রাণের লক্ষ্মণ॥
সপত্নী মায়ের বোলে বনে যাতে চাঅ। বনবাসে যাঅ যদি মায়েব মাথা খাঅ॥
মায়ের বচনে ইন্দ্র করিলেক রাজ্য। ভ্রাতৃবধ কর‍্যা ইন্দ্রের কি হল্য অকার্য॥
আমার বচন ঠেলি যদি তুমি যাবে। মাতৃহত্যার ফল তুমি ঘোরতর পাবে॥
এতেক বলিয়া রাণী মুখ হেরি কান্দে। রামের বিয়োগে সদা বুক নাই বান্ধে॥
রাম বলেন জননী গো শুন মোর কথা। পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম কাটিল মায়ের মাথা॥
আমি মেনে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিব। যে বল সে বল মা আমি বনে যাব॥
পিতার আজ্ঞায় যত সগরের বংশ। সমুদ্র খনন কর‍্যা ব্রহ্মশাপে ধ্বংস॥
অনুমতি দেঅ মাগো করি নিবেদন। বন না যাইতে পাল্যে তেজিব জীবন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান রামের পুরাণ। রামের চরিত্রলীলা অমৃত সমান।'

কৌশল্যার বিলাপ

রামচন্দ্রে করি কোলে : কৌশল্যা কান্দিয়া বলে : মোরে ছাড্যা যাবে বনবাসে।
আঁখের আয়ড় হল্যে : পরিহরি যদি গেলে : প্রাণ দিব তোমার হাইবাসে॥

শুন বাঞ্ছাকল্পতরু : মায়ের সমান নাই গুরু ; আমা হতে বড় নহে পিতা।
গর্ভধারণ পোষণেতে : বড় নহে আমা হতে ; তে কারণে গরীয়সী মাতা॥
হায় হায় মরি মরি : প্রাণ কি ধরিতে পারি : হলাম আমি কৈকইর বশ।
গর্ব করি মোর আগে : ইহা মোর চিত্তে লাগে : কহিবেক বচন কর্কশ॥
তুমি যাবে বনবাসে : তারে রাজা ভালবাসে : তাহাতে হবেক রাজার মা।
মন্থরা পরম দুষ্টা : দাসী তার মোরে রুষ্টা : কোন দিন গলায় দিব পা॥
মা পিতা হতে গুরু বর্ঠ : কে তোমারে বলে খাট : চরণে করিয়ে নিবেদন।
যুবতীর গুরু ভর্তা ; গতি জীবনের কর্তা : স্বামীর বাক্য করিবে লঙ্ঘন॥
ভরথের দোষ কি : শুন গো রাজার ঝি : কৃপা করি রাজ্য দিল বাপ।
বব পাল্য স্বামীর ঠাঞি : কৈকইর দোষ নাঞি : বৃথা তুমি তারে কর তাপ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : শ্রীরাম মানুষ নয় : পূর্ণ ব্রহ্ম দেব নারায়ণ।
রাবণ বধের তরে। জন্মিলা রাজার ঘরে : অংশাঅংশে ভাই চারিজন॥

সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনগমন

সীতাদেবী নানা দেব পূজা করে ঘরে। প্রিয় সখীসঙ্গে রামের রাজত্বের তরে॥
হেনকালে রামচন্দ্র গেলা সীতার পাশ। ম্লানমুখ দেখ্যা সীতায় লাগিল ত্রাস॥
শ্রীবাম বলেন সীতা থাক মায়ের ঠাঞি। পালিতে বাপের সত্য বনবাসে যাই॥
বনবাস হতে আমি না আসি যাবত। ভরথ শত্রুঘনে সীতা দেখ পুত্রবত॥
কৌশল্যা কৈকই মায়ে ভেদ না করিহ। দিবানিশি সমতায় প্রশংসা করিহ॥
জানকী বলেন নাথ রহিতে নারিব। তোমার সঙ্গে অহে বাম বনে আমি যাব॥
রাম বলে বনবাসে যাইতে নারিবে। বনের যন্ত্রণা নানা বহু কষ্ট পাবে॥
এ অঙ্গে কেমন কর্যা বাকল পরিবে॥ তিক্ত কটু ফলমূল কেমনে খাইবে॥
তৃণপত্রের শয্যায় শুইবে কেমনে। চোদ্দ বৎসর যে থাকিতে হবে বনে॥
জানকী বলেন প্রভু তুমি নাথ যাব। কিবা ঘরে বনচরে দুঃখ নাই তার॥
তোমা ছাড়া একদণ্ড আমি নাই জিব। দেখিতে না পাবে আর পরাণে মরিব॥
জীবনে মরণে যুবতীর পতি গতি। ছাড্যা গেলে পাছু যাব তোমাব সঙ্গতি॥
সীতার বুঝিয়া ভাব দিলা অনুমতি। লক্ষ্মণের বাহু ধর্যা কহে রঘুপতি॥
কয্যা যাই হের আস্ত প্রাণের লক্ষ্মণ। ভরথেরে বল্য তোমার রাম গেলা বন॥
এত শুন্যা লক্ষ্মণ পড়িল রামের পায়। আমা ছাড্যা যাতো বনে তোমায় না জুয়ায়॥
ঘৃণা কর্যা নাছাড়িহ আমি তোমার দাস। নফর হয়্যা তোমার সঙ্গে যাব বনবাস॥
তোমা বিনে এক তিল আমি নাই জিব। তুমি বনে গেলে আমি কি লয়্যা থাকিব॥

লক্ষ্মণের হাতে ধরি রামচন্দ্র কয়। জননী ছাড়িয়া যাতে সমুচিত নয় ॥
অতএব তোমার না হল্য বনে যাবা। তব মম জননীর কে করিব সেবা ॥
লক্ষ্মণ বলে আমার পারা কত আছএ নফর। ধর্ম্মশীল ভরথ শত্রুঘ্ন গুণাকর ॥
ভরথ করিব সেবা ইথে অন্য নয়। ভরথের যত রীত জান মহাশয় ॥
রামের লোমাঞ্চ হয় লক্ষ্মণের বোলে। চুম্বন করিয়া মুখে করিলেন কোলে ॥
বরুণের পাশ অস্ত্র নেঅ ধনু তীর। তরকচ শাণিত খড়্গ [করি] মনস্থির ॥
কুটুম্ব পরম জ্ঞানী ঝাট ডাক্যা আন। সুযজ্ঞ বশিষ্ঠ পুত্র সখা মোর প্রাণ ॥
এত শুনি লক্ষ্মণ প্রবেশে যজ্ঞস্থলে। সুযজ্ঞেরে ডাক্যা আনে অতি কুতুহলে ॥
সীতা রাম মুনিপুত্রের বন্দিল চরণ। কেয়ূর কুণ্ডল দেন অনেক গোধন ॥
প্রবাল মাণিক চুনী পুরট বসন। আশিস করিল রামে মুনির নন্দন ॥
রামের পাইয়া আজ্ঞা ঠাকুর লক্ষ্মণ। অগস্ত্য কৌশিক গর্গে দেই নানা ধন ॥
নর্ত্তক গায়ন ভৃত্য প্রিয় ছিল যত। বসন ভূষণ ধন দিল বেদমত ॥
যত চায় তত পায় দেই বহু ধনে। অনেক দিলেন রাম যত দুঃখী জনে ॥
একে একে যত জনে পরিতোষ করি। পিতা সম্ভাষিতে রাম গেলা অন্তপুরী ॥
রামে দেখ্যা দশরথ আস্ত আস্ত বলে। মূর্চ্ছাপন্ন হল রাজা লোটায় ভূতলে।
লক্ষ্মণ ধরিয়া রাজায় করিছে হাতাশ। মুখে জল দিয়া রাম করিছেন বাতাস ॥
হেল্যা পড়ে দশরথ লক্ষ্মণের গায়। দুটি চক্ষে ধারা বহে রামপানে চায়।
এইকালে বলে রাম আজ্ঞা যদি পাই। সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে কর্যা বনবাসে যাই ॥
রাজা বলে তোমা বিনে তিলেক না জিব। ভরথ রাজা হক বন তোমা সঙ্গে যাব ॥
বাপমুখ হেরি রাম কহিছে উত্তর। বয়স হয়্যাছে তোমার নয় হাজার বৎসর ॥
পরাণ ধরিয়া বলি মোর বাণী রাখ। ভরথে রাজত্ব দিয়া নিজ সত্যে থাক ॥
রামবাণী শুনি রাজা করিল আদেশ। পিতার আজ্ঞা পায়্যা রাম হইলা হরিশ ॥
রামের একান্ত জান্যা মহারাজা কয়। মরণকালে ছেড়া যাত্যে সমুচিত নয় ॥
রাজা বলে বাছা রাম কালি বনে যায়্য। ক্ষীর খণ্ড কিছু খায়্য আজি দেশে রয়্য ॥
বাপে পোয়ে এক নিশা একত্তরে থাকি। চক্ষু ভর্যা রামরূপ রাত্রি দিবা দেখি ॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ রসহ আমার কাছে। যতক্ষণ দশরথের দারুণ প্রাণ আছে ॥
শ্রীরাম বলেন বাক্য অলঙ্ঘ্য তোমার। ভোগাদি বাসনা বাপা ঘুচিল আমার ॥
দেশে এক দণ্ড মোর নাই রহে মন। আজ্ঞা কর মহারাজা অদ্য যাব বন ॥
সুমন্ত্র সারথিরে ডাকিয়া রাজা বলে। সাজন করিয়া দেঅ চতুরঙ্গ দলে ॥
দানাদি যতেক ক্রিয়া রামেরে করায়। বনবাসে যায় রাম কার মুখ চায় ॥
বসন ভূষণ লহ চোদ্দ বৎসরের মত। রথে কর্যা নেহ ঝাট ভক্ষ দ্রব্য যত ॥

কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ। দ্রব্যহীন রাজ্যে রাজা আই মা কি লাজ ॥
দশরথ বলে মুখে কি কহিলি কথা। খাথার রাখিলি কুলে দিলি বড বেথা ॥
কোপদৃষ্টে কৈকই রামের পানে চায়। অচেতন হয়্যা রাজা পড়িল ধুলায় ॥
কৈকই বলেন রাম অন্থ বনে চল। বস্ত্র ছাড্যা পর রাম গাছের বাকল ॥
গাছের বাকল তুষ্টে দিল হাথে হাথে। বাকল লইয়া রাম বন্দিলেন মাথে ॥
বসন ভূষণ তেজে যত অনুপাম। বাকল পরিলা রাম দূর্বাদল শ্যাম ॥
কৈকই খসায়্যা লয় কর্ণের কুণ্ডল। জানকীর চক্ষু তুটি করে ছল ছল ॥
রাম বলে সিংহাসনে বস্থ রাজার ঝি। আমি আপনি যতেক ভূষন খসাইয়া দি ॥
হাত দিল অতি কোপে জানকীর গায়। সীতা ঠাকুরাণী প্রভু রামপানে চায় ॥
হরষ বিষাদে কন ভকত বৎসল। বাস ছাড্যা পর সীতা গাছের বাকল ॥
কান্দ্যা কান্দ্যা জানকী গাছেরবাকলপরে। সাতশউনপঞ্চাশ রাণী প্রাণ ধরিতে নারে ॥
খসাইয়া নেহ সীতার বুকের কাঁচলি। প্রবাল মুকুতা হীরা ছাড ছাড বলি ॥
কুণ্ডল ধরিয়া কোপে কুঁজী গিয়া টানে। কাতর হইল সীতা রক্ত পড়ে কানে ॥
নাসিকায় হাত দিতে ভয়ে সীতা ধরে। বেশর খসায়্যা দেহ রাম বলেন তারে ॥
গজমোতি খসাইতে নাসা হল শূন্য। গর্ব করা্যা নূপুর ভাঙ্গিল তুষ্টা পুন্য ॥
রাম পানে চায়্যা কহে জনক তুহিতা। তোমার সাক্ষাতে প্রভু হইলাম অনাথা ॥
শ্রীরাম জানকী দিল যত আভরণ। তা দেখিয়া মনে ভাবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
মুনিবেশ দেখি বুক ধরা নাহি যায়। মোর অঙ্গে আভরণ শোভা নাই পায় ॥
এত ভাবি খসাইল যত অলঙ্কার। কৈকইরে দিয়া বীর করে নমস্কার ॥
আগো দেবী লহ তুমি মোর অলঙ্কার। ভরথ ভায়োর কিছু হব উপকার ॥
এত বলি অশ্রু বহে বপু কাঁপে কোপে। ফেলাইয়া গণ্ডিখান ঘনঘন লোফে ॥
কেবল ভরসা গণ্ডি করিয়ে তোমার। চোদ্দ বৎসরের মত তুমি অলঙ্কার ॥
মহাবীর লক্ষ্মণ ভাবেন মনে মনে। কেমনে বিদায় হব জননীর স্থানে ॥
বড পরমাদ হল কি হব উপায়। জননী ছাড়িয়া পাছে না দেই আমায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে বড ভয় হল মাকে। হেনকালে সুমিত্রা লক্ষ্মণ বল্যা ডাকে ॥
উপায় না দেখি আর মোর মরণ বই। মোরে কি ছাড়িয়া দেই ডাকিলেক অই ॥
বনে যাতে মা মোরে যদি করে মানা। বুঝিলাম তবে গেল জিবার বাসনা ॥
লক্ষ্মণ পড়িল গিয়া সুমিত্রার পায়। হাতে ধরি সুমিত্রা বাছারে বুঝায় ॥
অযোধ্যা পড়িলে মনে চায়্যা বনপানে। যথা সীতা রাম তথা অযোধ্যা সেখানে ॥
পিতার বিয়োগে যদি চিত্তে হয় তুখ। দূর হব তাতচিন্তা দেখ রামের মুখ ॥
অভাগিনী যদি আমি মনে পড়ে মা। ঘুচিব আমার চিন্তা দেখ সীতার পা ॥

শুনরে লক্ষ্মণ বাপু মোর কথা রাখ্য। বনে গেলে জানকীরে মা বলিয়া ডাক্য॥
হাতে ধর্য্যা সুমিত্রা কহেন লক্ষ্মণেরে। প্রাণ গেলে প্রাণ দিবে সীতারামের তরে॥
যে কিছু করিবে রামসীতার উপগার। তবে জানি আমার শুধিলি দুধের ধার॥
শ্রীরামের হাতে ধর্য্যা সুমিত্রা কহিল। প্রাণের লক্ষ্মণ তোমার হাতে হাতে দিল॥
পুরবাসী লোক সর্ব্বে করে হাহাকার। দিবস হইল যেন ঘোর অন্ধকার॥
মায়ে প্রদক্ষিণ কর্য্যা চাপিতে যান রথে। কান্দিয়া কৌশল্যা রামের ধরিলেন হাতে॥
তুমি না যাইতে পুরী হল্য অন্ধকার। চান্দমুখ তুলি বাছা চাঁহ একবার॥
মায়ের বিলাপ দেখি কথ হল মোহ। চাপা রাম রাখিতে নারে লোচনের লোহ॥
মায়ে মোহ দিয়া রাম চাপিলেন রথে। প্রণমিয়া জানকী লক্ষ্মণ কর্য্যা সাথে॥
রামের আদেশে সূত চালাইল হয়। হায় হায় রাম রাম শব্দ পুরীময়॥
আবালবণিতাবৃদ্ধ ধায় যত লোক। আবেশে অবশ অঙ্গ পায় ঘোর শোক॥
পরস্পর কান্দিয়া কহেন পুরজনে। কবে আসিবেন রাম দেখিব লোচনে॥
কৌশল্যার হৃদয় লোহায় নিরমাণ। অতএব ফাটিয়া না হল্য দুই খান॥
পুণ্যবতী সীতা সতী রামসঙ্গে যায়। জলসাথে গমন যেমন ছায়া প্রায়॥
সাধু সাধু ধন্য ধন্য ধন্য লক্ষ্মণ। জননী ছাড়িয়া রাম সঙ্গে যায় বন॥
লক্ষ্মীনারায়ণ যাতে পুরীশোভা ঘুচে। রাম রাম বিনে আর অন্য নাই রুচে॥
হাতি ঘোড়া আদি কান্দে শ্রীরামের গুণে। পশু পক্ষ অচেতন রাম গেলা বনে॥
কোলাহলে কলরবে প্রজার ক্রন্দনে। চেতন পাইয়া রাজা চায় চারি পানে॥
কৌশল্যারে বলে রাজা কোথা মোর রাম। দেখিতে না পাই কেন দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
রাণী বলে রামে বনে করিলে বিদায়। জানকী লক্ষ্মণ সাথে রথে ঐ যায়॥
এত শুনি দশরথ ধায় উর্দ্ধমুখে। পদাতি যুবতী পাছু যায় লাখে লাখে॥
বাছা রাম রবি আমি থানিক দাণ্ডায়। জনমের মত মোরে চুম্ব দিয়া যায়॥
খেনে উঠে খেনে পড়ে হায় হায় করে। রাম সীতা প্রাণ মোর যায় কত দূরে॥
দুই বাহু তুলি রাজা বলে রহ রহ। ভূমে পড়ে ধরিতে না পারে তারে কেহ॥
মুখ তুল্যা কহ কথা দূরে হতে দেখি। মোর লাগি শ্রীরামে বুঝাহ চন্দ্রমুখী॥
ধায়রে অযোধ্যার লোক আর কিবা দেখ। বলিয়া কহিয়া আমার রামকে সে রাখ॥
রামের বুঝিয়া ভাব সুমন্ত্র সারথি। বাউবেগে রথ চালাইল শীঘ্রগতি॥
পুরবাসী যুবতী গোড়ায়্যা ছিল যত। শোকাতুর হয়্যা সর্ব্বে নিরখয়ে পথ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা শোক ভাল নয়। যাত্রাকালে অমঙ্গল শুন মহাশয়॥
লোহ মুছে দশরথ বশিষ্ঠ বচনে। এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলা রাম পানে॥
রাম সীতা যাতে অন্তপুরের যত নারী। করুণ করিয়া কান্দে আর্ত্তনাদ করি॥

অনাথজনার রাম দুর্বলের বল। তপস্বীজনার প্রাণ ভকত বৎসল॥
জননী সমান স্নেহ সর্বে করিথেন। হেন রাম হায় মরি ছাড়িয়া গেলেন॥
ধেনু যত নাই চায় বাছুরের পানে। রামশোকে জরজর কান্দে অভিমানে॥
দিনে ঘোর অন্ধকার সূর্য ঢাকিলেক। নাগ যত হয়্যা ভীত বিষ তেজিলেক॥
উল্কাপাত নির্ঘাত করে যাবদেক গ্রহ। চঞ্চল হইল সর্বে স্থির নহে কেহ॥
দশদিকে ঘোরতর আচ্ছাদিত ধুণ্ডা। শোকাবেশে পুরবাসী হল্য উর্ধ্বমুণ্ডা॥
হাস্য পরিহাস্য ভোগে নাই কার মন। চন্দ্রের উদয় নাই বায়ু নাই বন॥
যুবতী যতেক ফিরয়া নাহি চায় সুতে। দুগ্ধ পোষ্য শিশু কান্দে পড়্যা অবনীতে॥
শ্রীরাম রহিত পুরী ভ্রমিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রশূন্য [যেমন] অমরাবতীর প্রায়॥
রথ রেণু দেখিবারে পায়েন যাবত। লোচন না নাড়ে প্রায় রাজা দশরথ॥
রাম সীতা লক্ষ্মণে দেখিতে নাই পায়। আছাড় খাইল রাজা কবিচন্দ্র গায়॥

মুনিদের আশ্রমে রামের রাত্রিবাস ও রত্নাকর দস্যুর কথা

মূর্ছাপন্ন বিষণ্ণ হইল দশরথ। প্রবোধিয়া রাজারে উঠায় রাণী যত॥
কোপ করি কৈকইরে দশরথ কয়। আর না দেখিব তোরে কহিলাম নিশ্চয়॥
অলো দুষ্টে দুঃখ দিলি রাজ্য যায়্যা সাধ। রাম বিনে না বাঁচিব কৈলে মোরে বধ॥
বন্ধু বান্ধব শুন কহি সভাকারে। শীঘ্র কর্যা লহ মোরে কৌশল্যার ঘরে॥
এত শুনি নিল তারে কোশল্যার ঘরে। শয্যায় শয়নে রহে আপনা পাসরে॥
হা রাম লক্ষ্মণ সীতা উচ্চস্বরে ডাকে। মরণ সময়ে তোরা ছাড়্যা গেলে মোকে॥
কৌশল্যারে কহে রাজা হাত দেঅ গায়। পাশে বস্য রামের মা ধরিয়া আমায়॥
রাম সঙ্গে গেল প্রাণ ফিরা নাই আল। এখন দারুণ দেহ কেন না পড়িল॥
আর না দেখিব আমি দূর্বাদল শ্যাম। বিদরিয়া পড়ে বুক বিধি হল্য বাম॥
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে চাঁদ মুখ। পাষাণ হৃদয় ফাট্যা নাই গেল বুক॥
রাণী বলে অহে রাজা আজি কান্দ বৃথা। লঙ্ঘিতে না পার তুমি কৈকইর কথা॥
কৈকইর বচনে তেজিলে তুমি রামে। প্রাণ কান্দে না জানি কি হয় পরিণামে॥
আর কবে রাম সীতা লোচনে দেখিব। অযোধ্যায় আর বাছা ফির্যা কি আসিব॥
সাত পাঁচ নাই মোর সেই পুত্র বিনু। কৈকই কি দোষে মোর কোল কইলি শূন্য॥
এই মত শোকে রাণী করুণা করিল। রামচন্দ্র প্রজালোকে সাদরে কহিল॥
মোর বোলে প্রজা সব ফির্যা যাহ ঘরে। হিত পথ্য নীতিশাস্ত্র কহিয়ে সভারে॥
আমা হতে ভরথে অধিক সুখ পাবে। ভরথ ভূপতি হলে সুখে গুণ্ডাইবে॥
মহাবীর ধর্মধীর জ্ঞানী প্রিয়বাদী। পুত্রবত পালিব ভরথ গুণনিধি॥
তোমারদের প্রতি স্নেহ আমার যেমন। ভরণ করিব ভরথ সভারে তেমন॥

রামচন্দ্রের মুখে সভে এত কথা শুনি। আছাড় খাইয়া ভূমে পড়িল অইমনি॥
হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে নগর-চত্বরে। ভূমেতে পড়িয়া প্রাণী সভাই ফুকরে॥
সুমন্ত্র সারথি সাথে রথ দ্রুত যায়। অন্তরে বাজ্যাছে শোক ফিরিয়া না চায়॥
কান্দেরে অযোধ্যার প্রজা হাহাকার করি। অযোধ্যার চন্দ্র বিনে অন্ধকার পুরী॥
কান্দেরে কৌশল্যা রাণী কর‍্যা হায় হায়। লক্ষ্মীনারায়ণ আমার বনবাসে যায়॥
হেদেরে নগরবাসী কিবা আর দেখ। বলিয়া কহিয়া আমার রাম ঘরে রাখ॥
কৌশল্যারে লয়া গেল দশ বিশ দাসী। অতি দীনা কান্তিহীনা ম্লান মুখশশী॥
রাজার মহিষী শোকে কর ধায়াধাই। বাছুর হারাইয়া যেন হামা দেই গাই॥
দিনে সূর্য অস্ত গেল হল্য অন্ধকার। ভোগাদি বাসনা যত ঘুচিল সভার॥
ভূপতি পড়িয়া কান্দে কৌশল্যার ঘরে। নিবৃত্ত হইল সর্বে গেল নিজাগারে॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিল গেল শোকে বাসে। গোহার নগরে দুঁহে আনন্দে প্রবেশে॥
গোহা আস্যা শ্রীরামের পড়ে পদতলে। মিতা বল্যা দয়ার ঠাকুর করে কোলে॥
বনবাস প্রয়োজন কহিলা কারণ। শুনিয়া চিন্তিত হল্য শ্বপচনন্দন॥
রাম বলে মৈত্র তুমি শীঘ্র কর জটা। শোক তেজি তুরিতে আনহ বট আঠা॥
অবিলম্বে চণ্ডাল আনিল যত্নে আঠা। শ্রীরাম লক্ষ্মণের শিরে বান্ধ্যা দিল জটা॥
ফল মূল যথাকালে করিল আহার। তরী আরোহণে রাম গঙ্গা হল্য পার॥
গঙ্গারে প্রণাম কর‍্যা সীতা কহে বাণী। ফির‍্যা যদি দেশে আন ত্রিপথগামিনী॥
তোমার প্রীতে ব্রাহ্মণে দিব সহস্র গোধন। কনক অঞ্জলি দিব বসন ভূষণ॥
পথে যেন কোন দৈব কষ্ট নাই পাই। বনবাস প্রভুর সঙ্গে সুখে যেন যাই॥
গঙ্গারে প্রণাম কর‍্যা হল্যা পারাপার। গোহারে বিদায় দিল কর‍্যা পুরস্কার॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গঙ্গাপার হয়্যা। তিনজনে চলি যান মুনিপাড়া দিয়া॥
কোন মুনিপত্নী বলেণ হবেন রাজার বেটা। কেহ বলে তবে শিরে বান্ধে কেন জটা॥
কেহ বলে ইহারা হইবেক ব্যাধপুত্র। কেহ বলে তবে কেন কান্ধে যজ্ঞসূত্র॥
কোন মুনিপত্নী বলে হবেক ব্রহ্মচারী। কেহ বলে তবে কেন সঙ্গে একটা নারী॥
কোন মুনিপত্নী বলে হোর দেখ রাম। জনম সফল হল্য শুনিলাম নাম॥
আগে যেই জন যান মোর প্রাণনাথ। উহার অনুজ হল আমার পশ্চাত॥
মুনিপত্নী এত জানকীর মুখে শুনি। অঝোর নয়ানে ঝোরে মুনির ব্রাহ্মণী॥
জানকী লক্ষ্মণ সাথে দেব রঘুবর। যেত্যে যেত্যে পালেন গিয়া ভরদ্বাজের ঘর॥
শ্রীরাম দেখিয়া মুনি কৈল সমাদর। কহে ভরদ্বাজ যাহ বাল্মীকি গোচর॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ পরম আনন্দে। বাল্মীকি মুনির পদ তিন জন বন্দে॥
শ্রীরামে দেখিয়া মুনি কৈল সমাদর। জগতের পূজ্যো পূজ করিয়া আদর॥

ফল মূল নৈবেদ্যাদি আর যজ্ঞের শেষে। আতিথ্য ব্যবহারে মুনি রামচন্দ্রে তুষে॥
মুনিরে প্রণাম কর্যা রামচন্দ্র কয়। তিনজনে হব মোরা কাহার আশ্রয়॥
এত শুন্যা বিস্ময় ভাবিয়া মুনি কয়। শুন রাম তুমি সর্বজীবের আশ্রয়॥
পূর্ব জন্মের কথা কহিএ প্রসঙ্গে। কিরাতের দেশে ছিলাম কিরাতের সঙ্গে॥
সঙ্গ দোষে জ্ঞান [বুদ্ধি] আমার হল্য হত। ধনুর্বাণ হাতে বনে ফিরি অবিরত॥
দস্যুসঙ্গে থাকি সদা করি দস্যুধর্ম। বাড়িল অনেক পাপ করিয়া কুকর্ম॥
পরধন চুরি করি হরি পরদারা। মদে মত্ত অবিরত খাই মাংস সুরা॥
একদিন দেখা হল সাত মুনি সাথে। একাকা ভ্রমিয়ে আমি ধনুর্বাণ হাতে॥
ধনলোভে সাতজনে চাহি বধিবারে। থাক থাক অইখানে মুনি কহে শরে॥
শরাসনে রইল বাণ নাই ছুটে তীর। পরাণ চঞ্চল হল্য শুন রঘুবীর॥
ধনুস্তম্ভ বিদ্যা জান কপট তপস্বী। চোটায়্যা কাটিব অঙ্গ এই দেখ অসি॥
এত শুনি সাত মুনি খল খল হাসে। কহিল অনেক যোগ আস্যা মোর পাশে॥
দারা পুত্র আদি যদি অধর্মের ভাগী হয়। তবে বনে আস্যা সর্বে বধিবে নিশ্চয়॥
ঘরে যায়্যা জিজ্ঞাসিলাম পুত্র দারারে। অঙ্গীকার তারা কেহ অধর্ম না করে॥
নৈরাশ হইয়া ঘরে হইলাম বিদায়। লোটায়্যা পড়িলাম যেয়্যা সাতমুনির পায়॥
সেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে বিশাল। দক্ষিণেতে শুখায়্যা রয়্যাছে এক ডাল॥
নারদ বলেন বাছা শুনরে বচন। জীয়ন্ত কি মরা ডাল কর নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া কহিনু আমি শুন মহাশয়। মরা এই ডাল দেখি জীয়ন্ত ত নয়॥
এখান হইতে তুমি কোথাঅ না যাবে। মরা মরা জপিলে পরম পদ পাবে॥
উপদেশ দিয়া তারা তীর্থসেবায় গেল। মরা মরা জপিএ মুখে তোমার নাম আল্য॥
বল্মীকের রাশি হল্য আমার উপরি। যোগে জপি রাম [নাম] আপনা পাসরি॥
বাল্মীকি বলেন রাম তোমায় সত্য কই। সাত মুনি ফির্যা আল্য হাজার যুগ বই॥
বল্মীকে ঠেলিয়া আমি উঠিলাম সত্বর। বাল্মীকি আমার নাম থুল্যা মুনিবর॥
আমারে উদ্ধার করি গেলা যথাস্থানে। যারে জপি তারে আমি দেখিলাম নয়ানে॥
আশ্রম পবিত্র হইল কুল হইল পূত। মনের বাসনা আজি পূর্ণ হল যত॥
ধন্য আমি ধন্য জন্ম ধন্য মুনিগণে। তপস্যা সার্থক মোর হল্য এতদিনে॥
তোমার দরশন লাগ্যা আছি এই বনে। যোগে জানি রামচন্দ্র আসিব কাননে॥
মরা মরা জপ্যা আমি হল্যাম ব্রহ্মঋষি। তোমার নাম গায়্যা বৈষ্ণব হল্য গিরিবাসী॥
চিত্রকূট পর্বত রাম অই রম্যস্থান। ইহাতে বসত কর হবেক কল্যান॥
বাল্মীকি মুনির রাম পাইয়া আশ্বাস। কুটীর বান্ধিয়া চিত্রকূটে করেন বাস॥
বনফল আন্যা দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। যথাকালে রাম সীতা করেন ভক্ষণ॥

অন্ধমুনির পুত্রবধ

দিনান্তে প্রবেশে পুরী সুমন্ত্র সারথি। কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা নরপতি ॥
রাজা বলে সুমন্ত্র সারথি আস কোলে। কোন বনে সীতা রাম লক্ষ্মণে রাখিলে ॥
শুন রাজা একে একে যে কয়্যাছেন রাম। তব পদে করয়াছেন অসংখ্য প্রণাম ॥
কান্দিতে সুমন্ত্র মোর মানা করয়া যায়। দণ্ডবত করয়াছেন প্রভু কৈকইয়ের পায় ॥
প্রণাম করিয়া সীতা কান্দে হেঁট মাথে। লক্ষ্মণ কান্দেন সদা ধনুর্বাণ হাথে ॥
এত শুন্যা কৌশল্যা যে সেইখানে আল্য। হাহাকার করয়া রাজার চরণে পড়িল ॥
কৈকই তোমার নারী যুবতীর বোলে। বরদ্বয় দিয়া রামে বনে পাঠাইলে ॥
ভাল কৈলে রাজ্য নিলে যেবা ছিল মনে। কি দোষ করিল রাম পাঠাইলে বনে ॥
এত শুন্যা দশরথ বলে কৌশল্যারে। কৌশল্যা কেনগো আর বিন্ধ বাকশরে ॥
একে রাম শোকানলে দাহ হই আমি। তাহাতে দারুণ জ্বালা কেনে দেহ তুমি ॥
রাম বিনে আগো প্রিয়ে আর নাকি জিব। রাজীবলোচনের শোকে পরাণে মরিব ॥
একদিন গেলাম আমি মৃগয়ার আশে। মুনির পুত্র জল ভরে পিতার আদেশে ॥
নিশাকালে কুম্ভে ভরে সরযূর নীর। গজ ভ্রমে মারিলাম শব্দভেদী তীর ॥
বুকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায়। বাপ বাপ বল্যা শিশু কান্দে উভরায় ॥
কে বিন্ধিল বাণ কার দোষ নাঞি করি। হায় রে দারুণ বিধি কি করিলে হরি ॥
আমার পরাণ গেল তার নাই দায়। জল না পায়্যা বাপা পাছে পরাণ হারায় ॥
শব্দ অনুসারে আমি গেলাম তার কাছে। অস্থির হইয়া শিশু ভূমে পড্যা আছে ॥
চরণে ধরিয়া হেনকালে কহি আমি। রাজা দশরথ মোরে ক্ষেমা কর তুমি ॥
ব্রহ্মহত্যার পাপ রাজা না হবে তোমার। জল দিয়া পিতামাতা বাঁচাঅ আমার ॥
আমি জিতে জিতে যাঅ তার বরাবরে। সান্ত্বনা করগ্যা দোঁহে শাপে পাছে তোবে ॥
এত বলি মুনিপুত্র তেজিল জীবন। জলকুম্ভ লয়া গেলাম যথা তপোধন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কৃপায়। অযোধ্যাকাণ্ডেতে লেখা সপ্তম অধ্যায়।

মুনিপত্নীর শোক

বাছার বিলম্ব দেখি : স্বামীরে কহিছে ডাকি : বাছাধন কেন নাঞি আল্য।
পডিল বা দৈবের চক্রে : ধরিয়া বা খাল্য নক্রে : হেন বুঝি সর্বনাশ হল্য ॥
মন করে ছন ছন : কান্দ্যা [কান্দ্যা] উঠে প্রাণ : প্রাণে জিয়া বাছা আমার নাঞি।
এ ঘোর দারুণ রাতি : বিদরিয়া যায় ছাতি : ডাকিতে দোসর কেহ নাঞি ॥
পূর্ব জন্মে কৈলাম পাপ : তেঁই এত পাই তাপ : কর্মদোষে দুই জনে অন্ধ।
প্রভু আর কিবা দেখ : বাছা বাছা বল্যা ডাক : কাল পূর্ণ দৈবের নির্বন্ধ ॥

মহিষ গণ্ডার আগে : ধরিয়া বা খাল্য বাঘে : বধিল বা বরাহ মর্কটে ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান : দারুণ মায়ের প্রাণ : মরণের কথা সত্য বটে ॥

দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপ

আমার পায়ের ধ্বনি শুনি মুনিদারা। আহা মরি মরি আমার বাছা আলে পারা॥
আস্ত আস্ত আস্ত বাছা জল দেহ খাই ।এতেক বিলম্ব কেনে বালাই লয়া মর্যা যাই ॥
জল লয়্যা বাছাধন যদি না আসিতে। এতক্ষণ পিতামাতায় দেখিতে না পাত্যে ॥
রাজা দশরথ বল্যা পড়িলাম পায়। তব পুত্র মারিলাম ক্ষেমা কর দায় ॥
দু'হে অন্ধ থাকি মোরা এই ঘোর বনে। কিবা দোষে মালি পাপী আমার বাছনে ॥
কার অপরাধী নই শুনরে রাজন। তপস্যায় থাকি সদা ভজি নারায়ণ ॥
বনফল খাই আর সরযুর জল। চিন্তা করি সদা সূর্যবংশের কুশল ॥
বাণেকাট্যা পেলি মোদের চারিচক্ষের তারা। আঁধলার নড়ি মোদের বাছা হল্য হারা ॥
যেই দারুণ বাণে রাজা মারিলে বাছাকে। সেই বাণ তুল্যা মার অন্ধকের বুকে ॥
না বিঁধিবি যদি বাণ খড়্গ নেহ ঝাট। অন্ধকের গতি নাই চোটাইয়া কাট ॥
লইলাম শাণিত খড়্গ আপনা নাশিতে। না মার না মার বল্যা মুনি ধরে হাতে ॥
মারিলে বাছাকে রাজা ক্ষেমিলাম দায়। কোনখানে পড্যা বাছা দেখাঅ আমায় ॥
হাতে ধর্যা লয়্যা গেলাম মরা বাছা যথা ।মরা পুত্র কোলে কর্যা কান্দে পিতামাতা ॥
কোথাকারে গেলে বাছা কোল কর্যা শূন্য। ফল মূল জল কেবা দিব তোমা বিনু ॥
হের আস্ত দশরথ আশীর্বাদ নেহ। সরযুর তীরে ঝাট চিতা কর্যা দেহ ॥
মুনির আদেশে আমি রচিলাম চিতা। স্নান করাইয়া পুত্রে শুয়াইল পিতা ॥
অগ্নি দিয়া চিতাতে শুইলা তিনজনে। তিনজনা স্বর্গ গেল দেখিলাম নয়ানে ॥
কথোদূর যায়্যা মুনি ডাকেন আমাকে। এমনি পাপী পুড়িয়া মরিবি পুত্রশোকে ॥
রাজা বলে কৌশল্যা গো দোষ দেহ কেনে। অন্ধক মুনির শাপ ফলিল এতদিনে ॥
রাম বিনে আগো প্রিয়া আর নাকি জিব। রাজীবলোচনের শোকে পরানে মরিব ॥
দশরথ মহারাজা যায়্যা শোকাগারে। অন্ধক মুনির শাপ কহিল সভারে ॥
রাম রাম বল্যা রাজা তেজিল জীবন। রথে চড্যা দশরথ স্বর্গকে গমন ॥
হাহাকার শব্দ হল মল্য যদি রাজা। ধূলায় লোটায়্যা কান্দে অযোধ্যার প্রজা ॥
বশিষ্ঠ রাজার দেহ তৈলেতে ভাজিয়া। সুমন্ত্র প্রভৃতি দূতে দিল পাঠাইয়া ॥
ভরথ শত্রুঘন আছে মাতামহ বাসে। অবিলম্বে চল ঝাট ভরথের পাশে ॥
এসব বৃত্তান্ত কিছু না কহিবে তারে। ত্বরাপরে আন তারে অযোধ্যানগরে ॥
সাত রাত্রে গেল দূত গিরিব্রজ দেশে। দ্বারী যেয়া উত্তরিল ভরথের পাশে ॥

ভরতের দেশাগমন

নানা অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিল ভরথ। সেই দিনে দূত আল্য বড়ই বিপথ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা তাঁরা গেছেন বন। রামশোকে বাপা আমার তেজ্যাছে জীবন॥
যেন কালি রাজা হবেন আজি বনবাস। হেন বেলা মোর মা রামে দিল বনবাস॥
স্বপনের কথা বস্যা কহেন ভবথ। হেন কালে দূত আল বডই বিপথ॥
সুমন্ত্র পডিল ভরথের পদতলে। বাহু পসারিয়া ভরথ সুমন্ত্রে করে কোলে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আছেন কেমনে। কতদিনে রামচন্দ্র দেখিব নয়ানে॥
সুমন্ত্র বলিল গোসাঞি সভার কুশল। দেখিতে চায়্যাছেন রাজা ঝাট তুমি চল॥
মাতামহে প্রণমিঞা হইল বিদায়। অশ্বগজ দিল তারে রাজলক্ষ্মীর প্রায়॥
রথারোহণ করে শত্রুঘনের সঙ্গতি। যুধাজিৎ মাতুলেব লইল সম্মতি॥
তিন রাত্রে অযোধ্যায় আইল ভরথ। মঙ্গল বাজনা নাঞি না শুনি বেদ নীত॥
যার পানে চায় ভরথ সেই প্রজা কান্দে। ভরথে দেখিয়া কেহ বুক নাঞি বান্ধে॥
জিজ্ঞাসিলে নাই বলে স্ফুট নাই ভাষে। রথ ছাড্যা গেল ভরথ জননীর পাশে॥
প্রণাম করিল ভরথ জননীর পদতলে। হাসিয়া কৈকই পুত্রে করিলেন কোলে॥
কান্দয়ে সকল প্রজা সভাকার দুখ। অন্তপুরে দেখিলাম মায়ের হাস্যমুখ॥
কৈকই জিজ্ঞাসে পিতামাতার কুশল। ভরথ বলেন মাতা সভার মঙ্গল॥
ভরথ বলেন কেন অকারণ দেখি। অযোধ্যায় আনন্দ নাই ঝুরে সভার আঁখি॥
যাব পানে চাই আমি সেই প্রজা কান্দে। আমায় দেখ্যা প্রজা সব তোমায় কেন নিন্দে॥
ভালমন্দ প্রচারিয়া মোরে কহ কথা। দেখিয়ে ভবন শূন্য পিতা আমার কোথা॥
যে কথা কহিতে কেহ না হৈল সাহসে। হেন কহে কৈকই পবম সহর্ষে॥
কৈকই বলেন ভরথ শুনবে বচন। দশ দিন হইছে তোমাব পিতার মরণ॥
দুটি ভাই পিতার শোকে কান্দিয়া বিকল। কৈকই প্রবোধ করে মুখে দিয়া জল॥
নয় হাজার বৎসবের বুডা হল তোর বাপ। যথাকালে স্বর্গ গেলা বৃথা কর তাপ॥
ভরথ বলেন মা মনে উঠে তাপ। কহ কোন ব্যাধিগ্রস্তে মল্য মোর বাপ॥
কৈকই বলেন পুত্র কহিএ তোমাকে। তোমার বাপ পরাণ তেজিল পুত্রশোকে॥
ভবথ বলেন আমরা ভাই চারিজন। কোন পুত্রের শোকে বাপা তেজ্যাছে জীবন॥
আদ্যপান্ত বিবরিয়া কহিল সকল। রাম বনে যাতে রাজা হইল বিকল॥
রামের বনবাসে রাজা তেজিল পরাণ। রাজত্ব তোমারে দিল সভা বিদ্যমান॥
বাপের সংকার কর দেশে হঅ রাজা। তোমা পুত্রে অনুগত আছে যত প্রজা॥
এমন কুমন্ত্রণা মা তোমারে কেবা দিল। রাম বনে পাঠাইয়া রাজা পরাণ তেজিল॥
সূর্য্যবংশ নাশ করিতে বাপা বিভা কৈল তোরে। তেঁই রাম পাঠাইলে কানন ভিতরে॥

অযোধ্যার পাটে কর আপনি রাজত্ব। আমার হইল মাগো শ্রীরামের পথ ॥
যেই পথে গেছেন রাম সেই পথে যাব। কোন বনে রাম সীতা লক্ষ্মণেরে পাব ॥
ভরথ বলে দয়া হয় ধর্মের জনম। ধর্ম করিলে যায় নর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
নির্দয় তোমার হিয়া বজ্রের সমান। তেঞি জুভায় ডাকিয়াছ বনে যারে রাম ॥
বজ্রতুল্য বক্ষ তোর কি কাজ করিলি। কোন সুখে রঘুনাথের কুণ্ডল কাড্যা নিলি ॥
পীত বস্ত্র নিলি রামের চান্দমুখ চায়্যা। তখন তোর বুক নাঞি গেল বিদরিয়া ॥
বাকল পর্যাছেন আমার প্রভু রঘুবীর। শুন্যা কেনে প্রাণ আমার না হল্য বাহির ॥
তোর বাপ কেকয় রাজা করে ধর্মকর্ম। তার বীর্যে হল্য কেন রাক্ষসের জন্ম ॥
খড়্গে কর্যা খানিখানি কাটিতাম তোমারে। পাছে দয়ার রামচন্দ্র বর্জেন আমারে ॥
তেঁই মোর হাতে তোর রহিল জীবন। দেখিতে না পাই পাছে রাতুল চরণ ॥
লোক মুখে শুনে ভরথ কুবজী এত করে। বিবিধ অবস্থা বীর করাইল তারে ॥
রঘুবংশ রাম পাছে বর্জেন সেই চিন্তা ॥ রামের শোকে মরিলেন দশরথপিতা ॥
রামে রাজা করিতে বাপ নিল ছত্রদণ্ড। কোথা থাকি কুবজী চেড়ী পাড়িল পাসণ্ড ॥
কুবজীর লাগ পালে ভাই বধিব পরাণে। বিধাতার নির্বন্ধ কুবজী আইল সেইখানে॥
খাসা ভুনি পরিধান দিব্য বেশে সাজি। খিড়কী দুয়ার দিয়া সেখানে আইল কুঁজী ॥
এতেক প্রমাদ কুবজী কিছুই না জানে। ভরথ রাজা করিতে আইসে হরষিত মনে ॥
হেনকালে দ্বারী বলে শুন শত্রুঘন। এই কুবজী বুড়া রাজার বধিল জীবন ॥
এই কুবজী রামেরে পাঠাল্য বনবাস। এই কুবজী সকল দেশের কইল্য সর্বনাশ ॥
এই কুবজী মজাইল অযোধ্যানগরী। এই কুবজী মারিলে ভাই সকল পাসরি ॥
শত্রুঘন বলে ভাই আছে মোর মন। এইক্ষণে কুবজীর আমি বধিব জীবন ॥
কুপিয়া শত্রুঘন ধরিল কুবজীর চুলে। মা বাপ বলিয়া কুবজী পরিত্রাই বলে ॥
ত্রাস পাইয়া কুবজী কৈকইয়ের ঘর ছুটে। রুসিয়া শত্রুঘন লাথি মারে তার বুকে ॥
কুবজী বলে কৈকই মোর কর পরিত্রাণ। ভরথ শত্রুঘন লয় আমার পরাণ ॥
কৈকইয়ের ঘর শত্রুঘন সান্ধায় সত্বরে। চুলে ধরিয়া কুবজীর ঘর হতে বারি করে ॥
তোমা লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাস। প্রাণেতে মারিব ছাড় জীবনের আশ ॥
হিচড়্যা লইয়া যায় কুঁজে যায় ছড। তা দেখ্যা কৈকই রাণী উঠ্যা দিল রড ॥
দাসীকে মারিয়া পাছে আমা আসি মারে। ত্রাস পায়্যা কৈকই রাণী পালাইল ডরে ॥
শত্রুঘন বলে শুন কৈকই রাজরাণী। পালাইয়া নাই যাও শুন মোর বাণী ॥
সাতশ সতিনী জিনিয়া তোমার প্রতাপ। তুমি যে বলিতে তাহা না লঙ্ঘিত বাপ ॥
সতের অধিক শোক ঘোষে সর্বলোকে। আমি কেন মারিব তোরে পড়িবে নরকে ॥
যদি প্রাণ বধ করি তবে দুখ ঘুচে। সতমা বধ করিয়া পুরুষার্থ কিবা আছে ॥

রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর কান্দে। শত্রুঘন পড়িল ভূমে বুক নাঞি বাঁধে॥
রাম নাম উচ্চস্বরে শুনিবারে পায়। কৌশল্যা সুমিত্রা সঙ্গে বাউ বেগে ধায়॥
বাহু পসারিয়া রাণী ভরথে করে কোলে। দুটি ভাই পড়িল মায়ের পদতলে॥
ভরথ রামের শোকে করিছে রোদন। দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে না বাঁচে জীবন॥

কৌশল্যার ক্রন্দন

ভরথের গলা ধরি : কান্দে রাণী মুখ হেরি : বাছাধন কবে আলে তুমি।
রাম গেল বনবাস : হল্য আমার সর্বনাশ : কেমনে বাঁচিব বল আমি॥
রামের শোকে মল্য রাজা : কান্দিয়া আকুল প্রজা : রাম বিনে আমার প্রাণ ফাটে।
এই কার্য ভরথ কর : আমার বচন ধর · লহ মোরে রামের নিকটে॥
বিধি কৈল বিড়ম্বন . ছত্র দণ্ড সিংহাসন : ভূমেতে পড়িয়া এই দেখ।
যদি মরি রাম লাগি : হবে ভরথ বধভাগী : একদণ্ড যদি দেশে রাখ॥
রামের বসন কেড্যা নিল · গাছের বাকল পরাইল · এত দুঃখ দিল তোমার মা।
বনচারী হল্যা রাম . জীবনে নাহিক কাম · অসময়ে গলে দিল পা॥
আঙ্গিনায় বস্যা থাকি : বাছা রাম বল্যা ডাকি : ঘরে আমি শুঙাইতে নারি।
শোকে জর জর তনু : না বাঁচিব রাম বিনু : আজি কালি কবে মনে মরি॥
সেহেন কোমল পায় : সীতার হাত বাজে তায় : কেমনে বেড়াবে বনে বনে।
জাগিতে ঘুমাতে শুতে : কত মায়ের উঠে চিতে : দিবা নিশি স্থির নাই প্রাণে॥
কৌশল্যার করুণা শুনি : ভরথ পরম জ্ঞানী : পায়ে ধর্যা প্রবোধিল মায়।
রামের চরিত্র কথা পুরাণ সঙ্গীত পোথা : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায়॥

রামের উদ্দেশে ভরতের বনগমন

ভরথ বলেন মাগো করি নিবেদন। সত্যবাদী রামচন্দ্র প্রভু গেলা বন॥
রাম বিনে কায় মনে জানি যদি মুঞি। গো ব্রাহ্মণ অগ্নি আমি পায়ে কর্যা ছুঞি॥
একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেই জন খায়। সেই পাপ আমার লাগিব আস্যা গায়॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিন্দা যেবাজন করে। গুরু নাই মানে যেবা পরদ্রব্য হরে॥
বিপ্র অগ্নি গরু যেবাজন চাঠে পায়। সে সকল পাপ আস্যা ধরিব আমায়॥
আষাঢী কার্তিকী মাঘী বৈশাখী পূর্ণিমা। দান দ্বিজে দেই নাই হই তার সমা॥
রাজা হইয়া প্রজাকে না করে পালন। তত পাপের পাপী হই জানিলে কারণ॥
প্রজা হইয়া রাজার দ্রোহ করে যেই লোকে। তত পাপের পাপী হইয়া পড়িব নরকে॥
বিদ্যা পাইয়া গুরুনিন্দা করে যেইজন। তত পাপের পাপী হই শুনহ বচন॥
কর্ম করিয়া দক্ষিণা না দেই যেইজন। তত পাপের পাপী হই শুন নিবেদন॥

আপনা বাড়ায়া যেবা পরনিন্দা করে। তত পাপের পাপী হই কহিল তোমারে ॥
স্থাপ্য ধন হরিলে হয় যতেক পাতক। তত পাপের পাপী হইয়া যাইব নরক ॥
যত পাপ হয় সতাই মিথ্যা বচনে। শপথ জানিয়ে যদি রাম যাবেন বনে ॥
আশা দিয়া দ্রব্য যেবা না করেন দান। তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥
কৌশল্যা বলেন ভরথ জানি তোমার মন। শিশুকাল হত্যে তুমি রাম-পরায়ণ ॥
বালাই লয়া মর্যা যাই হয়্য চিরজীবী। অন্তরে তোমারে আমি রামতুল্য ভাবি ॥
কার দোষ নাই ভরথ বিধি মোরে বাম। মা বলিয়া কোলে আস্ত তুমি আমার রাম॥
দশদিন হল্য আমার রাম ঘরে নাই। দশদিন হল্য কেউ মা বলে নাই॥
কৌশল্যা বলেন ভরথ আমার কথা রাখ। জুড়াক আমার প্রাণ মা বলিয়া ডাক ॥
এত শুন্যা চান্দমুখে মা বলিয়া ডাকে। বাছা বাছা বল্যা রাণী করিলেন বুকে ॥
ভরথ বলেন দেশে রাজা নাই হব। শোক দূর কর কালি রাম আনিতে যাব ॥
প্রতিজ্ঞা পশ্চাতে রাখ সব তোমার ভার। মোর বোলে কর আগে বাপের সৎকার ॥
প্রভাতে ভরথ গেল জনকের কাছে। তৈলের দ্রোণীতে রাজা পড়িয়া রয়্যাছে ॥
চরণে ধরিয়া ভরথ করিছে রোদন। মরিব তোমার সঙ্গে নতুবা যাব বন ॥
নারীর বচনে রামে পাঠাইয়া বন। মোরে অভিমান কর্যা তেজ্যাছ জীবন ॥
ক্রন্দন সঙ্কলে ভরথ বশিষ্ঠের বোলে। রাজারে রাখিল লয়া দিব্য চতুর্দোলে ॥
সরযূর তীরে চিতা কৈল বিধিমত। অগোর চন্দন কাষ্ঠ গন্ধদ্রব্য যত ॥
বিধিমত ভূপতির করিল সৎকার। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিল রাজার ॥
ব্রাহ্মণে দিলেন দান নানা রত্ন ধেনু। মনে নাই ভরথের রাম-পদ বিনু ॥
পাত্র মিত্র বশিষ্ঠাদি ভরথেরে কয়। অভিষেক করি রাজ্য কর মহাশয় ॥
ভরথ বলেন মোরে কহ অকারণে। কে হবে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র বিনে ॥
মিনতি করিয়া আমি কহি সভাকারে। সর্বে চল মোর সঙ্গে রাম আনিবারে ॥
ভরথ শত্রুঘন গেল কৌশল্যার ঠাঁই। চতুর্দোলে চাপ চল রাম আনিতে যাই ॥
এত শুন্যা অযোধ্যাবাসীর গেল শোক। সাধু সাধু ভরথেরে বলে সর্বলোক ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি রাণী চলে সর্বজনে। কৈকইর হরষ বিষাদ হল্য মনে ॥
মত্ত গজকাম সাজে ত্রিশ হাজার। অবিরত মদ গলে মেঘের আকার ॥
হাতিনী সহস্র হয় সাজিল অযুত। উট-পিঠে বাজে দামা পদাতি রাউত ॥
দ্রামামা দগড ভেরী বাজে করনাল। রাজবাদ্য বাজে কত ফুকরে কাহাল ॥
অশ্ব-পিঠে গজস্কন্ধে কেহ কেহ রথে। পতাকা চামর চূড়া লাগে বাউ পথে ॥
ভকতবৎসল দেশে আসিব রঘুপতি। কুলের কামিনী ধায় বালক যুবতী ॥
অন্ধ খঞ্জ বুড়া শিশু ধায় যত সতী। জয় হুলাহুলি দেশে আসিব রঘুপতি ॥

কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি যাও কেনে। হুড়াহুড়ি কর‍্যা পাছে মরহ পরাণে॥
অন্ধ কুবজা বলে মোরা রহিতে নারিব। রামানন্দে প্রাণ গেলে স্বর্গ চল্যা যাব॥
কাহার নিষেধ মানা তারা নাই শুনে। তোমরা দেখিবে রাম মোরা শুনিব শ্রবণে॥
অনাথের নাথ রাম পতিতপাবন। রামনাম লইতে অন্ধ পাইল লোচন॥
অযোধ্যার সেনা চলে ভরথ সহিতে। রাম আনিতে চলে ভরথ রাজ্য-সমেতে॥
যমুনার পার রাম তরিলা কুন পাশে। উত্তরিলা গিয়া ভরথ শ্রীরামের আশে॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়। গঙ্গাতীরে বৈসে চণ্ডাল দেখিবারে পায়॥
কুন রাজা সাজি আইসে যুদ্ধ করিবারে। আপনার ঠাট গুহা সাজাইল সত্বরে॥
জানে গুহা অযোধ্যার যত সেনাগণে। কপট করিয়া রামে পাঠাইল বনে॥
সাজ সাজ বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি। হেনকালে গুহা ভাবে ভরথেরে ভেটি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী। অমৃত সমান ফল নিল রাশি রাশি॥
গুয়া নারিকেল নিল আম্র কাঁঠাল। অমৃত সমান ফল খাইতে রসাল॥
যদি ভরথ শ্রীরামেরে কর‍্যা লয় রাজা। ভালমতে করিব তবে ভরথের পূজা॥
যদি বা আসিয়া থাকে বিপক্ষ গেয়ানে। তবে ভরথেরে আজি বধিব পরাণে॥
সাত পাঁচ গুহা এখন ভাবে মনে মন। হেনকালে সুমন্ত্র সনে হইল দরশন॥
সুমন্ত্র বলে রাম নিতে আইলা ভরথ। এথা থাকি গেছেন রাম কতদিনের পথ॥
গুহা বলে তার দেখা না পাবে ভরথ। এথা হইতে গেলেন রাম চিত্রকুট পর্বত॥
ভরথেরে তবে গুহা মুণ্ডাইল মাথা। ভেট দিয়া গুহা তবে কহে নানা কথা॥
ঘর দ্বার আমার ভরথ বনের ভিতরে। আজ্ঞা কর কটক ভুঞ্জাই অতিথ-বেবহারে॥.
ভরথ বলে আমার ঠাট না করে ভোজন। যাবদ রামের সনে নহে দরশন॥
গঙ্গার ঢেউ দেখি আমি বড়ই সঙ্কটে। তুমি পার করিলে আমি যাই চিত্রকুটে॥
গুহা বলে ভরথ আমার কটকে পথ জানে। কটক সমেত চল শ্রীরামের স্থানে॥
তোমার বচনে আমি না যাই প্রত্যয়। মনে তোলপাড় করে দেখ্যা লাগে ভয়॥
কোন রূপ ধর‍্যা আইলে ভাই সম্ভাষণে। সাজন কটকে দেখ্যা বিস্ময় বড় মনে॥
ভরথ বলেন তুমি শুন মোর বাণী। রামের চরণ বিনে অন্য নাই জানি॥
রাম বিনে রাজা হতে অন্যে নাই পারে। রাজ্যসনে আসিয়াছি রাম নিবার তরে॥
গুহা বলে ধন্য ভরথ তোমার আচার। তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র। ধন্য রঘুবংশ তুমি করিলে পবিত্র॥
ভরথ বলে গুহা তুমি চণ্ডালের রাজা। কতদিন শ্রীরামের তুমি কৈলে পূজা॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে। আমারে কি বলি রাম গেলা কোন দেশে॥
গুহা বলে রাম হেথা ছিলা দুই রাত্তি। দুই রাত্তি বঞ্চিলাম একুঠাই পীরিতি॥

শ্রীরামে লক্ষ্মণ বীর সেবেন রাত্রিদিনে। চারি প্রহর থাকেন বীর হাথে গণ্ডিবাণে॥
সুযত্নে বিদায় দিয়া রাম ভাবেন চিতে। এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরথে॥
এথা থাকিয়া গেলা রাম চিত্রকূট পর্বতে। তথা গেলে আমার দেখা না পাবে ভরথে॥
এই পথে তিনজন করিলা গমন। গঙ্গাপার করি আমি থুইলাম তিনজন॥
গুহা বলে তিনজন গেলা এই পথে। সেই পথ দিয়া তখন চলিলা ভরথে॥
তথা এড়্যা ভরথ আর দূর বনে যায়। তৃণশয্যায় শুল্য ভরথ গাছের তলায়॥
তাহার উপর শুয়্যাছিল্যা সীতা ত রূপসী। তৃণের উপর পড়্যা পাট কাপড়রাশি॥
পাট কাপড় আর খস্যাছে আভরণ। ঝলমল করে যেন রবির কিরণ॥
তা দেখ্যা ভরথ বীর কহেন সভারে। কেমনে শুইয়াছিলেন তৃণের উপরে॥
কেমনে শুইলা তৃণে সীতা ত জানকী। চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি॥
আছাড় খাইয়া ভরথ লোটে ভূমিতলে। পুত্র বলি কৌশল্যা ভরথে করে কোলে॥
রামের শোকে প্রজা সব যায় গড়াগড়ি। রামসীতা বলে সভে ক্রন্দনরব ছাড়ি॥
ক্রন্দনের রোল তবে হইল সান্ত্বনে। সানন্দে চলিলা সভে বিপ্রের বচনে॥
তৃণ ছাড়ি উঠিল ঠাট মহা কুতূহলে। উত্তরিল গিয়া ভরথ ভাগীরথীর কূলে॥
গুহা চণ্ডাল আদি আছে ভরথের সঙ্গে। কেমনে পার হব ভাই গঙ্গা-তরঙ্গে॥
সাত কোটি নৌকার উপর রাজা যে চণ্ডাল। দ্রুততর নৌকা আনাইল গঙ্গার কূল॥
নৌকা মানুষে সব গঙ্গাজল ঢাকে। পার হইল ভাগীরথী সকল কটকে॥
ঘোড়া হাতি যতেক কটক হল্য পার। তবে পার কৈল রাজার যতেক ভাণ্ডার॥
নৌকায় হইল পার সাতশউনপঞ্চাশ রাণী। সকল কটক পার হৈল ত্রিংশ অক্ষৌহিণী॥
গুহা বলে চিত্রকূটে আমার নাঞি কার্য। মেলানি দেহ প্রভু আমি যাই নিজ রাজ্য॥
নেউটিয়া তুমি যখন কর আগমন। নৌকায় মানুষ মোর রহিল সাজন॥
ভরথ বলেন তুমি রঘুনাথের মিত। তোমার পূজা করিতে আমার হয় ত উচিত॥
যারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম। আমা যে উচিত তোমায় করিতে প্রণাম॥
প্রীত কর্য্যা ভরথ তবে দিল আলিঙ্গন। গন্ধ চন্দন দিল বহুমূল্য ধন॥
রাজপ্রসাদ পাইয়া গুহা আইল নিজ দেশে। চিত্রকূটে ভরথ গেল রামের উদ্দেশে॥
ঘোড়া হাতি ঠাট কটক থুইলেন পথে। একেশ্বর ভরথ গিয়া উঠিল পর্বতে॥
ভরদ্বাজ বসি আছেন লয়্যা মুনিগণ। হেন বেলা ভরথ গিয়া বন্দিল চরণ॥
দশরথের পুত্র আমি ভরথ মোর নাম। রাজ্য ছাড়ি বনে আইল জ্যেষ্ঠ ভাই রাম॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে। রাজ্যসমেত আসিয়াছি রাম নিতে দেশে॥
আমার সঙ্গে আছে সকল পুরীজন। কোন দেশে রামের আমি পাব দরশন॥
মুনি বলে ভরথ তোমার বুঝিতে নারি মন। একেশ্বর পর্বতে তুমি আইলে কি কারণ॥

হাথি ঘোড়া ঠাট কটক থুয়্যা আইলে পথে। কোনরূপে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥
সকল কটক আনি আশ্রমে হয় পীড়া। তে কারণে পথে থুয়্যা আইনু হাথি ঘোড়া ॥
সকল কটক আমার ত্রিংশ অক্ষৌহিণী। কোনখানে রহিব ঠাট ভয় করি মুনি ॥
তোমার সঙ্গে উত্তর করি বড বাসি ভয়। ধ্যান করিলে আপনে জানিবে মহাশয় ॥
ভরথের কথা শুনি আজ্ঞা দিলা মুনি। আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী ॥
দিব্য পুরী সৃজিয়া দিব দিব্য দিব বাসা। ভালমতে কটকের পূরাইব আশা ॥
ভরথের কথা শুনি মুনির হইল হাস। এখনি দেখিবে ভরথ দিব্য আওয়াস ॥
কটক আনিতে ভরথ চলিলা আপনি। পর্বত উপরে পুরী সৃজিলেন মুনি ॥
যজ্ঞশালায় যায়্যা মুনি করিলা ধেয়ান। সভাখণ্ডে বিশ্বকর্মা হইলা আগুয়ান ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি মুনি ধ্যান করিয়া বসে। যখন যারে আজ্ঞা করে তখন সেই আইসে ॥
আশি যোজনের পথ পর্বত আয়োজন। অদ্ভুত পুরী তাহে করিল গঠন ॥
সোনার প্রাচীর কৈল সোনার আওয়াবি। সোনায় বান্ধিল ঘাট দিব্য পখুরি ॥
পুরীর ভিতর কৈল দিব্য সরোবর। ঘোড়া হাথিব তরে কৈল লক্ষ লক্ষ ঘর ॥
সোনার খাট সোনার পাট রত্ন সিংহাসন। দিব্য কন্যা লয়্যা ঠাট করিব শয়ন ॥
গুয়ার সাঁপুড়া কৈল সোনার চিরুনি। কস্তুরী কুমকুম থুইল সোনার দাপনি ॥
সাত শত নদী ছিল পৃথিবী ভিতরে। মুনির আজ্ঞায় আইল তারা পর্বত উপরে ॥
সাত শত নদী ধ্যানে আল্যা শীঘ্রগতি। চিত্রকূটে আপনি আইলা ভাগীরথী ॥
ভরদ্বাজের তপের কথা বড চমৎকার। দশদিগ লোকপাল কৈল আগুসার ॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী লইয়া আইলা পুরন্দর। কন্যার রূপ দেখি যেন অতি মনোহর ॥
হেমঘট দেখি যেন কুচের গঠন। আছুক অন্যের কাজ মোহে দেবগণ ॥
যক্ষ রক্ষ কুবের আইল ধনের অধিকারী। সুবর্ণের থালা গাড়ু ভরাইল পুরী ॥
সুমেরু পশ্চিম থাকি আইলা পবন। মলয় বসন্ত বায়ে মোহে সবার মন ॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র আইলা শোভে ত রজনী। তম্বুর নারদ আইল বিচিত্র নাচনি ॥
মরুগণ বসুগণ আইলা বিদ্যাধরী। গন্ধর্বেতে গায় গীত নাচয়ে অপছরী ॥
শনি আদি নব গ্রহ যত মহাশয়। চিত্রকূটে আল কৈল সূর্যের উদয় ॥
ভাঙ্গিল অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী। চিত্রকূটে ভরদ্বাজ নির্মাইল পুরী ॥
হেনকালে ভরথ কটক সমেত আইসে। এতেক কর্যাছে মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥
দেখিয়া ভরথ রাজায় লাগে চমৎকার। দেবগণে মুনিগণে যুক্তি কৈল সার ॥
ভরথের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে। দেবগণ রহিতে নারিব স্বর্গবাসে ॥
রাম দেশে গেলে নাহি মরিব রাবণে। মুনি সব রহিতে নারিব তপোবনে ॥
রাম আনিতে ভরথ যেন না যায় বনবাসে। এথা হৈতে ভরথে পাঠাইয়া দেঅ দেশে ॥

দেবগণ মুনিগণ করিল মন্ত্রণা। সুবর্ণের ঘরে সাম্ভাইল সর্বজনা ॥
যার যোগ্য যে ঘর সাম্ভায় সর্বজন। যেইদিগে চাহে সর্বে সেদিগে মোহে মন ॥
নারায়ণ তৈল মাখে মাথে আমলকি। স্নান করিয়া যাহে কেহ হইয়া কৌতুকী ॥
ঘোড়া হাতি উট সেনা চলিল বিস্তর। জলকেলি করে সভে দিব্য সরোবর ॥
সাত শত নদী আসি চিত্রকূটে বয়। স্নান করে পুরজন রাণী সাত শয় ॥
স্নান করিয়া পরে সভে দিব্য আভরণ। গলায় পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
ইন্দ্র [আর] কুবের ধনে ভরিয়াছে পুরী। দেব অলঙ্কার যত মানুষে সব পরি ॥
ভোজন করিতে বৈসে সভে পরিপাটি। সোনার আসন সোনার থালা সোনার ঘটি বাটি ॥
সোনার ডাবর সোনার গাড়ু স্বর্ণ দিব্য খুরি। আশিযোজন জুড্যা সভে বসিল সারি সারি ॥
সোনার থালি কন্যা পর্ষে কটক সব খায়। কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায় ॥
সুগন্ধ কোমল অন্ন দেবের নির্মাণ। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু অমৃত সমান ॥
নানা বর্ণের পিঠা খাইয়া হইল পাগল। মুখে দিতে মিলায় যেন সুগন্ধ কমল ॥
খির খিরিসা আর মৃগ সাঙরি। অমৃত চিতাউ খায নারিকেল পুরি ॥
সাসিসাবট নামে বড অনুপাম। চন্দ্রকান্তি মনোহর পিষ্টকের নাম ॥
দেবের ভোগ মানুষে খায় বড়ই সুস্বাদ। যত পায় তত খায় নাই অবসাদ ॥
মধুব পাইয়া খায় যত ধরে পেটে। গলা-সমান পেট হইল সভার পেট ফাটে ॥
এতদূরে সভার ভোজন হল্য সায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ

আচমন করিয়া খাইল তাম্বুল কর্পূরে। সেনা ঠাট শুইল গিয়া পালঙ্ক উপরে ॥
সিংহাসনে কটক গিয়া করিল শয়ন। বিদ্যাধরী আসি করে গায়ের মর্দন ॥
স্বর্গেতে আছিলা যতেক বিদ্যাধরী। সকল আনাইয়া ইন্দ্র ভরাইল পুরী ॥
দেবকন্যা শুতিল সব মানুষের কোলে। নিদ্রা যায় কটক সব নানা কুতূহলে ॥
প্রতি ঘরে ঘরে নাচে ইন্দ্রের নাচনি। সুললিত বীণা বাদ্য মধুর ভাল শুনি ॥
নারদ বীণায় তম্বুরে গীত গায়। মলয় বসন্তে চিত হর্য়া লয়া যায় ॥
চারিদিগে গীত বাদ্য জয় জয় রোলে। আছুক অন্যের কাজ বশিষ্ঠ পড়ে ভোলে ॥
আপনাকে পাসরিলা বশিষ্ঠ মহামুনি। শোক দুঃখ পাসরিলা কৌশল্যা ঠাকুরাণী ॥
এইমতে আনন্দে আছয়ে সর্বজন। রামে নিতে আসিয়াছে তাহে নাই মন ॥
সর্বলোকে বলে মোরা আলাম স্বর্গবাসে। স্বর্গ আলাম মোরা আর না যাইব দেশে ॥
কত তপ করিয়া লোক পায় স্বর্গবাস। পাসরিল লোক সব রামের বনবাস ॥
এতেক করিলা মুনি ভরথের তরে। তবু ত ভরথ রাজার মন নাই ফিরে ॥

ভরথ বলে মুনি যত কর ঘর দ্বার। শূন্য হেন দেখি আমি সকল সংসার॥
যত কিছু কর মুনি সব অকারণ। রামের চরণ বিনে অন্যে নাহি মন॥
মুনি বলে তোমা ভরথ জানে সর্বজনে। তোমা হেন ভাইভক্ত নাই ত্রিভুবনে॥
সেই রাম সেই তুমি শ্রীবিষ্ণু আপনি। তোমার মন ভুলাইতে নারে কোন মুনি॥
মনের অভিলাষ তোমার সিদ্ধ হব কাজ। বর মাগ ভরথেরে বলে ভরদ্বাজ॥
ভরথ বলে মুনি মোর অন্যে নাহি মন। কেমতে দেখিব আমি রামের চরণ॥
মুনি বলে ভরথ [তোমা] বলি উপদেশ। যমুনার পার রাম চল সেই দেশ॥
বটবৃক্ষতলে আছে অনেক মুনিগণ। রাম লক্ষ্মণ সীতা তথা আছেন তিনজন॥
অনেক মুনিগণ তথা করয়ে বসতি। তথাকারে আছেন রাম মুনির সঙ্গতি॥
এথা হইতে তপোবন দুই প্রহরের পথ। এই পথ দিয়া তুমি চলহ ভরথ॥
সবকার্য সিদ্ধ হয় চল এই পথে। মুনির ঠাঞি বিদায় হইয়া চলিলা ভরথে॥
যেমত চিত্রকূট ছিল তেমত আরবার। ভরথের পাছে চলে সকল সংসার॥
যেখানে আছেন রাম কুটির বান্ধিয়া। তৃণপত্র শয্যায় থাকেন শুইয়া॥
রাজপুত্র হইয়া করেন মুনির আচরণ। শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান॥
ফলমূল আন্যা দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। তিন ভাগ করেন ফল রাজীবলোচন॥
লক্ষ্মণেরে বলেন রাম ফল ধর ধর। ফল সব ধর‍্যা রাখেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর॥
ফল নাই খায় লক্ষ্মণ নাই খায় পানি। রামসীতার সেবা করে দিবস রজনী॥
ফল যোগাইল্যা লয়্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ। যথাকালে রাম সীতা কবিলা ভক্ষণ॥
নবীন পল্লবে রাম কব্যাছেন শয়ন। জানকী চরণ দাবেন দুয়ারে লক্ষ্মণ॥
ভবথের সেনা দৈবে গেল সেই বনে। সেনা কলরব শব্দ রামচন্দ্র শুনে॥
ডাক্যা কহে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি। সেজ্যা আল কেবা শক্র কোন নরপতি॥
এত শুন্যা লক্ষ্মণ ঠাকুর রামে কয়। নফর থাকিতে আমি কি হতে কি হয়॥
রঘুনাথ বলে বীর নিরখিয়া দেখ। কঢ় বাক্য ভাল নয় মোর কথা রাখ॥
গণ্ডিবান হাতে চলে ঠাকুর লক্ষ্মণ। গাছে চড্যা যত সেনা করে নিরীক্ষণ॥
লক্ষ্মণ ঠাকুর ক্রমে ক্রমে চিহ্ন পাল্য। রামে ডাক্যা বলে রাজা ভরথ সেজ্যা আল্য॥
তোমায় বধ্যা অকণ্টকে করিবেক রাজ্য। জননীর বোলে আল্য করিতে কুকার্য॥
সীতারে লুকায়ে রাখ পর্বত-গোহায়। সেনা লয়্যা তোমারে মারিতে আসে প্রায়॥
আমার কাছে আস্য গোসাঞি কোদণ্ডবাণধারী। আজ্ঞা পালে সসন্যে ভরথে আমি মারি॥
ভরথের নাম শুন্যা দেব রঘুবীর। সীতা সঙ্গে কুটির হত্যে হইলা বাহির॥
সজ্জা পায়্যা লক্ষ্মণ দাণ্ডান রামের পাশে। অর্ধ যোজন জুড়িয়া সকল সেনা আসে॥

রাম বলে মোরে নিতে আসে ভরথ ভাই। ভরথে আনিতে চল আগাইয়া যাই ॥
রামনাম ডাকে মুখে ভরথ বীর আসে। পাটহাতি রিপুঞ্জয় ভরথের পাশে ॥
রাম বলে হোর চায়্যা দেখরে লক্ষ্মণ। জটা বাকল পর্য্যাছেন ভরথ শত্রুঘন ॥
দূর হতে ভরথ ঠাকুর দেখেন শ্রীরাম। বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ অনুপাম ॥
ধায়্যা আস্যা রামচন্দ্র ভরথে করে কোলে। দুটি ভাই পড়িল রামের পদতলে ॥
পুলকাঙ্গ ভরথের চক্ষে বহে ধারা। রামচন্দ্র মুছান অশ্রু বহে অনিবারা ॥
রাম কহে কহ ভাই দেশের মঙ্গল। একে একে পিতামাতা সভার কুশল ॥
মুনিবর্গ কেমনে আছেন যত প্রজা। কহ তত্ত্ব কোন দিনে দেশে হৈলে রাজা ॥
ভরথ বলেন মোরে কি জিজ্ঞাস রাম। তোমার শোকে পিতা মল বিধি হল্য বাম ॥
একথা শুনিয়া রাম ভরথের মুঞে। আছাড খাইয়া রাম পড়িলেন ভূঞে ॥
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে কান্দিয়া বিকল। আর না দেখিব তোমার চরণ যুগল ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হয়্যা আমি কি কার্য করিলাম। মরণ সময়ে তোমা দেখিতে না পালাম।
ভরথ বলেন শোক কর নিবারণ। ঝটিত করহ গোসাঞি স্নান তর্পণ ॥
না লঙ্ঘিলা রামচন্দ্র ভরথের কথা। মন্দাকিনীর জলে গেলা সঙ্গে লক্ষ্মণ সীতা ॥
শ্রীরাম করিলা গঙ্গায় স্নান তর্পণ। বামদিগে সীতা দেবী দক্ষিণে লক্ষ্মণ ॥
যথাকালে বদরীর কৈলা পিণ্ডদান। যাবদেক ক্রিয়া রাম কৈলা সমাধান ॥
ভরথ লক্ষ্মণে রাম ধরিলেন হাতে। কুটিরের কাছে আল্যা কান্দিতে কান্দিতে ॥
এইকালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আল্যা মুনি। বন্দনা করিলা রাম যথাক্রম জানি ॥
হেনকালে কৌশল্যা রামে দেখিবারে পায়। বাছাবাছা বলিয়া রামের মাতা ধায় ॥
রামচন্দ্র বলে আস আস মোর মা। পত্রের কুটিরে আছি শিরে দেহ পা ॥
কাননে হয়্যাছ আসি কুটিরনিবাসী। রাজপুত্র হয়্যা বাছা কেবল তপস্বী ॥
ফল মূল কটু জল কেমনেতে খাঅ। তৃণপত্রে ভূতলে কেমনে নিদ্রা যাঅ ॥
মায়েরে কহিলা রাম প্রবোধ বচন। সকল জননীর কৈল চরণ বন্দন ॥
রামে দেখি কৈকই থাকেন অধোমুখে। সুমিত্রা লক্ষ্মণে যায়্যা করিলেন বুকে ॥
জানকী সভার পদে করিলা প্রণতি। কৌশল্যার কেবল ফাটিয়া যায় ছাতি ॥
প্রজাগণ প্রণমিলা দেখ্যা প্রভু রাম। সুমন্ত্রাদি যত মন্ত্রী করিলা প্রণাম ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পান্বায় বসতি। রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি ॥

ভরতের অনুরোধ

ভরথ বলেন বাণী : শুন রাম রঘুমণি : মোর বোলে ঝাট চল দেশে।
হইল দ্বিগুণ তাপ : অল্পকালে মল্য বাপ : মহারাজা গেল স্বর্গবাসে ॥

মাতৃকৃত অপরাধ ঃ ক্ষেমা কর রঘুনাথ ঃ রথে চাপ্যা চল অযোধ্যায় ।
সকলি আমার দোষ ঃ ক্ষেমা কর মোরে রোষ ঃ দুটি ভায়ে ধরি দুটি পায় ॥
যদি না হইবে রাজা ঃ না বাঁচিব সব প্রজা ঃ নতুবা যাবেক অন্য দেশে ।
শরণ পঞ্জর তুমি ঃ প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি ঃ নহিলে থাকিব বনবাসে ॥
শ্রীরাম বলেন বাণী ঃ শুন অরে ভরথ জ্ঞানী ঃ পিতৃদত্ত ভোগ কর পুরী ।
জিজ্ঞাস গুরুর ঠাঞি ঃ ইথে তব দোষ নাঞি ঃ রাজা হৈতে আমি মেনে নারি ॥
না কর আমার লাজ ঃ সিংহ শার্দ্দূলের কাজ ঃ শৃগাল হইতে নাকি হয় ।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনি ঃ সুমন্ত্রাদি যত জ্ঞানী ঃ সভাই বলে ভরথ ভাল কয় ॥
কান্দিয়া ভরথ কয় ঃ মো হইতে কি কার্য হয় ঃ ভাইরে লক্ষ্মণ রামে বল ।
সত্যে মুক্ত হৈলে তুমি ঃ তোমায় রাজ্য দিলাম আমি ঃ অভিমানতেজ্যা দেশে চল
বাপ কৈল বনে রাজা ঃ পশু পক্ষ আমার প্রজা ঃ বৃক্ষ ছায়া আমার দণ্ড ছাতা ।
হাতে ধর্যা বলি আমি ঃ অযোধ্যাকে যাহ তুমি ঃ আমি জ্যেষ্ঠ রাখ আমার কথা ॥
শ্রীরামে বশিষ্ঠ কয় ঃ দেশে চল মহাশয় ঃ আমি তোর জনকের গুরু ।
শুন অহে বাপু রাম ঃ সাধহ আপন কাম ঃ দয়ার নিধি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
কহে মুনি মহাশয় ঃ শুন রাম দয়াময় ঃ মোর বাক্য না কর লঙ্ঘন ।
সূর্যবংশে যত রাজা ঃ করিল আমার পূজা ঃ মনু আদি যতেক বাজন ॥
শুন বাছা রঘুনাথে ঃ বৃক্ষ আরোপিয়া হাতে ঃ কাট পুষ্পফল হবার কালে ।
হাতে ধরি বাছা উঠ ঃ কার সঙ্গে কর হঠ ঃ ভরথ পড্যা কান্দে পদতলে ॥
বশিষ্ঠে শ্রীরাম কয় ঃ নিবেদিয়ে মহাশয় ঃ বাপের সত্য না করি লঙ্ঘন ।
নিশ্চয় কহিলাম আমি ঃ অপরাধ ক্ষেম তুমি ঃ শ্রীরামের থাকিতে জীবন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ঃ শ্রীরাম মানুষ নয় ঃ পূর্ণব্রহ্ম দেব নারায়ণ ।
রাবণ বধের তরে ঃ জন্মিলা রাজার ঘরে ঃ অংশাঅংশে ভাই চারিজন ॥

রামের পাদুকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন

কৈকই কান্দিয়া ধরে রঘুনাথের হাথ । দেশে চল অপরাধ ক্ষেম রঘুনাথ ॥
রাম বলে উ কথা না কঅ আমার মা । জানহ আমার রীত শিরে দেহ পা ॥
তব কথা আগো মাতা মোর শিরোধার্য । দেশে গেলে ভরথের হবেক কুকার্য ॥
শ্রীরামের কথা শুন্যা ধরণী লোটায় । মায়ে পোয়ে পড়ে গিয়া কৌশল্যার পায় ॥
কৌশল্যা বলেন এখন বৃথা কর শোক । একে একে রামেরে বুঝাল্য সর্বলোক ॥
বশিষ্ঠের কথা যখন না রাখ্যাছেন রাম । তখনি জান্যাছি মোরে বিধি হল বাম ॥
ভরথ বলেন সভে দেশে ফির্যা যাহ । বনেতে মরিব আমি কার মুখ চাহ ॥

ইঙ্গিতে পাড়য়ে কুশ সুমন্ত্র সারথি। কৈকই পড়িয়া কান্দে হয়্যা আপ্তঘাতী॥
ভরথ বলেন আমি দেশে নাই যাব। অনশন ব্রত কর‍্যা সাক্ষাতে মরিব॥
কথা শুন্যা রামচন্দ্র ভরথেরে কয়। বিপ্র বিনা অনশন ব্রত মোদের নয়॥
যদি রে ভরথ বনে তেজিবি পরাণ। জ্ঞানী হয়্যা বাপের আজ্ঞা করিলি লঙ্ঘন॥
যদি রে ভরথ ভাই আর দেহ তাপ। না রাখিলে মোর বাক্য তোরে দিব শাপ॥
রামের বুঝিয়া ভাব বশিষ্ঠাদি কয়॥ রামবাক্য না লংঘিয় ভরথ মহাশয়॥
ভরথ বলেন দেশে কিবা লয়া যাব। একদণ্ড রাম বিনে আমি নাই জিব॥
কুশের পাদুকা রাম দিলেন ভরথে। পাদুকা লইয়া ভরথ বন্দিলেন মাথে॥
নন্দীগ্রামে পাদুকার কর্মচারী হব। চৌদ্দ বৎসর ঊর্দ্ধ হলে পরাণে মরিব॥
কৌশল্যা বলেন যাই ভরথের সনে। আমা ছাড়া রামচন্দ্র রহিবে কেমনে॥
বশিষ্ঠাদি মাতৃবর্গে করিয়া প্রণাম। সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে কুটির প্রবেশিলা রাম॥
নন্দীগ্রামে আস্যা পুরীশোভা করাইলা। রামের পাদুকা নন্দীগ্রামে রাজা হলা।
রামের গুমানবাদ গাইতে গাইতে। দিবস সকল দোঁহে লাগিল কাটিতে॥
কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন। শঙ্কর রচিলা পোথা গান রামায়ণ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

আরণ্যকাণ্ড

রামের দণ্ডকবন গমন ও রাক্ষসবধ

আমা নিতে আল্য ভরথ করিয়া যতন। মনস্তাপ পাই সভার লঙ্ঘিয়া বচন ॥
দূরে গেলে কার সঙ্গে নাই দরশন। অত্রিমুনির ঘরে রাম করিলা গমন ॥
রামে দেখ্যা অত্রিমুনি উঠিলা সম্ভ্রমে। অতিথ-বেবহারে রামে রহাল আশ্রমে ॥
অনুস্থয়া ব্রাহ্মণীকে সমর্পিল সীতা। সীতায় পালিবে যেন আপন দুহিতা ॥
সীতা পায়্যা অনুস্থয়া আনন্দ অন্তরে। দিব্য আভরণ দিল সীতার শরীরে ॥
কথন মলিন তুমি না হইবে আর। এত বল্যা দিল সীতায় বস্ত্র অলঙ্কার ॥
রাত্রিকালে সীতায় কহে মুনির ব্রাহ্মণী। স্বামীর সঙ্গে বঞ্চ গিয়া আনন্দ রজনী ॥
সীতারে দেখিয়া রামের অধিক পীরিতি। সীতা সঙ্গে রঘুনাথ বঞ্চে শুভ রাতি ॥
প্রভাতে বন্দিলা রাম মুনির চরণ। বিশ্রাম করিব কোথা কহ তপোধন ॥
হোর দেখ দণ্ডক বন পত্রের পদ্ধতি। রাক্ষস এডায়্যা বঞ্চ গিয়া রঘুপতি ॥
মুনির আশিস লয়্যা রহে সেই বনে। কুটির বান্ধিয়া বহে দণ্ডক কাননে ॥
সীতা লক্ষ্মর্ণ সঙ্গে রাম কানন বেড়িতে। মহা ভয়ঙ্কর রাক্ষস দেখে আচম্বিতে ॥
রাঙ্গামুখ ডাগর আঁখি খাথার হৃদয়। বনজন্তু মারিবারে বড়ই নির্দয় ॥
রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া ধাইল কোপমুখে। সীতারে ধরিয়া রাক্ষস বসাইল কাঁখে ॥
তোরা দুই ভাইকে আজি করিব ভক্ষণ। এত বলি সীতা লয়্যা উঠিল গগন ॥
রাম বলে বীর আমি জানাই উতপতি। রাম-লক্ষ্মণ নাম মোদের অযোধ্যা বসতি ॥
আপনাকে জানাহ বীর তুমি কোন জন। ঘোর রূপ ধর্যা কেন বেড়াহ বনে বন ॥
যব নামে বাপ মোর [জননী] শতহ্রদা। বিবাধ নামে রাক্ষস ঠাঞি নাইক মর্যাদা ॥
রামের মুখ শুখাইল লক্ষ্মণ সম্ভাষি। দণ্ডকবনে হারাইলাম সীতা ত রূপসী ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু না কর বিলাপ। আমা হেন ভাই থাকিতে কিসের মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বচনে রামের কোপ বাড়ে। বিরাধে মারিতে রাম ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে ॥
কোপে বাণ এড়ে রাম নামে পাশুপত। পড়িল বিরাধ রাক্ষস যেমন পর্বত ॥
সীতা নাই ছাড়িলেক পায়্যা মহাবেথা। ভূমে পড্যা ধীরে ধীরে এড়িলেক সীতা ॥
দেবলোকে গেল দিব্য বস্ত্র পরিধান। রত্ন অলঙ্কার পর্যা গেল নিজ স্থান ॥
তিনজন হরিষ হয়্যা উঠিল সত্বর। যাতে যাতে পাল্য গিয়া অগস্ত্যের ঘর ॥
রাম দেখ্যা মুনিবর উঠিলা সানন্দে। অগস্ত্য মুনির পদ তিনজনা বন্দে ॥
রামের মাথা চুম্বি মুনি পুছিল কুশল। বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল ॥

ফল মূল নৈবেদ্যাদি আর যজ্ঞশেষে। অতিথ-বেবহারে মুনি রামচন্দ্রে তোষে॥
শ্রীরাম উঠিতে মুনি আপনা পাসরে। দেবের নির্মাণ গণ্ডি দিল রঘুবরে॥
বিষ্ণুর ধনুক বিশ্বকর্মার নির্মিত। হের সব মহাবাণ কনকে রচিত॥
এই গণ্ডিবাণে বিষ্ণু ত্রিভুবন জিনে। মহা অসুর দলিল বিষ্ণু এই খাণ্ডাখানে॥
রাম বলে মহামুনি করি নিবেদন। এক কথা কহি মুনি তাহে দেহ মন॥
শেষ বৎসর বনবাস বঞ্চিবারে চাহি। কোনখানে থাকি গোঁসাই স্থান দেহ কহি॥
তোমার বৃত্তান্ত জানি তপের কারণে। বাপের সত্য পালিতে তুমি বেডাহ বনেবনে॥
তপের ফলে জানি আমি মাগিবে তুমি স্থান। অই পঞ্চবটী রাম দেখ বিদ্যমান॥
উত্তম ফল পাবে তথা গোদাবরীর জল। তোমরা তিনজনাকে রাম সেই যোগ্য স্থল॥
ধনুক ব্রহ্ম অস্ত্র দিল কুণ্ডল বস্ত্রখানি। অগস্ত্যরে প্রণমিয়া মাগিলা মেলানি॥
চিত্রকূটে লক্ষ্মণ বান্ধা দিলেন কুটির। সীতা সঙ্গে চিত্রকূটে রহে রঘুবীর॥
বনফল আন্যা দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। তিন ভাগ করেন ফল রাজীবলোচন॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম ফল ধর ধর। ফল সব ধর‍্যা রাথেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর॥
ফল নাই থায় লক্ষ্মণ নাই থায় পানি। সীতারামের সেবা করে দিবস রজনী॥

সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন

সূর্পনখা আস্যা তথা রামেরে দেখিল। মানুষের মাংস থাব মনেতে ভাবিল॥
কৌতুক করিয়া আজি দুই ভায়ে থাব। দিব্য রূপবতী কন্যা রাবণেরে দিব॥
সূর্পনখা ধরে রূপ জিনিয়া উর্বশী। উত্তম নাসায় নথ অনঙ্গের ফাঁসি॥
রামের কাছে আস্যা কহে মধুর বচন। পরিচয় দেহ মোরে বনে কি কারণ॥
দশরথের পুত্র মোরা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বাপের সত্য পালিবাবে আস্যাছিলাম বন॥
তোমারে পাঠাল্য বনে ধন্য তার হিয়া। কেমনে ধরিল প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
তোমার রূপ দেখিয়া ত মজিল মোর মন। আমারে ভজহ বীর দেহ আলিঙ্গন॥
তব দরশনে কন্দর্প জুড়িল মোরে বাণ। কন্দর্পের বাণে মোরে কর পরিত্রাণ॥
রাম বলে মোর সঙ্গে রমণী রয়্যাছে। সকল সুখ পাবে যাহ অনুজের কাছে॥
এত শুন্যা সূর্পনখা গেল তার স্থানে। আমারে ভজহ বীর কহিছে লক্ষ্মণে॥
সূর্পনখার কথা শুন্যা কহিছে লক্ষ্মণ। বনে নারীর মুখ আমি না দেখি কখন॥
যেজন পাঠাল্য তোরে যাহ তার ঠাঞি। এবার আলে পাবে ফল মোর দোষ নাঞি॥
রামপাশে আস্যা বলে না ভজিল মোরে। রাম আরবার পাঠাইলা লক্ষ্মণ গোচরে॥
মহাকোপে লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান। সূর্পনখা পালাইল লইয়া পরাণ॥
কান্দা যায় নাক কান কাটিল মানুষে। নাককাটা গেল স্বর্ণ নথ পরিব কিসে॥

খর দূষণ দুই ভাই রাক্ষসীর ছিল। কান্দিয়া কারণ যত দোঁহারে বলিল॥
স্পূর্পনখার কথা শুন্যা কোপে কম্পবান। খর ত্রিশিরা আদি করিল পয়াণ॥
যথাক্রমে রঘুনাথ করিলা সংহার। দূষণ বিরাধ আদি চৌদ্দ হাজার॥
স্পর্পনখা গেল পুন রাবণের পাশে। নাক কান না দেখিয়া দশানন ভাষে॥
স্পর্পনখা কহিল তারে যত বিবরণ। শুনিয়া সীতার রূপ মোহিত রাবণ॥
আশ্বাসিয়া গেল তারা মারীচের পাশে। পরস্পব নানা যুক্তি মন্ত্রী তারে ভাষে॥
না যাও না যাও রাজা শ্রীরামের স্থানে। রামের যতেক তেজ পড়ে মোর মনে॥
মহাকোপে রাবণ রাজা কহে মারীচেরে। মানুষের ভয় বেটা দেখাহ আমারে॥
মারীচে লইয়া সাথে আইল রাজা বনে। স্বর্ণমৃগ হইল মারীচ নানা মায়া জানে॥

স্বর্ণমৃগ বধ

সোনার হইল মৃগ নানা ভঙ্গী করে। লাফ দিয়া ঘন বুলে কুটিরের দ্বারে॥
তা দেখিয়া জানকীর বাড়ে বড় লোভ। স্বর্ণবর্ণ মৃগ দেখ্যা বাজে বড় ক্ষোভ॥
জানকী কহেন রামে পরম সাদরে। এই মৃগ মার‍্যা ছাল আন্যা দেহ মোরে॥
কিবা শৃঙ্গ কিবা মুখ দেখ কৃপাসিন্ধু। কনক বরণ রূপ চিত্র বিন্দু বিন্দু॥
সীতার শুনিয়া কথা দূর্বাদল শ্যাম। মৃগেতে সীতার প্রিয় ভায়ে কহেন রাম॥
মৃগ ম্যারা কুটিরকে না আসি যাবত। সীতার রক্ষা কর‍্য ভাই থাকিহ তাবত॥
শ্রীরামে লক্ষ্মণ বীর জোড়হাতে কয়। মায়াবী রাক্ষস এ ত হরিণী যেন নয়॥
সোনার হরিণ কোন যুগে নাঞি শুনি। উচিতে যে হয় কর রাম গুণমণি॥
শ্রীরাম বলেন ভাবি এখনি জানিব। মৃগ বা রাক্ষস হকু এখনি বধিব॥
এত বলি গণ্ডিবান রাম নিল হাতে। সন্ধান পূরিয়া বাণ ধান মৃগসাথে॥
মায়াবী হরিন ক্ষেণে ক্ষেণে হয় হারা। ক্ষেণে রামে দেখা দিয়া যেন ছুটে তারা॥
ক্ষেণে আগে ক্ষেণে পাছে ক্ষেণেকে লুকায়। ক্ষেণে ক্ষেণে রঘুনাথের আগু আগু ধায়॥
নিকটে পাইয়া মৃগ পূরিলা সন্ধান। ক্রোধ কর‍্যা রঘুনাথ এড়ে তীক্ষ্ণ বাণ॥
দুর্জয় রামের বাণ বক্ষেতে বাজিল। চারি ক্রোশ বন ভাঙ্গা মারীচ পড়িল॥
হায়রে লক্ষ্মণ বল্যা ডাকে ঘোর শব্দ। তা শুনিয়া জানকী হইলা এথা স্তব্ধ॥
রামের সমান শব্দ শুনিয়া শ্রবণে। অনেক কহিল সীতা দেয়র লক্ষ্মণে॥
শুনরে লক্ষ্মণ বীর কার মুখ চাহ। মোরে বাঁচাইবে যদি প্রভু পাশে যাহ॥
সীতার শুনিয়া কথা লক্ষ্মণ বীর কয়। রাক্ষস পড়িল রণে রাম শব্দ নয়॥
রামের যতেক তেজ জানে লক্ষ্মণ বীর। রণেতে কর্কশ রাম অক্ষয় শরীর॥
হিত উপদেশ যত কহিল লক্ষ্মণে। কুপিয়া জানকী কহে কিছুই না মানে॥

শোনরে লক্ষ্মণ ভাব জানিলাম তোমারে। তোমার বাসনা প্রায় হয়্যাছে আমারে ॥
সকলি হইব মিথ্যা যে কর্য়াছ মনে। এখনি তেজিব প্রাণ রামচন্দ্র বিনে ॥
সীতার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ। হাহাকার কর্য়া কান্দে সুমিত্রানন্দন ॥
বনে আসিবার কালে সঁপ্যাছিল মাতা। মাতৃতুল্য তুমি রামচন্দ্র মোর পিতা ॥
জানকীরে শোকাবেশে অনেক কহিল। রামপাশে কান্দ্যা কান্দ্যা লক্ষ্মণ বীর গেল ॥

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ

এখানে রাবণ রাজা পাষণ্ড বেশ ধরি। শূন্য কুটির পায়্যা [তখন] সীতা কৈল চুরি ॥
রথে কর্য়া জানকীরে উঠায় আকাশে। কদলী যেমন কাঁপে সীতা দেবী ত্রাসে ॥
হা রাম হা লক্ষ্মণ বীর কোথাকারে গেলে। রাক্ষসে হরিল মোরে তুঁহে না জানিলে ॥
মিছা লক্ষ্মণে মিথ্যা দিলাম পরিবাদ। তেই মোর উপরে পড়িল বজ্রাঘাত ॥
কোথা রাম লক্ষ্মণ রইল কি হবে উপায়। রাম রাম বল্যা সীতা কান্দ্যা কান্দ্যা যায় ॥
ধাইল জটাউ পক্ষ শব্দ-অনুসারে। পাপ দুরাচার দুষ্ট পালাইতে নারে ॥
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল পথে। অনেক করিল যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥
অগ্নিবাণে পক্ষের পাখা রাবণ পোড়াল। পর্বতের চূড়া যেন জটাউ পড়িল ॥
গায়েব উত্তম হার মাণিক বতন। পঞ্চ বানরে দেই সীতা না দেখে বাবণ ॥
আকাশে পড়িল ডাক রাবণ রাজা শুনে। এতদিনে মজে রাবণ সীতার হরণে ॥
জটাউর জ্যেষ্ঠ পক্ষরাজ সম্পাতি। গরুড় নন্দন বীর গিধিনির জাতি ॥
সূর্যাগ্নি বিদ্ধ বাণে পুড়্যা গেল পক্ষ। তাব পুত্র প্রতিদিন জোগায় লয়্যা ভক্ষ্য ॥
সম্পাতির পুত্র সে সুপার্শ্ব নাম ধরে। আহার লইতে যায় হিমালয় শিখরে ॥
পাট হাতি করি ঠোঁটে কৌতুকেতে আসে। সীতা সমেত রাবণ রাজা দেখিল আকাশে ॥
হস্তী ঠোঁটে কর্য়া নিল রাবণের লাগ। মনুষ্য দেখিয়া যেন আগুলিল বাঘ ॥
সুপার্শ্ব বলেন বেটা বাঁচ্যা যাবি কোথা। ঘাড়কাতার ঘায়ে তোর ছিঁড্যা দিব মাথা ॥
মোর বিদ্যমানে হরিস কাহার বনিতা। মোর ঠাঁই ঠেকিলি বেটা বাঁচ্যা যাবি কোথা ॥
কুপিল রাবণ রাজা সুপার্শ্বের বোলে। পক্ষসনে যুদ্ধ করে সীতা কর্য়া কোলে ॥
সুপার্শ্ব বীর যুদ্ধ করে শ্রীরামের তরে। মুখের পাট হাতি খস্যা পড়িল সাগরে ॥
আঁচড় কামড়ে রক্ষে কৈল খণ্ড খণ্ড। পক্ষের কামড়ে রাজা হল্যা লণ্ডভণ্ড ॥
সংগ্রাম না করে রাবণ বলে বিনয়বাণী। তোমা জিনিতে নারিলাম পরাজয় মানি ॥
রামের সীতা বলিয়া সুপার্শ্ব নাই চিনে। জটাউ মারিল রাবণ তাহা নাই জানে ॥
জোড়হাতে রাবণ রাজা কহে ত বিনয়। তোমা জিনিতে নারিলাম মাগি পরাজয় ॥

সুপার্শ্ব রাবণের শুন্যা কাতর বচন। পথ ছাড়ি দিল রাবণ গেলা নিকেতন ॥
সীতারে অশোকবনে রাখিয়া রাবণ। হরষ বিষাদে রাজা গেলা নিকেতন ॥
এথা মারীচ বধিয়া রাম আসেন বনপথে। হেনকালে দেখা হল্য লক্ষ্মণের সাথে ॥
রামলীলা আধ্যাত্মিকে কবিচন্দ্রে গায়। ধন জন পুত্র হয় যেজন গাওয়ায় ॥

রামের বিলাপ

লক্ষ্মণ জানকীরে ছাড়ি কেন আইলে।
সোনার হরিণী নয় : দেখিলে পাইতে ভয় : রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে ॥
এত কহি দুইজনে : সাত পাঁচ ভাবি মনে : আইলেন কুটিরের কাছে।
চিত্ত স্থিরতর নয় : লক্ষ্মণেরে রাম কয় : দেখ সীতা আছে কিনা আছে ॥
কুটির দেখ্যা বলে রাম : বিধি মোরে হল বাম : কি আর জিজ্ঞাস মোরে কথা।
হইল ভাই সর্বনাশ : ঘুচিল জিবার আশ : কুটিরের মাঝে নাই সীতা ॥
লক্ষ্মণের শুনি বাণী : কাঁপিলেন রঘুমণি : আমারে ছাড়িয়া গেলে সীতা।
আস্থ সীতা চন্দ্রমুখী : নয়ান ভরিয়া দেখি : আর না কহিব দোঁহে কথা ॥
রাজ্যনাশ বনবাস : হল্য মোর সর্বনাশ : দেশেতে মরিল মোর পিতা।
শোকের উপরে শোক : শুন্যা কি বলিব লোক : গহনে হারালাম আমি সীতা ॥
রাক্ষসের পুরী বাস : সীতা রাখ্যা তব পাশ : পুন পুন তোরে গেলাম কয়্যা।
শূন্য কুটিরে রাখি : কার বোলে চন্দ্রমুখী : গেছ ভাই আমার মাথা খায়্যা ॥
লক্ষ্মণ কান্দিয়া কয় : সেকথা কহিবার নয় : নিষ্ঠুর বলিলা দেবী মোরে।
উচিত ত যেবা হয় : শাস্তি কর মহাশয় : অতএব ছাড়্যা গেছি তাঁরে ॥
কহিছেন রঘুমণি : যুবতীর বাক্য শুনি : মোর বাক্য কৈলে হতাদরে।
দৈব চক্র মায়া ধন্দ : কপাল আমার মন্দ : কালে করে কি বলিব তোরে ॥
আর কার মুখ চাও : অযোধ্যায় ফির্যা যাও : প্রবন্ধ করিয়া মায়ে বল্য।
দণ্ডককানন বনে : আছিলাম তিনজনে : পিতার শোকে রাম সীতা মল্য ॥
যাহ কিনা যাহ তুমি : নিশ্চয় মরিব আমি : হাপুতি হইল মোর মা।
দিয়া মোরে বনবাস : কৈকেইর পূরিল আশ : ভরথের গলায় দিল পা ॥
সগরানাং সাগরকীর্তিঃ গঙ্গাকীর্তিঃ ভগীরথঃ।
অস্মাকং ইহসা কীর্তিরেকা ভার্যা ন রক্ষিতা ॥
হায় হায় মরি মরি : বৃথা গণ্ডিবাণ ধরি : বীরত্ব রহিল আর কিসে।
হইল হাস্যাস্পদ : বনে বিধি কৈল বধ : ত্রিজগৎ ভরাল্যাম কুযশে ॥
কহিতে কহিতে রাম : প্রভু দূর্বাদল শ্যাম : সীতা বল্যা পড়িল ভূতলে।

পেলিয়া ধনুক তীর : কান্দিয়া লক্ষ্মণ বীর : রামচন্দ্রে করিলেন কোলে ॥
নবম স্কন্ধের উক্তি : শুনে যেবা পায় মুক্তি : শুক পরীক্ষিতের বচন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তার নাহি যমভয় : রামনাম যে করে স্মরণ ॥

সীতা অন্বেষণ

অচেতনে আছেন রাম লক্ষ্মণের কোলে। লক্ষ্মণ বলেন ভাই ছাড্যা পারা গেলে।
রাম সীতা হারাইয়া কিবা লয়্যা যাব। কৌশল্যা মায়েরে মুখ কেমনে দেখাব ॥
কি বল্যা বলিব রাম হারাইয়া আমু। তিল আধ ভরথ না বাঁচিব তোমা বিমু ॥
সীতা সীতা ডাকে লক্ষ্মণ শ্রীরামের কানে। চেতন পাইয়া চান লক্ষ্মণের পানে ॥
কহ রে লক্ষ্মণ ভাই সীতা পারা আল। মন বুঝিবারে পারা লুকাইয়া ছিল ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু বৃথা কষ্ট ভাব। দুই ভায়ে খুঁজি চল এই বনে পাব ॥
গা তুলিয়া রামচন্দ্র চতুর্দিকে চায়। জানকীর পদচিহ্ন দেখিবারে পায় ॥
জানকীর পদচিহ্ন দেখিয়া লক্ষ্মণ। গোদাবরীর তীরে আইসে খুঁজি দুইজন ॥
পশু পক্ষ বৃক্ষে রাম জিজ্ঞাসে সভারে। এ পথে যাইতে তোমরা দেখ্যাছ সীতারে ॥
খুঁজিয়া জানকী যদি বনে নাই পাই। কি বল্যা অযোধ্যা যাব মোরা দুটি ভাই ॥
শুনিয়া জনক রাজা অযোধ্যা আসিব। মোরে জিজ্ঞাসিলে তারে কি বল্যা বলিব ॥
লক্ষ্মন বলেন প্রভু ইহা নাকি হয়। লক্ষ্মী নারায়ন ছাড়া কোন যুগে নয় ॥
খুঁজিতে খুঁজিতে পথে রক্ত দেখেন রাম। রাক্ষসে সীতারে খাল্য বিধি হল্য বাম ॥
জটাউরে দুঁহে দূরে করে নিরীক্ষণ। অই বীর সীতারে খাল্য শুনরে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মন বলেন আগে পরিচয় লব। দুষ্টজন হইলে নষ্ট এখনি করিব ॥
যাতে যাতে গেলা দুঁহে জটাউর কাছে। বাণেতে জর্জর তনু পড়িয়া রয়্যাছে ॥
রাম বলেন বীর তুমি পড্যা কি কারণে। পক্ষ বলে যুদ্ধ হইল রাবণের সনে ॥
যে কারণে যুদ্ধ হইল করি নিবেদন। অযোধ্যা নগরে দশরথের নন্দন ॥
পালিতে বাপের সত্য রাম আইলা বনে। তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণে ॥
মোর লাগ্যা পক্ষ প্রাণ হারাইলে তুমি। সীতা খুঁজ্যা বেড়াই বনে সেই রাম আমি ॥
পক্ষ বলে চক্ষে বাণ মারিল রাবণ। দেখিতে না পালাম দুটি অভয় চরণ ॥
শ্রীরাম পক্ষের চক্ষে পদ্মহস্ত দিল। দিব্যচক্ষু হইল পক্ষ দরশন পাল্য ॥
লোচন ভরিয়া দেখে শ্রীরাম লক্ষ্মণে। শরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
শ্রীরাম করিল নিজে পক্ষের সৎকার। রাবণে হরিল চিন্তা হইল আপার ॥
বৃক্ষমূলে বসে রাম তৃষ্ণায় বিকল। লক্ষ্মণে পাঠায়্যা দিলা আঁনিবারে জল ॥
দশ আড়পত্রের থালা সাজাল্য লক্ষ্মণ। জল লয়্যা নড়েন বীর ত্বরিত গমন ॥

গাছে বস্যা মাছরাঙ্গা করে অনুমান। আমি থাকিতে রাম কেমনে করিব রক্তপান ॥
পাখা সারিয়া মাছরাঙ্গা ভূমিতলে পড়ে। লক্ষ্মণের হাথের খালা ছিণ্ডিল আঁচড়ে ॥
পুনর্বার লক্ষ্মণ ত আনিল গিয়া জল। সেহখানা ছিণ্ডিয়া পেলিল সকল ॥
তিনবার বাধা করে লক্ষ্মণ কোপে-জ্বলে। বাণে বিন্ধা বাঁধে তারে ধনুকের হুলে ॥
গণ্ডিখান গাড়িয়া রাখিল্যা ভূমিতলে। ভূমেতে মণ্ডুক ছিল গাথা গেল হুলে ॥
বাম হাতে গণ্ডিবান উখাড়িয়া নিল। জল লয়্যা রামের কাছে লক্ষ্মণ আইল ॥
জল রাখিলেন লয়্যা শ্রীরামের আগে। পক্ষেরে দেখিয়া রামে চমৎকার লাগে ॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই কহ বেভার সার। কি নিমিত্তে মচ্ছরাঙ্গা করিলে সংহার ॥
রামের বচন শুন্যা বলেন লক্ষ্মণ। তোমার তরে জল আনি বাধা ঘনে ঘন ॥
তে কারণে বাণে উহায় কর্যাছি বন্ধন। পক্ষের দুঃখ দেখি রাম লইলেন তখন ॥
বন্ধন ঘুচাইয়া রাম পক্ষ নেন হাতে। সর্বাঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইলা রঘুনাথে ॥
রামের পরশে পক্ষ পাইল চেতন। প্রণাম করিয়া রামে বলিল বচন ॥
দুন্দুভি দানব মারে বালী সে বানর। তাহার শোণিতে প্রভু হইল সরোবর ॥
মৃগ পক্ষ জীব জন্তু না খায় উই পানি। সেই জল লক্ষ্মণ ত তোমার তরে আনি ॥
এই হেতু বাধা কৈল্য কহি বিদ্যমান। আমি থাকিতে প্রভু কেমনে কবিব রক্তপান ॥
ভাগ্য করি মানি আমি আপন জীবন। পক্ষ হইয়া দেখি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥
অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর। মনে তুষ্ট হয়্যা মৎসরঙ্গে দিলা বব ॥
মোর হস্তের চিহ্ন ধরি পৃষ্ঠের উপর। তোমার ছোঁ বৃথা নহে আমি দিলাম বর ॥
পক্ষে মেলানি দিয়া লক্ষ্মণে কিছু বলে। হেনকালে মণ্ডুক দেখে ধনুকের হুলে ॥
হাহাকার করে রাম লক্ষ্মণে তিরস্কারি। নিদ্রোহী মণ্ডুকে ভাই কোন দোষে মারি ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু শুন গুণমণি। এক হুলে গাথা গেছে আমি নাই জানি ॥
হুলে হতে মণ্ডূকে রাম করিলা বাহির। হস্তে বসায়্যা মণ্ডূক কহেন রঘুবীর ॥

কাকসর্প নিপাতেন শীঘ্রং ভাষসে মণ্ডুকঃ ধনুষা পিড্যমানেন কথং কিঞ্চিন্নভাষতে।
অসাধুঃ যদিবা হর্তা সাধুরেবালম্বনং স্বয়ং সাধুঃ যদি হর্তা কো বৈ ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥

কাক সর্পে আসিয়া তোমায় যখন ধরে। পরিত্রাহি করি তখন ডাক উচ্চস্বরে ॥
পৃষ্ঠে বারিয়াছে হুল সাম্ভায়াছে বুকে। নিঃশব্দে আছহ কেন বাক্য নাঞি মুখে ॥
ঘা বেথা ঘুচিল [তবে] রামের পরশে। জোড়হাত করিয়া ভেক রামকে সম্ভাষে ॥
অসাধু জন আসিয়া যখন আমায় ধরে। সাধু সাধু বলি তখন ডাকি উচ্চস্বরে ॥
ত্রিভুবনের নাথ প্রভু গাঁথিলে আমায়। আমি কাকে ডাকিব নাথ কহ না নিশ্চয় ॥
সাধুজনার হাতে যদি তবে সে মরণ। শালাঘ্য করিয়া মানি আপন জীবন ॥

জগতের গতি রাম দেব নারায়ণ। তোমার চরণ দেখ্যা সফল জীবন॥
মণ্ডুক-বোলে বিস্মিত দুই সহোদর। তুষ্ট হয়্যা মণ্ডুকে বর দিলা গদাধর॥
স্বর্ণবর্ণ রেখা তুমি ধরিহ্ সর্বাঙ্গে। বর দিয়া গদাধর ডাকিলেন বেঙ্গে॥
অষ্টমাস থাকিহ্ তুমি যোগ-ধিয়ানে। আমার বর তুমি লহ্ আপনার গুণে
চারিমাস বরষা মেঘে জল বরিষে। মোর নাম তোমরা লইহ্ উচ্চ ভাষে॥
পতিত উদ্ধারে রাম আইলেন বনে। কীট পতঙ্গ মুক্ত হৈল রাম দরশনে
বনকাণ্ড চিত্রকথা এত দূরে সায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়॥

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

শিবের উদ্যান

ভরদ্বাজ কহেন বাল্মীকি মহামুনি। অবধান কর বাপু অদ্ভুত কাহিনী॥
সীতার শোকেতে রামচন্দ্র পড্যা ভূঞে। অশ্রু ঝরে লক্ষ্মণের বাক্য নাই মুঞে॥
ধারা বয়্যা পড়ে জল যুগল লোচনে। বিদরিয়া যায় হিয়া চাইতে রামপানে॥
মহাঘোর বিপত্ত সহায় মাত্র নাই। রাজার কুমার বনে পড্যা দুটি ভাই॥
পালিতে বাপের সত্য কাননিবাসী। দারুণ বিধির চক্রে হারালাম রূপসী॥
জগত ঈশ্বর হয়্যা লভিয়া জনম। নারদ মুনির শাপে আপনাকে ভ্রম॥
আবাল্য অখিলনাথ অশ্রু অনিবার। বিনয়ে করেন রোধ সুমিত্রাকুমার॥
ধরা তেজ্যা উঠ প্রভু ধৈর্য হঅ মনে। নাই কেউ সহায় সঙ্কট ঘোর বনে॥
আপন বুদ্ধে বোধ মান মোর বোল রাখি। কে নিলেক কোথা সীতা তত্ত্ব
করা দেখি॥
এত বল্যা ধর্যা তুল্যা মুখে দিল জল। চান্দমুখ পুঁছে দিয়া বাকল আঁচল॥
প্রবোধ মানিলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে। গা তুলিয়া গণ্ডিবাণ ধরিলেন তবে॥
অগ্রসর রঘুবর পশ্চাৎ লক্ষ্মণ। চলিলেন চারিদিগ কর্যা নিরীক্ষণ॥
কথক্ষণে উত্তরিলা পম্পানদীর কূলে। বসিলেন দুই ভাই অশথ বৃক্ষমূলে॥
সম্মুখে কার্ম্মুক রাখি বৃক্ষ দিয়া ঠেস। শোকে দগ্ধ দয়ানিধি মোহেতে আবেশ॥
তাহাতে দারুণ ক্ষুধা লাগ্যাছে পিপাসা। কদাচিত দুই এক কহেন ক্ষীণ ভাষা॥
বুঝিয়া রামের ভাব বলেন লক্ষ্মণ। বনফল আনি কিছু করিবে ভক্ষণ॥
ভোকে শোকে মলিন হয়্যাছে চান্দমুখ। কবে সহ্য কর‍্যাছ এমন দারুণ দুখ॥
লক্ষ্মণের বচনে বলেন দয়াসিন্ধু। জুড্যালাম তব বাক্যে ভাই প্রাণবন্ধু॥
খাব কিছু আন গিয়া পক্ক ফল বনে। চলিতে না পাবি আমি থাকিলাম এখানে॥
অনুমতি দিলা রাম লক্ষ্মণ বীর যান। চারিদিগে নিহালেন ভক্ষ্য সন্ধান॥
বিধির বিযোগে কিছু নিকটে না মিলে। প্রবেশ করিল বীর গহন গহলে॥
চঞ্চল লোচনে চান যান শীঘ্রগতি। এড়াল্যা যোজন বাট সুমিত্রাসন্ততি॥
দূরে হতে দৃষ্ট হল্য অপূর্ব বাগান। জিনিয়া অমরাবতী ইন্দ্রের উদ্যান॥
বেষ্টিত বলয়াকৃত বৃক্ষ চারিদিগে। ক্ষীর সদনের জল সম মধ্যভাগে॥
পূর্ব পশ্চিম দিগে দুইখানা ঘাট। নির্মায়্যাছে বিশ্বকর্মা দিয়া স্বর্ণপাট॥
জলের নিকটে পুষ্প রোপিয়াছে নানা। মণি মুক্তা প্রস্তরে বান্ধ্যাছে থানা থানা॥

রঙ্গন মল্লিকা মধু মন্দার মালতী। জবা জয়পত্রিক জয়ন্তী জাতী যূথি ॥
চন্দ্রকলা চামলি চম্পক চন্দ্রমণি। রাতজন্মা রত্নকলা রাতুল রঙ্গিনী ॥
বাঘনখে নাগেশ্বর টগর শ্বেতঝিঁটি। কাঞ্চন কেতকী কেয়া কুসুম তুবটি ॥
কত করবীর কুন্দ কমল কেশরী। গুঞ্জা গোলকলতা গুলাপ নাগরী ॥
পবিত্র পারুল পঞ্চমুখী পারিজাত। শিরহাস শিরীষ শিউলি স্বর্ণপাত ॥
কুড়চি কনক চাঁপা কদম্ব কর্ণিকা। মুকুন্দ মাধবীলতা মন্দারমালিকা ॥
অতসী অশোক আচু অরণ্য অরণি। গুনা চেনা গুনা নাম গহন গাঁথনি ॥
মালতী মাধবীলতা কাষ্ঠ মল্লিকা। সন্ধ্যামণি সর্বজয়া সূর্যমণি সখা ॥
তুলাল শ্রীফল কত বাসক বাসকনা। তার কাছে ধাতকী ধুতুরা থানা থানা
অপব কতেক বৃক্ষ আছয়ে প্রচুর। তরুণ তমাল তাল দাড়িম্ব খাজুর ॥
আম জাম পনস জম্বীর কত জাতি। এককালে ছয় ঋতু তথা উপনীতি ॥
এককালে উদয় সকলি ফুল ফল। তার মধ্যে সরোবর সুধাময় জল ॥
শিঅলি শালুক তাতে পদ্ম বিকশিত। কত জলচর পক্ষ আছে ভক্ষ্যাশিত ॥
মনোহর মধুবন নিকটে তাহাব। কি থানা বর্ণিব শাস্ত্র শুন্যা চমৎকার ॥
কত পক্ষ কলবব করিছে কাননে। নন্দন তেজিয়া আইসে আশয় ভক্ষণে ॥
নৃত্য করে মউর সুরব গুঞ্জে অলি। মধুপানে মত্ত ডালে ডাকিছে কুকিলি ॥
বনচর বিহঙ্গম আর কত আছে। ডাহুক ডাহুকী পাখি তিতির ডাকিছে ॥
দেবের তুর্লভ বন মুনির মন হরে। দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর আনন্দ অন্তবে ॥
এই ফল ফুল লয়্যা রামকে তুষিব। কোনজন বারণ করে আমি যদি লব ॥
এত ভাবি ভগবান প্রবেশিলা বনে। অদ্ভুত আশ্চর্য কথা কবিচন্দ্র ভণে ॥

উদ্যানে লক্ষ্মণের প্রবেশ

ধবি ধনু তীর লক্ষ্মণ সুধীর প্রবেশিলা পুষ্পবনে।
নানান ভক্ষণ করি নিরীক্ষণ . মোহিত হইলা মনে ॥
অনুমান হৃদে : ধনু ধরি কান্দে : তূণেতে থুসিলা তীর।
বাকল আঁচল : ভক্ষ্য পক্ক ফল : তুলেন লক্ষ্মণ বীর ॥
শিবের উদ্যান : সুরম্য কানন : তাহার রক্ষক হনু।
নিবসে পর্বত . বীর হনুমৎ : দেখ্যা কোপে কাঁপে তনু ॥
ডাকিয়া কহিছে : বিধি বা লাগ্যাছে : কেন আলি এই বনে।
যে হল্য সে হল্য : যথাস্থানে চল : যদ্যপি বাসনা প্রাণে ॥
ডাক্যা ডাক্যা কয় : পবন-তনয় : না শুনে সুমিত্রা-সুত।

সৌরভে অবশ : কুসুম রূপস : তুলে নিজ মনোমত ॥
দাড়িম্ব খাজুর : পনস জম্বীর : দেখ্যা হনু হল্য রাগী।
মিষ্ট পক্ক ফল : পূরিয়া আঁচল : লইল রাঘব লাগি ॥
যেন বহ্নিকর : রুষিল বানর : উত্তর না কিছু পায়।
যুগল লোচন : ফিরাইছে ঘন : প্রভাত ভানুর প্রায় ॥
যোজন পাথর : তোলে বীরবর : লক্ষ্মণে মারেন ফিক্যা।
দারুণ গর্জন : ত্রাসিত লক্ষ্মণ : নিক্ষেপিলা বাণ ডাক্যা ॥
পাথব কাটিয়া : বাণ বাহুড়িয়া · প্রবেশ করিল তূণে।
কুপিল বানর : বাজিল সমর : দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥

রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ

অবহেলে হনুব পাথর কাট্যা বীর। ধনুকে টঙ্কার দিল গর্জিয়া গভীব ॥
জলদগ্নি দ্বিগুণ দারুণ কোপে হনু। শিলা তরু লয়্যা বেগে বীর ধায় পুনু ॥
বৃষ্টি কবে শিলা তরু লক্ষ্মণ উপর। কাটিয়া পাড়িল সব সুমিত্রা-কোঙব ॥
পঞ্চদশ তীক্ষ্ণ বাণ জুড়িয়া ধনুকে। ছাড্যা দিলা ঘোব শব্দে বাজে হনু-বুকে ॥
মহাশক্তি ধরে হনু ক্ষেণেক সম্বরে। কোপে এক দারুণ পর্বত গিয়া ধবে ॥
উপাড়ে হুঙ্কার শব্দে এড়ে শূন্যপথে। পড়ে গ্যা পর্বত গোটা লক্ষ্মণের মাথে ॥
দারুণ গিরি চাপনে ঠাকুর পড্যা ভূঞে। খস্যা পড়ে ধনুর্বাণ রক্ত উঠে মুঞে ॥
অদেখ হইলা প্রভু গিবি চাপে গায়। হনুমান পুনশ্চ আপন স্থানে যায় ॥
হোথা রাম ঘন ঘন চান পথপানে। লক্ষ্মণের বিলম্ব দেখি ভাবেন মনে মনে ॥
কেন ভাই লক্ষ্মণ এখন নাই আল। অচিন দুর্গম বনে পথভ্রম হইল ॥
শিশুমতি লক্ষ্মণ জানেন কোন সন্ধি। করিয়া বিবাদযুক্ত কেবা কৈল বন্দী ॥
আব এক দারুণ সন্দেহ হয় মনে। ভযানক জন্তু কত আছে বনে বনে ॥
কিসে বা মালেক কোথা ভাই হারাইনু। না বুঝিয়া লক্ষ্মণেরে একা পাঠাইনু ॥
কয়্যাছিল বশিষ্ঠ শুন্যাছি শাস্ত্রকথা। বিধিবক্র পুরুষেব বড়ই বিতথা ॥
দুঃখভাগী কেউ নয় বিপত্ত বিপাকে। ভাই বন্ধু বান্ধব সকল ছাড়ে তাকে ॥
তাই বা করিল ভাই দেখিল কুতান। মনে কৈল বৃথা কেন হারাব পরাণ ॥
অর্ধ অঙ্গ সীতা মোর প্রাণেব ঈশ্বরী। মিনি দোষে সে যখন গেছে পরিহরি ॥
ভাই কেন হবে ভাগী এমন বিপত্তে। দেশকে চল্যা গেলা ভাই অন্যথা কি ইথে ॥
এইমত যায় প্রভু চায় চারিপানে। গড়িয়া পড়িছে জল যুগল লোচনে ॥
বুক বায়্যা পড়ে জল ভিজিল বাকল। একা বনে বস্যা কান্দেন ভকতবৎসল ॥

সুখ ভোগ ধন ধাম রাজ্য পরিত্যাগি। বনবাসী হইলাম পিতার সত্য লাগি ॥
পত্রের কুড্যা তৃণশয্যা খাই বনফল। চাঁচর চুলে জটার ভার পর্য্যাছি বাকল ॥
এমন যন্ত্রণা পাই ধর্ম্ম ভাবি মনে। বজ্রাঘাত পড়ে মাথে পিতার মরণে ॥
সম্বরিলাম সে শোক সঙরি শাস্ত্রকথা। বঞ্চিল দারুণ বিধি হারাইলাম সীতা ॥
সীতার শোকে চক্ষে জল পথ দেখি নাই। তুই এক প্রবোধ কথা কইতেছিলা ভাই ॥
কি বুদ্ধি দিলেক বিধি লয়্যা গেল কোথা। লিখন আছিল ভালে এমন বিতথা ॥
কর্য্যাছিনু কি অধর্ম্ম ফল্য কার শাপ। কিন্তু ভাই লক্ষ্মণ বিনে জলে দিব ঝাঁপ ॥
সর্ব্বকাল জানি আমি লক্ষ্মণের মন। মরণের সাথী ভাই মোর প্রাণধন ॥
এমন শোকে সে কি মোকে পেলিয়া যাবেক। তবে যে বিলম্ব কিছু বিপত্ত হবেক ॥
যাতে হইল লক্ষ্মণেব তত্ত্বাবধায়নে। ধনুর্ব্বাণ হাতে রাম প্রবেশিলা বনে ॥
কোথা ভাই লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্যা ডাকি। চল্যা যান বেগবান শ্রীরাম ধানুকী ॥
লক্ষ্মণের শব্দ নাই গেলা বহুদূর। কতক্ষণে সেই বনে উত্তরে ঠাকুর ॥
পরিপূর্ণ ফল ফুল অপূর্ব্ব উদ্যান। দেখি আপ্যায়িত মনে চিন্তে ভগবান ॥
কোন দেবতার স্থান কি আশ্চর্য সৃষ্টি। ত্যাগ করি নহে মন মজে মোর দৃষ্টি ॥
এত ভাবি ভগবান ভাবে রহে ভুল্যা। পক্কফল ভক্ষণ করেন তুল্যা তুল্যা ॥
দৃষ্টি পড়ে হনুমান হাঁক্যা হাঁক্যা কয়। বুঝি প্রায় সাধ মনে যাইতে যমালয় ॥
উত্তর না দিলা রাম হনু কোপে জ্বলে। পাথর পর্ব্বত হাতে শীঘ্রগতি চলে ॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা রামের উদ্দিশে। শূন্যপথে চক্রাকার গর্জ্যা বেগে আইসে ॥
সন্নিকট হল আস্যা দেখি ভগবান। ত্রাস পায়্যা তুরিতে ধরিলা ধনুখান ॥
নিক্ষেপিলা ব্রহ্মবাণ কাট্যা গেল গিরি। টঙ্কার দিলেন চাপ্যা প্রভু জটাধারী ॥
শব্দখান শুনে স্বর্গ পাতাল মরতে। মেঘের গর্জন যেন প্রলয় কালেতে ॥
ক্ষুদ্র বনজন্তু কত ধনুশব্দে মরে। সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডা ধৈর্য হতে নারে ॥
দূর বনে পালায় [রড়ে] হয়্যা প্রাণভয়। সঞ্চিল দ্বিগুন কোপ পবন-তনয় ॥
আমি শঙ্করের রক্ষী ত্রিপুরেরে জিনি। প্রাণ লয়্যা পালাব গণ্ডির শব্দ শুনি ॥
তবে কি এ মুখ আর দেখাব শঙ্করে। জিজ্ঞাসিলে কি কহিব পবন পিতারে ॥
মনুষ্যের ভয়ে ভাগ্যা লোককে হাসাব। বাঁচি মরি যে হক সংগ্রাম গিয়া দিব ॥
এত বলি হুঙ্কার ছাড়িলা হনুমান। পৃথিবীতে যত প্রাণী কম্পকম্পমান ॥
কপির গর্জনে জলদগ্নি সীতাকান্ত। আইল পর্ব্বত হাতে বীর হনুমন্ত ॥
পুনশ্চ মারিল ফিক্যা রামের উদ্দিশে। অর্দ্ধপথে প্রভু তাকে অবহেলে নাশে ॥
ভয় জন্মে চিন্তে হনুমন্ত মহাবীর। একদৃষ্টে নিহালেন রামের শরীর ॥
দেখিছে কোমল কান্তি অল্প বয়ক্রম। অত শক্তি ধরে যেন মূর্তিমন্ত যম ॥

কোটি সূর্য জিনি বপু অধিক উজ্জ্বল। মাথে পরিপূর্ণ জটা পর্য়্যাছে বাকল॥
উপবীত আছে যেন তপস্বীর মত। অথচ ধর্য়্যাছে অস্ত্র একি বিপরীত॥
মনুষ্যের মত মোর মনে নাঞি লাগে। আইসে কোন দেবতা গন্ধর্ব অনুরাগে॥
যে হক রাখিব যশ মারিয়া উহাকে। এত বল্যা বটবৃক্ষ উপাড়িয়া ফিকে॥
জুড়িয়া যোজন চারি বৃক্ষ গোটা যায়। মহাব্যস্ত ভগবান বাণ মারে তায়॥
ডালপালা কাটিয়া পাড়িল ক্ষিতিতলে। মূলভাগ বাজে গ্যা রামের বক্ষস্থলে॥
মূর্চ্ছাপন্ন পরাৎপর বৃক্ষের আঘাতে। জ্ঞান পায়্যা প্রশংসা করেন হনুমন্তে॥
ধন্যরে বানর তোর বাহুবল এত। অর্ধখান বৃক্ষ বাজে আমি মূর্চ্ছাগত॥
হনু কয় পালে ভয় হয়্যাছে কি এখন। এই পর্বতের ঘায় বধিব জীবন॥
এত বল্যা যোজন পঞ্চাশ এড়ে গিরি। এবার সামাল নহে তপস্বী জটাধারী॥
ঘোর রবে আইসে গিরি গগনমণ্ডলে। ভকতবৎসল বাণ এড়ে বাহুবলে॥
এক অস্ত্র শতার্ধ হইল শূন্যপথে। খণ্ড খণ্ড কর্য়্যা গিয়া কাটিল পর্বতে॥
বাউবাণে ছারখার হৈল গিরিবর। যোজন যোজন হয়্যা পড়ে দেশান্তর॥
বা উনপঞ্চাশ লইল একখণ্ডে। এক অংশ চাপ্যা পড়ে শ্রীরামের মুণ্ডে।
চারিক্রোশ গিরি চাপ্যা পড়ে শিরোদেশে। জ্ঞান হর্য়্যা গোসাঞি পড়িল ধরাপাশে
হাসে ভাষে পরিহাসে প্রভঞ্জন-সুতা। পক্ক ফল খায়্যা জল নিবর্তিল ক্ষুধা॥
হেথা প্রভু পর্বত-চাপনে কতক্ষণ। প্রাণপীড়া পরিহরি পাইলা চেতন॥
পদাঘাতে পর্বত ফেলিয়া দিলা দূরে। গর্জ্জিয়া দুর্জয় গণ্ডি ধরিলা বাম করে॥
ছাড়িলা হুঙ্কার শব্দ ত্রিলোক জুড়িল। প্রভু রাম বজ্রবাণ সন্ধান ছাড়িল॥
বুকে বাজে বানর পড়িল মূর্চ্ছা হয়্যা। সঘনে শোণিত-স্রোত মুখ নাসা দিয়া॥
কোদণ্ড করিয়া কান্ধে কমললোচন। পক্ক ফল খায়্যা জল করিলা ভক্ষণ॥
পবন কহিছে গিয়া দেব ত্রিলোচনে। হনুমান মল্য তব মানুষের বাণে॥
উদ্যান ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়াছে। বজ্রবাণে হনুমানে পরাণে মার্য়্যাছে॥
মারুতের কথা শুন্যা সংশয় বৃত্তান্ত। তপ ধ্যান তেজিয়া সাজিল উমাকান্ত॥
অস্ত্র নিলা চক্র গদা ত্রিশূল পট্টিশ। পশুপতি পঞ্চবীর লয়্যা চলে ঈশ॥
কামগতি উপনীতি আপন উদ্যানে। বশিষ্ঠের মত বলি কবিচন্দ্র ভণে॥

শিব রামের যুদ্ধ

পড়িয়া পবন-পুত্র পশুপতি দেখে। সঘনে শোণিত-স্রোত বয় নাসা মুখে॥
দেখিয়া দ্রবিলা দেব দয়ানিধি হর। করুণা করিয়া কত গায়ে বুলান কর॥
ত্রিলোচন হনুতনু মাত্র পরশিতে। বলাধান জন্মিল উঠিল ভূমি হইতে॥

আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসেন শূলী। নিবেদন করে হনু হয়্যা পুটাঞ্জলি ॥
অবান্তর শুন্যা পশুপতি আক্রোশিল। হুঙ্কার ছাড়িয়া হর অগ্রসর হইল ॥
বন তেজ্যা বাহুড়িয়া যাছিলা রঘুবীর। ফিরিয়া দাণ্ডাল শুন্যা গর্জন গম্ভীর ॥
শীঘ্র যান শঙ্কর রামের দৃষ্টি পড়ে। দেখে অস্ত্র লয়্যা এক বীর আসে রড়ে ॥
গলে যোগপাটাসিনি শিরে জটাধর। শত চন্দ্র জিনা বপু পর্যা বাঘাম্বর ॥
ত্রিশূল দক্ষিণ করে তিনটা লোচন। হাড়মালা গলে দুলে ভালে হুতাশন ॥
মার মার শব্দ মুখে হুঙ্কার গর্জন। দেখিয়া রুষিলা রাম কমললোচন ॥
ধনুকে টঙ্কার দিল ছাড়ি সিংহনাদ। ত্রিভুবনে চমৎকার গুণিল প্রমাদ ॥
শঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ে অধৈর্য ধরণী। দেখাদেখি দুজনে বাজিল হানাহানি ॥
কেহ কারে নাঞি চিনে দারুণ কোপে মত্ত। পরস্পর অস্ত্রাঘাত শক্তি যার যত ॥
এক অস্ত্র ব্যর্থ নয় বাজে পরস্পর। বাণেতে দুঁহার হইল শরীর জর্জর ॥
রামবাণে শিবঅঙ্গে রক্তধারা বয়। শূলাঘাতে ভিজে রক্তে রাম দয়াময় ॥
পুনশ্চয় চন্দ্রচূড় চক্র গোটা ফেলে। চমকিত চক্রপাণি বাজে গিয়া ভালে ॥
ফিক দিয়া রক্তস্রোত পড়ে বুক বায়্যা। শ্যাম অঙ্গ ভিজ্যা গেল বাকল ডুবিয়া ॥
চন্দ্রবাণ প্রভু রাম মারিলা শঙ্করে। ললাটে ফুটিল ঝরঝর রক্ত ঝরে ॥
ব্যাপিল সকল অঙ্গ ভিজে বাঘছাল। দুঁহার শোণিতে বন্যা বয় নদী খাল ॥
পালন প্রলয় কর্তা দুঁহে করে রণ। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিছে ত্রিভুবন ॥
পদভার ধরণী ধরিতে নারে আর। সহস্র ফণা অনন্ত ফিরায় বারে বার ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সভে ভাবিছে সংশয়। মহা প্রলয়েতে প্রায় সৃষ্টিলোপ হয় ॥
বাসব বিধিরে কয় বসিয়া কি দেখ। তল যায় পৃথিবী উপায় কর্যা রাখ ॥
বিরিঞ্চি বলেন বটে না দেখি উপায়। দেবতা গন্ধর্ব আদি নিকটে কে যায় ॥
পবনে কইতাম যদি তার কর্ম ছিল। সেই সে হনুর কথা হরে কয়্যা দিল ॥
তাহা শুন্যা সঙ্কট শিবের বাড়ে কোপ। পবনের কর্ম দেখ সৃষ্টি করে লোপ ॥
ইন্দ্র বনে উ সব দেখিতে আমি পাই। কৈলাসে যাইব চল পার্বতীর ঠাঞি ॥
বাসবের বোলে বিধি উঠে শীঘ্রগতি। ক্ষেণমাত্র কৈলাস পর্বতে উপনীতি ॥
কোথা গো পার্বতী বলি ডাকে পদ্মযোনি। বিরিঞ্চির বাক্য শুন্যা বেরাল্যা ভবানী ॥
ইন্দ্র কয় অবান্তর জান কিছু হরা। শিব রামে সংগ্রাম অবনী হল সারা ॥
পার্বতী বলেন কে সে দশরথ-সুত। তিনি যে আপনি পূর্ণ বিষ্ণু আবির্ভূত ॥
তার সঙ্গে ভূতনাথ সমর করিছে। অদ্ভুত এসব কথা কব কার কাছে ॥
শক্র কয় সব জান যখনকার যা। যাত্রা কর জগৎ সংসার রাখ মা ॥
ভবানী বলেন ভব ভুল্যাছেন যদি। বুঝাইয়া বোধ কেন না কর্যাছ বিধি ॥

বিধি বলে আমার কি যোগ্যতা কাছে যাই। দুজনের মূর্তি দেখ্যা মনে ত্রাস পাই ॥
হিত চিন্তি চল চণ্ডী নহে চক্র বুডে। মর্ম গ্যা বুঝাঅ চক্রপাণি চন্দ্রচূড়ে ॥
ব্যস্ত দেখ্যা বিশ্বমাতা বিরিঞ্চি বাসবে। যাত্রা করে জয়চণ্ডী বুঝাইতে ভবে ॥
যেখানে দণ্ডকবনে হরিহরে রণ ॥ তার শূন্যপথে বস্যা রহে দেবগণ ॥
হাত উর্যা উমাকে দেখায় বজ্রপাণি। এই দেখ দুজনে সংগ্রাম হানাহানি ॥
চায়্যা দেখ চামুণ্ডা চমক লাগে মনে। দুই গাত্রে রক্তস্রোত বহিছে সঘনে ॥
অচিহ্ন হয়্যাছে দোঁহে ভাবেন পার্বতী। কোনজন বৈকুণ্ঠনাথ কেবা পশুপতি ॥
দুজনার মাথে জটা রক্তপূর্ণ কায়। সমান হুঙ্কার রব সমগতি যায় ॥
মাত্র চিহ্ন মহেশের হাথে চক্র শূল। সন্নিকটে হনুমান সংগ্রামের মূল ॥
রামের গাণ্ডীব হাতে বাণ বাঁধা বামে। কথ কথ দৃষ্টি হয় দূর্বাদল শ্যামে ॥
রক্তকমল যেন নীলবর্ণ জলে। প্রবালের মালা যথা তরুণ তমালে ॥
শুভ্রকায় শঙ্করের সুধাকর জিনি। যেমন মুক্তার কাছে প্রবাল গাঁথনি ॥
আত্মাকে বিস্মৃত দোঁহে না জানেন কিছু। সম্মুখে দাণ্ডাল্যা শিবা শিবে কর্যা পাছু ॥
রামপানে চায়্যা দুটি জোড কৈলা হাথ। সৃষ্টি যায় সমর সংহর রঘুনাথ ॥
একদৃষ্টে দয়ানিধি দুর্গাকে নেহালে। পুটাঞ্জলি প্রণমিয়া পড়ে ভূমিতলে ॥
পার্বতী বলেন মোর অসংখ্য প্রণাম। কি জন্য মানবজন্ম করিছ কোন কাম ॥
যুদ্ধ কর ধনুর্ধর ধূর্জটির সনে। পায়্যাছিলে এমন সুযুক্তি কোনখানে ॥
দিন চারি বৈকুণ্ঠ ছাড্যা বুদ্ধিলোপ। সংসার হাসালে হে শিবের সঙ্গে কোপ ॥
করিছ এমন কর্ম পরিণাম কি বুঝি। রাঘব বলেন কিবা শিবের সঙ্গে যুঝি ॥
পার্বতী বলেন হায় কব কার ঠাঞি। এতটা হয়্যাছ মত্ত আপনা চিন নাঞি ॥
চায়্যা দেখ ত্রিলোচন জটিল তপস্বী। তব নাম গুণগান করে দিবানিশি ॥
ধনু ছুড্যা পেলে রাম পার্বতীর বোলে। মাথে হাতে বসিলেন তরুবরতলে ॥
লজ্জায় মলিন মুখ রাম হেঁটমাথে। ভগবতী ভবেরে ভৎর্সেন বিধিমতে ॥
চাহিয়া শঙ্করপানে কয় শৈলসুতা। তপস্বী বলিয়া নাম রাখিলে সর্বথা ॥
কেবল ভাঙ্গড ভোলা ভাল ত ভুল্যাছ। বিশ্বকর্তা বিষ্ণুসনে যুদ্ধ আরম্ভ্যাছ ॥
সিদ্ধি খায়্যা সিদ্ধ হয়্যা সার কর্যাছ মন। রামসঙ্গে সংগ্রাম করিছ তে কারণ ॥
এখন জানিলা রাম কোন বস্তু বটে। ইষ্টরূপে যেটি বৈসে তব কণ্ঠ-পাটে ॥
সেইটি আস্যাছে সৃষ্টি উদ্ধার করিতে। পাঠাল্যা বাসব বিধি রাবণ বধিতে ॥
ধরিলা নির্মল নাম দাশরথি রাম। তপস্বী জনার প্রাণ পূর্ণ মনস্কাম ॥
সে রাম লোচনে দেখ মাথা তুল্যা চাঅ। যারে জপ্যা যোগী তুমি ভিক্ষা মাগ্যা খাঅ ॥
হৈমবতী কহে হর হয়্যা হেঁটমুখ। প্রত্যুক্তি করেন প্রভু পবন দিল দুখ ॥

সেই গ্যা কহিল মোরে হরুর দুর্গতি। মাগ্যে মাবিল প্রভু তোমার মারুতি ॥
আক্রোশে আসিয়া আমি আরম্ভিনু রণ। অনুমান না কৈনু উপাস্ত বিবরণ ॥
বুঝিলাম বটে বিষ্ণু আস্যাছেন অবনী। শাপ্যাছিলা নারদ সে সব সন্ধি জানি ॥
সে রামের সঙ্গে যদি সংগ্রাম কৈলাম। ভজন যজন জপ সব হারাইলাম ॥
পূর্বকথা সঙরিয়া শঙ্কর শোকাকুল। ছুড্যা ফেলে চন্দ্রচূড় চক্র গদা শূল ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় অপূর্ব কথন। সব পাপে মুক্ত হয় যে করে শ্রবণ ॥

লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ

হনুমানে জিজ্ঞাসা করেন হৈমবতী। বিরোধ বাড়ালে কেন বিষ্ণুর সঙ্গতি ॥
পার্বতীর কথা শুন্যা কয় হনুমান। অনেক কাল রাখি আমি এই পুষ্পোদ্যান ॥
কার শক্তি দেবতা গন্ধর্ব আদি মোকে। ফল পুষ্প তুল্যা লেই লঙ্ঘিয়া আমাকে ॥
বস্যা আছি পর্বত উদ্যান দৃষ্টি করি। আপাতক আইল এক তপস্বী জটাধারী ॥
প্রবালে সোনার মূর্তি যেমন উজ্জ্বল। অঙ্গের বরণ তেন পর্যাছে বাকল ॥
দুর্জয় ধনুক ধরে অল্প বয়েস। বলা কয়া নাঞি বনে করিল প্রবেশ ॥
যত ইচ্ছা ফল ফুল সব তুল্যা লেই। যত ডাকি আমাকে উত্তর নাঞি দেই ॥
মের্যাছি পর্বত ফিক্যা মর্যাছে কি আছে। তারপর দূর্বাদল শ্যাম এ আস্যাছে ॥
পার্বতী বলেন কিবা কহিস বানর। মার্যাছিস গিরি চাপি আরেক জটাধর ॥
লক্ষ্মণ ঠাকুর তিনি অনন্ত আপনি। তবে সৃষ্টি মজিল রে ডুবিল অবনী।
সুমিত্রাতনয়—রাম ভাই বলেন তাঁকে। পেড্যাছিস বজ্রাঘাত কি শুনালি মোকে
হায় হায় করে দেবী চক্ষু ছলছল। বলবুদ্ধিলোপ হনুমন্ত মহাবল ॥
শঙ্কর পাইলা শঙ্কা শুনিয়া কাহিনী। কি হবে উপায় শীঘ্র করহ ভবানী ॥
পর্বতের চাপনে লক্ষ্মণ পড্যা যথা। আল চুলে শীঘ্রগতি উমা উপনীতা ॥
বামকরে কর্যা গিরি ফিক্যা দিল দেবী। দেখিল লক্ষ্মণ পড্যা লোটায়্যা পৃথিবী ॥
ফিক দিয়া রক্ত মুখে নাসায় বহিছে। স্বর্ণকান্তি রক্তস্রোতে সকল ডুব্যাছে ॥
সন্নিকটে ধনুর্বাণ পড্যা ভূমিতলে। কাতর হৃদয়ে ভাবে দুর্গা করেন কোলে ॥
আনি সরোবর জল যোগায় মারুতি। লক্ষ্মণেরে প্রক্ষালন করেন পার্বতী ॥
মুখে জল দিয়া দেবী ডাকে কর্ণমূলে। বাতাস করেন নেতবস্ত্রের আঁচলে ॥
বেদনা সম্বরে প্রভু হইল বলাধান। চাহেন চণ্ডীর পানে মেলিয়া নয়ান ॥
বিস্ময় জন্মিল মনে বসিল উঠিয়া। হনুমান-স্থানে চলে গাণ্ডীব ধরিয়া ॥
ভয়ে কাঁপে কপিবর দুর্গাপানে চায়। ঠারে কয় ঠাকুরাণী পড গিয়া পায় ॥
ইঙ্গিতে বুঝিলা বীর যে বলে বাসুলী। পড়িল লক্ষ্মণ-পায় হয়্যা পুটাঞ্জলি ॥

সুমিত্রা-তনয় হাসে ভাবেন পার্বতী। আমি জানি প্রভু তুমি অনন্ত মুরতি ॥
পুনশ্চ হাসিলা বীর দেবীর কথায়। ভূমণ্ডলে পড়িয়া প্রণাম কৈল মায় ॥
উঠিলা অবনী হৈতে কহেন অম্বিকা। ত্বরা কর‍্যা চল রামসঙ্গে কর দেখা ॥
লক্ষ্মণ বলেন বটে পম্পানদীর কূলে। দেবী বলে ঐ যে বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥
আদ্য উপান্ত যত বলেন ভগবতী। দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় চলিলা শীঘ্রগতি ॥

রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ

ধনুর্বাণ ফেল্যা ভূঞে : বাক্য না বেরায় মুঞে : বৃক্ষমূলে বস্যা ভগবান।
উমা হনুমান সাথে · পক্ক ফল দুনা হাতে : লক্ষ্মণ রামের কাছে যান ॥
হেঁটমাথে দয়াময় : নিরখিয়া পদদ্বয় : প্রণমিলা সুমিত্রানন্দন।
চান রাম মাথা তুলি : যুগল কমল মেলি : কহিলেন আইলা লক্ষ্মণ ॥
এতটা বিলম্ব কেনে : গিয়াছিলে কোন বনে : আমার বিপত্ত শুন ভাই ॥
তোমার উদ্দিশে আসি : এই বনে পরবেশি : পক্ক ফল তুল্যা তুল্যা খাই ॥
কহিতে অদ্ভুত রঙ্গ : রণ এই কপি-সঙ্গ : ঘোরতর কতক্ষণ হইল।
শূলে করি প্রমুখাত : কত অস্ত্র লয়্যা সাথ : তারপর শঙ্কর আইল ॥
কেহ কারে নাহি জানি : দুঁহে করি হানাহানি : অস্ত্রাঘাতে দোঁহে জর্জবিত
পার্বতী আসিয়া মনে : দাণ্ডাইলা মধ্যখানে : করিলা সংগ্রাম নিবাবিত ॥
উভে পরিচয় জানি ; মনেতে ধিক্কার মানি : বস্যা এই ভাবি তরুমূলে।
শুনিয়া লক্ষ্মণ তাহা : নিজ বিবরণ যাহা : নিবেদিলা চরণকমলে ॥
শুন্যা লক্ষ্মণের দুখ : রামচন্দ্র অধোমুখ : গলা ধর‍্যা কান্দেন ভগবান।
লজ্জায় মলিন হয়্যা : দূরে হতে নিরখিয়া : নিকটে আইলা ত্রিনয়ান ॥
রামমুখ নিরখিয়া : অষ্ট অঙ্গ লোটাইয়া ; পৃথিবীতে পড়ে পশুপতি।
লক্ষ্মণেব গলা ছাড়ি : ভাব কর‍্যা ভূমে পড়ি : প্রণাম কবিলা বঘুপতি ॥
পরস্পর প্রিয় বোল : উঠ্যা দুইজনে কোল : পার্বতীর আনন্দ বিস্তব।
অমরেতে জয় গায় : বিরিঞ্চি বাসব তায় : পুষ্প বর্ষে দুঁহাব উপব ॥
দোঁহে দোঁহা পরশিলা : ঘুচিল গায়ের জ্বালা : পূর্বমত শরীর দোঁহার।
শ্রীযুৎ কবিচন্দ্র দ্বিজ : আদেশ পাইয়া নিজ : কোন গতি হবেক আমাব ॥

হনুমানের প্রার্থনা

রঘুবর সুন্দর : লক্ষ্মণ শঙ্কর : পাতকী কবিচন্দ্র দ্বিজে।
এই বিনয় করি : শঙ্কট পরিহরি : আপ আপ করি নিজে ॥

ধরণীতলে বাস : কেবল জনহাস : যন্ত্রণা যাবত জন্মি।
দুর্গতি নিতি নিতি : না দেখি নিষ্কৃতি : বিধি বড় দারুণ কর্মী॥
বিধিব বিধি বট , তাহার নিপট : করিতে পার কৃপা যাতে।
স্মবিযা আপনা : বারেক করুণা : কর দোঁহে দীন অনাথে॥
বঘুবব সুন্দর : কল্পতরুবব : তলাতে বসিলা রঙ্গে।
পার্বতী সম্মুখে : বসিলা কৌতুকে : লক্ষ্মণ শঙ্কর সঙ্গে॥
বানব কুতূহলী : হইয়া পুটাঞ্জলি : বিনয়ে বলিছে রামে।
প্রভু দীনবন্ধু : কৃপাগুণসিন্ধু : প্রসন্ন হইবে হামে॥
বানব পশু জাতি : কি জানি ভকতি : বুঝিতে না পাবি শক্রে।
তোমাব সঙ্গতি : বিবাদ রঘুপতি : আমাব দৈবেব চক্রে॥
কহিলা ভগবতী : ছলেন আকৃতি : দুষ্টের শাসন লাগি।
তাবিবে সুজনে : বধিবে বাবণে : এজনি মমতা ভাগী॥
উ দুটি চরণে : যাবত যোগীগণে : ধ্যান করিয়া ধ্যায়ে।
অমবে দুর্লভ : প্রভু হে রাঘব : বিড়ম্বিলা হরি মোয়ে॥
কেমনে জানিব : গোবিন্দ মানব : অনন্ত সঙ্গতি করি।
তুলিয়া সকল : খাবেন বনফল : জটাঘটা শিরে ধরি॥
ভকতবৎসল : পরিয়া বাকল : হবেন কাননবাসী।
এ হেন কপট : বুঝিতে সঙ্কট : আমার নিকটে আসি॥
হনুব ভাষণ : বঘুকুল নন্দন : শুনিয়া সন্তোষ মানি।
কবিচন্দ্র কন : করিল বর্ণন : কেবল রামকে জানি॥

হনুমানের অঙ্গীকার

শুনিয়া হনুর কথা সুখী বঘুমণি। কহেন বানবে তোমা বীবেতে বাখানি॥
তোমায় দুঃখিত আমি কদাচিত নই। তোমাব সাহস দেখ্যা ধন্য ধন্য কই॥
স্থিব হইল হনুমান বামের আশ্বাসে। তারপর কৃপাময় কন কৃত্তিবাসে॥
প্রভু হর দিগম্বর ভিক্ষা দেহ মোরে। বিপত্ত তরিতে মাগি তোমার হনুবে॥
হাসেন শঙ্কর শুন্যা শ্রীরামের বাণী। ত্রিভুবনে যত বীর তুমি তার প্রাণী॥
কি আশ্চর্য আমি শুদ্ধ তোমাতে বিক্রীত। লেহ হনুমানে দিলাম জন্মজন্ম-মত॥
এই বলি মোব অপরাধ ক্ষমা কর। সংগ্রামের যত দুখ সকলি সংহর॥
শুনিয়া শিবের কথা শ্রীরাম লজ্জিত। পুনর্বার কোলাকুলি দোঁহে হরষিত॥
তারপর হনুমানে কহে দয়াময়। শঙ্কর দিলেন ভিক্ষা সঙ্গে যাতে হয়॥

হনু কয় প্রভু মোর ভাগ্য]?] বলবান। আজি হতে কেনাবেচা রামের হনুমান
মূর্তিভেদে থাকি আমি সুগ্রীবের সাথে। স্মরণ করিলে দেখা করিব পশ্চাতে॥
পার্বতী শঙ্কর দুঁহে গেলেন কৈলাসে। হনুমান গেলা শীঘ্র সুগ্রীবের পাশে॥
অনেক ভ্রমণ কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ। তারপর ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন॥
সুগ্রীবের মৈত্রতায় মন দিলা রাম। পর্বত আশ্রয় দোঁহে করিলা বিশ্রাম॥
তথা বালী-ভয়েতে সুগ্রীব রাজা আছে। হনুমান আদি পঞ্চ পাত্র মিত্র কাছে
দূরে হতে দৃষ্টি হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে। লুকায় বৃক্ষের আড়ে ভয় পায়্যা মনে॥
পঞ্চ বানর সঙ্গে দেখাল হাত উব্যা। কে দুজন আইসে সভে দেখ দৃষ্টি কর‍্যা॥
দুই মূর্তি কি আশ্চর্য বর্ণ অনুপাম। একটি গৌরবর্ণ একটি দূর্বাদল শ্যাম॥
মাথায় জটার ভার আছে বাকল পর‍্যা। দুর্জয় ধনুক দুটা দুইজনে ধর‍্যা॥
সুগ্রীবের কথা শুন্যা হনুমান যায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়॥

হনুমানের নারায়ণ দর্শন

সুগ্রীব বলে সন্দেহ লাগে গুরুতর। মায়া কর‍্যা আল্য কিবা বালী-অনুচর॥
হনু বলে আমি যাই বুঝি কে দুজন। সুগ্রীব কয় কর তবে স্বরূপ বর্জন॥
মাগস্তের মূর্তি ধরে মরুৎ-তনয়। চারিদিগ চায়্যা চলে চঞ্চল হৃদয়॥
দূরে হতে দৃষ্টি করে দয়ানিধি তায়। আস্তে বীর বাউসুত বুঝিতে আমায়॥
দেখাব আপন মূর্তি পবন-কুমারে। এত ভাবি ভগবান চতুর্ভুজ ধরে॥
অঙ্গছটা কোটি বিধুবর প্রকাশিলা। বক্ষদেশে শ্রীবৎস দুলিছে বনমালা॥
পর‍্যাছেন পীতবস্ত্র লক্ষ্মী বস্য বামে। করযুগে বীণা বেণু সারদা দক্ষিণে॥
ব্রহ্মপুত্র সনকাদি স্তূয়মান সর্বে। দেবঋষি পিতৃগণ সিদ্ধ গন্ধর্বে॥
এ সকলে সেব্যমান কমললোচন। জিনিয়া হাজার সূর্য অঙ্গের বরণ॥
কত শত চন্দ্র জিনি মুখপ্রভাখান। চমৎকার লক্ষ্মণের রামপানে চান॥
ভায়ের ভাব বুঝি প্রভু স্মরিলা আপনা। ধরিলা অনন্ত মূর্তি হল সহস্রফণা॥
রৌদ্রের আতপ আস্যা বাজ্যাছে শ্রীমুখে। ফণা ধর‍্যা লক্ষ্মণ বারণ করে তাকে॥
সর্পের সমূহ সব বেড়্যা লক্ষ্মণেরে। মন্ত্র পড়্যা চারিদিগে বেড়্যা স্তব করে॥
দেব সর্বে স্তূয়মান রামের সম্মুখে। সর্প সব লক্ষ্মণেরে বেড়িয়া চারিদিকে॥
সহস্রফণা লক্ষ্মণ ধরিয়া রাম-শিরে। নিকটস্থ হয়্যা হনু অনুমান করে॥
একবার নিরখিয়া চাপে দুনয়ন। আরবার চতুর্ভুজ অনন্ত দরশন॥
ভাবের উদয় চিত্তে তেজি ভিন্ন কায়। প্রণমিয়া করপুটে সমুখে দাণ্ডায়॥
আসিয়া বানর বীর কহে ধিরি ধিরি। পবন-তনয় আমি হনু নাম ধরি॥

বানরের রাজা বালী সুগ্রীব দু ভাই। কনিষ্ঠ সুগ্রীবে রাজ্যভাগ দেই নাই॥
বালী মহাবলী বলে সুগ্রীব না আঁটে। লুকাইয়া রয়্যাছেন পর্বত নিকটে॥
সঙ্গে আছে পঞ্চজন প্রণয় পাইয়া। কাল গুঁয়াই গুপ্তবেশে ফলমূল খায়্যা॥
তোমাদিগ্যে দেখিয়া সন্দেহ হল তার। মোরে পাঠাইল রাজা জানিতে সমাচার॥
পূর্বে দেখিলাম যবে দুই হস্তধারী। দুজনার গণ্ডি হাতে গাছের ছাল পরি॥
মাথে জটা পূর্ণ ছিল সে সব গেল কোথা। নিকট আসিয়া এখন দেখিছি অন্যথা॥
এই ত বিচিত্র বড় জন্ম্যাছে বিস্ময়। শুন্যাছি রূপ হরমুখে বাক্য উক্তি হয়॥
রামের চরিত্র লীলা অমৃত সমান। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান॥

হনুমানকে রামের পরিচয়দান

দুকর অঞ্জলি করি : দোঁহার বদন হেরি : সকরুণ অরুণ নয়ান।
অঙ্গে অঙ্গ সঙ্কুচিয়া : বয়ানে বিনয় হয়্যা : পুলক কদম্ব কত বান॥
হনু অপরূপ দেখি : নিমিখ নিধন আঁখি : হেরি ভেল মন মূরছিত।
যারে ভাবি যোগবলে : উদয় কমলদলে : হেনরূপ দেখি আচম্বিত॥
দেখি গুণধাম রাম : নবদূর্বাদল শ্যাম : শ্রীবৎস চিহ্নিত হৃদে দেখি।
মুখে না নিঃস্বরে বাণী : পূর্ণব্রহ্ম অনুমানি : কত ধারে ঝরে দুটি আঁখি॥
হে গোসাঞি মহাশয় : কহ আগমন জয় : পরিচয় দেহ না তোমার।
ই হেন মোহন বেশ : আলে বনচর দেশ : ঋষ্যমূকে কেন আগুসার॥
কুবলয়দল নীল : শ্যাম তনু ঢলঢল : বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লাঞ্ছন।
গোলোক ছাড়িয়া হরি : আইলা ঋষ্যমূক গিরি : সুগ্রীবে করিতে অপেক্ষণ॥
কি মোর ভাগ্যেতে লেখা : ফলেতে পশ্চিমে দেখা : উদয় করিল কোন তপে।
শিব শুক নারদ ব্রহ্মা : কিরূপ বুঝিয়া তোমা : যুগান্তে যোগার্ধে করি জপে॥
আজি দেখি দিন ভিন্ন : আনন্দে উথলে তনু : কি জানি করিছে মোর মন।
ই মোর লুবধ আঁখি : দুটি পাদপদ্ম দেখি : নিতে চাই চরণে শরণ॥
হনুর শুনিয়া বোল : লক্ষ্মণ হল্যা উতরোল : রামের মনে বাড়িল উল্লাস।
পূরিল মনের আশ : যেন ঠাকুর তেন দাস : কবিচন্দ্রের পূর্ণ কর আশ॥

হনুমানের দৌত্য

হনুমান বলে শুন রাজীবলোচন। সুগ্রীবের কার্যহেতু কর্য্যাছি গমন॥
তোমার সহিতে শুভক্ষণে হল দেখা। বাসনা হয়্যাছে তার করিবেন সখা॥
এত শুন্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ বীরে কয়। হনুমানে আমাদের দেহ পরিচয়॥
লক্ষ্মণ কহেন তারে পাইয়া আশ্বাস। দশরথ নামে রাজা অযোধ্যায় বাস॥

তাহার তনয় রাম গুণাকর জ্যেষ্ঠ। ত্রিলোকে যাহার যশ সভাকার শ্রেষ্ঠ॥
ইহার অনুজ আমি নাম যে লক্ষ্মণ। পিতৃসত্য পালিতে আইলা রাম বন॥
বনের ভিতরে হল্য বড়ই বিতথা। রামভার্যা রাক্ষসে হরিয়া নিল সীতা॥
প্রবন্ধে করিয়া যুক্তি সব বীরস্থানে। সুগ্রীবের কথা মোরা শুন্যাছি শ্রবণে॥
দোঁহে ব্রহ্ম জান্যা হনু পড়ে পদতলে। রামমূর্তি ধর্যা হনুমানে কৈল কোলে॥
রামনাম মহামন্ত্র দীক্ষা করাইল। পুলকাঙ্গ হয়্যা হনু নাচিতে লাগিল॥
হনু কহে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভু তুমি রাম। মম পৃষ্ঠে চাপ দোঁহে আছে পথশ্রম॥
ত্রিলোকের নাথ রাম নারীর কারণে। মৈত্রতা করিতে যান বানরের সনে॥
মাগন্তের বেশ ছাড়্যা নিজ মূর্তি ধরে। শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল পিঠের উপরে॥
দাসত্ব স্বীকার কৈল পবননন্দন। পৃষ্ঠে কর্যা লয়্যা গেল ভাই দুইজন॥
দোঁহে রাখি সুগ্রীবের পাশে হনু যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায়॥

রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা

পুটপাণি হনুমান সুগ্রীব রাজায়। শ্রীরামের উক্তি বিবরিয়া কয় তায়॥
ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ নাম। সর্বগুণান্বিত শূর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম॥
রাবণ হরিয়া নিল তাঁর ভার্যা সীতা। তোমা সনে রামচন্দ্র করিবেন মৈত্রতা।
সুগ্রীব বলেন রাম তোমার দুখ জানি। মৈত্রতা করিবে যদি কহ সত্য বাণী॥
ভাগ্যের নাইক ওব প্রভু রঘুনাথ। ভার্যাহেতু বানরের ধরিলেন হাত॥
দুই কাষ্ঠে হনুমান করেন ঘর্ষণ। সুগ্রীবের দেশে বীর জ্বালে হুতাশন॥
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দোঁহে প্রদক্ষিণ করে। রাম সুগ্রীবের জয় ডাকয়ে বানরে॥
পরস্পর সখা কর্যা আনন্দে বিভোল। অগ্নি সাক্ষী কর্যা দুইজনে দেই কোল॥
সীতা হর্যা লয়্যা যখন যায় দশানন। হনু কয়্যাছেন আস্থা সীতার রোদন॥
দূর কর যত শোক শুন ওহে মিতা। রাবণ হরিয়া তোমা আন্যা দিব সীতা॥
আভরণ বান্ধা উত্তরীয় বাসে আছে। ইঙ্গিত পাইয়া হনু আন্যা দিল কাছে॥
হনুমান আনাইয়া দিলেন নিকটে। রাম বলে সীতার এই বাস ভূষা বটে॥
সীতার ভাবে বাস ভূষা করিলেন বুকে। ধরণীতে পড়ে রাম বাষ্পবারি মুখে॥
আবেশে অবশ কায় সীতা সীতা ডাকে। ছলা কর্যা ছায়াবতী ছাড়্যা গেলে মোকে॥
লক্ষ্মণে কহেন রাম রাজীবলোচন। বটে কিনা বটে দেখ সীতার আভরণ॥
কেয়ূর কঙ্কন তার কভু নাই দেখি। নূপুর দেখিয়া মোর ঝরে দুটি আঁখি॥
সুগ্রীবে কহেন রাম শুন ওহে মিতা। রাক্ষসের অধিপতি রাবণ থাকে কোথা॥
সুগ্রীব বলেন সেহ থাকে লঙ্কাপুরে। স্বগণ সমেত আমি বধিব তাহারে॥

ভার্যা-হরণের দুখ সব আমি জানি। কান্তার বিরহ দুঃখ তেজ রঘুমণি ॥
দুঃখ পাই বড আমি দয়ার ঠাকুর। ভাই হয়্যা বালী মোরে কর্যা ছিল্ল দূর ॥
বালীকে মারিয়া মোরে দিতে পার দেশ। সর্বথা করিয়া দিব সীতার উদ্দেশ ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা তেজ মনস্তাপ। একবাণে বিনাশিব দেখিবে প্রতাপ ॥
সুগ্রীব বলেন মিতা নিবেদি চরণে। বালীকে জিনিতে বীর নাঞি ত্রিভুবনে ॥
বালীর বিক্রম মিতা মন দিয়া শুন। কহিতে পরাণ কাঁপে তত্ত্ব নাই জান ॥
দিন প্রতি দুইবার সকাল বিকালে। স্নান সন্ধ্যা করে সাত সাগরের জলে ॥
অঙ্গুলের টিপেতে বিন্ধয়ে সাত তাল। চরণেব ঝাঁকে পারে ভেদিতে পাতাল ॥
সাগবের জলে বালী করয়ে তর্পন। বালীকে জিনিতে আল্য লঙ্কার রাবণ ॥
রথভরে গেল রাবণ সাগরের জলে। বালীর শরীরে বাণ মারে বাহুবলে ॥
সর্বাঙ্গ ফুটিয়া ধাবে গলয়ে রুধির। সাঙ্গ নহে তপস্যা চিন্তিত বালী বীব ॥
যুদ্ধে বৃহস্পতি বালী বিক্রমে আপার। লেজের বাড়িতে রথ করে চূরমার ॥
রথ ভাঙ্গি লাঙ্গুডেতে বান্ধিল রাবণে। স্নান সন্ধ্যা সমাপিয়া আইল ভবনে ॥
বন্ধনের চোটে প্রাণ করে ধডপড। অনেক বেগ্রতা করে দাঁতে কর্যা খড ॥
দয়া উপজিল বালী দিলেক ছাডিয়া। শিরে হাত বুলাইয়া গেল পালাইয়া ॥
চাপডের ঘায়েতে পাথব কবে গুঁডা। বুকের ঠেসে ভাঙ্গ্যা পডে পর্বতের চূডা ॥
সুমেরু মন্দার গিবি উপাডিতে পারে। পৃথিবী না সহে ভর যদি দর্প কবে ॥
তৃণজ্ঞান নাই কবে অস্ত্রের প্রহার। অভেদ্য শরীর ধরে যেন বজ্রসার ॥
হেন বীরে একা তুমি জিনিবে কেমনে। প্রত্যয না হয় রাম তোমার বচনে ॥
কেমনে প্রত্যয় হবে কহে রঘুবর। সেবিয়া বাল্মীকি ব্যাস কহেন শঙ্কর ॥

বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ

সুগ্রীব বলেন মিতা করি নিবেদন। অমিত বালীর তেজ না যায় কথন ॥
মায়াবী দুন্দুভি দুটা অসুর জন্মিল। তিনলোক স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল ॥
স্বর্গপুর জিনিয়া উরিলা দুইজনা। বীর খুঁজ্যা বুলে পৃথ্বী কর্যা পর্যটনা ॥
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি [শেষে] হইলা উপনীত। বাজিল সংগ্রাম ঘোর বালীর সহিত ॥
বালীরাজা একাকী অসুর দুই বীরে। সাত মাস হয় যুদ্ধ কেহ কারে নারে ॥
চাপড হানিল বালী মায়াবীর বুকে। চাকের ভাঙুরি ফিরে রক্ত উঠে মুখে ॥
ভূতলে পডিয়া দৈত্য তেজিল জীবন। সাধু সাধু বালীকে বলয়ে দেবগণ ॥
সিংহনাদ ছাড়ে বালী পূরে ব্রহ্মতাল। তরাসে দুন্দুভি যায়্যা প্রবেশে পাতাল ॥
দুন্দুভি খুঁজিয়া বালী ভ্রমে রাতিদিন। সাতবার পৃথিবী করিল প্রদক্ষিণ ॥

সুলঙ্গ দুয়ারে ঢোকে রাখ্যা মো সভারে। পাতালে পশিল বালী মারিতে অসুরে ॥
ঘোরতর সংগ্রাম বাজিল দুই বীরে। কান পাত্যা শুনি শব্দ সুলঙ্গ দুয়ারে ॥
এইরূপে যুদ্ধ হল্য দ্বাদশ বৎসর। শব্দ না শুনিয়া দিলাম সুলঙ্গে পাথর ॥
সমুদ্র নিকটে বসি সন্নিকট লঙ্কা। মোরে রাজা করে প্রজা রাক্ষসের শঙ্কা ॥
পাতাল ভিতরে বালী মারিয়া অসুরে। পায় কর‍্যা ঝিক্যা ফেলে পর্বত উপরে ॥
কিষ্কিন্ধ্যায় আল বালী ছাড়িয়া পাতাল। রাজপাটে মোরে দেখ্যা কোপে ব্রহ্মতাল ॥
সাতদিন যুঝিলাম দিবস রজনী। সহিতে না পার‍্যা রণে ভঙ্গ দিলাম আমি ॥
খেদাড়িয়া বালী মোরে পাছু পাছু ধায়। ক্ষেমা নাই প্রাণসনে বধিবারে চায় ॥
সংসার ভ্রমিয়া আলাম এই ঋষ্যমূকে। আসিতে না পার‍্যা এথা ত্যাগ কৈল মোকে ॥
রাম বলে বালী কেনে এথা নাই আল। সুগ্রীব বলেন দৈত্যে যখন মারিল ॥
ছুড়িয়া ফেলিল বালী অসুরের শির। মতঙ্গ মুনির গায় লাগিল রুধির ॥
চারিক্রোশ জুড়িয়া পড়িল তার মাথা। রক্তাক্ত শরীর মুনি পাল্য বড় বেথা ॥
বালীরাজায় কোপ করি মুনি দিল শাপ। এথা আইলে মাথাচূর্ণ হবেক তোর পাপ ॥
সুগ্রীব বলেন চায়্যা দেখ রঘুবীর। নাড়িতে না পারে কেহ দুন্দুভির শির ॥
শুন রাম তবে হয় প্রত্যয় আমার। এই মাথা যদি তুমি তুলিবারে পার ॥
সপ্ততাল ফারা যদি কর এক বাণে। জিনিতে পারিবে তবে বালীরাজে রণে ॥
অঙ্গীকার করিয়া চলিল তপোবনে। মায়াবী পঞ্জর পড়্যা আছে যেইখানে ॥
চরণে করিয়া তুল্যা ফেলে রঘুবর। উফড়িয়া পড়ে ক্রোশ শতেক অন্তর ॥
সাতজন নামিলেন পর্বত হইতে। তালের নিকটে রাম গণ্ডিবাণ হাতে ॥
রঘুবর ছাড়ে বাণ ধনুক হইতে। সপ্ততাল ভেদি বাণ নাশিল পর্বতে ॥
ঋষ্যমূক পর্বত বিদার‍্যা বাণ চলে। পৃথিবী ভেদিয়া বাণ গেল সে পাতালে ॥
ভোগবতী গঙ্গার জলে বাণ করে স্নান। হংসমূর্তি ধরি রামের তূণে ঢুকে বাণ ॥
শুন্যাছি মুনির মুখে এমন বচন। দশরথের ঘরেতে জন্মিলা নারায়ণ ॥
সর্বথা জানিলাম রাম বিষ্ণু অবতার। নহে ত এমন শক্তি আছয়ে কাহার ॥
পাঁচজনে পড়িলেন রামের চরণে। শরণ লইলাম পায় জীবন মরণে ॥
হাতে ধরি শ্রীরাম তুলিল সভাকারে। উঠিয়া বসিল সভে পর্বত উপরে ॥
রাম বলে প্রত্যয় পালে কি আর বিস্ময়। হেনকালে জাম্ববান জোড়হাতে কয় ॥
দেখিনু গোসাঞি তব বাণের প্রতাপ। বিরোধিতেপারবাউ নিবারিতে আপ ॥
যদি দেখাদেখি রণ কর তার সাথে। যত বাণ মার লুফ্যা ধরিবেক হাথে ॥
দেখাদেখি সমর কাহার বাপে সাধি। জিনিতে নারিবে বাল্যে যুগান্ত অবধি ॥
পাশুপত ব্রহ্মঅস্ত্র রাখে হাতটানে। বিস্ময় লাগিল শুন্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥

সুগ্রীব করুন যুদ্ধ বালী রাজার সনে। গাছের আড়ে থাকিয়া মারহ লুকা বাণে ॥
পর্বত হইতে সভে নাম্বিলেম হেটে। সাতজন চলি গেলা কিষ্কিন্ধ্যার বাটে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লুকাইলা বৃক্ষ-আড়ে। সুগ্রীব দুয়ারে যায়্যা গজঘণ্টা নাড়ে ॥
ঘণ্টারব শুনিয়া ধাইয়া আল্য রণে। বাজিল সমর ঘোর সুগ্রীবের সনে ॥
ধবাধরি পাডাপাডি থাবড় আঁচড। চড়চাপড় কিল আর মুটকি কামড ॥
বালী সুগ্রীব দুই ভাই একুই বরণ। চিনিতে নারিলা রাম বালী কোনজন ॥
সুগ্রীব কাতর অতি বালীর প্রহারে। ফুটিল সকল তনু রক্ত পডে ধারে ॥
ফাঁফর হইল প্রাণে চক্ষে নাই দেখে। রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল ঋষ্যমূকে ॥
তাডাতাডি বালী তাকে ঋষ্যমূকে থুয়্যা। তর্জন গর্জন কর‍্যা গেলেন ফিরিয়া ॥
সাতজনে জড হৈলা পর্বত উপরে। সুগ্রীব ডাকিয়া কিছু কহেন রামেরে ॥
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা অমৃত সমান। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

সুগ্রীবের অভিযোগ

সুগ্রীব গর্জিয়া বলে বাণী।
কহিলে যে সব কথা : সকল হইল মিথ্যা : ভাগ্যে মোর বাঁচিল পরাণি ॥
এমন তোমাব মন : ইহা জানে কোনজন : কথায় ভুলিয়া গেলাম আমি।
ভাব্যা দেখ হৃদিমাঝ : কৈলে মৈত্রদ্রোহ কাজ : বিশ্বাসঘাতকী লোক তুমি ॥
শ্রীবাম বলেন মিত : না বলিহ অনুচিত : মোব বোল কর অবধান।
কেবা বালী কেবা তুমি চিনিতে নাবিনু আমি : অতেব না মারিলাম বাণ ॥
বনে নানা ফুল তুল্যা : গাঁথিয়া বিচিত্র মালা : চিহ্ন দিল সুগ্রীবের গলে।
শুন সর্বে একমনে : পুনর্বাব সাত জনে : কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সভে চলে ॥
রামের চরিত্র কথা : শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায়।
ভাবি রাম-পদদ্বন্দ্ব . সভার হইল আনন্দ : সাতজনে গেলা পুনরায় ॥

বালীবধ

শ্রীবাম লক্ষ্মণ লুকাইলা বৃক্ষ-আডে। সুগ্রীব দুয়ারে গিয়া গজঘণ্টা নাডে ॥
সিংহাসনে বস্যা বালী তারার সহিতে। ঘণ্টারব শুন্যা বলে কে আল্য মরিতে ॥
হেনকালে জোডহাতে জানায় দুয়ারী। সুগ্রীবের বিক্রম আর সহিতে না পারি ॥
সুগ্রীবের নাম শুন্যা মার মার ডাকে। উঠিয়া আসিতে তারা নিষেধিল তাকে ॥
কতবার সুগ্রীব হারিয়া তোমা সনে। পালাইলে দেখা নাই বৎসরেক বিনে ॥
তারা বলে প্রাণনাথ রাখ মোর বাণী। না যাইহ সমরে প্রমাদ মনে গুণি ॥
মুনিগণ বলেন শুন্যাছি কতবার। দশরথের পুত্র রাম বিষ্ণু অবতার ॥

পালিতে বাপের সত্য রাম আইলা বনে। হেন বুঝি ঘটনা হয়্যাছে রাম-সনে॥
পড়িলে রামের বাণে হারাবে পরাণ। না যাইহ রণে রাজা হয়্য সাবধান॥
বালী রাজা বলে তারা শুনহ বচন। দশরথের ঘরে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥
পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ তেজে। ধার্মিক শ্রীরাম আমা মারিব কোন কাজে॥
পরের কাজে রামচন্দ্র আমায় না মারি। হেন রামে ভয় নাই শুন গো সুন্দরী॥
কপালের লিখন ঘুচালে নাই ঘুচে। তারা যত বলে বালী রাজায় না রুচে॥
কোপে কাঁপে সমরে পড়িল দিয়া লাফ। করিবরে ধরিতে সিংহের যেন ঝাঁপ॥
হাতাহাতি দুই বীরে বাজিল সংগ্রাম। বৃক্ষ-আড়ে থাকি রণ দেখেন শ্রীরাম॥
টলবল কিষ্কিন্ধ্যা দোঁহার পদদাবে। পুষ্পমালা হতে রাম চিনিলা সুগ্রীবে॥
শ্রীরাম তুলিয়া বাণ জুড়িলা ধনুকে। দুর্জয় রামের বাণ পড়ে বালীর বুকে॥
বাহির হইল বাণ বিদারিয়া বুক। বুকে পিঠে শোণিত নিকলে দিয়া মুখ॥
অঙ্গ ভেল অবশ রামের বাণ-ঘায়। কাটিলে কদলী যেন ধরণী লোটায়॥
পালটিতে নারে শ্বাস সঙ্কট জীবন। মনে চিন্তে সত্য হল্য তারার বচন॥
রাম বিনে এমন কে আছে ত্রিজগতে। বিদরে আমার বুক বাণের আঘাতে॥
নররূপে শ্রীরাম আপনে নারায়ণ। হেন জনার হাতে হল আমার মরণ॥
আমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিজগতে। এই সে অভাগ্য রামে না পাই দেখিতে॥
শ্রীরামে দেখিতে চায় উঠিতে না পারে। কোথা আছ ওহে রাম ডাকে উচ্চস্বরে॥
বাহির না হয় প্রাণ বেথায় অস্থির। পরশিয়া মুক্ত মোরে কর রঘুবীর॥
সুগ্রীবে ডাকিয়া বলে বানরের রাজ। ধিক রে সুগ্রীব তোর মুখে নাই লাজ॥
প্রাণ মোর নিকলে রামের শরজালে। রামে আন্যা আমারে দেখাহ এইকালে॥
হের আস্য জাম্ববান বীর হনুমান। দধিমুখ সুষেণ দেখাহ মোরে রাম॥
সুগ্রীবাদি পাঁচজন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বালীকে বেড়িয়া দাণ্ডাইল সাতজন॥
বালী বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার। সুরমুনিগণ পূজে চরণ তোমার॥
ধার্মিক পুরুষ তুমি সুগ্রীব-বচনে। বধিলে আমার প্রাণ অপরাধ বিনে॥
তারার বচন আমি না শুনিনু কানে। পাষণ্ড কপাল মোর সুগ্রীবের গুণে॥
সহোদর হইয়া প্রাণের হল্য কাল। জনম অবধি দুঃখ দিলেক চণ্ডাল॥
তুমি বিষ্ণু জনম লভিলা সূর্যকুলে। লুকা বাণে মাল্যে মোরে চণ্ডালের বোলে॥
মুনিমুখে শুন্যাছি তোমার গুণগ্রাম। পরম দয়াল ধীর মহাবীর রাম॥
তাড়কা বধিলে পাঁচ বৎসরের কালে। হরভৃগুধনুক ভাঙ্গিলে অবহেলে॥
শাখামৃগ জাতি আমি এ বৃদ্ধ শরীর। লুকায়্যা বধিলে হয়্যা রঘুবংশবীর॥
তবে রাম বুঝিতাম তোমার বীরপনা। সাক্ষাত হইয়া রাম যদি দিতে হানা॥

যত বাণ মার লুক্যা ধরিতাম হাতে। হেন বীর নাই যুঝে আমার সাক্ষাতে ॥
মায়াবী দুন্দুভি মারিলাম বাহুবলে। রাবণ জিনিতে আল্য সাগরের কূলে ॥
লাঙ্গুড় আঘাতে তার রথ কৈলাম গুঁড়া। বান্ধ্যাছিলাম রাবণে করিয়া পাছুমোড়া ॥
স্নান সন্ধ্যা করিলাম এ সপ্ত সাগরে। নাকানি চুবানি খায়্যা রাবণ রাজা মরে ॥
ছাড়িয়া দিলাম দেখ্যা পরাণে বিকল। অদ্যাপি কিষ্কিন্ধ্যা মুখে নাই খায় জল ॥
রাবণ হরিল সীতা জানিতাম কথা। কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার আনিয়া দিতাম সীতা ॥
বধিলে আমারে তুমি স্বগ্রীব-বচনে। ধার্ম্মিক বলিয়া নাম ধরিবে কেমনে ॥
মরিলাম তব বাণে মুকতি পৌরুষ। ত্রিভুবনে রহিল তোমার অপযশ ॥

কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোঽস্ম্যহং।
রাজধর্ম্মবিজ্ঞায় গর্হিতং কথং তে কৃতং ॥

বালী কহে তোমারে কে বলে দয়াযুত। কহ দেখি কি তোমার কৈনু অপকৃত ॥
ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ তুমি সব ধর্ম্ম জান। বিনা অপরাধে রাম মোরে বধ কেন ॥
রাজবংশে জন্ম তব রাজধর্ম্ম নয়। লুকায়্যা মারিলে মোরে নাহি ধর্ম্মভয় ॥
নির্দ্দয় শরীর রাম দয়া নাই তোর। দুভায়ে বিরোধভাব তুমি কেন মার ॥
মুনিবেশ ফলমূল করহ ভক্ষণ। ধন ধরা তোমার নাহিক প্রয়োজন ॥
দয়াল বলিয়া তোমা বলে কোন জনে। ভক্ষ্য সম্বন্ধ নাই তবে মালে কেনে ॥
ডাক্যা যদি মারিতে জানিতাম মর্দ্দানা। জানা গেল রাম হে তোমার বীরপনা ॥
গোব্রাহ্মণ অভিষিক্ত রাজায় যেবা মারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কয় যায় নরক ভিতরে ॥
শত্রু তব নই আমি কর অনুচিত। অরে রাম নহ তুমি রাজার জন্মিত ॥
রাম কহে বালী রাজা নিন্দা কর মোরে। অধার্ম্মিক দুষ্টমতি বধিলাম তোরে ॥
রাজার মৃগয়া ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে। শশক বানর ব্যাঘ্র বধি মৃগগণে ॥
ইক্ষ্বাকু রাজার রাজ্য ভরথে পালিত। একরাজ্যে দুই রাজা কর্ম্ম অনুচিত ॥
হরিলি ভায়ের ভার্য্যা অনুচিত কর্ম্ম। দুষ্ট জনে বধ করি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
বালী বলে দশরথে মিছা দেই দোষ। উচিত কহিতে রাম পাছে কর রোষ ॥
তোর অন্তরের কথা দশরথ জান্যাছে। দুর্ব্বুদ্ধি জানিয়া তোরে বনে পাঠ্যায়াছে ॥
দূর কর্য়া দিল রাজা জানিয়া যোগ্যতা। দেশের ভার ভরথে দিলেক টীকা ছাতা ॥
করহ পরের হিংসা না জানি স্বধর্ম্ম। পক্ষ মৃগ পশ্বাদি জাতির শুন কর্ম্ম ॥
ব্রহ্মার লিখিত সৃষ্টি সৃজিল গোসাঞি। তাহার মৈথুন নীত পশুপক্ষের নাঞি ॥
শ্রীরাম বলেন বালী শুনরে দুর্জ্জন। তোরে বধিলাম আমি প্রতিজ্ঞা কারণ ॥
বুঝ্যা দেখ তোমার করিনু উপগার। স্বর্গ যাহ বালী প্রীত হইয়া আমার ॥
রাম বলে তেজ নাই জানিলাম তোর। কোলে করি বলে রাম দোষ ক্ষেমা কর ॥

বালী বলে কি বলিছু বাণের জ্বালায়। আমারে প্রসন্ন হয়্য ধরি দুটি পায় ॥
কাল পূর্ণ বালীর অবশ হল্য কায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥

বানরদের ক্রন্দন

বালীরাজা পড়ে রণে : দেখিয়া বানরগণে . ভয় পায়্যা কে কোথা পালায়।
বালী মল্য রাম -বাণে : কি কাজ মোদের প্রাণে : বানরগণ কহিছে তারায় ॥
কপাট দেহ চারিদ্বারে : রক্ষা কর অঙ্গদেরে : আছি বানর আমরা সহায়।
অঙ্গদে করহ রাজা : কিষ্কিন্ধ্যার যত প্রজা : পালন করিব মোরা তায় ॥
শুনিয়া বালীর দারা : উচ্চস্বরে কান্দে তারা : জোরে বুকে মারে করাঘাত।
আবেশে অবশ কায় : ভূমে গডাগডি যায় : ললাটে হইল রক্তপাত ॥
আর নাই জিব প্রাণে : কিবা করে ধরা ধনে : অঙ্গদে আমার কিবা কাজ।
যে বীব রাবণে জিনে : পডিল রামের বাণে : দেশ জুড্যা হল্য বড় লাজ ॥
হায় হায় মরি মরি : মিছা প্রাণ আমি ধরি : এই ছিল কপালে লিখন।
তারা কান্দে উচ্চরায় : দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : ব্যাস উক্তি বাল্মীকি বর্ণন ॥

তারার শোক

মুক্তদেশে উর্দ্ধমুখে তথা যায় তারা। হাহাকার কর্য্যা যায় চক্ষে বহে ধাবা ॥
তাবার পশ্চাত ধায় অঙ্গদ নন্দন। তাহাব পশ্চাত ধায় পাত্রমিত্রগণ ॥
রাম-বাণে পড়্যা বালী অজয় সমরে। ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখে রথভরে ॥
মুক্তকেশা হাহাকার কর্য্যা তারা আল্য। আহা প্রাণনাথ বল্যা চরণে পডিল ॥
তাবা বলে রামের না করি অপরাধ। বিনি অপরাধে পাডে এতেক প্রমাদ ॥
লুকা বাণে মার্য্যা কেন বধিলে জীবন। ধার্মিক বলিয়া তোমা বলে কোনজন ॥
বনে হারাইয়া সীতা সুগ্রীবের বোলে। বজ্র পেল্যা মাল্যে কেন আমার কপালে ॥
চাহেন রামের পানে লোচন পাকল। কোপে কম্পমান হিয়া জলন্ত আনল ॥
বালী বলে শুন তারা আমার বচন। রামের তরে আর না বলিহ কুবচন ॥
অনেক প্রকারে রামে ভৎর্সিয়াছি আমি। অধোমুখে আছেন রাম মুখে নাই বাণী
তোমার বচন সত্য ডাকিলেক কাল। কার দোষ নাঞি মোর পাষণ্ড কপাল ॥
বালী রাজা কহে রামে মরণের কাল। ইন্দ্রদত্ত রত্নময় লহ কণ্ঠমাল ॥
অঙ্গদে করিয়া কোলে বালী রাজা কয়। সুখ দুঃখ সম করি ভাবিহ নিশ্চয় ॥
আজি হতে হল্যে তুমি সুগ্রীবের বশ। আর বাছা যেন নাই হয় অপযশ ॥
অঙ্গদে দিলেন বালী শ্রীরামের পায়। দোষ ক্ষেমি পুত্রবৎ পালিবে ইহায় ॥

আমার সমান বীর আমার নন্দন। অঙ্গদে পালিহ রাম কমললোচন ॥
মোহযুত হল্যা রাম বালী রাজার বোলে। বাহু পসারিয়া বীরে করিলেন কোলে ॥
লক্ষ্মণ আমার পাছু অঙ্গদ পরাণ। বাসভূষা দিয়া তার করিল সম্মান ॥
শ্রীরাম বলেন বালী তেজ তুমি শোক। বাণে পূত হয়্যা মোর যাহ স্বর্গলোক ॥
রামরূপ দেখে বালী ভরিয়া লোচন। শরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
তনুত্যাগ কৈল বালী রামের সাক্ষাতে। ইন্দ্রলোক পাল্য চাপ্যা চিত্র স্বর্ণরথে ॥
কান্দয়ে বানর ঘটা করে হায় হায়। করুণ বচনে রাম প্রবোধে সভায় ॥
পাটে রাজা সুগ্রীব হইল রাজ্যেশ্বর। দেশে দেশে আনাইল যতেক বানর ॥
শ্রীরামের কৃপাতে সুগ্রীব রাজ্য পায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

সুগ্রীবের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা

শ্রীরাম মোহিত হল্য তারার বচনে। প্রবোধ করেন তারে মধুর বচনে ॥
স্বর্গলোক গেল বালী পড্যা মোর বাণে। অবশ্য পতন আছে এ দেহ ধারণে ॥
রাজ্যেশ্বরী হয়্যা তুমি থাক কিষ্কিন্ধ্যায়। সুগ্রীব করিব রাজ্য তোমার আজ্ঞায় ॥
পালন করহ সুখে অঙ্গদ যুবরাজে। সর্বক্ষণ স্বামী লয়্যা কে কোথা বিরাজে ॥
চারা কি দৈবের চক্র যে হল্য সে হল্য। রোদন না কর আর যথাস্থানে চল ॥
প্রবোধ মানিল তারা ঘরে গেল যদি। সুগ্রীবে ডাকিয়া বলে রাম গুণনিধি ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুগ্রীব রাজন। যথাবিধি করে বালীর শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥
মাল্যবান পর্বতে হল রামের আশ্রম। সুগ্রীব আসেন নিত্য করিতে দর্শন ॥
বৃক্ষমূলে বৈসে রাম দয়াল দয়াময়। সুমিত্রা-তনয় আর সুগ্রীব মহাশয় ॥
বসিল বানর ঠাট বেড়ি চারিদিক। হেঁটমাথা কর‍্যা রাম ভাবেন খানিক ॥
জাগিতে ঘুমাতে মনে পড়ে চন্দ্রমুখী। জিজ্ঞাসে বানররাজ চিন্তাযুত দেখি ॥
কেনে প্রভু কি কারণে কর‍্যা হেঁটমাথা। কহ দেখি শুনি প্রভু কোন দুঃখকথা ॥
শ্রীরাম বলেন আর কি জিজ্ঞাস মোরে। সীতার শোক সদা মোর জাগিছে অন্তরে ॥
সম্প্রতি সুযুক্তি কিবা তত্ত্ব পাই কিসে। কৃতাঞ্জলি করিয়া সুগ্রীব রাজা ভাষে ॥
কমললোচন নিবেদন করি যুক্তি। বর্ষাকাল উপনীত হইল সম্প্রতি ॥
পর্বত গহ্বর খানা বেড্যা গেল বন। লুকাল্য পথের চিহ্ন রাজীবলোচন ॥
চারিমাস এখানে থাকহ সীতানাথে। নিবেদিয়ে চরণকমলে রঘুনাথে ॥
বৃষ্টিকাল নিবড়িল শরৎ প্রকাশে। দিকে দিকে দূত যাবে জানকী উদ্দিশে ॥
যেদিগে সন্ধান তত্ত্ব পাইব সীতার। অবশ্য আনিব বংশ নাশ কর‍্যা তার ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা সব তোমার ভার। এই যুক্তি বিনে এখন কি উপায় আর ॥

পরামর্শ সারোদ্ধার কর‍্যা কপিপতি। রামচন্দ্রের পদতলে করিলা প্রণতি ॥
হস্ত বুলাইলা মাথে করুণাসাগর। পাসর‍্যা না থাক সখা যাহ নিজ ঘর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রাখ্যা পর্বত উপর। নিজ সৈন্য সঙ্গে কপিরাজ গেলা ঘর ॥
সদানন্দে বসে রাজ্যে সুগ্রীব রাজার। রাজপাটে বস্যা তত্ত্ব করেন প্রজার ॥
আনন্দ আবেশে দিন যায় কত রসে। নারীসঙ্গে নানা কেলি রজনী-প্রবেশে ॥
একদিন রাজপাটে রাজন বসিয়া। পবননন্দন কহে ভূপে সম্বোধিয়া ॥
না কর রামের তত্ত্ব রাজন বারেক। কুপিলে করুণানিধি পাছে হয় ঠেক ॥
যে রামের প্রসাদে পাইলে ছত্রদণ্ড। এক বাণে বালী বধ্যা দিল রাজ্যখণ্ড ॥
এ সুখ সম্পদ সব রাম হতে পালে। বারেক শ্রীরাম বল্যা মুখে না বলিলে ॥
সুগ্রীব বলেন তাহা তোকে কি বলিব। যখন যে কার্য হয় বুঝিয়া করিব ॥
পবননন্দন কয় পালাম পরিচয়। আপনার ভালমন্দ আপনি বুঝয় ॥
কহিলাম যেমন পালাম তার ফল। কিন্তু রাম কুপিলে হবেক অমঙ্গল ॥
একথা কহিয়া হনু নিবৃত্ত হইল। রাজকার্য সঙ্কলি রাজন ঘরে গেল ॥
পর্বত আশ্রয় কর‍্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দিন গেলে ফলমূল করেন ভক্ষণ ॥
পশুপক্ষ কাননে কতেক জন্তু আছে। রামের দর্শন লাগ্যা সবে আসে কাছে ॥
দিবসে থাকেন রাম পশুপক্ষ লয়্যা। রাত্রি হলে নিদ্রা যান তৃণ বিছাইয়া ॥
নেত্রেতে না হয় নিদ্রা চমকি উঠেন। ঘুমঘোরে সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন ॥
প্রবোধে লক্ষ্মণ বীর করি কত স্তব। এরূপে বঞ্চেন বনে দয়াল রাঘব ॥
মৃগপক্ষরূপ ধর‍্যা ব্রহ্মাদি দেবতা। রাম দরশন জন্য আসেন সর্বথা ॥
এইরূপে বর্ষা গেল শরৎ উপনীত। সুগ্রীব না করে তত্ত্ব শ্রীরাম চিন্তিত ॥
রাত্রিকালে রঘুনাথ বসিয়া আশ্রমে। সুপ্রকাশ শশধর উদিত গগনে ॥
চন্দ্রপানে দৃষ্টি হতে সীতা পড়ে মনে। রোদন করেন অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥
হাহা প্রিয়ে জানকী রহিলে কোনদেশে। কে নিলেক কোথা থুল্য না জানি বিশেষে
তিল অর্ধ আর যদি না দেখি জানকী। হেঁটমাথা কর‍্যা থাকেন যেন কত দুখী ॥
শয়ন সময়ে গলে হার নাই পরি। হারের অন্তরে রবে আমার সুন্দরী ॥
এত সুখ পাসরিয়া রইল কার স্থানে। চারিমাস না শুনিনু মধুর বচনে ॥
বন যাত্য লক্ষ্মণ আনিত ফল জল। চাহিতে পথের পানে থাকিতে চঞ্চল ॥
কুটির বাহির হয়্যা পথ চায়্যা থাক। দূরে গিয়া লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্যা ডাক ॥
সে লক্ষ্মণে পাসরিয়া আছ কার ঘরে। সদাই তোমার শোক জাগিছে অন্তরে ॥
কান্দিয়া আকুল রাম বুক নাই বান্ধে। রামের কাছে বসিয়া লক্ষ্মণ বীর কান্দে ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই দেখিলে চরিত। বালী বধ্যা সুগ্রীবে কৈলাম ভাল মিত ॥

রাজপদ পায়্যা মত্ত হইয়া রহিল। চারিমাস গেল বারেক তত্ত্ব না করিল ॥
কুপিলা শ্রীরামচন্দ্র চাহে ধনুশর। সুগ্রীবে করিব আজি বালীর দোসর ॥
রামের দেখিয়া কোপ লক্ষ্মণ বীর কয়। আজ্ঞা দিলে কোন কার্য সিদ্ধ নাই হয়।
কোন তুচ্ছ সুগ্রীব আপনে যাবে কেনে। এত বলি লক্ষ্মণ চলিলা কোপ মনে ॥
বাম হাতে ধনু কক্ষে তূণপূর্ণ তীর। পিঠে ঢাল খাঁড়া দোলে চলে মহাবীর ॥
কোপেতে পাকল চক্ষু রক্তবর্ণ হল। ভূমিকম্প হয় যেন হুঙ্কার ছাড়িল।
সুগ্রীবে মারিতে যায় সুমিত্রানন্দন। দয়া উপজিল রাম বলেন তখন ॥
না মারিহ সুগ্রীবে লক্ষ্মণ ভাই শুন। প্রাণতুল্য বাসি তাকে ডাক্যা গিযা আন ॥
কিন্তু তারে ভয় দেখাইশে ভালমতে। বালী-পথ দেখাইব সেই বাণ-ঘাতে ॥
লইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ চলিলা। দণ্ডমাত্র সুগ্রীবের দ্বারে উত্তরিলা ॥
দ্বারীকে ডাকিয়া বীর কহিছেন তত্ত্ব। কোথা তোমাদের রাজা ধনমদে মত্ত ॥
কহ গ্যা লক্ষ্মণ বীব ডাকেন তোমায়। শ্রীরামের আজ্ঞা কাছে যাইতে ত্বরায় ॥
প্রজাসঙ্গে বস্যা আছে সুগ্রীব রাজন। দ্বারী বলে মহারাজা ডাকিল লক্ষ্মণ ॥

সুগ্রীবের চর প্রেরণ

বাজা বলে লক্ষ্মণ কে জিজ্ঞাস্যা গ্যা আয়। দ্বারী গিয়া লক্ষ্মণকে পুছিল ত্বরায় ॥
পরিচয় দেহ বীর রাজা জিজ্ঞাসিল। শুনিয়া লক্ষ্মণ কোপে জলদগ্নি হল ॥
সিংহনাদ কর্যা চক্ষু করিল পাকল। কিষ্কিন্ধ্যা নগর প্রায় যায় রসাতল ॥
ভয়ে পলাইল যত দ্বারিগণ ছিল। সভাতলে কোপাবেশে লক্ষ্মণ আইল ॥
শুনরে সুগ্রীব তোরে পরিচয় বলি। একবাণে যেজন বিনাশ কৈল বালী ॥
একবাণে সাততাল ঋষ্যমূক ভেদি। যার বাণ স্নান কৈল যায়্যা ভোগবর্তী ॥
দুন্দুভি-পঞ্জর পদে তুলে যেইজন। যাহার প্রসাদে পালি বাজ-সিংহাসন ॥
তাহার নফর আমি ভাই বলেন মোকে। আপনাব পবিচয় দিলাম তোমাকে ॥
সাধ আছে জিতে যদি উঠ শীঘ্রগতি। নতুবা দেখাব তোরে বালীর বসতি ॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা কাঁপিল অন্তরে। গলে বস্ত্র দিয়া প্রণমিলা লক্ষ্মণেরে ॥
চলিল রামের কাছে লক্ষ্মণ সঙ্গতি। পাত্র মিত্র সেনাপতি সকল প্রভৃতি ॥
আশ্রমে বসিয়া একা রামচন্দ্র ছিলা। সুগ্রীব রামের পায় লোটায়্যা পড়িলা ॥
দয়ার ঠাকুর রাম কোপ গেল দূরে। হাথে ধর্যা কাছে বসাইলা সুগ্রীবেরে ॥
প্রণাম করিল রামে যতেক বানর। আশীর্বাদ সভে দিলা প্রভু গদাধর ॥
রামচরণারবিন্দে রাজা হল নত। কটকের পরিচয় দেই সূর্যসুত ॥
সুগ্রীব বলে এই সব ভগবান দেখ। প্রভুর সমুখে বস্যা বানর কটক ॥

অসম্ভব শক্তিবল সাহস দারুণ। তুচ্ছ কর‍্যা বাসে জল পর্বত আগুন॥
ক্রমে পাদপদ্মে পরিচয় দিব কত। কালেতে জানিবে গুণ যেজন ধরে যত॥
জন চারি বানরের তুল্য নাই জোর। নল নীল গবয় গবাক্ষ সঙ্গী মোর॥
কেশরী তপন অঙ্গদ যুবরাজ। সিদ্ধ করিবারে পারে অসাধ্য যে কাজ॥
ভূত ভবিষ্যত কথা জানে জাম্ববান। আমি জানি উহার সম বুদ্ধে নাই আন॥
সুগ্রীবের কথা শুন্যা রাম হৃষ্ট চিতে। বলেন জানকী আমি পাব তোমা হতে॥
সম্প্রতি উপায় কর তত্ত্ব কিসে পাই। সুগ্রীব বলেন দূত পাঠাই ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বল্যা চারিদিগে দূত নিয়োজিল। আট বীর প্রধান দক্ষিণদিগে গেল॥
সসৈন্য অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্ববান। নল নীল গয় গবাক্ষ সম্পাতি হনুমান॥
এই আট বীর রাজা পাঠায় দক্ষিণে। সীতা লয়্যা দশানন গেছে যেদিগ পানে॥
তারপর রামচন্দ্র ডাকিয়া হনুকে। নিজ কর অঙ্গুরী নিশান দিলা তাকে॥
'মোর জানকীর সঙ্গে দেখা যবে হবে। অবিশ্বাস করিলে নিশান এই দিবে॥
দুটি হাত পাতিয়া অঙ্গুরী নিলা হনু। ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল প্রভু-পদরেণু॥
যূথবন্ধে বাউপথে চলিলা দক্ষিণে। জানকী উদ্দিশে আসে আনন্দিত মনে॥
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা এত দূরে সায়। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

সুন্দরকাণ্ড

সীতান্বেষণে বানরদের দক্ষিণ যাত্রা

রামের অঙ্গুরী ধরি : শূন্যেতে উধাও করি : পবননন্দন চলে আগে।
পাছু যায় সাতজন : যেখানে দেখয়ে বন · প্রবেশ করয়ে অতি বেগে॥
বন করে পাঁতি পাঁতি : উদ্দেশে রামের সতী : বিমনা হইয়া সভে চলে।
আট বীর একত্তরে : বসিয়া বিচার করে : কি হবেক ঘন ঘন বলে॥
দক্ষিণদিগে যত গিরি : বন গহ্বর ক্রমে ফিরি · কোথাহ্ না শুনি সীতা নাম।
কি করিব কোথা যাব : কোথা গেলে সীতা পাব : তৃষ্ণায় আকুল হল্য প্রাণ॥
পর্বতে বসিয়া সভে : কি করি উপায় ভাবে : দেখে কাছে দারুণ গহ্বর।
উগিয়া অঙ্গদ চায় . দেখ্যা মনে ভয় পায় : পাতাল পর্যন্ত পরিসর॥
বীরভাগে ডাক্যা দূত : দেখায় বালীর সুত : হনু বলে চল প্রবেশিব।
সভে বলে গহ্বর দেখ্যা : পরাণ উঠে চমক্যা : কোন কাজে পাতাল পশিব॥
বলে বীর বাউসুত : করি বসি তার তত্ত্ব : জল পালে বাঁচাব পরাণি।
শঙ্কা কর তুমি চিতে : এত বল্যা পড়ে তাতে : আস আস আগাইনু আমি॥
হনুমান আগুসরে : এড়াতে না পাবে তারে : পাছু পাছু সাত বীর চলে।
যায় অতি বেগবান : ভরসা দেই হনুমান . উপনীত হইল পাতালে॥
দেখে দিব্য রত্নঘর : তাকে বেড্যা থরে থর · নানান জাতীয় পুষ্পোদ্যান।
সরোবর তার মাঝে : পদ্মেতে ভ্রমর গুঞ্জে : যেন ইন্দ্রপুরীর নির্মাণ॥
দেখ্যা মন মজে তায় : আট বীর ঘন চায় : জল দেখ্যা সুস্থির পরাণি।
আগ্যাতে যোগ্যতা নাই : হনু পানে সভে চাই : ইহার উপায় কর তুমি॥
হনু কয় ভাব কি : ভাগ্যে আছে হবেক যি : গেলা সেই ঘরের নিকটে।
যোগিনীকে দেখ্যা ঘরে : আট বীর প্রণাম করে : মিনতি করয়ে করপুটে॥
হনু আদি আট জনে : যাইয়া যোগিনী-স্থানে : প্রণাম করিয়া পড়ে পায়।
শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা . রামের চরিত্র কথা : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায়॥

হনুমানের লঙ্কাপুরে আগমন

করপুটে যোগিনীরে করিল প্রণাম। ভাবাবেশে বাক্যরসে ভুলায় হনুমান॥
বলে বীর ধন্য ধন্য দেবী গো তোমাকে। কি আশ্চর্য আশ্রম না দেখি তিনলোকে॥
যোগিনী সন্তুষ্ট হয়্যা খাদ্যে দিল জল। স্বর্ণপাত্র ভরিয়া দিলেন দিব্য ফল॥
ভক্ষণ করিয়া স্নিগ্ধ বীরভাগ হল্যা। কি কাজে আইলা দেবী তারে জিজ্ঞাসিলা॥

হনু বলে পাদপদ্মে নিবেদন করি। বনে কে হরিয়া নিল রামের সুন্দরী ॥
ভ্রমিয়া অনেক আলাম ঋষ্যমূক কাছে। সুগ্রীব রাজার সনে মৈত্রতা হয়্যাছে ॥
বালী বিনাশিলা রাম সুগ্রীব হল্য রাজা। রামের নফর হলাম যত পাত্র প্রজা ॥
দয়ার সাগর রাম বীরে মহাবীর। সীতার শোকে সকরুণ সদাই অস্থির ॥
আমরা খুঁজিয়ে সীতা রাজার বচনে। পরিচয় কহে হনু তোমা বিদ্যমানে ॥
হনুর শুনিয়া কথা যোগিনী জানিল। শঙ্করের পূর্বকথা মনে পড্যা গেল ॥
পাতালে নাইক সীতা কহেন প্রভাবী। আট বীরে অন্বেষণ কর গা পৃথিবী ॥
এত বল্যা বীরভাগে বিদায় করিয়া। কমললোচনে শীঘ্র দেখিল আসিয়া ॥
পরশি প্রভুর পদ পাল্য নিজ স্থান। দক্ষিণমুখে আট বীর করিল প্রস্থান ॥
নগর চাতর গিরি গহ্বর কানন। দক্ষিণদিগে রজত দেশ করিল ভ্রমণ ॥
কোথাহ সীতার নাম সংবাদ না শুনে। বিন্ধ্যাচল পর্বতে গেলেন বীরগণে ॥
পাঁতি পাঁতি করিয়া কানন খুঁজ্যা বুলে। না পায়্যা সন্ধান কোথা বসে বৃক্ষমূলে ॥
অঙ্গদ বলেন আর কি ভাবনা করি। চল না সাগরজলে ঝাঁপ দিয়া মরি ॥
কোন লাজে ফির্যা যাব করিলাম কি। দেশকে গেলে মরিব দেখিতে পাত্যাছি ॥
অগ্নিকুণ্ড করি কিবা প্রবেশিব জলে। পরাণ তেজিব লেখা এইছিল কপালে ॥
এইমত ভাবনা করে সকল বানরে। হেনকালে দেখিল সম্পাতি পক্ষবীরে ॥
পর্বতপ্রমাণ অঙ্গ দেখ্যা লাগে ভয়। দূরে হতে দৃষ্টি কর্যা হনুমান কয় ॥
অগ্নিকুণ্ড জলে আর জিতে না হবেক। মনের যতেক তাপ এই ঘুচাবেক ॥
হায় হায় কিবা হল্য অপমৃত্যু গেনু। সঙ্কটে রামের কাজ করিতে নারিনু ॥
কে কর্যা দিবেক তত্ত্ব রাম পাবেন সীতা। কি কাজ করিনু মোরা জন্ম্যাছিলাম বৃথা ॥
লয়্যা যায় রাবণ সীতা জটায়ু দেখিল। সাহস কর্যা শূন্যপথে ঘোর যুদ্ধ কৈল ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ তত্ত্ব কবে রঘুনাথে। কিঞ্চিৎ কাজ কর্যা রামের গেল স্বর্গপথে ॥
ধন্য রে জটাউ পক্ষ জন্ম তোর ধন্য। পশু পক্ষ মর্ত্যসৃষ্টে তুমি অগ্রগণ্য ॥
জটাউর নাম করে যত বীর বস্যা। ভায়ের নাম শুনিয়া নিকট হল আস্যা ॥
ডাক্যা বলে কেবা তোরা জটাউ কেন স্মর। আমি এ সম্পাতি তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
তোরা সকলকে কেন দেখি দুঃখভাগী। জটাউর নাম কর কোন কার্য লাগি ॥
বৃত্তান্ত কহিল তারে বীর হনুমান। বিস্তর কান্দিয়া সীতার কহিল সন্ধান ॥
অঙ্গদ বলেন বীর বিবরিয়া বল। রাবণ লইয়া সীতা কোথায় রাখিল ॥
সম্পাতি বলেন রঅ বিলম্বেতে কব। জটাউর উদ্দিশে জল তর্পণেতে দিব ॥
এত বলি সমুদ্রে নামিল মহাবীর। ভায়ের উদ্দিশে অনেক দিল সিন্ধুনীর ॥

ক্রিয়া সমাধান করি সীতার তত্ত্ব কয়। ত্রিকূট পর্বতশীর্ষ সৌধ স্বর্ণময় ॥
সমুদ্রের মাঝে পুরী শতেক যোজন। অশোকবনমাঝে সীতায় রাখ্যাছে রাবণ ॥
একথা কহিয়া সর্বে দিলেন বিদায়। শুন্যা সবে হৃষ্ট হল্য রামগুণ গায় ॥
পাইল সীতার তত্ত্ব সম্পাতির মুখে। দশদিক আঁধার ছিল দীপ্তি পাল্য চক্ষে ॥
আট বীর একত্রে বসিয়া যুক্তি করে। সভাকারে কহিছেন অঙ্গদ কুমারে ॥
কে যাবে সাগরপার দেখিতে সীতাকে। রামের কাছে স্থগ্রীবের পৌরুষ কে রাখে ॥
রামের কার্য রাজার আজ্ঞা রক্ষা করে যে। সকল কটক মধ্যে অগ্রগণ্য সে ॥
একে একে আপন বিক্রম বলে সভে। হেঁটমাথা কর্য্যা বীর হনুমান ভাবে ॥
আপন বিক্রম বলে যতেক সেনাপতি। শত যোজন লঙ্ঘিবারে নাহিক শকতি ॥
অঙ্গদ কয় শতযোজন আসিতে যাতে পারি। মোরে বল সভে সীতার তত্ত্ব যায়্যা করি ॥
শুন্যা মন্ত্রী বলে রাজ্যের যুবরাজ তুমি। তোমায় আজ্ঞাকরি শক্তি নাই ধরি আমি ॥
মহাবীর বালী রাজা তুমি তার সুত। তোমাকে পাঠাতে লঙ্কা নহে উপযুক্ত ॥
রাজা তা করিতে পারে মোদের সাধ্য কি। অঙ্গদ বলেন তবে উপায় হব কি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী কহিল বিশেষ। হনুমান করিবেন সীতার উদ্দেশ ॥
কি কথা ভাবিছ হেঁট মাথেতে বসিয়া। যাতে হবে জানকীর তত্ত্ব আন গিয়া ॥
এ কথা কহিলা যদি মন্ত্রী জাম্ববান। সভে মিল্যা করে হনুমানের বাখান ॥
সভার আজ্ঞা পায়্যা বীর বাহু পসারিয়া। চলিলা দক্ষিণ মুখে শ্রীরাম ভাবিয়া ॥
পবন-সমান গতি চলে বীরবর। আকাশমণ্ডলে দেখে ইন্দ্রাদি অমর ॥
দেবের বচন দেবী স্থরসা শুনিয়া। হনুর সাক্ষাতে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া ॥
অনেক প্রকারে তারে কিসে না পারিল। মনে তুষ্ট হয়্যা তারে শেষে বর দিল ॥
সীতার উদ্দেশ করি দেখিবে শ্রীরাম। আশীর্বাদ কর্য্যা দেবী গেলা নিজস্থান ॥
পবন-গমনে যায় পবননন্দন। সাগর সন্তুষ্ট হয়্যা ভাবে মনে মন ॥
সাগরের বচনে মৈনাক করে দেখা। বৃত্তান্ত কহিছে তারে পবনের সখা ॥
শুনিয়া তাহার কথা বীর হনুমান। অঙ্গুল করিয়া স্পর্শ করিলা পয়াণ ॥
চঞ্চল প্রকৃতি বীর যায় শূন্যপথে। শ্রীরামের অঙ্গুরী নিশান আছে হাতে ॥
হাতে হতে সাগরের জলেতে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পবন-তনয় ডুব দিল ॥
ডুবিল অনেক দূর অঙ্গুরী না পায়। পবননন্দন কোপে পাতাল পানে যায় ॥
তদন্ত পর্যন্ত বীর করিল গমন। তথাপি না পাইল রামের নিদর্শন ॥
আশ্চর্য দেখিল তথা রত্নের মন্দির। মনেতে ভাবনা করে হনুমান বীর ॥
মন্দির ভিতরে এক বৃদ্ধ মুনি থাকে। অনাথবান্ধব রাম নাম বল্যা ডাকে ॥

হনু বলে হেথা কেন রাম নাম শুনি। ভাবিয়া চলিল কাছে বানর মহাজ্ঞানী ॥
ভকতি করিয়া পদে করিল প্রণাম। মুনি বলে আস্ত আস্ত বাছা হনুমান ॥
অব্যপ হইল হনু মুনিপানে চায়। দেখা শুনা নাই মোরে সকলি সুধায় ॥
হনু বলে পাদপদ্মে নিবেদিব মুনি। কেমনে জানিলে ইহা রামের দূত আমি ॥
হাস্যা হাস্যা ঋষিরাজ হনুমানে কয়। অনেক কাল আছে মোর এখানে আলয় ॥
রামের ভজনফলে সব সন্ধি জানি। অনেক কাল জলের ভিতর বস্যা আছি আমি ॥
নিশান অঙ্গুরী লয়্যা যাতেছিলাম লঙ্কা। পড়িল সাগরজলে মনে পালাম শঙ্কা ॥
কি হবেক কহ সে অঙ্গুরী পাব কোথা। সীতা না বিশ্বাস গেলে বড়ই বিতথা ॥
ঋষি কয় কপিরাজ ভাবনা কি তার। কতেক অঙ্গুরী আছে রক্ষিত আমার ॥
উই এক অঙ্গুরী লয়্যা যাহ মহাশয়। হনু বলে তাহাতে কেমন কর্‌্যা হয় ॥
রামের নিশান সেই সীতাব চিহ্নিত। অন্যেব নিশানে কেন যাবেন প্রতীত ॥
মুনি কহে কল্পে কল্পে রাম অবতার। জতেক অঙ্গুরী দেখ সকলি তাঁহাব ॥
লয়্যা যাঅ অঙ্গুরী দেখিলে হৃষ্ট হব। রামের অঙ্গুবী লক্ষ্মী বিনে কে জানিব ॥
শুনি হনু মনে মনে প্রত্যয় হইল। মুনিরে প্রণাম করি অঙ্গুরী এক নিল ॥
তথাকারে অঙ্গুরী দেখিয়া বীরবব। হর্ষ হয়্যা উথানিয়া উঠিল উপব ॥
ধরিল স্বর্গের পথ পবন-তনয়। দৈবাৎ পথের মধ্যে আথান্তর হয় ॥
বিকট সিংহিকা আল্য হনু বিদ্যমান। নখে কর্‌্যা পেট চিব্যা বধিল পবাণ ॥
সাগবের জলে ভাসে যোজন জুড়িয়া। বীর হনুমান চলে বিতথা এড়ায়্যা ॥
বেলা অবসান চারি দণ্ড মাত্র ছিল। এমন সময়ে হনু সিন্ধুপার হল্য ॥
সিন্ধু লঙ্ঘ্যা পড়ে হনু লঙ্কার উপরে। দলদল করে লঙ্কা হনুমানের ভরে ॥
লঙ্কার দুয়ারে দেবী উগ্রচণ্ডা ছিল। টলবল লঙ্কা দেখ্যা হাথে খড়্গ নিল ॥
উগ্রচণ্ডা সম্মুখে আইলা হনুমান। খড়্গ ধর্‌্যা কাটিতে যায় কোপে কম্পমান ॥
হনুমান বলে আমি রামের কিঙ্কর। সীতার উদ্দিশে আলাম লঙ্কার ভিতব ॥
আগে সীতার তত্ত্ব লয়্যা রামচন্দ্রে দিব। তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ আসিয়া কবিব ॥
যখন লঙ্কায় নর বানর প্রবেশে। রাবণ কয়্যাছে তখন যাইব কৈলাসে ॥
আশীর্বাদ কর্‌্যা দেবী হনুমানে কয়। সাধহ রামের কার্য লঙ্কা কর জয় ॥
উগ্রচণ্ডা দেবী গেল কৈলাস-শিখর। হনুমান প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর ॥
ঘরে ঘরে তত্ত্ব কর্‌্যা বুলে হনুমান। তা দেখিয়া লঙ্কাপুর হল্যা মূর্তিমান।
আমি লঙ্কাপুর বল্যা বলে হনুমানে। ভ্রম্যা বুল ঘরে ঘরে ভয় নাঞি মনে ॥
হনুমান বলে আমি রামের কিঙ্কর। ত্রিভুবনে কোন জনে মোর নাঞি ডর ॥
পুরী বলে মোর হাতে বাঁচ্যা যাবি কোথা। এত শুন্যা হনুমান যুঝে রণমাতা ॥

হনু বলে কিলিয়া মারিব আজি তোরে। এত বল্যা চারি কিল মারিল তাহারে॥
পরাণে কাতর পুরী কিলে বুক ফাটে। আমারে জিনিলে হনু কহে করপুটে॥
আধ্যাত্মিক মতে কবিচন্দ্র [বিরচিল]। লঙ্কাজয় হৈল দ্বিজ বসুদেব গাইল॥

সীতার সন্ধানলাভ

লঙ্কাজয় কর‍্যা হনু গেল অন্তঃপুরী। রাবণের কোলে দেখে রাণী মন্দোদরী॥
দশহাজার দেবকন্যা দেখে হনুমান। কোথায় না পাল্য বীর সীতার সন্ধান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আর শ্রীরাম লক্ষ্মণে। কেমনে দেখাব মুখ সীতার তত্ত্ব বিনে॥
এত ভাবি একা বুলে বীর হনুমান। বিভীষণ ঘরে বস্যা জপে রাম নাম॥
রাম নাম শুন্যা হনু ভাবেন অন্তরে। রাম রাম কেবা জপে রাক্ষসের পুরে॥
ধন্য প্রভু রঘুবীর সর্বগুণধাম। লঙ্কায় রাক্ষস ঘরে জাগে রাম নাম॥
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ শুন্যা রাম নাম। বিভীষণের সাক্ষাতে দাণ্ডাল্য হনুমান॥
বিভীষণ বলে কেবা আল্যে মোর ঘরে। দোহাই রামের তোরে সত্য কহ মোরে॥
বাষ্পবারি বহে কহে পবন-কোঙর। বিভীষণে বলে আমি রামের নফর॥
কাননে রামের সীতা কে করিল চুরি। প্রভুর আদেশে আমি আলাম লঙ্কাপুরী॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে হইল আনন্দ। দুঁহে দোঁহার পরস্পর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
বিভীষণ বলে সীতা অশোকের বনে। চিনিতে নারিবে তথা যাইবে কেমনে॥
সরমা আমার নারী যাহ তার সনে। দেখিবে জানকী দেবী অশোকের বনে॥
আজ্ঞা পায়্যা সরমা কন্যারে নিল সাথে। অতি ছোট হল্য হনু মর্কট বেশেতে॥
বস্ত্রে ঢাক্যা হনুমানে কাঁখে নিয়া করি। অশোকের বনে গেলা সরমা সুন্দরী॥
হনুমান চিন্যা সীতা চড়ে গিয়া গাছে। সরমা সুন্দরী আল্য জানকীর কাছে॥
পয়ার রচিলাঙ এই কাব্য রামায়ণ। বসুদেব [গায় কবিচন্দ্র-বিরচন]॥

হনুমানের সীতাদর্শন

শিংশপা বৃক্ষেতে উঠে বীর হনুমান। বৃক্ষতলে জানকী জপেন রাম নাম॥
কৃষ্ণবর্ণ বসন আছে ত সীতার গায়। ব্যাধে বিদ্ধ মৃগী যেন চতুর্দিগে চায়॥
বুক বায়্যা অবিরত পড়ে অশ্রুধারা। ফুকরিয়া কান্দে সীতা কুররীর পারা॥
ধূলায় মলিন অঙ্গ হয়্যাছেন কাল। তথাপি সীতার রূপে দশদিগ আল॥
হনু ভাবে রামপ্রিয়া জনকনন্দিনী। না দেখিয়া কেমনে বাঁচিব রঘুমণি॥
এইকালে রথে চড্যা রাবণ আইল। আমারে ভজহ সীতা রাবণ বলিল॥
কোথা তোর রামচন্দ্র কোথায় লক্ষ্মণ। নিরর্থক নষ্ট কর নৌতন যৌবন॥
সীতা বলে তোর বড়াঞি থাকিব তাবত। গণ্ডিহাতে রঘুনাথে না দেখ যাবত॥

সিংহের জায়ার সঙ্গে শৃগাল হইয়া। ভোগ করিবারে চাহ মদে মত্ত হয়্যা ॥
জানকী রাবণে উক্তি হইল বিস্তর। রাক্ষসীরে ভার দিয়া রাজা গেল ঘর ॥
চৌদিগে রাক্ষসী সীতায় করয়ে তর্জন। ত্রিজটা সভারে ডাকে শুন স্যা স্বপন ॥
এক বানরেতে লঙ্কা কৈল ছারখার। নর বানরেতে কৈল রাক্ষস সংহার ॥
দশমুণ্ড মুড়াইয়া গর্দভ উপরে। রাবণে ফিরায় সব বাজারে বাজারে ॥
হেথা একা সীতা কান্দে ধূলায় ধূসর। রামগুণ গায় হনু গাছের উপর ॥
সূর্যবংশে অযোধ্যায় দশরথ নাম। চারিপুত্র সে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ॥
বাপের সত্য রক্ষাহেতু রাম আল্য বন। রামের সীতা হরে রাজা লঙ্কার রাবণ ॥
সীতা বলে রামকথা শুনি অদভুত। হনুমান বলে আমি রাঘবের দূত ॥
রামদূত যদি কহে জনকনন্দিনী। কেমন রূপ রঘুনাথের কহ দেখি শুনি ॥
দীর্ঘ শ্যামতনু রাম রাজীবলোচন। দয়ার সাগর ধন্য গজেন্দ্রগমন ॥
সীতা বলে কোথা প্রভু ছাড়িয়া আমারে। হনু বলে রাম মাল্যবান গিরিবরে ॥
হা হা জানকী জানকী রামচন্দ্র বলে। সীতা বল্যা কান্দে রাম ভাসে অশ্রুজলে ॥
সত্য কথা শুন সীতা করহ বিশ্বাস। হনুমান বলে আমি রাঘবের দাস ॥
এত শুন্যা জানকী কান্দেন উচ্চস্বরে। ধূলায় ধূসর সীতা ডাকে রঘুবরে ॥

সীতার বিলাপ

ভূমে পড্যা কান্দে সীতা : মোর প্রভু রাম কোথা : আর মোর কি কাজ জীবনে।
কোথা দূর্বাদল শ্যাম : না দেখিনু প্রভু রাম : গণ্ডি হাতে দেয়র লক্ষ্মণে ॥
পাপিনী দুঃখিনী দীনা : আমি অতি ভাগ্যহীনা : দারুণ রাক্ষসগণে বেড়ি।
কান্দে সীতা মায়ামোহে : কৌশল্যা সুমিত্রা দুঁহে : কোথা রইল আমার শাশুড়ী
কত দুঃখ আছে আর : না হব দুঃখেতে পার : বাতাহত যেমন তরণী।
মরি নাঞি তার দায় : রাক্ষসেতে মাংস খায় : না দেখিনু রাম গুণমণি ॥
সীতার বিলাপ শুনি : হনুমান মনে গুণি : আল্যা জানকীর সন্নিধান।
মোর মাথে দেহ পা : কি লাগি কান্দিছ মা : রামদূত নাম হনুমান ॥
সুগ্রীবেরে সখা করি : দারুণ বালীরে মারি : তোমার তত্ত্ব কৈলা দেশে দেশে।
সম্পাতির শুনি বাণী : আজ্ঞা দিল রঘুমণি : লঙ্কায় আইলাম অবশেষে ॥
আমারে না চিন তুমি : পবনের পুত্র আমি : হাত পাত্যা লহ নিদর্শন।
শুনিয়া হনুর বাণী : আনন্দিত ঠাকুরাণী : রামরূপ হৃদেতে ভাবন ॥
হনুর শুনিয়া বাণী : উঠে সীতা ঠাকুরাণী : গা তুলিয়া দু হাত পাতিল।
কনক অঙ্গুরী দান : ধর বল্যা হনুমান : আঁখি মুদি সীতা-করে দিল ॥

রামের অঙ্গুরী দর্শন

রামের অঙ্গুরী পায়্যা বন্দিলেন মাথে। অশ্রুমুখে ভাবভরে ডাকে রঘুনাথে ॥
সীতা বলে হনুমান হেন দশা হব। লক্ষ্মণ সঙ্গেতে রাম লোচনে দেখিব ॥
কখন শুন্যাছ মুখে জানকীর নাম। কোন বনে এখন মোর দূর্বাদল শ্যাম ॥
নিবেদন করে হনু জানকীর পায়। কটকসনে দুই ভাই আছে কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
তোমা বই রামচন্দ্রের অন্য নাই মনে। তোমার নাম মন্ত্র কর্যা জপে রাত্রিদিনে ॥
তোমা লাগি রামের বিরহ দুঃখ বড। কিস্কিন্ধ্যার চৌদিগে বানর হল্য জড ॥
অঙ্গদ সুষেণ নল নীল জাম্ববান। কে করে সেনার সংখ্যা সর্বে বলবান ॥
রাঘবের দূত আল্য জানিলা অন্তরে। চিরজীবী হঅ তুমি কহেন হনুরে ॥
সমুদ্র লংহিলে তুমি গোষ্পদের প্রায়। মোর পুণ্যফলে তুমি রামের সহায় ॥
আমার উদ্ধার বাছা তোমার যোগ্যতা। সুগ্রীব আদি যত বীরে কয়্য মোর কথা ॥
মৃগী সঙ্গে যবে বনে গেলা প্রভু রাম। লক্ষ্মণে কহিনু কটু বিধি হল্য বাম ॥
কিসের বডাঞি করে রাজা ত রাবণ। সবংশে মারিতে পারে দেয়র লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ দেয়রে মোর কয়্য সমাচার। ক্রোধ কর্যা দেয়র পাছে না করে উদ্ধার ॥
মোর নিবেদন হনু কহিয় রামেরে। অক্ষয় কোদণ্ড রাম ধরে কিসের তরে ॥
শূব হয়্যা নারীরক্ষা করিতে নারিল। আপনার তেজ গুণ সব পাসরিল ॥
মোর দুঃখ হনুমান দেখিলে সাক্ষাতে। উদ্ধার না হব মোর জীবন থাকিতে ॥
আজি যদি তোমার সনে না হত্য দর্শন। কালি লইতাম আমি অগ্নি-সঙরণ ॥
জনকনন্দিনী শোকে কান্দিতে কান্দিতে। মণি আপনার দিল হনুমান-হাথে ॥
আমার রামেরে হনু এই মণি দিয়্য। শ্রীরামে আমার দুঃখ বিবরিয়া কয়্য ॥
চারি আম্র জানকী দিলেন হনুমানে। আম্র খায়্যা হনুমান ভাবে মনে মনে।
চারি আম্র পায়্যা বীর করিল ভক্ষণ। তত্ত্ব পায়্যা চলে বীর যথা মধুবন ॥

হনুমানের লঙ্কা দাহন

পথে যাতে সন্ন্যাসীর বেশ বীর ধরে। প্রস্রাব করিয়া বীর কমণ্ডলে পূরে ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া নত যত মহাবল। সন্ন্যাসী খায়াল্য সভে পঞ্চতীর্থের জল ॥
পঞ্চতীর্থ জল আমি খায়ালাম সভারে। ভক্তি করি আম্র ফল খায়াঅ আমারে ॥
রাবণের মধুবন শুন মোর কথা। আজ্ঞা বিনে আম্র দিবে কার দুটা মাথা ॥
তীর্থজল খায়্যা আম্র না দিলি আমারে। এখনি মরিবি সভে যাবি যমঘরে ॥
এ বেটা সন্ন্যাসী নয় ভাবে গেল জানা। পঞ্চতীর্থ জল নয় মূত খায়াল্য নোনা ॥

সন্ন্যাসী নাশিতে সভে শেল্ল শূল ধরে। নিজ মূর্তি ধরি বীর সভারে সংহারে ॥
প্রাণ লয়্যা পালায় কেহ রাবণে কহিল। বানরে ধরিতে রাজা সেনা নিয়োজিল ॥
গাছে নাড়া দিয়া আম্র খায় বীরবর। হেনকালে তথা আল্য রাবণের চর ॥
গাছের বাড়িতে বীর মারিল সভারে। শুনিয়া পাঠাল্য রাজা অক্ষয়কুমারে ॥
সসজ্যে আইল রথী হাথে ধনুর্বাণ। হনুমানে ডাক্যা বলে লব তোর প্রাণ ॥
অক্ষয়কুমারে ডাক্যা হনুমান কয়। দুর্ভাগার বেটা তুই জানিনু নিশ্চয় ॥
এত শুন্যা অক্ষয়কুমার মারে বাণ। হনুমানের বুকে মারে পূরিয়া সন্ধান ॥
বাণ খায়্যা হনুমান ধায় রণমাতা। চাপড়ের ঘায়ে তার গুঁড়া করে মাথা ॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গুণিল প্রমাদ। আদেশ পাইয়া বীর ধায় মেঘনাদ ॥
রথ রথী ঘোড়া হাথি চৌদিকে ধানুকী। কামচারী বানর বনেতে হল্য লুকি ॥
ইন্দ্রজিত বলে সব যেজন মারিল। কহ দূত সে বা কোথা পালাইয়া গেল ॥
বানর পালায় নাই কহিনু তোমারে। বীর ডাক ডাক এখন দেখিবে তাহারে ॥
ইন্দ্রজিতের দর্প দেখ্যা আল্য মহাবীর। দু বীরে বাজিল যুদ্ধ দুঁহে রণধীর ॥
হনুমান পর্বত এড়িল ভয়ঙ্কর। মূর্ছা হল্য ইন্দ্রজিত রথের উপর ॥
চেতন পায়্যা বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে। ব্রহ্ম অস্ত্রে বান্ধে বীর পবননন্দনে।
কিল চড় চাপড় পড়ে হনুর উপরে। বন্দী কর্যা লয়্যা যায় রাজার গোচরে ॥
কৌতুকেতে হনুমান যেদিগে দেই ভর। রাখ রাখ বলিয়া বলয়ে নিশাচব ॥
এইরূপে গেল্যা হনু রাবণের দ্বারে। দ্বার দেখ্যা হনুমান মনে যুক্তি করে ॥
বিশ্বকর্মা বিরচিত স্বুবর্ণ-নির্মাণ। আড় হয়্যা দ্বারেতে লাগিল হনুমান ॥
ধায়্যা গিয়া রাবণেরে নিশাচর বলে। প্রকাণ্ড শরীর বীর দ্বারেতে না গলে ॥
এত শুন্যা দূতে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর। দ্বার ভাঙ্গ্যা আন তারে মোর বরাবর ॥
রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন। দ্বার ভাঙ্গিবারে চলে শত শত জন ॥
দ্বার ভাঙ্গ্যা হনুমানে সাক্ষাতে আনিল। রাবণে দেখিয়া হনু ভাবিতে লাগিল।
হনুমান বসে পাছু করিয়া রাবণে। মিত্রবর্গ বলে বানর বসিতে না জানে ॥
মন্ত্রীগণে কহেন লঙ্কার মহারাজ। বনের বানর কভু দেখ্যাছে সমাজ ॥
না বুঝিয়া মোরে কেনে কহ কুবচন। হনুমান বলে শুন নির্বুদ্ধি বাবণ ॥
রাত্রিদিবা চায়্যা আছে মহারাজ-পানে। আর কেবা আছে রাজা রামচন্দ্র বিনে ॥
হনুমানের কথা শুন্যা রাবণ কুপিল। শাস্তি কর হনুমানে রাজা আজ্ঞা দিল ॥
পুরান পুকুরে যায়্যা যত বীর নামে। পাঁক আনি মাথাইল বীর হনুমানে ॥
চন্দন মাথানু কহে হনুমানের গায়। হাঁড়িকানার মালা গলে বড় শোভা পায় ॥
হাঁড়িকানার মালা দিল হনুমানের গলে। বড় শোভা হৈল বলি রাবণ রাজা বলে ॥

তা দেখিয়া হাসিতে লাগিল দশানন। ইঙ্গিত করিয়া কহে পবননন্দন॥
হনুমান বলে ভাল করিলে সম্মান। হেন বুঝি রাবণ মোরে করে কন্যাদান॥
কন্যাদান করিবারে গলায় দিল মালা। অতিকায় ইন্দ্রজিত আমার হবে শালা॥
এতেক শুনিয়া কোপে কাঁপে দশানন। তীক্ষ্ণ খড়্গ লয়্যা ইহার বধহ জীবন॥
বানরে কাটহ লয়্যা কহে দশানন। কাটিয় না শাস্তি কর কহে বিভীষণ॥
লেজে জড়াইয়া বস্ত্র অগ্নি তাতে দিল। হনুমান ছোট হতে বন্ধন খসিল॥
লম্ফ দিয়া হনুমান উঠে গিয়া চালে। পবনে স্মরণ কর্য়া চালে চালে বুলে॥
লঙ্কায় আইল উনপঞ্চাশ পবন। বাপে পোয়ে লঙ্কাপুরী করয়ে দাহন॥
পরম সুন্দরী যত ছিল লঙ্কাপুরে। আগুনের ডরে গিয়া পড়ে সরোবরে॥
চৌদিকে পোড়ায় লঙ্কা হনু মহাবল। সরোবরে দেখি যেন ফুট্যাছে কমল॥
হাতি ঘোড়া পাখি পোড়ে ময়ুরের পুচ্ছ। গগনে উঠিল অগ্নি হয়্যা অতি উচ্চ॥
অগ্নি দেখ্যা কান্দে হনু হাহাকার করি। পাছে এ আগুনে মরে রামের সুন্দরী॥
কুম্ভকর্ণের ঘর রৈল পুড়িল সকল। সীতার সাক্ষাতে গেল লেজেতে অনল॥
মুখের আপে নিভা অগ্নি জানকী কহিল। অগ্নির সহিত লেজ মুখেতে ভরিল॥
আগুন নিভান হল্য কুচ্ছিত বদন। পোড়ামুখ দেখ্যা হাসিবেক সর্বজন॥
সুন্দর বদন হবে যাবে যত দুখ। তোমার জ্ঞাতিগণের হইব পোড়ামুখ॥
বসুদেব গায় কবিচন্দ্রের বচন। শঙ্কর রচিল পোথা গানের কারণ॥

হনুমানের প্রত্যাবর্তন

হনু বলে কান্দ না মা নিবেদন করি। অলক্ষিতে কান্ধে কর্য়া লয়্যা যাতে পারি॥
চুরি কর্য়া লয়্যা গেলে পৌরুষ না থাকে। রাবণে মারিয়া রাম তারিবে তোমাকে॥
সীতার ঠাঞি বিদায় হইল হনুমান। সমুদ্র লঙ্ঘিয়া পুন আইল সেই স্থান॥
অঙ্গদে কহিল বীর যতেক কাহিনী। সর্বে পুলকাঙ্গ ডাকে রাম জয়ধ্বনি॥
হনুমানে সাধুবাদ সভাই বলিল। মধুবন হনুমান অঙ্গদ স্থানে নিল॥
মধুবন মাগ্যা নিয়া খায়াল্য বানরে। ডাগর হইল পেট নড়িতে না পারে॥
মধুবন লুটি হইল শুনিল রাবণ। কার্যসিদ্ধ হইল বলি কহেন লক্ষ্মণ॥
কটক সকল আল্য রাম যেই স্থানে। হনুমান পড়ে গিয়া রামের চরণে॥
জোড়হাতে সীতার তত্ত্ব সকল কহিল। সীতার বার্তা পায়্যা রাম আনন্দ হইল॥
কটক লইয়া সিন্ধু বান্ধিবারে যায়। অপূর্ব রামের লীলা কবিচন্দ্রে গায়॥

রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

এথা ত রাবণ রাজা কহিতে লাগিল। পাত্রমিত্রগণে রাজা ডাকিয়া আনিল॥
রামদূত আসি লঙ্কা দগ্ধ কর্য়া গেল। জোড়হাতে বিভীষণ কহিতে লাগিল॥

শুন রাজা দশানন করি নিবেদন। আমি এক কথা কহি তাতে দেহ মন॥
সূর্যবংশে দশরথ নামে মহারাজা। দেবলোক নরলোক যার করে পূজা॥
তাহার ঘরেতে প্রভু জন্মে নারায়ণ। মোর বাক্যে দশানন স্থির কর মন॥
বাপের সত্য পালিবারে রাম আইলা বনে। তাহার রমণী হর‍্যা আনিলেক কেনে॥
তাহার সঙ্গেতে কক্ষা রাজা না করিহ। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামকে জানিহ॥
তার সঙ্গে কক্ষা রাজা রক্ষা নাঞি হবে। সবংশেতে লঙ্কাপুরী সব মজাইবে॥
অতএব বলি আমি শুন লঙ্কেশ্বর। সীতা লয়্যা যাই চল রাম বরাবর।
কান্ধে দোলা কর‍্যা সীতা রামচন্দ্রে দেহ। চরণে ধরিয়া তাঁর ক্ষেমা মাগ্যা লহ॥
এত কথা বিভীষণের মুখেতে শুনিল। কালসর্প ক্রোধ যেন দশাননে হল॥
ক্রোধে লাথি [অনুজের] বুকেতে মারিল। রাজ্য হতে বিভীষণে দূর কর‍্যা দিল॥
রাম রাম বল্যা বীর উচ্চস্বরে কান্দে। মায়ের সাক্ষাতে যায় বুক নাঞি বান্ধে॥
কান্দ্যা কান্দ্যা বিভীষণ মায়ের স্থানে গেল। বিভীষণে দেখি তবে কহিতে লাগিল॥
কিসের লাগিয়া বাছা করিছ রোদন। আদ্যোপান্ত যত কথা কহে বিভীষণ॥
কান্দিতে কান্দিতে মায়ে কহে বিভীষণ। লাথি মার‍্যা মোরে দূর করে দশানন॥
বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন। আজ্ঞা পালে রামচন্দ্রের লই সঙরণ॥
বিভীষণ মুখে যদি এতেক শুনিল। হায় হায় কর‍্যা রাণী কান্দিতে লাগিল॥
লঙ্কাপুরী রাবণ মজিল এতদিনে। অরে বাছা লহ যায়্যা রামের সঙরণে॥
এত কথা শুন্যা মনে আনন্দ হইল। নতশির হয়্যা মায়ে প্রণাম করিল॥
এই আশীর্বাদ কর সিদ্ধ হকু কাম। নিকষা কহেন তোমা দয়া করুন রাম॥
পঞ্চ রক্ষ লয়্যা বীর রামপাশে যায়। রামের অপূর্ব লীলা কবিচন্দ্র গায়॥

রাম-বিভীষণ মৈত্রী

হোথা রাম কটকসনে সমুদ্রের তীরে। সকরুণ বেশে রাম কহেন সাগরে॥
মোর বাক্য শুনহ সাগর একমনে। মোর পরিচয় আমি দিব তব স্থানে॥
অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে রাজা। দেবলোক নরলোক যার করে পূজা॥
তাহার তনয় আমি নিবেদন করি। পিতৃসত্য রক্ষাহেতু হলাম বনচারী॥
পিতৃসত্য রক্ষাহেতু ভ্রমি বনে বনে। দৈবাৎ জানকী হর‍্যা নিলেক রাবণে॥
পিতৃলোককীর্তি তুমি শুন মহাশয়। অতএব তোমারে দিলাম পরিচয়॥
এই হেতু কাতর হইয়া ভ্রমি আমি। এ ঘোর সাগরে রক্ষা কর আজ্ঞা তুমি॥
এত কথা রামচন্দ্র সাগরে বলিল। গরিমা করিয়া কিছু উত্তর না কৈল॥

ক্রোধেতে লক্ষ্মণ রামে কহিছে বচন। কি ছার সাগরে তুমি করিছ স্তবন॥
স্তবকাল নহে রাম কহি বারে বারে। আজ্ঞা পালে কোন তুচ্ছ বান্ধ্যা আনি তারে॥
এতেক বলিয়া বাণ ধনুকে জুড়িল। নাগপাশে সাগরেরে বন্ধন করিল॥
বাণে বান্ধ্যা সাগরে রামের কাছে দিল। জোড়হাতে সাগর রামে কহিতে লাগিল॥
কিজন্য আমারে প্রভু বান্ধিয়াছ বাণে। তব মায়া রামচন্দ্র বুঝিব কেমনে॥
পতিতপাবন তুমি অধমের গতি। মোরে দয়া কর প্রভু দেব রঘুপতি॥
এই মত নানা স্তব করিল বিস্তর। সাগরে মধুর বাণী কহে রঘুবর॥
রাবণে হরিল সীতা শুনহ বচন। এই হেতু লহ তুমি আমার বন্ধন॥
রামের বচন শুন্যা হাসিতে লাগিল। যে আজ্ঞা বলিয়া বন্ধ অঙ্গীকার কৈল॥
বন্ধন হইতে মুক্ত রামচন্দ্র কৈল। রামে প্রদক্ষিণ কর‍্যা যথাস্থানে গেল॥
সমুদ্রের কূলে বস্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। সিংহনাদ কর‍্যা বুলে যত কপিগণ॥
দূরে হতে বিভীষণে দেখিবারে পায়। মার মার রবেতে বানর সব ধায়॥
ত্রাসযুক্ত বিভীষণ হনুমানে ডাকে। কোথা আছ হনুমান রক্ষা কর মোকে॥
রাম রাম বলি বীর কান্দে উভরায়। দূরে হতে হনুমান দেখিবারে পায়॥
আগাইয়া আইল তথা পবননন্দন। বানর কটকে সব করিল বারণ॥
আশ্বাসিয়া হনুমান লয়্যা বিভীষণে। কেমনে দেখাব রামে ভাবে মনে মনে॥
বিভীষণে লয়্যা হনু রাম কাছে গেল। লোটাইয়া রামপদে রাক্ষস পড়িল॥
পদ ধর‍্যা প্রণমিয়া রামে করে স্তুতি। বাবেক করুণা কর অখিলের পতি॥
অনাথের নাথ প্রভু পতিতপাবন। সংসারের বলবুদ্ধি সীতার প্রাণধন॥
তব মায়া ওহে প্রভু বুঝিতে না পারি। বাবেক করুণা কর দেবতা শ্রীহরি॥
অনাথবান্ধব তুমি জীবের জীবন। অপরাধ ক্ষেম মোর রাজীবলোচন॥
এইমত বহু স্তুতি বিভীষণ কৈল। বিভীষণে সীতাপতি প্রবোধ করিল॥
আস আস বিভীষণ কহিয়ে তোমারে। তব সম ভক্ত নাহি এভবসংসারে॥
রাম বলে বিভীষণ কহি বারে বারে। লক্ষ্মণ অধিক কর‍্যা বাসি যে তোমারে॥
বিভীষণের মিত্রতায় রাম দিলা মন। অপূর্ব রামের লীলা কবিচন্দ্র কন॥

বিভীষণের প্রতিজ্ঞা

মিত্রতার কথা শুন্যা কহেন লক্ষ্মণ। রাক্ষসে বিশ্বাস নাই শুন নারায়ণ॥
লক্ষ্মণের কথা শুন্যা কহে হনুমান। মহীতলে বিভীষণ বৈষ্ণব প্রধান॥
সুধার্মিক বিভীষণ শুন প্রভু রাম। নিজ ঘরে বস্যা সদা জপে তব নাম॥
সীতার তত্ত্ব ঘরে ঘরে করিয়া বেড়াই। রাক্ষসের পুরে কেহ রাম বলে নাই॥

খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাই বিভীষণের স্থানে। তব নাম বিভীষণ জপে রাত্রিদিনে ॥
মোরে দেখ্যা বিভীষণ কহিতে লাগিল। সরমা ঞিহার নারী মোর সঙ্গে দিল ॥
সে যাইয়া দেখাইল অশোকের বনে। সীতার তত্ত্ব কর‍্যা রাম আলাম তব স্থানে ॥
সেই হতে জানি যে ধার্মিক বিভীষণ। নহিলে এমন কথা কে কহে কখন ॥
এত কথা হনুমান কহে রাম-স্থানে। শুনিয়া লক্ষ্মণ মনে প্রত্যয় না মানে ॥
লক্ষ্মণের কথা শুন্যা কহে বিভীষণ। যেরূপে প্রত্যয় হয় করিব এখন ॥
রামপদ বিনে অন্যে যদি জানি মুঞি। গোব্রাহ্মণ অগ্নি আমি পায় কর‍্যা ছুঞি ॥
শতপুত্রের পিতা হব কহি তব স্থানে। রামপদ বিনে যদি অন্যে করি মনে ॥
কলির ব্রাহ্মণ হব শুন মহাশয়। হইব নরকগামী কহিনু নিশ্চয় ॥
গোবধ ব্রাহ্মণবধ যত পাপ হয়। সে সকল পাপ মোর হইব নিশ্চয় ॥
একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেইজন খায়। সেই পাপ আমার লাগিব আস্যা গায় ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিন্দা যেবা জন করে। গুরু নাই মানে যেবা পরদ্রব্য হরে ॥
বিপ্র অগ্নি গরু যেবা জন চাঠে পায়। সে সকল পাপ আস্যা ধরিব আমায় ॥
আষাঢ়ী কার্তিকী মাঘী বৈশাখী পূর্ণিমা। দান দ্বিজে দেই নাঞি হই তার সমা ॥
রাজা হইয়া প্রজাকে না করেন পালন। তত পাপের পাপী হই জানিবে কারণ ॥
প্রজা হয়্যা রাজদ্রোহ করে যেই লোকে। তত পাপের পাপী হয়্যা পড়িব নরকে ॥
বিদ্যা পায়্যা গুরুনিন্দা করে যেইজন। তত পাপের পাপী হই শুনহ বচন ॥
কর্ম কর‍্যা দক্ষিণা না দেই যেইজন। তত পাপের পাপী হই শুনহ কারণ ॥
আপনা বাড়ায়্যা যেবা পরনিন্দা করে। তত পাপের পাপী হই কহিনু তোমারে ॥
স্থাপ্য ধন হরণেতে যতেক পাতক। তত পাপের পাপী হয়্যা যাইব নরক ॥
যত পাপ হয় প্রভু মিথ্যা বচনে। তত পাপেব পাপী হই শুন নারায়ণে ॥
আশা দিয়া দ্রব্য যেবা না করেন দান। তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥
বিভীষণের দিব্য শুন্যা হাসিলা লক্ষ্মণ। কহিতে লাগিলা তবে কমললোচন ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই শুনরে লক্ষ্মণ। বুঝিনু ধার্মিক বটে রক্ষ বিভীষণ ॥
বিভীষণে বলে রাম শুন মোর বাণী। রাবণে বধিয়া দিব মন্দোদরী রাণী ॥
লঙ্কাপাটে তোমারে ধরাব দণ্ড ছাতা। সত্য সত্য কহি এই জান মোর কথা ॥
এত বলি বিভীষণে অভিষেক কৈল। রামজয় বল্যা সভে নাচিতে লাগিল ॥
বিভীষণ-সঙ্গে রাম মিত্রতা করিলা। অগ্নি সাক্ষী কর‍্যা বিভীষণে কোল দিলা ॥
রাক্ষস বানর সিন্ধু বান্ধিবারে যায়। রামলীলা সুধারস কবিচন্দ্র গায় ॥

সাগর-বন্ধন

সাগরেরে রামচন্দ্র করিলা সঙরণ। রামপাশে আস্যা সাগর দিলা দরশন ॥
জোড়হাতে কহে কেন ডাকিলে আমায়। শুনিয়া রামের কথা কহিছে ত্বরায় ॥
নল বিনে কোন বীরে নারিব বান্ধিতে। শুন প্রভু রামচন্দ্র কহিনু নিশ্চিতে ॥
পূর্বে বর পিতৃস্থানে পাইয়াছে নল। যে সামগ্রী ফেলি জলে ভাসিবে সকল ॥
এত বলি সাগর গেলেন যথাস্থানে। সুগ্রীব বিভীষণে রাম কহিলা তখনে ॥
সাগরের উপদেশ নলের বচন। বিলম্ব না ঝাট কর সাগর বন্ধন ॥
গাছ পাথর কপি সব আনে যূথে যূথে। বানর পাথর দেই নলবীর-হাতে ॥
বানরের টানে গাছ করে চড চড। শাল তাল তমাল অশথ আদি বড ॥
নাকডি পকডি আনে কদম্ব তেঁতুলি। আম্র কাঁঠাল আনে জিউলি শিউলি ॥
দীঘল দীঘল আনে গুবাক নারিকল। একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥
যত যত গাছ ছিল দিগদিগন্তরে। সে সকল গাছ আনি ফেলিল সাগরে ॥
ছোট বড গাছ আনে সার কি অসার। বানব কটক সব করিল সংহাব ॥
যেই যেই গাছ সব সাল্লিলেতে ভাসে। তাহার ডালের পর আর ডাল বৈসে ॥
এই মত নানা গাছ আনিল সকল। একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥
দশ যোজন কৈল জাঙ্গাল পত্তন। দিনে তিন যোজন কবি বান্ধে কপিগণ ॥
অদ্ভুত বামের কীর্তি সাগরের জলে। গাছ পাথর কপি দেই সেতু বান্ধে নলে ॥
জাঙ্গাল দেখিয়া দেবগণের আনন্দ। দশদিনে শতযোজন বান্ধে সেতুবন্ধ ॥
সাগরকূল ছাড্যা রাম চডিলা জাঙ্গালে। দশযোজন জুডিয়া রহিল সৈন্যদলে ॥
জাঙ্গাল উপরে বৈসে কথ কপিগণ। অন্তরীক্ষ হইতে দেখে সে শুক সাবণ ॥
একদৃষ্টে নিহালয়ে গগনমণ্ডলে। গাছ পাথর জাঙ্গাল দেখে সাগরের জলে ॥
বড বড পর্বত ভাসে সাগর উপর। নানা বর্ণের কপি দেখে জাঙ্গাল উপব ॥
বিপরীত দেখিয়া ত্রাসিত দুই চর। বার্তা দিতে গেল দোঁহে রাবণ-গোচর ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা বসিয়াছে দশানন। রাজ্যরক্ষা চিন্তে রাজা লয়্যা পাত্রগণ ॥
রামে বিভীষণে মিলে সাগরের কূলে। কোন যুক্তি করিব রাবণ রাজা বলে ॥
ভক্ষ্য শক্র বনের বানর আর মানুষে। সকল বিস্ময় হয় বিভীষণ পাশে ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজা কহে এই কথা। হেন বেলা শুক সারণ নুয়াইল মাথা ॥
দুই চরে দেখিয়া রাবণ কোপে জ্বলে। তর্জন করিয়া তারে দশানন বলে ॥
থানা রাখা কৈল তোরে করিয়া প্রধান। কি করিতে আইলি আমার বিদ্যমান ॥
রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন। আদ্যোপান্ত কহে তবে সে শুক সারণ ॥
বড়ই আশ্চর্য গোঁসাই দেখি আচম্বিতে। সাগরে জাঙ্গাল কালি দেখিবে চক্ষেতে ॥
সকল বৃত্তান্ত কহে সে শুক সারণ। সুন্দর কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্রে কন ॥

রাবণের জাঙ্গাল দর্শন

রাজাকে মুণ্ডায়্যা মাথা : শুক সারণ কহে কথা : শুনহ লঙ্কার লঙ্কেশ্বর ।
একথা কহিব কায় : কেবা সে প্রত্যয় যায় : জলধির উপরে পাথর ॥
অসম্ভব কথা কয় : কহিলে কহন নয় : শুনিলে শ্রবণে লাগে শাল ।
অলঙ্ঘিত জল যার : কেবা ওর দিবে তার : তার পর দেখিয়ে জাঙ্গাল ॥
সিন্ধুময় ভাসে শিলা : কপি চাপে গুলা গুলা : খিয়ারি যেমন খেলে নায় ।
দিব্য বাকল পরে : পারিজাত মালা শিরে : পঞ্চম স্বরেতে গীত গায় ॥
কপি রণে গুড়গুলা : যেন দেখি মেঘমালা : এক চাপে ভেদিল গগন ।
সূর্য ছাড়ে নিজ কান্তি : পালাইল নিশাপতি : কম্পিত হইল তারাগণ ॥
মহাবীর বলবান : গিরি ধর‍্যা দেই টান : উপাডয়ে পর্বত সকল ।
অষ্ট কুলাচল এড়ে : শব্দেতে গগন জুড়ে : খায় কপি মন্দাকিনী-জল ॥
সেতু বান্ধে নল নীল : অনন্ত বিক্রমশীল : গিরিগুলা বাম হাথে লুফে ।
আড়ে দশযোজন : জাঙ্গালের পত্তন : পর্বত বসায় কাপে কাপে ॥
দুই চরের বোল শুনি : ত্রাসিত রাক্ষসমণি · কি বলিলি রে শুক সারণ ।
ছল বোল পরকাশ : হৈল পারা অভিলাষ : কিবা পথে দেখিলি স্বপন ॥
যদি হেন এ সাগর : উপরেতে প্রস্তর : প্রত্যক্ষেতে দেখাবে নয়ানে ।
সপ্ত সিন্ধু একুকালে : পাথর ভাসয়ে জলে : তবে বাসি একথা প্রমাণে ॥
অদভুত কথা শুনি : পবনে ডাকিয়া আনি : পুষ্পরথ করহ সাজনে ।
দুই চর যত কহে : মোর মনে নাই লহে : দেখি গিয়া আপন নয়নে ॥
টুটে সব অহঙ্কার : রাজা কহে বারে বার : ঘুচে সব মনের আনন্দ ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : মনে রাজা পায়্যা ভয় : দেখিতে চলিল সেতুবন্ধ ॥

জাঙ্গাল ভাঙ্গা

দুই চরের বোল রাজা মিথ্যা হেন জানি । লঙ্কার রাবণ রাজা আইল আপনি
আজ্ঞায় সারথি করে রথের সাজন । সেতুবন্ধ দেখিবারে নড়িল রাবণ ॥
রথে থাকি দেখে রাজা গগনমণ্ডলে । গাছ পাথর দিয়া বান্ধে সাগরের জলে ॥
দশ যোজন জুড়িয়া রহিছে কপিগণ । পরিশ্রমে সকলে নিদ্রায় অচেতন ॥
আড়ে পরিসর জাঙ্গাল দশ যোজন । দীর্ঘে ত্রিংশ যোজন কর‍্যাছে বন্ধন ॥
দেখ্যা প্রীত হল্যা রাজা ডাকে দুই চর । শুক-সারণে প্রসাদ দিলা লঙ্কেশ্বর ॥
পুষ্পক সারথি রহে গগনমণ্ডলে । হাতে শূল লয়্যা রাজা নামিলা জাঙ্গালে ॥
শূলে বিদারিয়া ফেলে রাজা লঙ্কেশ্বর । যোজন অন্তর পড়ে সে গাছ পাথর ॥

বিশ যোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন। দশ যোজন রহে যাতে আছে কপিগণ॥
সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা রাজা চড়ে পুষ্পরথে। নিজ বাসে গেলা রাজা হর্ষ হয়্যা চিত্তে॥
নিদ্রা গেল লঙ্কেশ্বর মনের হরিষে। সুন্দরকাণ্ডে জাঙ্গাল ভাঙ্গা কবিচন্দ্রে ভাষে॥

জাঙ্গালে শিবলিঙ্গস্থাপন

রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহান। নিদ্রা হৈতে উঠিল বানর বলবান॥
সুগ্রীব বিভীষণ উঠে যত কপিগণ। নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জাঙ্গালে না দেখি গাছ পাথর শিখর। দেখিয়া ত্রাসিত হইল দুই সহোদর॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাম করেন হাহাকার। আর নাই হল্য মোর সীতার উদ্ধার॥
দেবতা গন্ধর্বে কেবা করে নানা ছলে। এত বলি কান্দে রাম সকরুণ বোলে॥
করুণার লোহে ভরে কমলনয়ান। তা দেখিয়া কান্দে সব বানর বলবান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে মন্ত্রী জাম্ববান। নল নীল আদি কান্দে বীর হনুমান॥
কেশরী কুমুদ আর কান্দেন লক্ষ্মণ। গবয় গবাক্ষ কান্দে গন্ধমাদন॥
এই মত কপি সব করয়ে রোদন। কে কোথা করুণা করে নাই অন্বেষণ॥
আনের কথা থাকুক বিস্মিত বিভীষণ। রাবণ রাজা আসিয়াছে হেন লয় মন॥
একদৃষ্টে বিভীষণ করে নিরীক্ষণ। পদচিহ্ন দেখ্যা বলে আইল রাবণ॥
শ্রীরামে প্রবোধ বাক্য বলে বিভীষণ। রাত্রে আসি জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন॥
ঘরের বৃত্তান্ত আমি জানি যে আপনি। যে কিছু বলিয়ে মিত শুন মোর বাণী॥
আজনম শিবসেবা করে দশানন। প্রাণ গেলে শিবলিঙ্গ না করে চালন॥
চিন্তা ছাড় শুন প্রভু আমার বচন। জাঙ্গালপর শিবলিঙ্গ করহ স্থাপন॥
তিন যোজন করি নিত্য বাঁধিবে সাগর। তবে শিবলিঙ্গ স্থাপ তাহার উপর॥
বিভীষণের বোলে রাম হরষ অপার। নল মহাবীরে রাম পাড়িল হাঁকার॥
পাশে আসি নলবীর নুঙাইল মাথা। ঈষৎ হাসিয়া রাম নলে কহে কথা॥
তিন যোজন একদিনে বান্ধিবে সাগর। পাষাণের শিবলিঙ্গ স্থাপিবে উপর॥
পুনর্বার গাছ পাথর আনে কপিগণ। বসিয়া ত নল করে সাগর বন্ধন॥
জাঙ্গাল বান্ধিল নল শ্রীরাম-প্রতাপে। বড় বড় গিরিগুলা বসায় কাপে কাপে॥
জলের উপরে পড়ে বড় বড় গাছ। তাহার উপরে বৈসে সুগ্রীব কপিরাজ॥
একদিনে জাঙ্গাল বান্ধে তিন যোজন। তাহার উপরে কৈল শিবের স্থাপন॥
তাহাতে নির্মাণ কৈল মণ্ডপ দেউল। শিবলিঙ্গ মাথে দেই নানা বর্ণ ফুল॥
বান্ধিলেক সেতু নল পঞ্চাশ যোজন। লোকমুখে সব বার্তা পাইল রাবণ॥
রাক্ষস আনিতে যায় সাগরের পানি। বানরের গীত নাট তারা আসে শুনি॥

ধায়্যা গ্যা রাক্ষস করে রাজাকে গোচর। সাগরের জলে ভাসে পর্বত পাথর ॥
রাজা বলে জাঙ্গাল ভাঙ্গিনু বাহুবলে। আরবার সেতু গড়ে সাগরের জলে ॥
কোলাহলে রাবণের বিরস হল মতি। জাঙ্গাল দেখিতে রথে চড়ে শীঘ্রগতি ॥
পুষ্পক সারথি রহে গগনমণ্ডলে। হাতে শূল পুনর্বার নামিলা জাঙ্গালে ॥
যাইতে সম্মুখে দেখে মণ্ডপ দেউল। শিবলিঙ্গপর দেখে নানা বর্ণ ফুল ॥
মূর্তিমান শিবলিঙ্গ সাগবের জলে। মর্দানা সকল গেল টুটি আইল বলে ॥
দশমাথা পাগ রাজা তুল্যা সেই স্থানে। নতশির হয়্যা পড়ে শিবের চরণে ॥
জুড়ি হাথে করে রাজা দশ পুটাঞ্জলি। বিনয় ব্যবহারে মধুর বাক্য বলি ॥
কোন জনা বলে তোমা দাতা দিগম্বর। হেন যদি তবে সেবিতাম গদাধর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাই মানি তব বরদানে। যেই মন্ত্র দিয়াছিলে জপি রাত্রিদিনে ॥
এই মত ভোলানাথে রাবণ রাজা কয়। সুন্দ[র]কাণ্ডে রামলীলা কবিচন্দ্র গায়

শিবের প্রতি রাবণের অনুযোগ

শুন সদাশিব ভোলা : এ নাকি তোমার লীলা : জানিতাম দেব কৃপাবান।
দেখিয়া শক্রর বল : ঘৃণা পায়্যা কব ছল : মূর্তি ধর্যা হলে আগুয়ান ॥
রাবণ তোমার ভৃত্যে : জানে ইহা ত্রিজগতে : অতএব তোমা গেল জানা।
হেন ভক্ত নাশ করি : হাসাইলে তিন পুরী : তোমা না সেবিব কোন জনা ॥
লৈনু আমি পদছায়া : জানিনু যতেক দয়া : বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা।
কৈলাস বাস ছাড়িয়া : বিপক্ষের পক্ষ হয়া : জাঙ্গালে বসিয়া দিলে থানা ॥
কি আর বলিব আমি : অনুকূল হৈলে তুমি : তবে জানি রাম বীরপনা।
সেতু করি ছারখার : কটকেতে মহামার : ভাঙ্গিতাম সে রামের থানা ॥
আমা হেন ভক্ত নষ্ট : ঞিহায় হইলে তুষ্ট : এক কথা ভাগ্য কর্যা মানি।
আপন সম্পত্ত নাশ : ত্রিভুবনে অপযশ : কটক লয়্যা শোভুক আপনি ॥
রাজা হয়্যা নহি ভোগী : হইনু পরম যোগী : দশ করে রুদ্রাক্ষের মাল।
মুখবাদ্য হাতে তালে · হৃদয়েতে জাপ্যমালে : মাথায় পিঙ্গল [জটাজাল] ॥
আমি নিশাচর জাতি : তোমা বিনে নাই গতি . ত্রিভুবন কৈনু করতলে।
ছত্রিশ কোটি দেবগণে : যায় মোর যোগানে : সভাই খাটে রাক্ষস মিশালে ॥
বিপক্ষের দিগে উর : বৈল আমি তুরাক্ষর : এই দোষ ক্ষমহ আমারে।
যবে তুমি খুসি মনে : কি করিব দেবগণে : কোটি রাম কি করিতে পারে ॥
আমি যতকাল জিব : কণ্ঠাগত প্রাণ হব : প্রভু মোর দেব ত্রিলোচন।
লঙ্কা যাবেক ডুবিয়া : শিবের নিছনি লয়া : শিবলিঙ্গ না করি চালন ॥

প্রদক্ষিণ কর‍্যা সেতে : চড়িল পুষ্পকরথে : লঙ্কাপুরীর ছাড়ি সব আশ।
সকরুণ চিত্ত হয়্যা : পুরী প্রবেশিল গিয়া : কবিচন্দ্রের মনেতে উল্লাস॥

সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য

নৈরাশ হইয়া লঙ্কা প্রবেশে রাবণ। রামজয় রবে সেতু বান্ধে কপিগণ॥
জাঙ্গাল আরম্ভ রাম কৈল যেইকালে। সেইকালে ছিল দুই কাষ্ঠ বিড়ালে॥
বানরে পর্বত আনে নল সেতু বান্ধে। তা দেখিয়া গুড়গুড়া উচ্চস্বরে কান্দে॥
ক্ষীণ প্রাণ হীন বল খিস্তি কলেবর। আমাদের জন্ম মিছা ধন্য সে বানর॥
সেই মহাবীর যেবা রামের কার্য করে। কোন কার্য করি মোরা সাগরের তীরে॥
গুড়গুড়া চলে আগে পাছে তার নারী। জাঙ্গালে কি কাজ করে মনে মনে করি॥
গুড়গুড়া বলে প্রিয়া শুন মোর বাণী। এ অঙ্গ ভিজাই গিয়া সাগরের পানি॥
যেখানে দেখিব মোরা সমুদ্রের বালি। অঙ্গ লোটায়্যা দোঁহে গায়ে নিব ধূলি॥
লঙ্কাকে যাইব রাম কমললোচন। রাতুল চরণে তাঁর বাজিব পাষাণ॥
অতি সুকোমল পায় পাষাণ পাছে বাজে। গা ঝাড়িয়া রেণু রাখি জাঙ্গালের মাঝে॥
গা ঝাড়িয়া যায় দোঁহে জাঙ্গাল উপর। জাঙ্গাল উপর বালি দেখিতে সুন্দর॥
দোঁহা কীর্তি দেখে রাম কমললোচন। লোহেতে ভরিল তাঁর অরুণ নয়ন॥
বাহু পসারিয়া রাম দোঁহে কৈলা কোলে। পদ্ম হস্ত বুলাইলা অঙ্গ সুকোমলে॥
কুচ্ছিত রূপ ঘুচে দোঁহে হইল সুন্দর। রামের আঙ্গুল চিহ্ন গায়ের উপর॥
বনের পশুর রাম-ভক্তি নিরখিয়া। করুণে অরুণ আঁখি চলিল ভাসিয়া॥
রামের করুণা দেখি নল মহাবল। জোড়হাতে রাম আগে আঁখি ছলছল॥
নল বলে রাম তুমি কর অবধান। তোমার করুণে নাথ মিলায় পাষাণ॥
নষ্ট হৈল সেতুবন্ধ রাখিতে নারিল। করুণে ভাসিল শিলা দ্রব হয়্যা গেল॥
করুণা না কর রাম করুণাসাগর। দারু দ্রব হয়্যা গেল মিলাল্য পাথর॥
তোমার বানর হৈল করুণ নয়ানে। লোহে চক্ষু ভরে গাছ বহিব কেমনে॥
তোমার করুণে কপি হইল অচল। ঊর্ধ্বমুখ হয়্যা কপি রহিল সকল॥
এতেক বলিয়া নল রামচন্দ্রে তোষে। সাধু সাধু বলে নল দেবতা প্রশংসে॥
গুড়গুড়া বেড়ি রাম নল কৈল কোলে। নলে পুরস্কার করি মধুর বাক্য বলে॥
তোমা হেন ধন মোরে মিলাল্য বিধাতা। সেতু বান্ধ নল যেন উদ্ধারিয়ে সীতা॥
শ্রীরামের আজ্ঞা [পায়্যা] সেতু বান্ধে নলে। বানর কটক গাছ বয় জয় বোলে॥
সুন্দরকাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র কয়। দেবতা বানরে সব ডাকে রাম জয়॥

হনুমানের কোপ

মেঘ আসি ছায়া করে গগনমণ্ডলে। শ্রম পাসরয়ে সব মন্দ মন্দ জলে ॥
যেই দিন হইতে হল্য সাগর পত্তন। সেইদিন হইতে নিত্য আসে দেবগণ ॥
গণেশ কার্তিক ব্রহ্মা দেব মহেশ্বর। অষ্ট লোকপাল আইল দেব পুরন্দর ॥
প্রহ্লাদ নারদ আইল শুক সনাতন। চেতন কেতন আল্যা যত সিদ্ধগণ ॥
একা মেল হয়্যা আল্যা পাতালের পুরী। দিগ দিগন্তর আর অন্তরীক্ষচারী ॥
দেবঋষি ব্রহ্মচারী যতেক তপস্বী। ধন্য ধন্য বলি সভে শ্রীরামে প্রশংসি ॥
বড বড রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য কুলে। কার তেজে গাছ পাথর না ভাসিল জলে ॥
ধন্য ধন্য রাম তুমি কমললোচন। তোমার প্রতাপ প্রভু সহে কোনজন ॥
চন্দ্র সূর্য বাত বরুণ যাবত প্রচার। তাবত এসব কীর্তি রহিল তোমার ॥
সুরভি গঙ্গার জল দেবগণ আনি। দুভায়ের শিরে ঢালে যত ঋষি মুনি ॥
যথাকালে দুই ভাই করিলেন স্নান। দেবগণ স্নান করে সভা বিদ্যমান ॥
সাগরবন্ধন স্নান যেইজন শুনে। পাপ খণ্ডে সেইসব পুণ্যবান জনে ॥
রাত্রিদিন রামচন্দ্রে অন্য নাঞি মন। বান্ধিলেন সেতু রাম লয়্যা কপিগণ ॥
তিন যোজন করি নিত্য বান্ধেন সাগর। বান্ধিতে বান্ধিতে হল্য মাসেক ভিতর ॥
যে জাঙ্গাল বাঁধা নয় সহস্র বৎসর। মাসেক ভিতর বান্ধে সাগর উপর ॥
সুবর্ণ পাথর সব জাঙ্গালে পাড়িল। জাঙ্গালের জ্যোতি যেন জলন্ত আনল ॥
দুই পাশে রূপা গিরি পাড়িলেক নল। ধবল পাথর আর ধবল সিন্ধুজল ॥
জাঙ্গালের মাঝে পাড়ে ফটিক চিকন। যে পথে যাবেন লঙ্কা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
দশ যোজন বান্ধিবারে আছয়ে সাগর। লাফে পার হইতে চাহে যতেক বানর ॥
বানরে প্রবোধি তবে রামচন্দ্র বলে। সাঙ্গ করি সেতু বান্ধ সাগরের কূলে ॥
এতেক প্রমাদে কিছু নাই প্রয়োজন। শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘে হেন কোনজন ॥
জোড়হাতে হেরে সভে রামের বদন। সেতুবন্ধ সাঙ্গ হোক শতেক যোজন ॥
রামের আজ্ঞায় পুন বান্ধয়ে সাগর। হনুমানের ঠাঞি যায় যতেক বানর ॥
নলের বিক্রম দেখি কুপিল প্রমাথী। কথন বীরের সঙ্গে করিল যুকতি ॥
হাসিয়া প্রমাথী গেলা হনুমান পাশে। হনুমান চাহি কহে বচন প্রকাশে ॥
আমি তুমি যত বীর মহা মহা বল। সভাকে জিনিয়া আজি মহাবীর নল ॥
সব দেবগণ করে নলের বাখান। সহিতে না পার্য্যা আমি আলাম তব স্থান ॥
ধিক থাকু বিক্রম তোর ধিক বাহুবল। যত বল বিক্রম তোর গেল রসাতল ॥
শিশুকালে লম্ফ দিয়া ধর দিবাকর। বুকের ভরসা [রাখি] লঙ্ঘিলে সাগর ॥
রাবণের কটক [ধরা] জিনিবারে পারে। দুর্জয় কটক মারি পোড়ালে লঙ্কারে ॥

এ সব বডাগ্রি তোর গেল রসাতল। তোমা জিনি হল্য আজি নল মহাবল ॥
যত যত গাছ পাথর তুমি আন মাথে। সব গাছ পাথর নল লোফে বাম হাতে ॥
এত সব প্রমাথীর শুনিয়া বচন। কোপে হনুমান হল্য অরুণ লোচন ॥
মুখ হতে বাহিরায় অগ্নি কণা কণা। আজি নল মারি পাডি রাখে কোনজনা ॥
পুচ্ছ উভু করি বীর সারে দুই কান। লাফ দিয়া আকাশে উঠিলা হনুমান ॥
উত্তর মুখ যায় বীর কর‍্যা মার মার। আঁখির নিমিষে বীর সাগর হল্য পার ॥
কুপিল রে হনুমান পবননন্দন। জম্বুদ্বীপ পার গেল সে গন্ধমাদন ॥
একেক লোমে বান্ধে বীর একেক শিখর। অন্ধকার কর‍্যা রবি আইসে ঘোরতব ॥
দুই হাতে দুই পায়ে পর্বত আপার। আচম্বিতে দুই পহরে হল্য অন্ধকার ॥
মাথা তুলি বীরভাগ গগন নিহালে। হনুমানের কোপ দেখি পশে রামের স্থলে ॥
ধায়্যা গ্যা বানর কহে নল-সন্নিধান। তোমা মারিবারে আসে দেখ হনুমান ॥
এই কথা শুন্যা নল করিল পয়ান। আউদড কেশে [রডে] লইয়া জীবন ॥
কেহ বলে নলের আজি নাহিক নিস্তাব। নল লয়্যা পডে আজি ঘোর মহামাব ॥
পালাইয়া গেল নল শ্রীরামের পাশে। হনুমানে প্রবোধিয়া রামচন্দ্র তোষে ॥
নান' মতে হনু তোষে কমললোচন। হনুমানের প্রশংসা শুনয়ে কপিগণ ॥
সুন্দ[র]কাণ্ডে কবিচন্দ্রের রামপদআশ। যেইজন শুনে তার সিদ্ধ অভিলাষ ॥

হনুমানের দর্পচূর্ণ

রাম বলে শুন বাছা পবননন্দন। বাদবিসম্বাদে কিছু নাই প্রয়োজন ॥
তুমি কোপ করিলে কে বান্ধিব সাগর। নলকে মারিলে বাপু হবেক দুষ্কর ॥
শ্রীরামের কথা যদি শুনে হনুমান। দুইটা পর্বতে ঢাকা হইল দুই কান ॥
দু কানের লোমে গাঁথে দুই শত গিরি। আর ঊনকোটি গিরি শোভে অঙ্গ সাবি ॥
চক্ষে কর্ণে পর্বত, পর্বত ঠেস্যা ধরে। রামের কাছে আল্য শীঘ্র পবনকুমারে ॥
জোডহাতে হনুমান রামের গোচরে। প্রমাথীর বোল প্রভু নারি সহিবারে ॥
অপরাধ করিলাম ক্ষেম একবার। তব বলে করি প্রভু এত অহঙ্কার ॥
রাম বলে শুন বীর পবননন্দন। নলকে মারিলে বাপু পাবে কত ধন ॥
সেতু বান্ধিবারে আছে দশ যোজন। কোপ তেজি কর বাছা সাগব বন্ধন ॥
পর্বত আনিবে তুমি লাগুক জাঙ্গালে। দশ যোজন সাগর বান্ধা যাকু এইকালে ॥
উত্তর কূল দক্ষিণ কূল কর একাকার। সেতু সাঙ্গ হলে বাছা বানর হয় পার ॥
পার হয়্যা মার গিয়া লঙ্কার রাবণ। নলকে মারিলে বাপু পাবে কত ধন ॥
প্রভু আজ্ঞা হনুমান লঙ্ঘিতে না পারে। দু হাথে পর্বত ফেলে সাগর উপরে ॥

নল বীর না ছুঁইলে পর্বত না ভাসে। পর্বত সাগরে ডুবে রামচন্দ্র হাসে॥
দর্পচূর্ণ রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার। ইহার লাগিয়া সহে নলের অহঙ্কার॥
হনুর মাথায় ছিল পর্বত শিখর। রাম-আজ্ঞা পরশ করে সে নল বানর॥
ধারা তীর্থ বহে যথা সুবেশ সুরঙ্গ। মধ্যিখানে ফেলে গিরি সেতু হল সাঙ্গ॥

রামের লঙ্কা যাত্রা

উত্তর কূল দক্ষিণ কূল হল্য একাকার। যাত্রা কৈলা রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার॥
ডাহিনে শোভেন নল বামেতে লক্ষ্মণ। অঙ্গদের কান্ধে হাত কমললোচন॥
আপন সেনা লইয়া যতেক সেনাপতি। সভে পার হইল গিয়া রামের সঙ্গতি॥
সুগ্রীব রাজা পার হইল বেড়ি কপিগণ। নীল গবয় গবাক্ষ আর গন্ধমাদন॥
পদ্মমুখ ক্রথন আর সুষেণ কেশরী। সুবেণু পর্বতে আইল রাম অধিকারী॥
সুবেণু পর্বত হৈতে লঙ্কাপুরী দেখে। এক বৃক্ষে বস্যা পক্ষ আছে লাখে লাখে॥
লঙ্কা বেড়িল রাম নাঞি দিকপাশ। বানর আইল সব জুড়িয়া আকাশ॥
লঙ্কা শত যোজন সমুদ্র বই নাই। সিন্ধু গড় বাহিরে রহিতে স্থান নাই॥
ভিতরে কনক লঙ্কা শতেক যোজন। তাহাতে সোনার গড় মধ্যেতে রাবণ॥
কতেক উ তীরে কপি কতেক ই তীরে। দিগে দিগে আসে কপি সেতু বান্ধিবারে॥
স্থান নাই বানর আকাশে কৈল ভর। বানরে দেখিয়া চিন্তে রাম গদাধর॥
মন্ত্রণায় বৈসে রাম বেষ্টিত কপিগণ। হনুমান জাম্ববান বালীর নন্দন॥
সঙ্গে মিলি মন্ত্রণা করিল সারাৎসার। সাগর বলিয়া রাম পাড়িল হাঁকার॥
সাগর তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিব। সাগর হেঁট হৈলে গোসাঞি তবে কি হইব॥
বানরে নাহিক স্থান ভাবে রঘুমণি। গভীর সাগরে রাম ডাক দিয়া আনি॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার। রামলীলা শুন ভবে জন্ম নাঞি আর॥

রামের লঙ্কাপ্রবেশ

লঙ্কা নিরখিয়া রাম : প্রভু দূর্বাদল শ্যাম : সন্ধান পূরিল শরদণ্ড।
প্রচণ্ড রবির তেজে : [নিমিষে তিমির তেজে] : নিরখি তনুজ নিজ দণ্ড॥
কপিবল প্রবল : সমরেতে অটল : চলিল সমর রিপুরাজে।
সুর নর কিন্নর যত : সভে হল্য অস্ত্রযুত : ভুবনে সেনার রোল বাজে॥
শতেক যোজন পুরী : স্থান নাই তিল করি : রামচন্দ্রে লাগিল তরাস।
কতেক উ কূলে জড় : কতেক ই কূলে জড় : জুড়ি রইল ভূমি ত আকাশ॥

সেনাগণ দেখি রাম : গভীর সাগর নাম : ডাক দিয়া আনিল তুরিত।
দশ যোজন করি : স্থান দেহ লঙ্কাপুরী : কটক আমার হয় স্থিত ॥
শুনিয়া রামের কথা : সমুদ্র নুয়ায় মাথা : কহে রামে হয়্যা পুটাঞ্জলি।
লক্ষেক যোজন জল : মধ্যেতে হইব স্থল : যথা আজ্ঞা রাম মহাবলী ॥
ভুজদণ্ডমণি সাঠে : জলমধ্যে দ্বীপ উঠে : জয় জয় রঘুর নন্দন।
লঙ্কার চৌদিগে বেড্যা : সিন্ধু গেল তড পড্যা : ছাড্যা দিল দ্বাদশ যোজন ॥
রাম চড়ে লঙ্কা গড : সমুদ্র হইল তড : গড ভাঙ্গি পূরাইল খাই।
কনক লঙ্কার মাঝে : রামের নিশান সাজে : গড়ে ফিরে রামের দোহাই ॥
টুটিল হঠ রাজার : রাজ্যে লাগে চমৎকার : মালসাট মারে কপিগণ।
ধরিয়া রাক্ষস জটে : সিংহনাদে প্রাণ ফাটে : বানর কয় কোথারে রাবণ ॥
শুনি বানরের রোল সরিয়া না সবে বোল . দশমুণ্ড কাঁপে ঘনে ঘন।
শুনি কথা হাটেবাটে : সাগরেতে দ্বীপ উঠে : সিংহনাদে কাঁপিল রাবণ ॥
মনের আনন্দ গেল : মরণ নিকট হল : কালান্তক যম দরশন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : রাবণে লাগিল ভয় : রামগুণ গায় কপিগণ ॥

সীতা-সরমা সংবাদ

লঙ্কা নিধন হব দেবেব আনন্দ। কটক সহিত লঙ্কা বেড়ে রামচন্দ্র ॥
মহামার লঙ্কায় কাকেয় নাঞি ক্ষেমা। সীতাকে বারতা দেই রাক্ষসী সবমা ॥
মাথা নুয়াইয়া কহে আল্যা রামচন্দ্র। সরমার কথা শুনি সীতার আনন্দ ॥
উ কূল ছাডিয়া রাম আজি আল্যা লঙ্কা। চমকিত রাজ্যগণ্ড রাজা পায় শঙ্কা ॥
আজি হতে লঙ্কার গেল শয়ন ভোজন। আজি হতে লঙ্কার গেল গায়ন নাচন ॥
আজি হতে লঙ্কায় হইল নিরানন্দ। আজি হতে তিন লোকে বাড়িল আনন্দ ॥
কাল হয়্যা রামচন্দ্র পশে লঙ্কাপুরী। হস্তী স্কন্ধে বসে যেন বনের কেশরী ॥
সাগর পড়িল তড শুনিল রাবণ। অচেতন হয়্যা ভূমে পড়ে দশানন ॥
রাবণের ডরে রক্ষ করে ধায়াধাই। লঙ্কায় ফিরয়ে আজি রামেব দোহাই ॥
শুনি সরমার কথা হাসেন জানকী। হরষ হইলা সীতা অন্তরেতে সুখী ॥
সরমাকে বলে সীতা মধুর বচন। কতদিনে দেখিব সে রামের বদন ॥
লঙ্কায় আসিব রাম আমি দিব কি। তুলিয়া অশোকফুল মালা গাঁথ্যাছি ॥
তুলিয়া অশোকফুল গাঁথি কুতূহলে। দিতে না পাইনু মালা রামচন্দ্র-গলে ॥
রাম সঙ্গে সরমা গো ছিলাম বনে বন। নানা পুষ্পমাল্য রাম করিত ভূষণ ॥
নানামাল্য সাজ করিতাম শ্যাম তনু। কেমনে ধরিব প্রাণ রামচন্দ্র বিনু ॥

কহ গো সরমা মোরে বিধি হল্য বাম। আর কি দেখিব সেই দূর্বাদলশ্যাম ॥
যখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে। আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে ॥
নীল মেঘে বিজুরি সঘনে গরজন। আমি বলি আইল মোর কমললোচন ॥
নিরীক্ষণ করি আমি চাহি শূন্যপথে। মেঘেতে তড়িত রাম আইলা গণ্ডি হাতে ॥
মেঘেতে চিকুর যেন গগনে গম্ভীর। শরধনু হাতে যেন আইলা রঘুবীর ॥
মেঘের ভরম দেখি রামচন্দ্র নাঞি। মূর্ছিত হইয়া আমি পড়ি সেই ঠাঞি ॥
সরমাকে বলে সীতা প্রাণের বহিনী। আর কি দেখিব সেই প্রভু রঘুমণি ॥
মনেতে প্রত্যয় নাই রাম আসে লঙ্কা। কপিমুখ হব রক্ষ পাই বড় শঙ্কা ॥
শ্যাম অঙ্গ আর কি করিব পরশন। আর না দেখিব তাঁর রাতুল চরণ ॥
আর না দেখিব তাঁর মন্দ মন্দ হাসি। আর না দেখিব তাঁর সে রূপ বিলাসী ॥
মদনমোহন তনু সুধার সমান। আর নাই দিব রাম নয়ানে নয়ান ॥
তোমার বচন সখি প্রাণ হেন বাসি। স্বপনে এসব আমি দেখি অহর্নিশি ॥
এতেক বলিয়া সীতা আঁখিজলে ভাসে। সীতার করুণা দেখি সরমা সে হাসে ॥
অকারণে সীতা তুমি করিছ রোদন। রামের প্রতাপ সীতা মন দিয়া শুন ॥
রামসিংহ আল্য লঙ্কা আর শঙ্কা নাই। শৃগাল কুক্কুর হেন রাক্ষস পালাই ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বচন চাতুরী। পুনরপি সরমার বচন মাধুরী ॥

বানরসেনার লঙ্কাপ্রবেশ

আজি হতে সীতা কর আনন্দিত মন। জানিহ স্বরূপ লঙ্কা জয় এতক্ষণ ॥
বানরের সিংহনাদ শুনহ জানকী। স্বর্গে দেবগণ কাঁপে পাতালে বাসুকি ॥
তোলপাড করে লঙ্কা বানর-প্রতাপে। গরুড যেন গিলে আজ অজগর সাপে ॥
সীতা বলে সরমা গো প্রাণের বহিনী। তোর বোলে রাখিয়াছি এ পাপ পরাণি ॥
সীতাকে রামের বার্তা দিয়া গেলা ঘর। পার হয়্যা উত্তরিল সকল বানর ॥
পদ্মমুখ পনস বানর কেশরী। সুবেণু পর্বতে গেলা রাম অধিকারী ॥
যোদ্ধা সব পার হল্য বীর অবতার। ফলফুল আনিবারে রহিল অপার ॥
এই মত কপি সব কৈল নিয়োজিত। তা দেখিয়া রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের কৃপায়। সুন্দর কাণ্ডের কথা এত দূরে সায় ॥

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত

লঙ্কাকাণ্ড

রাবণ-সভায় অঙ্গদ

বান্ধা গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হল্যা পার। বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
রাম বলে সুগ্রীব মিতা আর কি বিলম্ব। কবে কৈল রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সাগরপার বল্যা তার বড়ই আঁটনি। কি বলে রাবণ রাজা আস্থ দেখি শুনি ॥
সুগ্রীব বলেন প্রভু তাই ভাবি মনে। শ্রীরাম বলেন এবে যাবে কোন জনে ॥
কাহার সাহস আছে হনুমান বিন্যা। একাকী রাবণ-সভা আসিবেক জিন্যা ॥
সুগ্রীবের এত কথা শুন্যা রঘুমণি। হনুমান-পানে রাম চাহিলা আপনি ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবননন্দন। তোমার প্রতাপে হইল সাগরবন্ধন ॥
বারেক সীতার তত্ত্ব তুমি দিলে আন্যা। কি বলে রাবণ রাজা যদি আইস জান্যা ॥
জানকীনাথের কথা শুন্যা হনুমন্ত। সর্পমাঝে দর্প কর্যা উঠিলা অনন্ত ॥
কোন অর্থে মহাশয় ভাব এত মনে। আমি গিয়া গালি দিয়া আসিব আপনে ॥
হনুমানের কথা শুন্যা জাম্ববান কয়। হনুমানের পুন যাবা উচিত ত নয় ॥
রাবণ বলিবে এহ আসে প্রতি জাতে। ইহা বই বীর নাই সুগ্রীবের সাথে ॥
বালীর তনয় আছে কোন অর্থে ন্যূন। অঙ্গদে পাঠায়্যা দেঅ কবে চতুর্গুণ ॥
জাম্ববানের কথা শুন্যা অঙ্গদ বীর কয়। বৃদ্ধ পাগল হলে বুদ্ধি লোপ হয় ॥
আর কোন বীর নাই বলিছেন খুড়া। নিঃস্বার্থে পচাল পাড্যা মরিস কেন বুড়া ॥
হনুমান বলবান দুর্বল সভাই। নিঃস্বার্থে বস্যা কেন দেশকে চল্যা যাই ॥
নিশ্চয় জান্যাছে খুড়া মোরা কিছু নই। সভার মর্দানা বুঝি দিন চারি বই ॥
বুঝিলা জানকীনাথ অঙ্গদের ক্রোধ। সকরুণ বাক্যে তারে করেন প্রবোধ ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু শুন রে অঙ্গদ। দুষ্কর্ম কর্যাছি আমি তব পিতৃবধ ॥
প্রাণের সমান তোমা দেখি সেই হতে। মোর ইচ্ছা নাই তোমা সঙ্কটে পাঠাতে ॥
সুগ্রীব বলেন বাপু শুন যুবরাজ। নখে ছিদ্র হইলে কুঠারে কিবা কাজ ॥
কি কাজ আঁকড়ি যদি হাতে ফুল পাই। সেবকে হইলে কার্য আপনি না যাই ॥
ঘরের সেবক বটে পবনকুমার। সেবক উন্নত হলে মহিমা তোমার ॥
মনে মনে ভাব তুমি বালীর তনয়। এমন সময় ক্রোধ উচিত না হয় ॥
অঙ্গদ বলে যা বলিলে সব কথা সারা। বিবাদ করিতে হেথা আসিয়াছ পারা ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু সব তোমার ভার। তোমা হইতে হবে মোর সীতার উদ্ধার ॥

সন্তুষ্ট হইল বীর রামের কথায়। যে আজ্ঞা বলিয়া হাথ দিলেন মাথায় ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথা। আমি নখে ছিঁড্যা আনি রাবণের মাথা ॥
তোমার মুখের আজ্ঞা যদি আমি পাই। লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া অযোধ্যাকে যাই ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু দুরন্ত রাক্ষস। হঠাৎকারে হেন তারে না করি সাহস ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু তুমি নাথ যার। কোটি রাবণ আইলে না করি দৃকপাত ॥
যে অভয় পদ ভজে তার ভয় নাঞি। তব নাম লয়্যা তর‍্যা আসি সর্ব ঠাঞি ॥
সন্তুষ্ট হইলা রাম অঙ্গদের বোলে। যাহ ভয়মুক্ত হয়্যা আইস কুশলে ॥
রাম লক্ষ্মণে প্রণাম প্রদক্ষিণ হয়্যা। জাম্ববান সুগ্রীবের পদধূলি লয়্যা ॥
আর সব কপিগণে করিয়া বিনয়। হনুমানে কোল দিল বালীর তনয় ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর। অঙ্গদের গলে দিল সকল বানর ॥
রামজয় জয়ধ্বনি হইল চারিপাশে। লম্ফ দিয়া দম্ভ কর‍্যা উঠিল আকাশে ॥
পবন-গমনে যায় ছাড়ে সিংহনাদ। লঙ্কায় রাবণ রাজা গুণিল প্রমাদ ॥
শুক-সারণে ডাক্যা রাজা লাগিল কহিতে। উত্তরে কিসের শব্দ শুনি আচম্বিতে ॥
শুক-সারণ বলে গোসাঞি সমুদ্রের কূলে। সিংহনাদ কর‍্যা তথা বানরগুলা বুলে ॥
ইহা শুন্যা বজ্রাঘাত রাবণের শিরে। নিশাচরে বল যেন সাবধানে ফিরে ॥
যতেক রাজার সেনা শুন্যা কলরব। কি বল কি বল বলি ধায়্যা আল্য সব ॥
ঝাটি ঝকড শেল [শূল] অস্ত্র লাখে লাখে। মার মার বলি তারা চতুর্দিগে ডাকে ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজা করিছে মন্ত্রণা। রাজার সম্মুখে আছে ছত্রিশ কোটি সেনা ॥
একেক রথের হস্তী অযুতেক জোড়া। হস্তী পিছে নিয়োজিত সহস্রেক ঘোড়া ॥
শত পদাতিক এক অশ্বের যোগান। এতেক কটকে রাজা কর‍্যাছে দেয়ান ॥
রাবণের প্রতাপে কাঁপিছে বসুন্ধরা। আজ্ঞায় করিছে কর্ম যত দেবতারা ॥
চন্দ্রিমা ধর‍্যাছে শিরে নব দণ্ড ছাতা। শিশুপাঠে নিয়োজিত আপনি বিধাতা ॥
মালাকার হয়্যা হার গাঁথে পুরন্দর। নারদ বাজায় বীণা রাজার গোচর ॥
মন্দির মার্জনা করে পবন বরুণ। দ্বারের দুয়ারী হয়্যা রয়্যাছে অরুণ ॥
বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায়। উর্বশী আসিয়া নাচে কিন্নরেতে গায় ॥
পবন দমন মল্য মন্দ মন্দ বয়। পূর্ণিমার চন্দ্র আস্যা নিত্যই উদয় ॥
নিদ্রা নাঞি যায় যম রাবণের ডরে। অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞা করে ॥
এ সব বৈভব রাজা কিছুই না দেখে। নিরন্তর অন্তরে রামের রূপ দেখে ॥
আন বলিতে রাজার মুখে আইসে রাম নাম। নয়ান মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্যাম ॥
রাবণ বলে ক্ষিতিতলে রাম হইল কি। এবার আমি রামের হাতে কদাচিত জি ॥
রাবণ বলে ক্ষিতিতলে যা শুনিনু হয়্যা। নরবানরে সাগর বাঁধে গাছ পাথর দিয়া ॥

যা হয়না তা হইল আবার কিবা হয়। লক্ষ অক্ষৌহিণী মোর কোন কর্ম্মের নয় ॥
এতকাল তো-সভাকে খায়ানু রাজভোগে। যুগী-থানে কড়াগণ্ডা না দিনু কোনযুগে ॥
এখন পৌরুষ রাখ ধর‍্যা পাণ নে। রাম লক্ষ্মণ দুইজনাকে বান্ধ্যা আন্যা দে ॥
রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলে সেনাপতি। আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি ॥
সীতা লয়্যা কর কেলি আপনার মনে। আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
ত্রিভুবন সাজ কর‍্যা যদি রাম আনে। তবু নারে সীতা নিতে মোরা বিগুমানে ॥
বানরে নাহিক ভয় তারা বনের পশু। মুহূর্ত্তে মারিয়া দিব ঘরপোড়া সে আসু ॥
সে বেটা প্রধান যত কটকের সার। সে আইলে মহারাজা নাহিক নিস্তার ॥
লঙ্কা দগ্ধ কর‍্যা গেল চক্ষুর নিমেষে। সে বেটারে ভয় হয় আবার পাছু আসে ॥
সুগ্রীব রাজার সনে সেই করাল্য মিতা। সেই আস্যা দেখ্যা গেল অশোকবনে সীতা ॥
বিভীষণে ভুলাইল নানা কথা কয়্যা। সেই ত সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া ॥
যত দেখ মহারাজা সব চক্র তারি। সে থাকিতে কে রাখিতে পারে রামের নারী ॥
রাবণ বলে যা বলিলে মনে তা নিলেক। জন্মিয়া যে দুখ নাই ঘরপোড়া সে দিলেক ॥
ধরিত না পুত্র ঘরে কোনকালে আর। রাম লক্ষ্মণ থাকু এখন ঘরপোড়াকে মার॥
এই সব যুক্তি করে রাবণ রাজা বস্যা। হেনকালে অঙ্গদবীর উত্তরিল আস্যা ॥
রামলীলা সুধারস অমৃত সমান। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

রাক্ষসগণের ত্রাস

প্রকাণ্ড শরীর বীর মন্দ মন্দ গতি। পূর্ব্বদিগ হইতে যেন আইল দিনপতি ॥
আকাশ দেউটি-সম দুটি চক্ষু জ্বলে। বীরের মস্তক ঠেকে গগনমণ্ডলে ॥
বড় বড় বীর সব দ্বারে ছিল যারা। অঙ্গদের অঙ্গ দেখ্যা ভঙ্গ দিল তারা ॥
আশে পাশে যত ছিল রাজার রক্ষক। মণ্ডুক পালায় যেন দেখিয়া তক্ষক ॥
বড় বড় বীর যদি উঠ্যা দিল রড়। লাথির চোটে কপাট ভাঙ্গ্যা প্রবেশিল গড় ॥
যেখানে রাবণ রাজা বস্যাছে দেয়ানে। লম্ফ দিয়া দম্ভ কর‍্যা বৈসে মধ্যখানে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দে। রাক্ষসরা বলে বাপ এটা আল্য কে ॥
পাত্রমিত্রে রাজা যত ডাকিছেন পাশে। অঙ্গদকে দেখ্যা সভে চুপ কর‍্যা ত্রাসে ॥
বস্যাছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে। তা দেখ্যা অঙ্গদবীর ভাবে মনে মনে ॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল তাহাতে। পুরন্দর বার যেন দেন ঐরাবতে ॥
তা দেখ্যা রাবণ রাজা ছলে মায়া পাতে। শত শত রাবণ হয়্যা বসিল সভাতে ॥
যেদিগে অঙ্গদ চায় সেদিগে রাবণ। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি-লোচন ॥
সকলে রাবণ নাঞি ভেদ কোনজনে। অঙ্গদ বলে কথা কহি কোন রাবণ-সনে ॥

সভেমাত্র ইন্দ্রজিত ছিলা আপন সাজে। পুত্র হয়্যা পিতৃমূর্তি ধরে কোন লাজে ॥
ইহা বল্যা অঙ্গদবীর করেন ভাবনা। রাক্ষসের মায়া-ফান্দ পাত্যাছে রাবণা ॥
ইহা বল্যা অঙ্গদবীর ভাবে মনে মনে। এক কথা শুনি আমি বিভীষণ-স্থানে ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা। কপালে দেখিছি তার যজ্ঞশেষ ফোঁটা ॥
অতএব বুঝিনু এ বেটা মেঘনাদ। আকারে ইঙ্গিতে বীর কহিছে সম্বাদ ॥
অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহ ইন্দ্রজিতা। যে সব রাবণ বস্যা সব কি তোর পিতা ॥
তেঞি অহঙ্কার নাহি লঘু গুরু মান। এতেক বাপের তেজ ইন্দ্রে বান্ধ্যা আন ॥
ধন্য রাণী মন্দোদরী সাবাস তোর মাকে। এক যুবতী এতেক পতি ভাব কেমনে রাখে ॥
কোন বাপ তোর জিন্যাছিল তিনলোকে। কোন বাপ কোথা গেল বল দেখি মোকে ॥
কোন বাপ উচ্ছিষ্ট সে খাইল পাতালে। কোন বাপ বন্দী ছিল অর্জুন-অশ্বশালে ॥
কোন বাপ যম জিনিতে গেল রে দক্ষিণ। মান্ধাতার বণে কেবা দাঁতে কৈল তৃণ ॥
কোন বাপ জব্দ হৈল জমদগ্নি-তেজে। কোন বাপকে মোর বাপ বান্ধ্যাছিল লেজে ॥
একে একে কৈনু তোর সব বাপের কথা। সব বাপে কাজ নাঞি যুগী বাপ কোথা ॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই। সব বাপে কাজ নাঞি সেই বাপটি চাই ॥
সূর্পনখা রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা। দণ্ডক কাননে মাগে ঘরে ঘরে ভিক্ষা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্ত বস্ত্র পরে। ডম্বরু বাজায়্যা ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥
শুন্যা স্তব্ধ হল্য সভে অঙ্গদের কথা। লজ্জা পায়্যা রাবণ রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥
ঘুচিল এখন মায়া ছায়া পড়ে রঙ্গ। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাক্যের তরঙ্গ ॥

অঙ্গদ রায়বার

রাবণ বলে শুন বানর তোরে আমি বলি। অকস্মাত লঙ্কাপুরী কোথা হতে আলি ॥
কেন বা আইলি হেথা মরিবার তরে। বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ॥
কে তুই কাহার বেটা কোন দেশে বস্য। ভয় নাঞি মারিব না সত্য কর্য়া কস্য ॥
অঙ্গদ বলে তোর ভয়ে থরথরিয়া কাঁপি। এমন ধারা কথা কহ বেটিচোদ পাপী ॥
তুই কোন শূর বীর তোরে ভয় কি। মোকে তুই জানিবি না পরিচয় দি ॥
বালী সুগ্রীব দুই ভাই বীর অবতার। যাহারে জিনিতে তুই গেলি একবার ॥
পড়ে কিনা পড়ে মনে হল অনেক দিন। হাত দিয়া দেখ গলে আছে লেজের চিন ॥
সেই বালীর পুত্র আমি সুগ্রীবের চর। অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর ॥
রাম কে তা জান নাঞি আন সীতা হর্য়া। দেখি এখন লঙ্কাপুরী রাখ কেমন কর্য়া ॥
তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন আস্যা। বার্য়াহ এখন কেন রইলি কোণে বস্যা ॥
অরুণ বরুণ নয় রামের সনে বাদ। বংশে কেহ না থাকিব মনে কৈলে সাধ ॥

এই তোর লঙ্কা রাম বেড়িলা আপনে। সবংশে মারিব তোরে শুনরে রাবণে ॥
রাবণ বলে কি বলিলি রাম লঙ্কা আসে। যে হকু সে হকু মনে রইতে পারি দেশে ॥
মনে মনে পণ কৈল চণ্ডালের মিতা। বানর সহায় কর্য়া উদ্ধারিবে সীতা ॥
রামের পৌরুষ যত দেখিতে সে পাই। নৈলে কেন দেশ হৈতে দূর করিল ভাই ॥
দারী হয়্যা নারী লয়্যা কানন প্রবেশে। ভাইকে মার্য়া রাজ্য লয়্যা থাকে কোনদেশে ॥
যে হকু সে হকু মেনে মোর তাতে কি। কাট্যাছে ভগ্নীর নাক বৃথাই আমি জি ॥
আন্যাছি রামের সীতা যা বলগা তারে। তপস্যা করুক রাম যত প্রাণে পাবে ॥
সুমেরু পর্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে। সাধুর রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
গরুড়ের ধন যদি হর্য়া নেই কাকে। খলের শরীরে যদি পাপ নাই থাকে ॥
খগেন্দ্র উদয় যদি চন্দ্র হয় পাত। তথাপি নারিব সীতা নিতে রঘুনাথ ॥
যে বলি তা শুন কপি বল রঘুনাথে। সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা দেকু আপনার হাতে ॥
আন্যাছে পর্বত গাছ যত কপিগণে। তা আবার লয়্যা থুক নয়া বাপের সনে ॥
যথাকার যে পর্বত তথা লয়্যা থুবে। উপাড়িছে যত বৃক্ষ আবার তাহা রুবে ॥
বিভীষণ মোর পায় পড়িবেক কান্দ্যা। ঘরপোড়াকে আন্যা দিবে হাতে পায়ে বান্ধ্যা ॥
এই কার্য আগে মোর আর কার্য পাছে। তার শাস্তি দিব আমি যেবা চিত্তে আছে ॥
দ্বিতীয় প্রহর যবে রাত্রি নিশাভাগে। দ্বারের প্রহরী মোর কেহ নাই জাগে ॥
লঙ্কাদগ্ধ কর্য়া গেছে রাত্রে আস্যা পড্যা। সব সাজ কর্য়া নিব তবে দিব ছাড়্যা ॥
ধনুর্বাণ ফেল্যা রাম খত দেকু নাকে। সব দোষ ক্ষেমা কর্য়া ছাড্যা দিব তাকে ॥
অঙ্গদ বলে অহে রাবণ আমরা উহা চাই। ঝকঝকাতে কাজ নাহি দেশকে চল্যা যাই ॥
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়। সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা দিব দণ্ড চারি ছয় ॥
নিশ্চয় জানিস তুই ভুবনে না বধ্য। মনে ভাবি সব মোর দুটি হাতের সাধ্য ॥
যে বলিলি তা করিব মুস্কিল কি আছে। যথাকার তথা থুব যেবা যার কাছে ॥
যেখানে যে গিরি ছিল সেখানে তা থুব। উপড্যাছে যত বৃক্ষ তা আবার রুব ॥
লঙ্কা নির্মাইয়া দিব যত গেছে পোড়া। সূর্পনখার নাক কান কেমনে যাবে জোড়া ॥
অক্ষয়কুমার পুত্র মারে শ্রীরামের চরে। তার বধূ বিধবা হয়্যাছে তোর ঘরে ॥
যে দেখি দারুণ পণ নয় করে কে। বলিবি বধূকে মোর স্বামী আন্যা দে ॥
একজনে আন্যা দিব তোর বধূ নিবে। মনের মত না হইলে ফিরাইয়া দিবে ॥
বিভীষণে বান্ধ্যা আন্যা দিব তোর আগে। ভাই বটে শাস্তি করিস যেবা চিত্তে লাগে ॥
ঘরপোড়াকে আন্যা দিতে কইলে বটে হয়। সেদিন তারে দূর কর্য়াছে খুড়া মহাশয় ॥
অঙ্গদের কথা শুন্যা দশানন হাসে। রামের অপূর্ব লীলা কবিচন্দ্র ভাষে ॥

ঘরপোড়াকে দূর কর‍্যা দিয়াছে কোন দোষে। অঙ্গদের কথা শুন্যা সভাসদ হাসে ॥
অঙ্গদ বলে হনুমান পাঠাইল হেথা। কয়্যাছিলা খুড়া তারে দুইচারি কথা ॥
লঙ্কায় যাইব হনু পবনকুমার। পালন করিয়া আজ্ঞা আসিবি আমার ॥
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবি উপাড়্যা। কুম্ভকর্ণের মস্তক আনিবি নখে ছিঁড়্যা ॥
অশোকবনসহ সীতা আনিবি মাথে কর‍্যা। বাম হস্তে রাবণের আনিবি জটে ধর‍্যা ॥
পাঠায়্যাছিলেন খুড়া চারি কার্যের তরে। চারি কার্যের এক কার্য কিছুই না করে ॥
সে দিনের কোপে খুড়া কাটিতে যান তায়। সব বানর জড় হয়্যা ধরি রামের পায় ॥
দয়ার সাগর রাম গুণের সাগর। সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল না মার বানর ॥
না মাল্য সুগ্রীব তারে শুন্যা রামের কথা। দূর কর‍্যা দিলেন তার মুণ্ডাইয়া মাথা ॥
কোন দেশে পালাইল আছে কিবা নাঞি। তার তত্ত্ব কর‍্যা মোরা বুলি কত ঠাঞি ॥
অঙ্গদের কথা শুন্যা রাক্ষসরা চায়। সে না করে চারিকার্য এ বা কর‍্যা যায় ॥
যত কথা কস্য বেটা সকল আকাশ। রাখিতে নারিলি লঙ্কা হল্য সর্বনাশ ॥
অঙ্গদ বলে গেলি রাবণ গেলি এতদিনে। আর না উপায় তোর রঘুনাথ বিনে ॥
অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর। যার গুণে বন্দী হল্য বনের বানর ॥
সীতা দিয়া ভজ গিয়া রামের চরণ। তবে কদাচিত বেটা এড়াবি মরণ ॥
তোরে বিধি হল্য বাম শুনরে অভাগ্যা। হরিলি রামের সীতা মরিবার লাগ্যা ॥
কামমদে বন্দী হয়্যা পড়্যা গেলি ফান্দে। বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চান্দে ॥
সূর্যবংশচূড়া দশরথ মহারাজা। দেবতা দানব নর যার করে পূজা ॥
তার ঘরে নারায়ণ জন্মিলা আসিয়া। এতকাল নির্বংশা না জানিলি ইয়া ॥
অহল্যা পাষাণ হয়্যাছিল দৈবদোষে। মুক্ত হয়্যা গেল যার চরণ-পরশে ॥
তাহার বনিতা সীতা হর‍্যা আন ঘরে। পিঁপিড়া পালক বান্ধে মরিবার তরে ॥
আপনি কুঠার মালি আপনার পায়। অহঙ্কারভরে ডিঙ্গা ডুবালি দর‍্যায় ॥
যে রাম তাড়কা বধে পাঁচবৎসর কালে। ভাঙ্গিল হরের ধনু নিজ বাহুবলে ॥
সপ্ত তাল ভেদ করে যার ধনুবাণ। যার বাণে বালী রাজা না ধরিল টান ॥
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কানে। স্বচ্ছন্দে শরশয্যা কর রামের বাণে ॥
দশ হাজার দেবকন্যা ভজে রাত্রিদিনে। তথাপি রহিতে নার পরদার বিনে ॥
সূর্পনখা রাণ্ডীর কথা তোর হইল বেদ। একজনা ছিল তোরে করিতে নিষেধ ॥
যে রাম বান্ধিল সেতু অলঙ্ঘ্য সাগরে। চৌদ্দ হাজার রক্ষ সেই এক বাণে মরে ॥
তাহার বনিতা সীতা আনিস তুই হর‍্যা। কালকূট ভক্ষণ করিলি হাতে কর‍্যা ॥

ভাল না থাকিতে তোরে দিলেন বিধাতা। আপনার বুদ্ধে খালি আপনার মাথা॥
ঘুমেতে পড়িয়া গেলি বিষম মায়ামদে। তক্ষক দংশিল তোরে কি করে ওষধে॥
সীতার নয়নে যবে হইল অশ্রুপাত। সে লক্ষ্মীর শাপে তোরে হল বজ্রাঘাত॥
এই যে সভায় তোর পণ্ডিত মন্ত্রীবর। কোন বেটা পণ্ডিত নয় সকলি বর্বর॥
ঈশ্বর যে সভার পর তার পর নাঞি। তার সনে দ্বন্দ্ব তোর যাবি কার ঠাঞি॥
বুদ্ধিমান হয়্যা জ্ঞান হারালি অভাগা। শিরে সর্পাঘাত কোথা বান্ধিবি রে তাগা॥
বুঝিনু এ সব কথা কিছু মেনে নয়। রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা কর। রাজ আভরণ যত সর্বাঙ্গেতে পর॥
তুঞি মল্যে এ সব ভুঞ্জিবে বল কে। ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন ব্রাহ্মণকে দে॥
কোষ পদাতিক রথ শুনরে রাবণ। নয়ান মুদিয়া দেখ সব অকারণ॥
স্বপ্নগত কত লোক নিধি পায় হাথে। আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে॥
এ সুখ সম্পত্ত তোর হল্য তেনমত। চেতন থাকিতে কর আপনার পথ॥
স্ত্রী সবকে ডাক্যা আন্যা জান্যা রাখ কথা। কে রবে কে যাবে তোর সঙ্গে অনুমৃতা॥
কালি মলি আঁঠ্যা খায়্যা বলিরাজার ঘরে। তিন পুরুষ গেলি যম জিনিবার তরে॥
কৈলাস পর্বতে তোর না হইল কি। মান্ধাতা জিনিতে গেলি তায় শুন্যাছি॥
অর্জুন জিনিতে গেলি রে নাগরচান্দা। কতকাল ছিলে তার অশ্বশালে বান্ধা॥
সেইদিন শিলাভরে কোথা যাতিস মর্যা। কি বলিব ব্রহ্মা আস্যা দিল মুক্ত কর্যা॥
তার কাছে করিস বড়াঞি তোরে যে না জানে। দাঁতে কুটা কর্যা আলি পরশুরাম-বাণে॥
কার্তবীর্য রাজা তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে। তার দর্পচূর্ণ হল্য পরশুরাম-হাতে॥
নিক্ষেত্রী বলিয়া ক্ষিতিতলে থুইল নাম॥ শমনদমন সেই বীর পরশুরাম॥
পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঞি। তার সনে তোর কক্ষা আর রক্ষা নাঞি॥
পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের বাণে। শৃগাল হইয়া বাদ করিস সিংহসনে॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়। গৃহিণী-পাপে গৃহ নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা যায়॥
শিষ্য-পাপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি। তোর পাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি॥
আপনি মজিলি তুই মজালি কতজনা। সভে মাত্র এড়াল্য চতুর বিভীষণা॥
যুদ্ধ কর্যা মরিস কেন শুনহ বচন। সীতা দিয়া ধর যায়্যা রামের চরণ॥
তবে যদি সীতানাথ করেন অভিরোষ। আমি পায় ধর্যা মাগ্যা নিব তোর দোষ॥
অঙ্গদের কথা শুন্যা দশানন হাসে। কেতকী [কুসুম] যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
রাবণ বলে সীতা দিলে আমি রক্ষা পাই। মোর লাগ্যা তোর দুঃখ দেখিবারে চাই॥
তুঞি কেন মোর লাগ্যা ধরিস রামেরপায়। মুঞি যুদ্ধে মরি তোর বাপের কিবা দায়॥

আন্যাছি রামের সীতা দি বা না দি। তুঞি ত বানরজাতি তোর সনে কি ॥
এইমতে অমর্যাদা করাবি রামসনে। পুনর্বার দেশকে যাব সাধ করিলি মনে ॥
মিনিদোষে রামতপস্বী বাপকে তোর মাল্য। তারি পায় নত হলি লজ্জা নাই পাল্য ॥
পুত্র বলি পরশুরাম শুধে বাপের ধার। নিক্ষেত্রী করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥
তবু না বাপের শোক নিবারিল তাতে। কার্ত্তবীর্যের মাথা আন্যা দিল বাপের হাতে ॥
পুত্র হয়্যা পিতার তুই কোন কর্ম কৈলি। বাপকে যেবা মারিলেক তারি নফর হলি ॥
ধিক থাকু জীবনে তোর মররে অধম বেটা। বিফল জনম তোর মা যার কুলটা ॥
অঙ্গদ বলে অহে রাবণ মা মোর কুলটা। সত্য কর‍্যা বল দেখি তুঞি কার বেটা ॥
জন্ম তোর ব্রহ্মকুলে ত্রিভুবন খ্যাতি। বিশ্রবার বেটা তুঞি পুলস্ত্যের নাতি ॥
বিশ্রবা সে মহাতেজা বিশ্বে যার যশ। তুঞি যদি তার পুত্র কেন রে রাক্ষস ॥
মা তোর রাক্ষসী ব্রাহ্মণ তোর পিতা। তুঞি বিভা করিলি সে দানব-দুহিতা ॥
কুম্ভীনস ভগ্নী তোর দৈত্য নিল হর‍্যা। কয় জাতে তোর ঘর দেখ লেখা কর‍্যা ॥
রম্ভাবতী লুকি হৈল শ্বশুর বলি তোরে। বলাৎকারে হরিলি তায় পর্বতের ঝোরে ॥
আপন ছিদ্র নাই জান পরকে দেহ খোঁটা। ডুব দিলি কলি চূণে মররে অধম বেটা ॥
দৈব বলবান তোরে মোর বোলে কি হয়। খসিলে করের শর বশীভূত নয় ॥
তেঞি বলি হিতবাণী শুন বলি তোকে। তুই থাকিলে মোর বাপের যশ ঘুষিবে লোকে ॥
তেঞি এত কথা কহি বুঝিস তুঞি গরু। তুঞি হলি মোর বাপের কীর্তিকল্পতরু ॥
অতএব কথোকাল রইলে ভাল হয়। তো ছারকে হেন কথা মনুষ্য কি কয় ॥
সর্বথাই যদি হই রঘুনাথের চর। তথাপি সবংশে রক্ষা করি তোর ঘর ॥
তবে যদি মোর সঙ্গে করিস প্রলাপি। তুলিয়া আছাড়ি তোরে বেটিচোদ পাপী ॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে। ঘৃত পাল্যে দাবানল যেমত উথলে ॥
দূত বল্যা ঘরপোড়াকে কেহ নাঞি কাটে। নাই কুকুর পাতে ভুঞ্জে তাই করিলি বটে ॥
রাবণ বলে আর কার মুখ চাহ দূত। পালাবে বানর বেটা ধররে মোর পুত ॥
অঙ্গদবীর স্থির বড় দর্প কর‍্যা কয়। কে ধরিবে ধরুক আস্যা আপনি আস্থ নয় ॥
সব বোল ফুরাইব এক চড়ের চোটে। হনুমানকে বান্ধ্যা তোর বুক বল্যাছে বটে ॥
সে দূত ভূত নই যে ঘর পোড়ায়্যা যাব। বালী রাজার বেটা আমি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥
চুপ করিলি কেন বেটা ধরিতে বল দূতে। এ তাপ কি সহা যায় মোর বাপের বুত্তে ॥
বালী রাজার বেটা আমি সকল কথা জানি। লেজে বান্ধ্যা খায়াইল সাগরের পানি ॥

তুঞি বলিস রাবণ রাজা ত্রিভুবনে জানি। রামের কৃপায় তোরে ঘাসবুদ্ধে গুণি॥
থাকুক অন্যের কাজ দেখ মোর বল। গণ্ডূস করিয়া খাই সাগরের জল॥
দেখিস বানর জাতি বনের ফল খাই। কি বলিব লঙ্কাপুরী উলটিয়া যাই॥
অই তোর সেনাপতি আছে লাখে লাখে। দেখি লঙ্কাপুরী তোর কোন বাপে রাখে॥
এবা যদি তোরে আমি না মারি পরাণে। হাতে গলে বান্ধ্যা লয়্যা যাব রামের স্থানে॥
রাম নিতে পাঠাইল এখন তবে উঠ। নয় লাথি মার্যা নিব মাথার মুকুট॥
খাটে হতে জটে ধর্যা পাড়ি এখন গিয়া। দোহাই রামের যদি না কর্যা যাই ইয়া॥
তুঞি কি পাকল আঁখি ফিরিয়া চাহিস। জানিবি কেমন মর্দ রণকে যাইস॥
ফল ফলাইয়া দিব দিনা চারি বৈস। মুড়া ভাঙ্গ্যা চূর করিব তবে মর্দ কইস॥
আমি তোর দশ মুণ্ড নিতাম রামের ঠাঞি। কি বলিব ভাগ্য তোব রামের আজ্ঞা নাঞি॥
সুগ্রীবের সনে রাম কর্যাছেন পণ। তোরে কহি ছার বেটা তত্ত্বকথা শোন॥
জর্জর হয়্যাছে রাম জানকীর শোকে। স্বহস্তে ব্রহ্ম অস্ত্রে বধিবেন তোকে॥
লক্ষ্মণ পায়্যাছে আজ্ঞা বধ ইন্দ্রজিতে। মোরা সব আছি তোর সেনা নিবারিতে॥
ভাই তোর কুম্ভকর্ণ বীর যারে বলিস। ধনুক জুড়িলে রাম কি বলে তা শুনিস॥
ফল ফলাইয়া আইল দিনা চারি আর। অই শুন রঘুনাথের গাণ্ডীব টঙ্কার॥
যদি রাম আসিয়া প্রবেশে তোর পুর। কালি পরশু বিভীষণ লঙ্কার ঠাকুর॥
স্বকর্ণে শুন্যাছি আমি প্রভু রামের বাণী। বিভীষণে রাজা কর্যা মন্দোদরী রাণী॥
ইহা শুন্যা রাবণের বুকে লাগে জাঠা। চারিজনে আজ্ঞা দিল ধর বানর বেটা॥
বস্যাছে অঙ্গদবীর রাজার নিকটে। ধায়্যা আস্যা চারিজন ধরে পাছু বাটে॥
অঙ্গদে ধরিয়া রাখে হেন বল বটে। অঙ্গদ ধরিল পুন চারিজনার জটে॥
জটে ধর্যা পাক দিয়া মারিল আছাড। মাথার খুলি ভাঙ্গ্যা তার গুঁডাইল হাড॥
পড়িল রাজার সেনা গড়াগড়ি যায়। লম্ফ দিয়া পড়ে বীর রাবণের গায়॥
হাহাকার শব্দ কর্যা উঠে সভাগণ। রাবণ রুষিল যেন কালান্তক যম॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ কেহ নাঞি ছাড়ে। জর্জর হইল দুঁহে আঁচড কামড়ে॥
দুই হস্তী যুঝে যেন দন্তে হানাহানি। পর্বত উপরে যেন মেঘে বর্ষে পানি॥
দুই সিংহে যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। দুই ব্রহ্মা যুঝে যেন পড়িল প্রমাদ॥
মল্লযুদ্ধ করে যেন দুই পুরন্দর। বিক্রমে বিশাল দোঁহে দোঁহেতে সোসর॥
মহা প্রলয়েতে যেন দুই সূর্যে রণ। ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করে দুইজন॥
শঙ্কায় লঙ্কার লোক আগাইতে নারে। রাবণকে ছাড়্যা পাছু আমাসভায় ধরে॥

চড়াচড়ি কিলাকিলি আঁকড়া-আঁকড়ি। খাটে হৈতে দুইজন পড়ে জড়াজড়ি॥
ক্ষেণেকে রাবণ হেঁটে ক্ষেণেকে অঙ্গদ। দুজনে সন্ধান জানে দুঁহে বিশারদ॥
পুনর্বার রাবণ তার লেজ ধরে আঁট্যা। অঙ্গদ বসিল তার বুকের উপর উঠ্যা॥
রাবণ সহিতে নারে অঙ্গদের তেজ। যা মরগ্যা বল্যা তার ছাড্যা দিল লেজ॥
তথাপি অঙ্গদবীর নাঞি যায় ছাড্যা। চড় মার্যা মাথার মুকুট নিল কাড্যা॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের কীর্তন। যুদ্ধে হার্যা ভূমে পড্যা রাজা দশানন॥

অঙ্গদের বার্তা আনয়ন

লজ্জায় রাবণ রাজা রা নাহি কাড়ে। পাত্রমিত্র আস্যা তার গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম মর্দানা তোমার। বস এখন আসি দিয়া রামে সমাচার॥
রাবণ রাজা অভিমানে রহে মনদুখে। চলিল অঙ্গদবীর হরষিত মুখে॥
উভু লেজ করিয়া পসারি দুই কান। মুকুট লইয়া মাথে করিল পয়ান॥
যথায় বসিয়া রাম সমুদ্রের তটে। চৌদিগে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে॥
হনুমান জাম্ববান সুগ্রীব বিভীষণ। কৃতাঞ্জলি হইয়া রয়্যাছে চারিজন॥
দূর্বাদল শ্যাম ব'ম গলে বনমাল। দীঘল নাসিকা তাঁর চৌরস কপাল॥
সুবলিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড। বামেতে অক্ষয় তূণ দক্ষিণে কোদণ্ড॥
মাথায় জটার ভার বাকল উত্তরী। বস্যাছেন মহাশয় বীরাসন করি॥
উত্তরিল গিয়া তথা বালীর নন্দন। সম্ভ্রমে করিল রাম-চরণ বন্দন॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে। প্রণাম করিল গিয়া খুড়া মহাবীরে॥
হনুমান আদি যত বীর ছিল বস্যা। অঙ্গদকে সম্ভাসিল সভে উঠ্যা আস্যা॥
রাবণের মুকুট শ্রীরামে দিবে ডালি। কহিল সকল কথা যত গালাগালি॥
তোমার আদেশে প্রভু গেলাম সেখানে। রাবণে দিলাম গালি যত ছিল মনে॥
খাটে হৈতে জটে ধর্যা ফেল্যাছিলাম ভূঞে। পশ্চাত সে সব কথা শুন লোকের মুঞে॥
যতেক প্রতাপ তার ছিল সমপুট। তাহা চূর্ণ কর্যা আনি মাথার মুকুট॥
প্রত্যয় না যান রাম অঙ্গদের বোলে। মুকুট পেলিয়া দিল শ্রীরামের কোলে॥
বিভীষণ বলে শুন প্রভু গুণমণি। রাবণ-মুকুট বটে আমি ইহা জানি॥
আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ। অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলাইলা পদ্মহাত॥
কোল দিয়া লক্ষ্মণ করিলা সাধুবাদ। রামের অঙ্গের মাল্য দিলেন প্রসাদ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু বালীর কুমার। ভুবনে এ সব কীর্তি রহিল তোমার॥

এক চিত্ত হয়্যা পুঁথি শুনে যেই জন। সে হইব মোর তুল্য যেমন লক্ষ্মণ ॥
রাক্ষস বানরে মেল্যা নাঞিক প্রসঙ্গ। কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে যুদ্ধের আরম্ভ ॥

রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন

ইন্দ্রজিতে ডাক দিয়া কহে দশানন। তেত্রিশ কোটি সেনা লহ কর গিয়া রণ ॥
যুদ্ধপতি তোমা সম আছে কোনজনা। অঙ্গদকে মার্যা বাছা ঘুচাহ যন্ত্রণা ॥
কপিগণ মার আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ। চারিদ্বারে সেনা মার দেখুক দেবগণ ॥
কনক-নির্মাণ রথ সাজায় সারথি। আট ঘোড়া পর্বতীয়া জোড়ে শীঘ্রগতি ॥
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি রথপর সাজে। দামামা দগড বাঁশি বেণু তূরী বাজে ॥
রাজবাদ্য বাজে সঙ্গে নিযুত সত্তরি। বীণা বাঁশি ডম্ফ ঢোল বাজে কাঁসি তূরী ॥
যাটি লক্ষ রথ সাজে আশি লক্ষ হাতি। শত কোটি ঘোড়া সাজে অসংখ্য পদাতি ॥
শয় কোটি সেনা সাজে রণে ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রজিত বীর সাজে রথের উপর ॥
সাজিল রে ইন্দ্রজিত কাঁপে দেবাসুরে। পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করে ॥
এগার লক্ষ জয় ঢাকে তুল্যা দিল কাঠি। দলদল কররে অজয় লঙ্কা মাটি ॥
কটকের পায়ের ধূলা গগন পশিল। দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোর অন্ধকার হইল ॥
সাজিল রে বীরঘটা আর ইন্দ্রজিত। তা দেখিয়া দেবগণ হইল চিন্তিত ॥
সাজিল রে ইন্দ্রজিত মোহন সুবেশ। মুক্তা জিনি দন্তপাঁতি চামরিয়া কেশ ॥
তা দেখিয়া দশানন আনন্দ হইল। ইন্দ্রজিতে প্রসাদ রাজা দশানন দিল ॥
রাজার প্রসাদ পায়্যা বন্দিলা সাদরে। ইন্দ্রজিত প্রণাম করিলা গুরুতরে ॥
বাপে বন্দ্যা রথে চড়ে বীর ইন্দ্রজিত। সেনা সঙ্গে পূর্বদ্বারে চলিলা তুরিত ॥
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হয় মিশামিশি। ইন্দ্রজিত অঙ্গদে কয় রণস্থলে আসি ॥
তোর মা সাঙ্গা করে জীয়ন্ত ভাতারে। তোরে বধ্যা পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥
অঙ্গদ বলেন তোরে লব যমপুরী। চোরার বেটা চোরা তুঞি রণ তোর চুরি ॥
অষ্টঘণ্টাযুত ইন্দ্রজিত গদা এড়ে। গদাঘাত বুকে সয়্যা অঙ্গদ না নড়ে ॥
বৃক্ষ পর্বত মারে ইন্দ্রজিতের মাথে। রথখান কুপিয়া ভাঙ্গিল পদাঘাতে ॥
ত্রাস পায়্যা ইন্দ্রজিত আকাশে উঠিল। প্রচণ্ডাদি সেনা সব বানরে মারিল ॥
হাথি ঘোড়া রথ ভাঙ্গে পদের আঘাতে। রণ দেখ্যা দেবগণে সবিস্ময় চিতে ॥
দেবতায় ত্রাস লাগে লক্ষ্মণ বাণ এড়ে। ইন্দ্রজিতের যত সেনা বাণে কাটি পাড়ে ॥
রকতের নদী বহে দেখে মেঘনাদ। লক্ষ্মণের বল দেখি গণিল প্রমাদ ॥
আকাশে থাকিয়া বলে রাবণনন্দন। দেশে ফির্যা নাঞি যাবে লইয়া জীবন ॥
এত বল্যা বাণে বাণে করিল জর্জর। কুপিয়া উঠিল কপি আকাশ উপর ॥

ধনু ধরি আকাশেতে যায় দুই ভাই। মেঘের আড়ালে যুঝে দেখিতে না পাই॥
ইন্দ্রজিত বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দেখিতে না পায় মোরে সহস্রলোচন॥
গদা হাতে গর্জ্যা কহে রাবণনন্দন। না পালালে গদাঘাতে বধিব জীবন॥
বালীর নন্দন বলে পাতিলাম বুক। দুহাই রামের যদি হইয়ে বিমুখ॥
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান। গদা সয়্যা না পালালে বধিব পরাণ॥
বাণে বাণে দুই ভায়ে করে জরজর। ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ এড়ে তারপর॥
চুরাশি লক্ষ সর্প হয়্যা নাগপাশ চলে। শ্রীরাম লক্ষ্মণে বান্ধে মুখে অগ্নি জলে॥
বিষজালে দুই ভাই হয়্যা অচেতন। ঢলিয়া পড়িলা ভূমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হাথের ধনু খস্যা পড়ে আল্যায় জটাভার। বানর কটক সব করে হাহাকার॥
যুদ্ধ জিন্যা মেঘনাদ গেল বাপের স্থানে। নাগপাশে বান্ধিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
অন্তঃপুরে গেল বীর পাইয়া প্রসাদ। রামের কটকে এথা পড়িল প্রমাদ॥
চারিদ্বারে কটক একত্রে হল্য জড়। কপি সব বলে ভাই বিপদ হল্য বড়॥

সীতার ক্রন্দন

লোকমুখে শুনি কথা : ধূলায় লোটায় সীতা . আবেশে অবশ হয়্যা কান্দে।
সদা করে হায় হায় : বিবসনা হল প্রায় : রামজায়া বুক নাঞি বান্ধে॥
রাজত্ব ছাড়িয়া আলে , বনে আস্যা কষ্ট পালে : না শুনিলে ভরথের কথা।
ফাট্যা যায় মোর বুক : না দেখিনু চান্দমুখ : এত দুখ দিল ইন্দ্রজিতা॥
দেবাসুরে যেবা জিনে : যুদ্ধ কর তার সনে : হেন বুদ্ধি দিল কোন লোকে।
জরজর হৈলে বিষে : বান্ধা গেলে নাগপাশে : হেন বুঝি ছাড়্যা যাবে মোকে॥
এ দুখ কহিব কারে : স্ত্রীর লাগ্যা স্বামী মরে · নিদারুণ ধাতার লিখন।
শুন দূর্বাদল শ্যাম : জপিয়ে তোমার নাম : অগ্নিকুণ্ডে তেজিব জীবন॥
ত্রিজটা কহেন সীতা : মিছা যত কহ কথা : চন্দ্রমুখী মন কর স্থির।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : দূর কর যত ভয় : নয়ানে দেখিবে রঘুবীর॥

পাশমোচন

নাগপাশে বদ্ধ দোঁহে ধূলায় লোটায়। রামে বেড়্যা কটক সব করে হায় হায়॥
নল নীল কান্দে আর মন্ত্রী জাম্ববান। কেশরী কুমুদ কান্দে বীর হনুমান॥
মিতা বল্যা সুগ্রীব ডাকয়ে উচ্চস্বরে। পরাণ ধরিতে নারি ছাড়্যা গেলে মোরে॥
সুষেণে সুগ্রীব বলে মোর বাক্য ধর। পর্বতী ঔষধ আনি মিতারে উদ্ধার॥

বিভীষণে দেখিয়া পালায় কপিগণ। বানর সকলে ডাকে বালীর নন্দন॥
নাগপাশে বন্ধ আছে জানকীর নাথ। দেখ্যা বিভীষণ কান্দে মাথে দিয়া হাথ॥
দুরন্ত দারুণ ভাই বধিলেক প্রাণ। তিনলোকে প্রবেশিলে নাঞি পরিত্রাণ॥
মিতা মিতা বল্যা ডাকি উত্তর না পালে। ডুবিয়া মরিব আজি সাগরের জলে॥
বিভীষণ সুগ্রীবের করুণা রাম শুনি। ধীরে ধীরে সভাকারে কহে রঘুমণি॥
রামচন্দ্র বলে মোর কিসের মহত্ব। নারিনু মিতায় দিতে লঙ্কার রাজত্ব॥
মরণ হইল মোর বিধি প্রতিকূল। মিতার না হল্য কিছু ইকূল উকূল॥
সত্যে বন্দী রহিলাম ই জন্মের মত। মোর আশ ছাড সভে আর কান্দ কত॥
আমার লাগিয়া মিতা বড পালে ক্লেশ। বানর কটক লয়্যা যাহ নিজ দেশ॥
পালিহ অঙ্গদে বালী সঁপ্যাছিল হাতে। অই দগদগি কত উঠে মোর চিতে॥

শ্রীরাম বলেন কেন : মোরে ডাক পুন পুন : বিষজালে রা কাড়িতে নারি।
মরা লাগ্যা কেবা মরে : ফির্যা সভে যাহ ঘরে : কান্দিলে কি হব মুখ হেরি॥
হনুমান দর্প করে : সর্প ছাডাইতে নারে : ভূমে পডি হইয়া অজ্ঞান।
শ্রীরাম কহেন তারে : বাঁচাতে নারিলে মোরে : অযোধ্যায় করহ পয়ান॥
আমার মায়েরে বল্য : শ্রীরাম তোমার মল্য : নিদারুণ রাক্ষসের হাতে।
নাগপাশে দুরবার : নাঞি যার প্রতিকার : লক্ষ্মণ মরিল রাম সাথে॥
কেকই সুমিত্রায় কঅ : অযোধ্যায় নাঞি রঅ : নন্দীগ্রামে কঅ ভরথেরে।
মোর আশ ছাড্যা তারে : যাত্যে বল নিজ পুরে : অযোধ্যা রাজত্ব যেন করে॥
ছটফট করে প্রাণ : শুন বাছা হনুমান : মরমে রহিল বড বেথা।
ভুবন ভরিল লাজে : হৃদিমাঝে শেল বাজে : না দেখিনু চন্দ্রমুখী সীতা॥
যতেক বানরগণ : সভে যাহ নিকেতন : সভাই পডিল অচেতনে।
ইন্দ্র আদি দেবতা : পবনে পাঠাল সেথা : কহে যায়্যা শ্রীরামের কানে॥
পবনের শুনি বাণী : মনে গুণি রঘুমণি : স্মরণে গরুড আল্য পাশে।
নাগপাশ মুক্ত হয় : কটক করে রামজয় : কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ভাষে॥

ছয় বীরের সমরোদ্যোগ

পাখা বুলাইতে গায় দুভাই জুড়ায়। পাখার বাতাসে মৃত কপি প্রাণ পায়॥
রামচন্দ্র বলে তুমি বাঁচালে দুজনে। গরুড়বাণ দিয়া পক্ষ গেল যথাস্থানে॥
লঙ্কাঘরে রাত্রি যবে তৃতীয় প্রহর। কটকের রামজয় শুনে লঙ্কেশ্বর॥

মরিলে না মরে শত্রু ভাবে দশাননে। লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে॥
ধূম্রাক্ষাকম্পনে মারে বীর হনুমান। বিরূপাক্ষে লক্ষ্মণ কাটে এড্যা ঘোর বাণ॥
দূত যায়্যা সমাচার কহে লঙ্কেশ্বরে। আজি যুদ্ধে সেনাগণ লক্ষ্মণবীর মারে॥
দূতমুখে শুন্যা রাজা হল্য অচেতন। শোকে আর্ত হয়্যা মনে ভাবে দশানন॥
ব্রহ্মার বচন সত্য হইল আমায়। বারেক দেখা দেহ ভাই প্রাণ ফাট্যা যায়॥
ক্ষেণে ক্ষেণে পড়ে রাজা হাহাকার কর্য়া। বাপের কাতর দেখ্যা কহেন ত্রিশিরা॥
আজি কেন কান্দ পিতা হয়্যা অচেতন। হিত না শুনিলে যত কৈল বিভীষণ॥
ব্রহ্মা বর দিল মৃত্যু নর আর বানরে। বানরগণ লয়্যা রাম নররূপ ধরে॥
স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র হল্য অবতার। রক্ষকুলে যত বীর করিতে উদ্ধার॥
বংশে আর থাকিব কে মনে সাধ নাঞি। আজি মোরে আজ্ঞা কর রণে সাজ্যা যাই॥
আজি রণে বধি নর বানর ভল্লুক। রক্তনদী মাঝে তুলি কমল বিম্বুক॥
রামলক্ষ্মণ মারি আর যত কপিগণ। বান্ধিয়া আনিব আজি খুড়া বিভীষণ॥
পুত্র-বোল শুনি রাজা রাবণ হরষিত। আলিঙ্গন দিয়া তারে প্রশংসিল কত॥
দেবান্তক নরান্তক আর দুই ভাই। আজ্ঞা কর ত্রিশিরার সঙ্গে মোরা যাই॥
তিন ভাই পাশে বলে কি করিব থাক্যা। মোরে সঙ্গে কর্য়া লহ বলেন অতিক্যা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি আজি যায়্যা রণে। এত বলি নতি করে বাপের চরণে॥
অতিকায় বলে আজ্ঞা কর নরপতি। আমি যুদ্ধে যাব ভাইগণের সঙ্গতি॥
রাজা বলে রণে যাবে ভাই চারিজন। সাবধানে কপিসঙ্গে বাছা কর্য রণ॥
আস্য আস্য অতিকায় আমার নিকটে। তুয়া মুখ দেখ্যা অভাগার প্রাণ ফাটে॥
যে বীর সাজিয়া মোর পশিল সংগ্রাম। পুত্র পৌত্র সব মোর মারিল শ্রীরাম॥
তোরে রণে পাঠাইতে কেমন করে প্রাণ। অরে বাছা কেমনে জিনিবে সেই রাম॥
যমের সদনে তোরে কেমনে পাঠাব। তোর ভাগ্যমন্দ হৈলে কেমনে বাঁচিব॥
অতিকায় বলে আমি জিনিলাম ইন্দ্র। কোন তুচ্ছ বানরা সে কিবা রামচন্দ্র।
সৈন্য লয়্যা রণে যাই আজ্ঞা কর ভূপ। রামে বধ্যা ঘুচাইব রাক্ষসের দুখ॥
আশ্বাস করিয়া রাজা দিল অনুমতি। রাজার প্রসাদ দিল আভরণ পাতি॥
মাথায় মুকুট দিল কবচ কুণ্ডল। চন্দ্রের সমান বীর করে ঝলমল॥
চারি পুত্রে দিল রাজা যত আভরণ। সঙ্গে রথী দিল নিজ ভাই দুইজন
মহোদর মহাপাশ দুই মহাবীর। যে রণে সাজিলে ইন্দ্র চন্দ্র নহে স্থির॥
দীর্ঘাকার হস্তী গোটা ঐরাবত বংশে। সাজন করিয়া দিল বীর মহাপাশে॥
শুষ্ককাষ্ঠ হয়্যা প্রাণ পাইল শকট। তথিপর মহোদর বিরাজে বিকট॥
ব্রহ্মশাপে অরুণের পুত্র হৈল ঘোড়া। মহাশক্তি পরাক্রম ঐরাবতের বাড়া॥

ঘোড়ার উপরে বীর সাজে দেবান্তক। ধনুখান দেখি হাতে জ্বলন্ত পাবক॥
আর হস্তী উঠ্যাছিল ব্রহ্মযজ্ঞকুণ্ডে। ময় গিরিখান যেবা ভাঙ্গিলেক শুণ্ডে॥
সেই হস্তী কুম্ভকর্ণ আন্যাছিল ধর্য়া। তাহার উপরে সাজে কুঙর ত্রিশিরা॥
কুবেরের পুষ্পরথে নরান্তক চড়ে। যাটি পাঁতি রাজহংস সেই রথে জোড়ে॥
দীপ্তিমান রথখান দেখি ভয়ঙ্কর। বাপে বন্দ্যা তায় চড়ে অতিক্যা কুঙর॥
ধর্মপুত্র কাম কিম্বা ইন্দ্র কি বরুণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু উমা কিম্বা দেব ত্রিলোচন॥
ছয় বীর বিদায় হল সংগ্রাম করিতে। কবিচন্দ্র কহে মায়ে লাগিলা কান্দিতে॥

মাতাপিতার নিকট বিদায় গ্রহণ

রাম নাম করি ধ্যান ধনুখান লয়্যা। বন্দ্যা বাপে নৃপসুতে রথে চড়ে গিয়া॥
রবি আভা জিনি শোভা রূপবান দেখি। দেখি মুখ ফাটে বুক ঘোর দুটি আঁখি॥
দশানন বলে শুন বাছন আমার। রণমাঝ যায়্যা কাজ নাহিক তোমার॥
প্রাণ কান্দে মুখছান্দে নিন্দে ত্রিভুবন। অনুমান জিনি কাম সুন্দর বরণ॥
রথে থাক্যা কহে ডাক্যা অতিক্যা কুমার। দেখি রাম ঘনশ্যাম প্রসাদে তোমার॥
এত বলি কুতূহলী বাহ বল্যা ডাকে। যাতে রণে পড়ে মনে অভাগিনী মাকে॥
হে সারথি মহামতি বারেক রাখ রথ। দেখ্যা যাই খোলাডাই জনমের মত॥
নিজ ঘরে জননীরে দেখিবারে যায়। কর জুড়ি ভূমে পডি প্রণমিল পায়॥
রণছটি পরিপাটি দেখিয়া জননী। মোর মাথা খায়া কোথা যাহ কহ শুনি॥
বীর বলে পদতলে নিবেদন করি। আজ্ঞা কর চারি বীর দেখি গিয়া হরি॥
রাজরাণী বাক্য শুনি অতিকায়-মুখে। হাহাকার কতবার চুম্ব দেই মুখে॥
বাহু ধরি মুখ হেরি কান্দে রাজরাণী। কিবা হবে ছাড্যা যাবে কোথা রব আমি॥
যাবে পেলে একুকালে ছাড়্যা চারি ভাই। দেখ্যা আর মুখ কার রব খোলাডাই॥
যে যে বীর দশশির রণে পাঠাইল। জিনি রাম লঞা প্রাণ কেহ নাঞি আল॥
দীনবন্ধু ভবসিন্ধু তারণের কর্তা। তাঁর সনে যাহ রণে খায়্যা মোর মাথা॥
রামে সীতা বয়্যা দেহ কান্ধে লয়্যা তুলি। না শুনে রাবণ যদি বলে ধান্যমালী॥
কুবের স্মরণ লয়া রাখহ জীবন। শুনিয়া ত্রিশিরা কোপে জ্বলে হুতাশন॥
অন্য জন কহে হেন তারে কটু কহি। সংবরণ তেজি রণ মা বলিয়া সহি॥
অতিকা বলিছে মায়ে ধরিয়া চরণ। আজ্ঞা কর করি গিয়া রাম-দরশন॥
কে যুঝিতে পারে রামসনে পৃথিবীতে। আমার মরণ মাগো লক্ষ্মণের হাতে॥
ব্রহ্মার বচন কভু না হইব আন। সজ্ঞানেতে আজ্ঞা হৈলে দেখি গিয়া রাম॥
তব আজ্ঞা খুড়া সনে রামে শরণ লব। যেখানে রাখেন রাম সেইখানে রব।

এত বলি প্রণাম করিল গিয়া মায়। রাম কৃপা করুন বল্যা করিল বিদায়॥
ছয় বীর সজ্জা করে কাঁপিছে মেদিনী। রাজ্যবাদ্য বাজে সঙ্গে লক্ষ অক্ষৌহিণী॥
সাত অক্ষৌহিণী গজ তেইশ লক্ষ রথ। আশি অক্ষৌহিণী অশ্ব সৈন্য কব কত॥
ঘোর শব্দ সৈন্যঘটা মার মার ডাকে। শত লক্ষ ঢাক যেন বাজে রথের চাকে॥
রথের সাজনে হাতি কপালে সিন্দূর। ভূমেতে প্রবেশ নাঞি করে অশ্বক্ষুর॥
উত্তর দুয়ারে উপনীত সৈন্যঘটা। রণশব্দ শুন্যা আগু হল বালীর বেটা॥
পশ্চিম হইতে আল্য বীর হনুমান। যুবরাজে বলে আল্য বৈষ্ণবপ্রধান॥
রাম রাম বলিয়া অতিকা আইসে রথে। রথ চক্র ধ্বজ ধনু ডাকে রঘুনাথে॥
দাবানল দহে যেন আল্য দেবান্তক। যাব অশ্ব যায় শূন্যে জলন্ত পাবক।
দেখিতে দেখিতে আল দেবান্তক বীর। বাজীর তাডনে কপি নাঞি রয় স্থির॥
ধায় পাছু পানে চায়্যা পাতা লতা উডে। জাঠাঘাতে যায় কপি যমের নিয়ডে॥
রাক্ষস হরষ দেখি বীর হনুমান। অঙ্গদে ডাকিয়া বলে করহ সংগ্রাম॥
হনুর বচনে বীর কুপিল দ্বিগুণ। রণে যায় সঙ্গে লয়্যা কপি অষ্টজন॥
কেশরী গবাক্ষ হনুমান মহাবল। পনস কুমুদ দধিমুখ নীল নল॥
দেবান্তকে ডাক্যা বীর গরজিয়া কয়। লঙ্কাকাণ্ডে ঘোর যুদ্ধ কবিচন্দ্র কয়॥

দেবান্তকের পতন

শুনহ কুমতি ওরে তোরে আমি কহি। বানর ছাডিয়া হান বাণ আমি সহি॥
কাহার তনয় তুমি বঠ কার নাতি। মূল ছাড্যা কপি বধ রাখিতে খেয়াতি॥
নিশাচর কহে অহঙ্কার কর্য়া মনে। কটক সমেত রামে বধিব পরাণে॥
প্রধান রাক্ষস সব যে আইল হেথা। খরসান বাণে রাম কাটিলেক মাথা॥
তোরা শিশুমতি প্রাণ দিতে কেন আলে। অঙ্গদ-বচন শুন্যা রক্ষ কোপে জলে॥
কোপেতে অঙ্গদে কয় তুমি বানর বঠ। বিরাট উদর তোর আনে বটে খাট॥
রাবণ-কোঙর আমি দেবান্তক নাম। না পালালে তোর আজি লইব পরাণ॥
আমার আগুন-বাণে কেন হবে হত। পরিচয় দিয়া পালা বঠ কার সুত॥
বালীর নন্দন আমি অঙ্গদমোরনাম। বুক পাত্যা দিলাম তোকে মোরে দেখি হান
তোমার সকল বাণ আগে আমি সহি। হানিব তোমারে পাছে সত্য এই কহি॥
শুনিয়া অঙ্গদ-কথা কোপে কাঁপে তনু। সিংহনাদ করি হাতে লইলেক ধনু॥
মারিল অঙ্গদে বীর দারুণ গদাবাড়ি। কাতর হইয়া বীর যায় গড়াগড়ি॥
তা দেখিয়া হনুমান চলিল আক্রোশে। পর্বত করিয়া হাতে দেবান্তকে ভাষে॥
মোর হাতে প্রাণে তুই আজি হবি হত। পদাঘাতে অশ্ববর হইল নিহত॥

জাঠা পেল্যা মারে বীর হনুমানের মাথে। কাতর হইয়া হনু ডাকে রঘুনাথে॥
অঙ্গদ চেতন পায়্যা শিলা হাতে তুলি। সিংহনাদে দেবান্তের মাথে দিল ফেলি॥
দেবান্তক পড়ে রণে ডাকে রাম জয়। মোরে দয়া না ছাড়িয় কবিচন্দ্রে কয়॥

ত্রিশিরার পতন

দেবান্তক পড়ে দেখি নরান্তক ধায়। কোপে অগ্নিবাণ মারে অঙ্গদের গায়॥
রাম-সঙরণে দুখ না পায় যুবরাজ। বৃক্ষ গোটা পেলে যেন পুরন্দরের বাজ॥
শূন্যপথে যায় তরু ঘোর শব্দ ডাকে। দুড দুড শব্দে পড়ে নরান্তকের বুকে॥
তরু ঘায়ে নরান্তকের রক্ত উঠে মুখে। ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ মহাপাশ দেখে॥
জ্ঞান পায়্যা নরান্তক ধনু ধর্যা যুঝে। বজ্রবাণ তুল্যা মারে অঙ্গদ যুবরাজে॥
অঙ্গদ পাইলা ত্রাস দেখি বজ্রবাণ। আগু হয়্যা বুক পাতে বীর হনুমান॥
হনুমানের বুকে বাণ গুঁড়া হয়্যা গেল। নরান্তকে ধর্যা হনু আছাড্যা মারিল॥
দেখিয়া ধাইল রণে খুড়া মহাপাশ। রাক্ষস দেখিয়া কপি পাইল তরাস॥
মহাপাশ বীর আস্যা নীল বীরে বিন্ধে। বাণে বাণে শূন্যপথ মহাপাশ রুন্ধে॥
হাথে গাছ নীলবীর করিল সাহস। বৃক্ষ পেল্যা সাপটিয়া ধরিল রাক্ষস॥
আছাড্যা পেলিল তারে নীল মহাশূর। বুকে আঁঠু দিয়া অহঙ্কার কৈল চূর॥
ভূমিতলে পড্যা মহাপাশ মুখ বায়। নীল মহাবীরে রক্ষ গিলিবারে চায়॥
অসম সাহস কপি ধরে জিহ্বাখান। জয় সীতাপতি বল্যা ধর্যা দিল টান॥
পুন আকাশেতে লুকে অগ্নির কোঙর। ঘুরাইয়া ফেল্যা দিল হস্তীর উপর॥
মহাপাশ বীর পড়ে হস্তী যে উৎকট। দেখি মহোদর বীর চালায় শকট॥
সুবর্ণের চাকা শত ফটিকের থুনি। তাহাতে শোভয়ে কত লক্ষ লক্ষ মণি॥
হাতে জাঠা সান্ডাইল সংগ্রামের মাঝে। অঙ্গদের সনে তার ঘোর যুদ্ধ বাজে॥
ঘোর রণ কতক্ষণ করে দুই বীর। লম্ফ ঝম্ফ প্রহরণ গর্জন গভীর॥
মহাবীর মহোদর এড়িলেক জাঠা। মূর্ছা হয়্যা ভূমে পড়ে বালী রাজার বেটা॥
অঙ্গদের মূর্ছা দেখি কোপে হনুমান। অচেতন হল্য হনু খায়্যা পঞ্চবাণ॥
নল নীল দধিমুখ কুমুদ পনসে। জাঠাঘাতে মূর্ছা সব করিল রাক্ষসে॥
দেখি মহাকোপে জ্বলে সূর্যের নন্দন। শিলা তরু লয়্যা বেগে প্রবেশিলা রণ॥
সুগ্রীব উপরে জাঠা এড়িলেক রঙ্গে। সূর্যের নন্দন বাম হাতে ধর্যা ভাঙ্গে॥
জাঠা ভাঙ্গি শকট ধরিয়া বীর তুলে। মহোদরে পেল্যা দিল সাগরের জলে॥
চেতন পাইয়া নল পড়ে তার গায়। নলের চাপনে বীর যমঘরে যায়॥
খুড়ার মরণ দেখি ত্রিশিরা কুঙর। হস্তী চালাইয়া যায় যমের দোসর॥

হস্তিসহ করে বীর গর্জ্জন গভীর। তা দেখিয়া কোপে ধায় সুগ্রীব সুধীর॥
সুগ্রীব কুপিয়া করে বাণ বরিষণ। কত বড বীর বেটা জানিব এখন॥
কোপে অগ্নিবাণ বীর জুড়িল ধনুকে। বাণ খায়্যা ফাঁপর রাজা রক্ত উঠে মুখে।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া মহারাজ। বৃক্ষ গোটা ফেলে যেন পুরন্দরের বাজ॥
ত্রিশিরা কাটিল শাখা মূল গোটা থাকে। শিবশূল বিষ্ণুচক্র হেন বাজে বুকে॥
অস্থির হইল বীর রক্ত উঠে মুখে। তাহাকে লইয়া হস্তী পালাইল সুখে॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবীর। হস্তী ফিরাইয়া করে গর্জ্জন গভীর॥
এক ঠাটা হইয়া উঠিল কপিগণ। ত্রিশিরা উপর করে গাছ বরিষণ॥
বানরের শিলাতরু কাটে অবহেলে। ষাটি বাণ নীলে বিন্ধে আশি বাণ নলে॥
শতবাণে জরজর কৈল অঙ্গদবীর। ত্রিশিরার বাণে অচেতন সর্ব্ববীর॥
হনুমানে বাজ্যা বাণ ভোঁথা হৈল ধার। হনুমান বলে তোর রক্ষা নাঞি আর॥
মুটকি মারিয়া বুকে খাণ্ডা কাড়্যা নিল। জটে ধর্যা তিন মুণ্ড কাটিয়া পাড়িল॥
সারি দিয়া রাখে মুণ্ড হস্তীর উপরে। বাগ পায়্যা হস্তী পালাইয়া গেল দূরে॥
গগনে গৌরীর বরে মুণ্ড জোড লাগে। হস্তী ফিরাইয়া পুন আল হনুব আগে॥
কাটা মুণ্ড জোড়া লাগে সভে পাইল ভয়। ভয়েতে বানর রণে স্থিরতর নয়॥
পালাইতে মানা সভে করিল ত্রিশির। আজি রণে বধিব সে হনুমান বীর॥
এত বলি মারে বাণ হনুমানের বুকে। অচেতনে পড়ে বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শিলা তরু পেলে কপি তারা যেন তুটে। নিমেষে ত্রিশিরা তাহা চোখ বাণে কাটে॥
ষাটি বাণ ত্রিশির·মারে সুগ্রীবের বুকে। অস্থির হইল রাজা রক্ত উঠে মুখে॥
দেবের বোলে পবন আস্যা চেতন করাল্য। ত্রিশিরা-মরণ-কথা সুগ্রীবে কয়্যা দিল॥
গগনে উঠিলে বাঁচে গৌরীর কৃপায়। আগে হস্তী মারিলে ত পালাতে না পায়॥
মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ তিন বীরে। একত্তর হয়্যা আছে শঙ্করীর বরে॥
যদি পার মহারাজা কর তিন চির। তবে রণে পডিবেক কোঙর ত্রিশির॥
পবনের স্থানে শুন্যা রামকে কহিল। রাম-আজ্ঞা পায়্যা রাজা সংগ্রামে পশিল॥
যত বাণ মারে তাহা রামনামে খণ্ডে। খেদাডিয়া মাতঙ্গ ধরিল গিয়া শুণ্ডে॥
বীরসহ ঘুরাইল আকাশ উপর। অবনীতে আছাডিল সূর্যের কোঙর॥
খসায়্যা পাডিল টান্যা হস্তিদন্তখান। হরি হরি বল হস্তী তেজিল পরাণ॥
আঁকাড়ি করিয়া রাজা ত্রিশিরারে ধরে। কুমারের চাক যেন দুই বীরে ফিরে॥
দুই মেঘে যুঝে যেন ঘন বজ্রাঘাত। পর্ব্বত-উপরে যেন পর্ব্বতের পাত॥
বাহু ফিরাইছে বেগে করে সাঞি সাঞি। চাপড় ঝাপট পদ পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥
মুটকি আঘাতে যেন পড়িছে ঝঞ্জনা। ঠাই ঠাই গালে চড় মারে দুইজনা॥

গড়াগড়ি ভূমে পড়্যা বুলে হড হড়। হুঁহার নিঃশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
উলটিয়া সুগ্রীব পেলিল ত্রিশিরাকে। বজ্রাঘাত সম লাথি মারিলেক বুকে॥
এক পদে পদ দিয়া আর পদ ধরে। হুহুঙ্কার ছাড়্যা রাজা মাঝে মাঝে চিরে॥
চেতন পাইতে রাজা হনুমানে ডাকে। দুইজনে তিনমুণ্ড ধরিলেক পাকে॥
দুই মুণ্ড রাজা ধরে দুই হাতে কর্যা। এক মুণ্ড পদে ধর্যা হনু আন্যা চির্যা॥
ত্রিশিরার অঙ্গ বীর করে তিনখান। শেষে খণ্ড খণ্ড করে বানর প্রধান॥
হরিষে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ। সুগ্রীবেরে সূর্য দিলা সম্মান প্রসাদ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুকে দিলা কোল। ত্রিভুবন জুড়্যা হৈল রাম জয়রোল॥
দেবতা সকল মেল্যা পুষ্পবৃষ্টি করে। সভে বলে বীর নাঞি লঙ্কার ভিতরে॥
ত্রিশিরা পড়িল রণে অজয় তিনলোকে। রাবণ বধ কর্যা রাম উদ্ধার সীতাকে॥
ত্রিশিরা পড়িল রণে জয় হইল লঙ্কা। দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে আর নাঞি শঙ্কা॥

অতিকার যুদ্ধযাত্রা

ত্রিশিরা পড়িল রণে শুনিল রাবণ। হাহাকার কর্যা বহু করিল রোদন॥
ভায়ের শোকে সংগ্রামেতে পশিল অতিকা। রথের উপরে আসে রামনাম ডাক্যা॥
রথের ধ্বজ অবিরত ডাকে রঘুনাথে। রাম রাম সদা ডাকে গণ্ডিবাণ হাতে॥
রামনাম সদত ডাকয়ে রথের দড়া। রামরস নদীর কুম্ভীর যেন ঘোড়া॥
রামনাম নদীর মাঝে যেমন তরণী। রামনাম গুণে রথ তেমন সাজনি॥
তরণী-কাণ্ডারী যথা তেমন সারথি। ভবপার হৈতে সাজে অতিকা যোদ্ধাপতি॥
সদাশিব জিনি বীর সুনাম প্রতাপে। অতিকায় দেখি যম রাজা ত্রাসে কাঁপে॥
রামনাম জপে যেই সেনা সঙ্গে সাজে। অতিকার সঙ্গে দামা রাম বল্যা বাজে॥
সংকীর্তন উচ্চস্বরে করে রামনাম। শুনিয়া চমকি উঠে বীর হনুমান॥
রাম বল্যা আসে বীর দেখিবারে পায়। অতিকা দেখিতে হনু উর্দ্ধমুখে ধায়॥
হনুমানে দেখ্যা বীর নামে রথ হৈতে। অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা বীর পড়িল ভূমিতে॥
দুই কর জুড়ি বহু করিল স্তবন। প্রণাম করিয়া হনু করে আলিঙ্গন॥
হনুমান বলে বীর পরিচয় দে। মোর রামনাম ডাক তুমি বঠ কে॥
অতিকায় বলে দয়া কর হনুমান। তুমি দয়া কৈলে দয়া করিবেন রাম॥
অধম পামর পাপ দুরাচার আমি। কোন গুণে আমাকে প্রণাম কর তুমি॥
অতিকার কথা শুন্যা হনুমান কয়। কাহার তনয় তুমি দেহ পরিচয়॥
অতিকায় বলে শুন পবননন্দন। মোর পিতা হয় রাজা লঙ্কার রাবণ॥

নাম মোর অতিকায় শুন মহাশয়। তব স্থানে দিলাম আমার পরিচয়॥
মনে সাধ আছে মোর শুনহ বচন। দেখিব রামের দুটি অভয় চরণ॥
রামকে দেখাও মোরে শুন মহাশয়। তব অনুকূলে দেখি রামের অভয়॥
অতিকার কথা শুন্যা বলে হনুমান। রাক্ষসকুলেতে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
শুনরে অতিক্যা আমি বলি তোর কাছে। বানর জিনহ রণে রাম দেখ পাছে॥
হনুর শুনিয়া কথা অতিকায় কয়। তব আজ্ঞা মহাশয় লঙ্ঘন না হয়॥
তোমা সভাকারে মোর কিছু নাঞি কাজ। বারেক দেখাও মোরে রঘুকুলরাজ॥
তোমা সভা রণে মালে পৌরুষ না হয়। অতএব বলি আমি শুন মহাশয়॥
সেনা রণে মলে রাম দুখ ভাবেন পাছে। অতএব বিনয়ে বলিয়ে তব কাছে॥
অতএব আমি বলি তোমার গোচর। আমারে দেখাও আনি দেব রঘুবর॥
অঙ্গদ কহিছে তবে হয়্যা কোপমন। এ সব জিনিলে দেখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মোর হাতে আজি তুই যাবি যমঘর। এ বোল অতিকা শুনি কাঁপে থর থর॥
শুনরে নির্বুদ্ধি আমি কহিয়ে তোমারে। অনন্ত শকতি বিনে কে মারিতে পারে॥
তোমা সভে বিনয়ে বলিয়ে পুন পুন। না জিনিলে না দেখিব কমললোচন॥
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হও আকাশের তারা। বিনয়ে কহিতে রুষে মোর নাঞি চারা॥
এ সকলে সাক্ষী কর্য়া কহে বীরবব। আজি মোর বাণে সব যাবি যমঘর॥
কেন বা আইলি হেথা মরিবার তরে। বনের বানর আলি রাক্ষসের পুরে॥
মনে সাধ করিয়াছ ফির্যা যাব ঘরে। বাণে বিন্ধ্যা পাঠাইব যমের দুয়ারে॥
দেবান্তক নই আমি কহিরে তোমারে। ইন্দ্রাদি দেবতা সব জিন্যাছি সমরে॥
ত্রিশিরা নহি ত আমি কহি বারে বার। মোর বাণে যাবে সভে যমেব দুয়াব॥
নরান্তকে মার্যা সভার বুক বাড়িয়াছে। আজি রণে যাবে সভে ধর্মরাজ-কাছে॥
এতেক বলিয়া বীর করয়ে তর্জন। ধনুকে টঙ্কার দিতে কাঁপে ত্রিভুবন॥
স্বর্গে দেবলোক কাঁপে বাসুকি পাতালে। ধনুশব্দ শুনিয়া অঙ্গদ কোপে জ্বলে॥
কপি সঙ্গে অঙ্গদ করয়ে ঘোর রণ। অতিকা-উপরে করে গাছ বরিষণ॥
শিলা তরু লয়্যা কপি আসে শূন্যপথে। হুঙ্কার ছাড়িয়া ফেলে অতিকার মাথে॥
মহাঘোর যুদ্ধ করে অতিকার সনে। শূন্যেতে থাকিয়া সব দেখে দেবগণে॥
বানরের যুদ্ধ দেখ্যা দেবের আনন্দ। কবিচন্দ্র কহে বন্দ্যা রামপদদ্বন্দ্ব॥

অতিকার সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ

এইমতে ঘোর যুদ্ধ হয় পরস্পর। কহ দেখি কি করিল রাবণ-কোঙর॥
চোখ বাণে পর্বত পাথর কাটে বীর। দশবাণে দধিকানে করিল অস্থির॥

কুড়ি বাণ এড়ে বীর তারা যেন ছুটে। কুমুদের বুকে গিয়া বজ্র হেন ফুটে॥
অচেতন হয়্যা বীর পড়ে ভূমিতলে। শত বাণ জাম্ববানে মারে বাহুবলে॥
বাণ খায়্যা জাম্ববান মূর্ছিত হইল। অবনীমণ্ডলে বীর ঘুরিয়া পড়িল॥
আশি বাণ জুড়িলেক টঙ্কারিয়া ধনু। ছাড়্যা দিল ঘোর শব্দে বিন্ধে নীল-তনু॥
অস্থির হইয়া বীর ভূমে গড়ি যায়। মুখে বুকে পঞ্চধারে শুণিত বারায়॥
আশি বাণ অতিকায় ধনুকেতে জুড়ে। ছাড্যা দিল ঘোর শব্দে নলের বুকে পড়ে॥
বাণ খায়্যা নলবীর ধরণী লোটায়। সঘনেতে রক্তস্রোত নাসায় বাবায়॥
তারপর শত বাণ বাহুবলে জুড়ে। মন্ত্রপূত করা্যা বাণ ধনু হৈতে ছাড়ে॥
বাণের মুখেতে অগ্নি অজস্র বারায়। তা দেখিয়া দেবগণ ভয়েতে পালায়॥
বাণ গোটা এড্যা বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার। সুগ্রীবের বুকে বাজ্যা পৃষ্ঠে হইল ফার॥
ভূমিতলে পড্যা বীর ধরণী লোটায়। মুখ নাসা দিয়া তার শোণিত বারায়॥
তিন শত বাণ বীর জুড়িল ধনুকে। বাণ গোটা বাজে যায়্যা অঙ্গদের বুকে॥
বাণ খায়্যা অঙ্গদবীব মূর্ছা হয়্যা পড়ে। হনুমামে মারিবারে বিষ্ণু অস্ত্র জুড়ে॥
বিষ্ণুপরায়ণ হনুমান মহাবীর। তেঞি বিষ্ণুবাণ মারে অতিকায় বীর॥
বাণ গোটা চলে ডাক্যা সদা মার মার। হনুমানের বুকে বাজ্যা পিঠে হইল ফার॥
ভূমিতলে পড়ে হনুমন্ত মহাবল। তা দেখিয়া অতিকার আঁখি ছলছল॥
হায় আমি কি কৈলাম বৈষ্ণব মারিয়া। পাছে রামচন্দ্র মোরে নাঞি করেন দয়া॥
এমত করুণা করা্যা ধনুর্বাণ নিল। একে একে সব বীরে মূর্ছিত করিল॥
অতিকার ভয়ে সব বানর পালায়। আউদড চুলে সভে রামের কাছে যায়॥
রামের আগে জোড়হাথে কহে সমাচার। আজি রণে বানর সকল গেল মার॥
একথা শুনিয়া রাম কহিতে লাগিল। বিভীষণে বলে রাম কোন বীর আল॥
রামের আজ্ঞা লয়্যা বীর রণস্থলে যায়। দূরে হতে অতিকারে দেখিবারে পায়॥
নিরখিয়া দেখ্যা বিভীষণ ফির্যা আল। জোড়হাতে রামের আগে কহিতে লাগিল॥
রাবণের পুত্র আল্য শুন মহাশয়। ইন্দ্রজিত সম অই কহিনু নিশ্চয়॥
অতিক্যা উহার নাম শুনহ বচন। সাবধানে উহার সঙ্গেতে করা্য রণ॥
এতেক শুনিয়া রাম বিষণ্ণ বদন। কোদণ্ড লইয়া হাতে করিলা গমন॥
রাম আগে জোড়হাতে কহেন লক্ষ্মণ। আমি দাস থাকিতে করিবে তুমি রণ॥
কোন তুচ্ছ অতিকায় মোরে নাঞি আঁটে। আমি হেন ভাই আছি তোমার নিকটে॥
মোরে আজ্ঞা কর তুমি প্রভু গুণমণি। তব আশীর্বাদে যায়্যা রণ আমি জিনি॥
এতেক শুনিয়া রাম রাজীবলোচন। লক্ষ্মণেরে আজ্ঞা দিলা কর গিয়া রণ॥
রামের আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ আনন্দ হইল। গণ্ডিবাণ হাথে লয়্যা সমরে পশিল॥

রামচন্দ্র সেনাপানে শুভদৃষ্টে চায়। দৃষ্টিসুধা বৃষ্টি করি সভারে বাঁচায়॥
রামজয় ডাকে সেনা হয়্যা আনন্দিত। অতিক্যে বিস্ময় লাগে চায় চতুর্ভিত॥
ধন্য প্রভু রামচন্দ্র বলয়ে অতিক্যা। অতিকারে কহিছে লক্ষ্মণ বীর ডাক্যা॥
কে তুঞি কাহার বেটা দেহ পরিচয়। লক্ষ্মণের কথা শুন্যা অতিক্যা বীর কয়॥
রাক্ষসকুলে জন্ম মোর শুন মহাশয়। রাবণের পুত্র আমি দিলাম পরিচয়॥
অতিক্যা আমার নাম কহি তব কাছে। ইন্দ্র শিব বাউ বরুণ পরাভব আছে॥
মোরে জিনে হেন বীর নাঞি ত্রিভুবনে। মোর বাণে যম কাঁপে কহি তব স্থানে
মোর পরিচয় আমি দিলাম তোমারে। যুদ্ধ না করিহ যাহ রামের গোচরে॥
বয়সে ছায়াল তুমি কি রণ করিবে। মোর বাণে আজি তুমি যমঘর যাবে॥
ক্রোধে কাঁপ্যা লক্ষ্মণ দেই ধনুকে টঙ্কার। শব্দে দশ দিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার॥
ধনুক টঙ্কার শুন্যা অতিক্যা ভাবে মনে। লক্ষ্মণ-সমান বীর নাঞি ত্রিভুবনে॥
অতিক্যা বলেন তুমি ছাড অহঙ্কার। মোর সনে রণ কৈলে না পাবে নিস্তার॥
হাতে বাণ দেখ মোর কনক-রচিত। বুক সামাইয়া বাণ পিবেক শোণিত॥
এই মত নানা কথা কহে দুইজন। পরস্পর করে দু'হে বাণ বরিষণ॥
এই মত দু'হে যুদ্ধ করে পবস্পব। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বন্দ্যা রঘুবর॥

অতিকার কবচ দান

তারপরে কি করিল রাবণ-কোঙর। আপনা সারিয়া দু'হে যুঝে পরস্পর॥
শূন্যমার্গে দেবগণ দেখিতে লাগিল। অতিকা লক্ষ্মণ বীরে ঘোর যুদ্ধ হল্য॥
দশ বাণ ধনুকেতে জুডিল লক্ষ্মণ। অতিকার কাটিল হাতেব শবাসন॥
ধনু কাটা গেল তার হইল চিন্তিত। পুন পঞ্চবাণ বীর এডে আচম্বিত॥
পঞ্চ গোটা বাণ যায়্যা বুকেতে বাজিল। মূর্ছা হয়্যা অতিকায় রথেতে পডিল॥
মূর্ছা হল্য অতিকায় দেখিল সাবথি। রণ ছাড্যা রথ লয়্যা পালায় শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে অতিকায় চেতন পাইল। সারথিরে মহাবীর ভৎ'সিতে লাগিল॥
হে সারথি মহামতি কহিয়ে তোমায়। কি বুঝিয়া রথ লয়্যা আইলে এথায়॥
কখন জিনি কখন হারি রণের বেভার। বীরত্ব ঘুচালি মোর গেল অহঙ্কার॥
সারথি এতেক শুনি কহিতে লাগিল। অচেতন দেখ্যা আমি রথ ফিবাইল॥
তব উপগার কৈনু শুন মহাশয়। আমারে ভৎর্সহ তুমি হইয়া নির্দয়॥
তব কার্য প্রাণপণে সদা করি আমি। না বুঝিয়া অকারণে মোরে ভৎর্স তুমি॥
এখন চেতন পালে শুন মহাশয়। যুদ্ধ জিন্যা ঘরে চল শত্রু কর্যা ক্ষয়॥

সারথির কথা শুন্যা আনন্দ হইল। রাজার প্রসাদ দিয়া সন্তোষ করিল॥
পুনর্বার অতিকায় সংগ্রামে পশিল। হুঙ্কার ছাড়িয়া বীর বাণ হাতে নিল॥
এড়িল দারুণ বাণ লক্ষ্মণ-উদ্দিশে। লক্ষ্মণে মারিতে বাণ শূন্যপথে আইসে॥
বুকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায়। তা দেখিয়া হনুমান করে হায় হায়॥
ক্ষেণেক থাকিয়া বীর চেতন পাইল। রাক্ষস মারিতে তবে সাবধান হল্য॥
কোথাকে পালাবি দুষ্ট বল্যা বীর ডাকে। মারে বাণ অতিকায় সন্ধান পূরি বুকে॥
বাণে বাণে শূন্যপথে উঠিল আগুনি। জয় পরাজয় নাঞি বাণ-হানাহানি॥
তিন দিন তিন রাত্রি নাঞি অবসাদ। বরিষে দুর্জয় বাণ প্রলয় প্রমাদ॥
পৃথিবীর যত বাণ দুজনের শিক্ষা। দেবময় বাণ সব করিল পরীক্ষা॥
বিষ্ণুযান বাণ লক্ষ্মণ পূরিল সন্ধান। তূণ ধনু সানা টোপর কৈল খান খান॥
তিলেক নাগুকে (?) বীর ধনু নিল আর। ক্ষেণে ক্ষেণে করে কত অস্ত্র অবতার॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল মহাবীর। বাণ দেখ্যা ত্রিভুবন হইল অস্থির॥
পাশুপত বাণে লক্ষ্মণ কাটে দিব্য বাণ। অতিক্যা সংহার অস্ত্র পূরিলা সন্ধান॥
তারকব্রহ্ম অস্ত্রে লক্ষ্মণ কাটে সংহারবাণ। ব্রহ্মময় বাণ লক্ষ্মণ পূরিলা সন্ধান॥
বুকে বাণ বাজে বীর লোটায় ধরণী। অক্ষয় মন্ত্রের তেজে চেতন তখনি॥
লক্ষ্মণ এড়েন যত সব বাণ খণ্ডি। পরাভব হয়্যা লক্ষ্মণ রাখে শরগণ্ডি॥
রাম বলে রক্ষকুল হয়্যাছে অমর। বিভীষণ বলে প্রভু শুন রঘুবর॥
অনেক তপস্যা কৈল রাবণ-নন্দন। বর দিতে আল্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন॥
মহাবিষ্ণুপরায়ণ দেখি অতিকায়। অক্ষয় কবচ ব্রহ্মা দিলেন উহায়॥
অনন্তের হাথে মৃত্যু মহাবিষ্ণুবাণে। মহারুদ্র মহামন্ত্র হরিবে যেদিনে॥
সেই মহামন্ত্রের কবচ আছে বুকে। দ্বিজরূপে ছলিবারে পাঠাঅ হনুকে॥
শুনি হনুমান চলে দ্বিজরূপ হয়্যা। প্রণমে অতিক্যা বীর মুনিরে দেখিয়া॥
অতি চমৎকার মূর্তি দেখ্যা বীর কয়। কি কাজে আইলে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
মুনি বলে অতিকায় কর অঙ্গীকার। ত্রিভুবনে দাতা নাঞি সমান তোমার॥
অনেক আতুরে আমি আল্যাম নিকটে। পড়িয়াছে পুত্র মোর বড়ই সঙ্কটে।
রাখহ অতুল কীর্তি পৌরুষ অপার। ধর্মসাক্ষী করয়া বীর কৈল অঙ্গীকার॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য শুনহ গোসাঞি। যা মাগিবে তাই দিব অন্যথা হবে নাঞি॥
এখন যা আছে সঙ্গে তাহা আমি দিব। রণেতে থাকিতে আর অন্য কোথা যাব॥
দ্বিজ বলে দেবগণ থাকিয় প্রমাণ। অক্ষয় কবচখানি মোরে দেহ দান॥
এত শুনি চমৎকার অতিকার মনে। নিবিষ্ট করিল চিত রামের চরণে॥

যেই রাম সেই হনু আল্যা ছলিবারে। বাণে কাট্যা অতিক্যা কবচ বারি করে ॥
ব্রহ্মার বচন বীর কৈল সঙরণ। অক্ষয় কবচ দিলে আমার মরণ ॥
অঙ্গীকার করিয়াছি না দিলে কি হয়। দিলাম আপন প্রাণ শুন মহাশয় ॥
আশীর্বাদ কর যেন রামপদ পাই। অঙ্গীকার কৈলা হনু অতিকার ঠাঁই ॥
মৃত্যুকালে রামনাম লয় যেইজন। সে পায় রামের পদ অলঙ্ঘ্য বচন ॥
আশীর্বাদ করি দ্রুত চলে হনুমান। সে কবচ লক্ষ্মণের হাতে দিলা রাম ॥
লক্ষ্মণ কবচ লয়্যা করিল ধারণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কীর্তন ॥

অতিকার পতন

সংসার অসার দেখি : ভূমে শরগণ্ডি রাখি : লোটায়্যা পড়িল ভূমিতলে।
পাষাণ মানুষী কৈলে : চণ্ডালেরে কোল দিলে : অতিকারে রাখ পদতলে ॥
অধমের গতি রাম · ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম : পূর মোর মনের বাসনা।
সীতারাম রূপ হয়্যা : মোরে পদছায়া দিয়া : ঘুচাও এ ভবের যন্ত্রণা ॥
শ্রীরাম ভক্তির আশে : অতিকার হৃদে বৈসে: বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ।
পদতলে হনুমান : ত্রিলোচন করে গান : স্তব করে যত দেবগণ ॥
সখা সখী প্রিয় যত : চতুর্দিকে যুথে যুথ : অতিকা হৃদয়-পদ্মে দেখে।
মন্ত্র করি অধিষ্ঠান · লক্ষ্মণ মারিল বাণ : সে বাণ বাজিল রাম-বুকে ॥
প্রভু হল্যা অচেতন : পদে ধর্যা বিভীষণ · চেতন করায়্যা রামে বলে।
তরাহ বৈষ্ণব জনে : ভক্ত তোমা একু প্রাণে : না বধিবে লক্ষ্মণ জানিলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন কথা : এবার তোমার মাথা : তিন বাণে কাটিব নিশ্চয়।
রামের শরণ লহ : সাগর পারেতে যাহ : কেন কান্দ পালে যদি ভয় ॥
শুন লক্ষ্মণ গুণনিধি : সে বাণ না কাটি যদি : তবে যাব নরক ভিতর।
তেজি রামের চরণ ; লঙ্ঘি গুরু বিভীষণ : আর লঙ্ঘি পিতা লঙ্কেশ্বর ॥
কোপে সুমিত্রার পুত্র : এড়িলেন রুদ্র অস্ত্র : ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটে মহাবীর।
দেবগণ পাল্য ভয় : রুদ্র অস্ত্র ব্যর্থ হয় : লক্ষ্মণের কম্পিত শরীর ॥
মন্ত্রে তন্ত্রে ব্রহ্মবাণ : করিলেন অধিষ্ঠান : ত্রিভুবন আল কর্যা ছোটে।
জপে বীর রামমন্ত্র ; অধিষ্ঠান বিষ্ণু অস্ত্র : লক্ষ্মণের ব্রহ্মবাণ কাটে ॥
রণমধ্যে সারাৎসার : কৈল বিষ্ণু অবতার : জোড়ে বাণ নাম নারায়ণ।
দেবগণ যুক্তি করে : ইথে যদি নাঞি মরে : আর ধনু না ধরে লক্ষ্মণ ॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা জানি : কাটাবেন রঘুমণি : বাণে বস্থ সকল দেবতা।
কাটা বাণ তুল্যা লব : পবন পালক হব : কালে কাটুক অতিকার মাথা ॥

বাণে বৈসে দেবগণ : কাল পবন হুতাশন : দেখিয়া অতিক্যা মহাশয় ।
করিল অনেক স্তুতি : কৃপা কর রঘুপতি : এই বাণে মরণ নিশ্চয় ॥
জুড়িলেক ভক্তিবাণ : বিষ্ণুবাণ দুইখান ; দেখিয়া কাতর প্রভু রাম ।
প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ : কাঁপে লক্ষ্মণের অঙ্গ : হেনকালে উঠে অর্ধখান ॥
কালের সহিত ছোটে : অতিকার মাথা কাটে : কুণ্ডল সহিত পড়ে ভূমে ।
সদা বলে রাম রাম : নব দূর্বাদলশ্যাম · প্রসন্ন হইলে এতদিনে ॥
কাটা মুণ্ড রাম বলে : প্রভু রাম নিলা কোলে : অতিকাবে করেন চুম্বন ।
রাম করে হায় হায় : কেন মালে অতিকায় : কি করিলে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
অতিকার মুখ বলে : স্থান দেহ পদতলে : শুনিয়া কান্দেন প্রভু রাম ।
বানর কটকগণ : কান্দে রক্ষ বিভীষণ : ফুকুরিয়া কান্দে হনুমান ॥
আকাশে দেবতাগণ : করে পুষ্প-বরিষণ : মলয় চন্দন গন্ধময় ।
অতিক্যার উপরে : পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে . কবিচন্দ্র রামপদে কয় ॥

অতিকার ভক্তি

কাটা মুণ্ড রামের কোলে রাম রাম ডাকে । বৃষে চাপ্যা শিব আল্যা লইতে তাহাকে ॥
শিঙ্গা ডম্বুর হাড়মালা সদাই বলে রাম । শিবেরে দেখিয়া সভে করিল প্রণাম ॥
রামস্তব কর‍্যা মুণ্ড মাগিলেন শিব । তব নাম জপমাল্যে সুমেরু করিব ॥
শিব-কোলে অতিকা বলিছে রামনাম । প্রভাসে বাখিয়া দেহ আল্যা হনুমান ॥
দেবে পুষ্প বরিষয়ে লক্ষ্মণ-উপরে । সুখভোগ নিদ্রা নাঞি রাক্ষসের ডরে ॥
ত্রৈরি মারি দেবগণের খণ্ডাইলে ভয় । থুইলে নির্মল যশ তুমি মহাশয় ॥
রক্তে রাঙ্গা লক্ষ্মণেরে কোলে নিলা রাম । গদগদ মধুর বাক্য মুখে চুম্ব খান ॥
মোর লাগি মাতা পিতা রাজ্য তিয়াগিয়া । পাইলে অপার দুঃখ বান্ধব ছাড়িয়া ॥
প্রাণের অধিক ভাই কিবা দিব দান । আর অবতারে অগ্র হবে তব নাম ॥
লক্ষ্মণ বলেন দেহ চরণ দুখানি । যাহে গঙ্গাজন্ম মুক্ত অহল্যা ব্রাহ্মণী ॥
অতিকায় মল্য [রণে] জয় হল্য লঙ্কা । সীতার উদ্ধারে আর নাঞি [দেখি] শঙ্কা ॥
সুগ্রীব বিভীষণে রাম কোল দিয়া কয় । তোমা দুঁহার শক্তি হতে লঙ্কা হল্য জয় ॥
বানর কটক দিল জয় জয় নাদ । চমকিত লঙ্কাপুরী গণিল প্রমাদ ॥
ভগ্ন পাইক বার্তা কহে রাবণ-গোচব । অতিকা পড়িল তব সংগ্রাম ভিতর ॥
দেবান্তক নরান্তক পড়িল ত্রিশিরা । এত শুনি পড়ে রাজা হাহাকার কর‍্যা ॥
কুড়ি চক্ষে বহে রাজার সহস্রেক ধারা । ভূতলে লোটায় রাজা হল্য আধমরা ॥
যে পুত্র জিনিল মোর কুবের বরুণ । কে নিল হাথের নিধি বিধি নিদারুণ ॥

ধান্যমালী রাণী কান্দে ত্রিশিরার মাতা। অভাগিনী কর‍্যা মোরে বাছা গেলে কোথা॥
পাত্র মিত্র কান্দে আর কান্দে প্রজাগণে। হস্তী ঘোড়া পক্ষ কান্দে অতিকার গুণে॥
রথের সারথি কান্দে যেমন মাতুলি। অতিকার শোকে কান্দে ইন্দ্রজিত বলী॥
অতিক্যা বলিয়া কান্দে বীরবাহু জ্ঞানী। সুবাহু সুন্দর কান্দে বৈষ্ণব তরণী॥
এতদূরে অতিকার যুদ্ধ হল্য সায়। ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যেজন গায়ায়॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। যেই জন শুনে তাব সর্বত্র কল্যাণ॥

অতিকায় মৃত্যুতে রাবণের শোক

ইন্দ্রজিত বলে আর কান্দিলে কি হবে॥ কাতর হইলে কিবা অতিকারে পাবে॥
বৈরী-বুক বাড়ে বাপু কাতর হইলে। জিনিতে নারিবে রামে আমি নাঞি গেলে॥
রাজা বলে তোমা হতে অতিকা প্রচণ্ড। জিনিতে নাবিলে শ্বেতদ্বীপে যমদণ্ড॥
তুমি আমি পালালাম যমদণ্ড দেখ্যা। যমদণ্ড ধরে মোব বাছন অতিক্যা॥
হেন বীর রণে মবে আব নাকি জিব। অতিকার লাগ্যা আমি পবাণ ছাড়িব॥
বানর মারিব আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বকতে মৃতের আজি কবিব তর্পণ।
এত বলি শোক তেজি সমরে সাজিল। ক্ষেণমাত্রে বণস্থলে উপনীত হল্য॥
আজি রণে মবিল সকল বীবগণ। কুপিয়া রাবণ আল্য কবিবাবে বণ॥
পর্বত হাতেতে হনু বাউবেগে ধায়। পর্বত পেলিয়া মাবে রাবণ-মাথায॥
পর্বত কাটিল বীব চোখ চোখ বাণে। শত বাণ মাবিলেক বীর হনুমানে॥
বাণ খায়্যা হনুমান ধবণী লোটায়। তা দেখিয়া নীল-বীর বাউবেগে ধায॥
বজ্র চড মারে বীর বাবণেব গায়। থবহরি কাঁপে রাজা চাপড়ের ঘায়॥
নীলে মারিবাবে বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর। নেউল হইল বীর রথের উপব॥
বাণ জুড়ে চড়ে গিয়া ধনুকের হুলে। লাফালাফি কর‍্যা বুকে চাঠ্যা চাঠ্যা বুলে॥
মুকুটে ভ্রমিয়া বুলে দেখিতে না পায়। প্রস্রাব করিলে মুখ বুক ভাস্যা যায়॥
ক্রোধ কর‍্যা দশানন মুখ মুছে যত। ঝরঝর কর‍্যা নীল মুতে অবিরত॥
মুকুটে বুলায়্যা হাত ধরিবারে চায়। ছায়া দেখ্যা মারে বাণ ধরণী লোটায়॥
বড় বড় সেনাপতি ভয়েতে পালায়। ধনুক ধরিয়া হাতে লক্ষ্মণ আগায়॥
চুরি কব্যা চোরা বেটা আনিলি রে সীতা। মোর ঠাঞি ঠেকিলি রে বাঁচ্যা যাবি কোথা॥
আমারে খাটালি বেটা বিধি তোরে বাম। দেবাসুর যম জিনি কোন তুচ্ছ রাম॥
এত বলি পরস্পর কোপে দুই জন। ধনুক ধরিয়া করে বাণ-বরিষণ॥
রাবণ মারিল বাণ বাজিল ললাটে। কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর ধনু তার কাটে॥

ধরিতে অপর ধনু কাটে তার চড়া। এক বাণে কাট্যা পাড়ে রথের আট ঘোড়া॥
অন্য ঘোড়া রথে আন্যা যোগায় সারথি। কেমনে লক্ষ্মণে জিনি ভাবে নরপতি॥
ব্রহ্ম অস্ত্র শেল রাজা লক্ষ্মণেরে মারে। যত বাণ মারে তবু শেল নাঞি ফিরে॥
ফিরাতে না পার্য্যা শেল লক্ষ্মণের ভয়। লক্ষ্মণেরে বাজে শেল যেন অগ্নিময়॥
শেলের আঘাতে বীর ধরণী লোটায়। রথে হতে নাম্যা তারে তুলিবারে চায়॥
কুড়ি হাতে তুলিতে না পারে লঙ্কেশ্বরে। বিস্ময় ভাবিয়া নিন্দা করে আপনারে॥
জগতের নাথ প্রভু লোকের আশ্রয়। অনন্ত অম্বুধি শক্তি দেব বিশ্বময়॥
তারে নাকি রাবণ হইতে তোলা যায়। দূরে হতে হনুমান দেখিবারে পায়।
মাথায় মারয়ে মুষ্টি পবননন্দন। মূর্চ্ছা হয়্যা ঘুরিয়া পড়িল দশানন॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে। পুন পদাঘাত মারে হনু তার বুকে।
চেতন পাইয়া রাজা চাপিলেন রথে। লক্ষ্মণে আনিল হনু রামের সাক্ষাতে॥
ধ্যানে বাঁচাইলা রাম ঠাকুর লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হাতে যান করিবারে রণ॥
রথে থাকি যুঝে রাজা দেখ রঘুবর। মোর পিঠে চাপিয়া মারহ লঙ্কেশ্বর॥
হনুপৃষ্ঠে চাপ্যা রাম কহেন রাবণে। দিয়াছিস বড় দুঃখ গেলি এতদিনে॥
আমি জিতে লক্ষ্মণে কাহার বাপে মারে। সে লক্ষ্মণ নির্বংশ করিব কালি তোরে॥
পড়িলি পাপিষ্ঠ পাপী পালাইবি কোথা। দশবাণে কাটিয়া পাড়িব দশমাথা॥
ঘরপোড়া বেটা আস্যা যত নাট করে। রামে আনিয়াছে বেটা পিঠের উপরে।
পতনে পায়াছি তারে এই বেলা মারি। মারিলে রামের ঘুচে যত ভারিভুরি॥
রুষিয়া রাবণ বাণ মারে হনুমানে। বিপাকে পড়িল বড় পবননন্দনে॥
অতি উচ্চ পুচ্ছ বীর আকাশে ঘুরায়। হনুমানের লেজ দেখ্যা রাবণ ডরায়॥
বালীরাজ-লেজ সদা জাগয়ে অন্তরে। লেজে জড়াইয়া বেটা পাছে মারে মোরে॥
হনুমানে মারিবারে এড়ে চোখ বাণ। রামচন্দ্র কাটিয়া করিল খান খান॥
অর্ধচন্দ্র বাণে রাম দশ মুকুট কাটে। মাথে হাত বুলাইয়া লঙ্কামুখে ছুটে॥
পরাভব পায়্যা রাজা গেলেন লঙ্কায়। সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র গায়॥

কুম্ভকর্ণের রায়বার

রাবণ মন্ত্রণা করে মন্ত্রীবর্গসনে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় কে যাবেক রণে॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে দশানন কয়। নিদ্রাভঙ্গ কর তার যে প্রকারে হয়॥
অকালে ভাঙ্গাতে নিদ্রা গেল তার ঘরে। অনেক প্রকারে নিদ্রা ভাঙ্গাতে না পারে॥
যুথে যুথে হাতি চাপে কুম্ভকর্ণের কন্ধে। পাশমোড়া দিয়া উঠে মদিরার গন্ধে॥
হরিণ মহিষ মেষ মাংস বীর খায়। [তারপর] লঙ্কেশ্বরে ভেটিবারে যায়॥

সত্তর যোজন প্রাচীর লুকায় কাঁকালে। বিকট রূপ দেখ্যা রাম বিভীষণে বলে॥
হেন বীর নাঞি দেখি না শুনি শ্রবণে। কটক খাবেক ধর্যা লঙ্কা আলাম কেনে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি দিয়ে পরিচয়। কুম্ভকর্ণ উহার নাম মরিব নিশ্চয়॥
বিবরিয়া যত কথা কহিল রামেরে। কুম্ভকর্ণ গেল তথা রাবণ-গোচরে॥
কোলাকুলি কৈল যেন পর্বতে-পর্বতে। রাবণ বসাল্য ধর্যা কুম্ভকর্ণের হাতে।
কাঁচা ঘুমে নিদ্রাভঙ্গ মোর কৈলে কেনে। মহারাজা বিবাদ কর্যাছ কার সনে॥
দেবাসুর ত্রিজগত সভে আছে বশে। লঙ্কাপুরী বেড়িলেক বানর মানুষে॥
কুম্ভকর্ণ বলে মধ্যে দুর্জ্জয় সাগর। কেমন করিয়া আল্য নর আর বানর॥
[কার দিন ফুরাইল] তোমা সঙ্গে লাগে। জানে নাই কুম্ভকর্ণ একদিন জাগে॥
কে দিল অগ্নিতে হাত কে ধরিল ফণী। পঞ্চমে মঙ্গল কার রন্ধ্রগত শনি॥
কার লগ্নে ছিল রাহু কে জন্মিল গণ্ডে। কেবা আস্যা লাথি মাল্য তক্ষকের মুণ্ডে॥
কোন অভাগার ঘরে পুষ্করাতে মল্য। জ্যেষ্ঠা অষ্টম নক্ষত্রে কেবা জরি হল্য॥
কুম্ভকর্ণের কথা শুন্যা রাবণ রাজা বলে। দেবগণে দোষ নাঞি তারা আপনি চলে॥
সদা বস্যা থাকে কাছে হাত দিয়া বুকে। কুদরৎ কি হেন কথা বার্যায় তার মুখে॥
রাম লক্ষণ নাম ধরে দুবেটা তপসী। সে একটা সঙ্গী লয়্যা উত্তরিল আসি॥
জাতের নিয়ম নাঞি যেথা সেথা খায়। ভক্তি কর্যা ডাকিলে চণ্ডালবাড়ী যায়॥
শুনিতপুরের গুহ চণ্ডাল তায় জানিতে পার। তার ঘরে অতিথ হয়্যা ছিলা দিন বার॥
সেথা ছাড়্যা বান্ধে কুড়্যা পঞ্চবটী-মূলে। সেখানে বান্ধিল জটা আঠা দিয়া চুলে॥
সূর্পনখা ভগ্নী গেল পুষ্প অন্বেষণে। ধর্যা নাক কান তার কাটিলেক বনে॥
তবে যদি রাঁড়ী কান্দ্যা পড়ে আসি পায়। সর্বাঙ্গ জলিয়া গেল অগ্নি দিল গায়॥
ক্রোধ কর্যা কাটিতে গেলাম দুই মাথা। প্রাণ ভয়ে দুই বেটা পালাইল কোথা॥
সে যদি পালায়্যা গেল কি করিব আর। কোপেতে রমণী হর্যা আনিয়াছি তার॥
তোমা অগোচরে তারে নাঞি আনি হেথা। রাখ্যাছি অশোকবনে নাম তার সীতা॥
কুম্ভকর্ণ বলে কহ কেমন মূর্তি রাম। রাবণ বলে দেখি যেন দূর্বাদলশ্যাম॥
আর ভাই দেখি যেন চম্পকের সীমা। রমণীটা দেখি যেন কাঞ্চন প্রতিমা॥
গিয়াছি অনেক দেশ দেখি বহু ঠাঞি। এমন রূপের নারী কোথা দেখি নাঞি॥
দশ হাজার দেবকন্যা আনিয়াছি আর। দাসীসম কেহ নাঞি হবেক তাহার॥
কুম্ভকর্ণ বলে যদি এমন রূপসী। অশোকবনে রাখিয়াছ কর গা মহিষী॥
রাবণ বল্লেন আমি তায় পর বটি। রাম বই জানে নাঞি নির্বংশার বেটি॥
কুম্ভকর্ণ বলে তুমি ভুল কেন ভাই। রামরূপ ধর্যা কেন্না যাহ তার ঠাঞি॥
রামের ভরমে সে ভুঞ্জুক একবার। পতিব্রতা ধর্মনষ্ট হউক তাহার॥

বিষদন্ত ভাঙ্গিলে সে সর্প হয় বৃথা। অন্যদৃষ্টে হৈলে নষ্ট হয় পতিব্রতা॥
রাবণ বলেন ভাই তায় তোরে কই। একদিন ভাবি মনে রামমূর্তি হই॥
দূর্বাদল শ্যাম রাম যেঞি ভাবি মনে। ব্রহ্ম পদার্থ জ্ঞান হয় সেইক্ষণে॥
পরবধূ সঙ্গ কথা মনে নাঞি লয়। সেইক্ষণে ধর্ম আস্থা উপস্থিত হয়॥
দণ্ড চারি রামরূপ মনে ভাবি যদি। রাজ্যপাট ছাড়্যা হই জটা বেটার সাথী॥
একদিন যে নারী পরপুরুষ স্পর্শে। ইহা জান্য নিজ পতি শত্রুতুল্য বাসে॥
একদিন দেখ্যা তারে জ্ঞান হব হত। সে বিকায় রাজা পায় জনমের মত॥
অতএব আর নাঞি যাই অশোকবনে। স্বপনে রামের মূর্তি নাঞি ভাবি মনে॥
শত্রুবশে বুদ্ধিক্ষয় কহি বারে বারে। দেবতা প্রকটভাবে আছে মোর ঘরে॥
কি মোহনী জানে বেটা কি দিয়া কি করে। নইলে জটাউ পক্ষ তার লাগ্যা মরে॥
কোথা জাম্ববান ছিল পাতালপুরীতে। ভুলাইয়া তাহারে আনিল কোন রীতে॥
সুগ্রীবে করিয়া সখা বালী রাজায় মার্য্যা। তার পুত্র অঙ্গদকে রাখে ভৃত্য কর্য্যা।
রাক্ষসকে ভুলাইল অন্য কোনজন। নারীপুত্র ছাড্যা শরণ লৈল বিভীষণ॥
সম্মোহনী বিদ্যা জানে রাবণরাজা বলে। জটাবেটার রূপ দেখ্যা মুনির মন টলে॥
কুম্ভকর্ণ বলে তারা থাকে কোন ঠাঞি। রাবণ বলে বাপের কালে ঘর দ্বার নাঞি॥
কুম্ভকর্ণ বলে তবে হবে ব্যাধপুত্র। রাবণ বলে তবে কেন কান্ধে যজ্ঞসূত্র॥
কুম্ভকর্ণ বলে হবে কোন রাজার বেটা। রাবণ বলে তবে কেন শিরে তার জটা॥
জপ তপ কিছু নাঞি জটার বোঝা সারা। ধনু ধর্যা বুলে দোঁহে কিরাতের পারা॥
কুম্ভকর্ণ বলে তারা তীর্থ কর্যা বুলে। রাবণ বলে কোন তীর্থ সাগরের কূলে॥
কুম্ভকর্ণ বলে তারা কি কর্যা বেড়ায়। রাবণ বলে দুবেটারে দেখি চোর প্রায়॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইহা উপযুক্ত কিসে। নারীসঙ্গে কেবা চুরি করিবারে আসে॥
তুমি তার স্ত্রী আনিয়া রৈলে সাধুপারা। তত্ত্ব কর্যা বেড়াইতে চোর হইল তারা॥
আমি জানিয়াছি ভাল স্ত্রী নহে এটা। সর্বনাশ কার মনে কর্যাছে দুবেটা।
রাবণ বলে দুই বেটা ভোজবিদ্যা জানে। আকর্ষণ বিদ্যা দিয়া যাকে তাকে আনে॥
চোর ধর্যা গৃহী বান্ধে শুন্যাছিলাম কানে। উলটা চোরা গৃহী বান্ধে দেখিনু নয়ানে॥
অতিথসেবা ধর্মকর্ম গেল তোমা হতে। কুলবধূ আর না বার্য্যাব ভিক্ষা দিতে॥
যে বীর মারিল ভাই মায়া মারীচেরে। চোদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল যেই বীরে॥
বাণে বিন্ধ্যা বালী বধ্যা বান্ধিল সাগরে। কি সাহসে তার নারী রাখ্যাছ নগরে॥
মানুষের বাণেতে রাক্ষস সব মরে। যম অধিকার হল্য মোর অধিকারে॥
এত কথা শুন্যা রাবণ রাজা কোপ করে। নিদারুণ যমপ্রাপ্তি লাগিল তোমারে॥
রাবণের কোপ দেখ্যা সাজ্যা গেল রণে। সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র ভণে॥

কুম্ভকর্ণের পতন

কুম্ভকর্ণ সাজে রণে কাঁপে দেবাসুরে। বসুমতী দল দল কাঁপে পদভরে ॥
কুম্ভকর্ণে দেখ্যা সব বানর পালায়। টিটকারি ধিক্কারে অঙ্গদ ফির্যা চায় ॥
অঙ্গদের বোলে যত কপিগণ ফিরে। হনুমান নল নীল আদি সব বীরে ॥
ফিরিল বানর যত অঙ্গদের বোলে। সহস্র বানর ধর্যা কুম্ভকর্ণ গিলে ॥
হনুমান নল নীল আদি সাতজন। গাছ পাথর মার্যা সব করে ঘোর রণ ॥
সমরে না দিহ ভঙ্গ কহি সভাকারে। এত বলি কুম্ভকর্ণে গাছ পাথর মারে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রে ঘরপোড়া কার নাম। আগু হয়্যা পরিচয় দিলা হনুমান ॥
চাপড় খাইয়া বীর ডাবুষ মার্যা পেলে। ডাবুষের বাড়ি খায়্যা গড়াগড়ি বুলে ॥
লক্ষ লক্ষ কপি ধর্যা করয়ে ভক্ষণ। কুপিল সুগ্রীব রাজা সূর্যের নন্দন ॥
বড় বড় বানর খায়্যা পূরিলি উদর। শালগাছের ঘায়ে তোরে লব যমঘর ॥
বড় বড় বানর গেছে তুই আছিস বাকি। বুক পাতিলাম বেটা শাল মার দেখি ॥
কুম্ভকর্ণের বুকে বাজ্যা গুঁড়া হল্য শাল। তোর ঘা সামাল্যাম মোর ঘা সামাল ॥
এই বলে খায় বেটা কিষ্কিন্ধ্যা নগর। বালীর আছিলি তুই পাজাতা নফর ॥
লোহার নির্মাণ জাঠা আশি হাজার মণে। কুম্ভকর্ণ জাঠা এড়ে কাঁপে দেবগণে ॥
সুগ্রীব ভাঙ্গিল জাঠা কুম্ভকর্ণ কোপে। পর্বত টানিয়া ভাঙ্গে সুগ্রীবের বুকে ॥
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্বত-চাপনে। কোলে কর্যা লয়্যা যায় ভেটিতে রাবণে ॥
সুগ্রীবে ছাড়াতে হনুমান যাতেছিল। কারণ কহিয়া জাম্ববান ফিরাইল ॥
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা চেতন পাইল। নাক কান ছিঁড়্যা লয়া রামে ভেট দিল ॥
মনে মনে কুম্ভকর্ণ করিল ভাবনা। এতদিনে গেল মোর জিবার বাসনা।
কোন লাজে যাব আমি রাবণের পাশে। এত বল্যা পুনর্বার সমরে প্রবেশে ॥
নাক কান সুগ্রীব লয়্যা রামে ভেট দিল। সাধু সাধু সুগ্রীবেরে সভাই বলিল ॥
কুম্ভকর্ণ বানর কটকে ধর্যা খায়। বোঁচা নাক কান দিয়া বারি হয়্যা যায় ॥
নল নীল অঙ্গদ আদি সাত বীর ছুটে। কুম্ভকর্ণে পাড়িবারে কান্ধে গিয়া উঠে ॥
সোনার কিরীটী পেল্যা ধরে তার চুলে। তেঁতুলির গাছেতে বাদুড় যেন ঝুলে ॥
রামের নিয়ড়ে সেনা লুকায়্যা রহিল। ধনুকে টঙ্কার দিয়া লক্ষ্মণ আগ্যাল ॥
কুম্ভকর্ণ বলে ওরে রাম কোনজন। পালাইয়া গেল কোথা করু আস্যা রণ ॥
আগাইয়া প্রভু বলে মোর নাম রাম। বোঁচা বেটা কোথা যাবি লব তোর প্রাণ ॥
খর দূষণ মার্যা তোর বাড়িয়াছে বুক। মুষল পেলিয়া মারি দেখহ সম্মুখ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণে এড়ে। বুকে বাজে বল টুটে মুষল খস্যা পড়ে ॥
পুন ব্রহ্ম অস্ত্র এড়্যা ডাহিন হাত কাটে। বাম হাতে খড়্গ ধর্যা বানরগণে আঁটে ॥

শালের সমান দুই হাত তার পড়ে। পদাঘাতে অনেক বানর মার‍্যা পাড়ে ॥
যম বাণ বুকে ভেদে রাজীবলোচন। দিব্য অস্ত্রে কাটি পাড়ে দুখানি চরণ ॥
বুক ঘসাড়িয়া রামে গিলিবারে যায়। ব্রহ্ম অস্ত্রে মাথা কাটে পর্বতের প্রায় ॥
দেবগণ আনন্দিত পুষ্পবৃষ্টি হয়। কপিগণ ডাকে রাম লক্ষ্মণের জয় ॥
কুম্ভকর্ণ পড়ে রণে শুনে দশানন। লঙ্কাপুরে চমৎকার রাজা অচেতন ॥
ইন্দ্রজিত বলে কেনে বাপা অচেতন। আজি সে মারিব রণে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
এত বল্যা নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যায়্যা করে। তুষ্ট হয়্যা অগ্নি বর দিলেক তাহারে ॥
রথে চড্যা ইন্দ্রজিত পূর্বদ্বারে যায়। সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র গায় ॥

বিষবর্ষণে রামাদির মূর্ছা

দুয়ারে কে জাগে বীর পরিচয় মাগে। নীল সেনাপতি বলে সব বীর জাগে ॥
চক্ষেতে নাহিক নিদ্রা ভক্ষ্য ছাড্যাছি। রাবণের বংশনাশে মোরা আস্যাছি ॥
ইন্দ্রজিত করে ঘোর বাণ-বরিষণ। বাণে ফুট্যা সকল পড়িল কপিগণ ॥
সেনাসঙ্গে সেনাপতি নীল যুদ্ধে পড়ে। দক্ষিণ দুয়ারে যায়্যা সিংহনাদ ছাড়ে।
মেঘনাদ বলে দ্বারে জাগে কোনজন। প্রত্যুত্তর করে তারে বালীর নন্দন ॥
অঙ্গদ বলেন মোরা তবে নিদ্রা যাব। যবে লঙ্কাপাটে রাজা বিভীষণ হব ॥
অস্ত্র বরিষয়ে রে কুমার ইন্দ্রজিত। বাণে ফুট্যা বানর পড়িল চারিভিত ॥
বাণেতে জর্জর কপি রকতে সাঁতারে। সসন্ধে মারিল বীর অঙ্গদ বানরে ॥
উত্তর দুয়ারে গেল বিজুরি চমকে। কোন বীর জাগে হেথা পরিচয় দে ॥
কুমুদ বলেন জাগে সূর্যের নন্দন। যদবধি নহে রাজা বীর বিভীষণ ॥
ইন্দ্রজিত সুগ্রীব সহিত মার‍্যা সেনা। পশ্চিম দুয়ারে গেল যথা রামের থানা ॥
কোন বীর জাগে হেথা কহ মোর আগে। হনু বলে কটকসনে রঘুনাথ জাগে ॥
তদবধি নাই নিদ্রা রামের নয়নে। রাজা কর‍্যা মন্দোদরী দেন বিভীষণে ॥
আজিকার রাত্রে যদি থাকয়ে জীবন। তবে লঙ্কাপাটে রাজা কর‍্য বিভীষণ ॥
ইন্দ্রজিত বাণ বর্ষে পড়ে বীরভাগে। বাণ শব্দে দেবগণে চমৎকার লাগে ॥
অগ্নিবরে ইন্দ্রজিত বরিষয়ে বাণ। সসৈন্য সমেত ভূমে পড়িলা শ্রীরাম ॥
রামে মার‍্যা ইন্দ্রজিত গেল বাপের স্থানে। চারিদ্বারে সেনা মার‍্যাম শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
ধন্য পুত্র মোর ঘোর বিপদে তারিলে। রাজার প্রসাদ দিয়া পুত্র কৈল কোলে ॥
লঙ্কায় বাজনা বাজে সুখী সর্বজন। কটক দেখিয়া বুকে অমুর বিভীষণ ॥
চারিদ্বারে সেনা পড্যা ভাই দুইজন। জাম্ববানের কাছে গিয়া কান্দে বিভীষণ ॥
বা কাড়িতে নারে বুকে বাজিয়াছে বাণ। ধীরে ধীরে মন্ত্রী বলে বাঁচে হনুমান ॥

কটক সমেত রণে মল্য প্রভু রাম। মন্ত্রী কি জিজ্ঞাস হনুমানের কল্যাণ ।।
জাম্ববান বলে যদি বাঁচে হনুমান। রাত্রমধ্যে বাঁচাইব সভাকার প্রাণ ॥
জাম্ববান বিভীষণ কহিল হনুকে। বাঁচাঅ ঔষধ আনি বানর কটকে ॥
ঘোর নিশাকালে হনু চলে বাউগতি। পর্বতে ঔষধ গিয়া আনিল মারুতি ॥
ঔষধ পরশে সব পাইল জীবন। রামজয় সিংহনাদ ছাড়ে কপিগণ ॥
হৃদয়েতে ভাবি সদা রামের চরণ। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র কন ॥

মকরাক্ষের মৃত্যু

তোমার সমান বীর নাঞি ত্রিভুবনে। বাঁচালে ঔষধ আন্যা ভাই দুইজনে ॥
রামচন্দ্র ডাক্যা বলে শুন সর্বজনা। মোরা দুই ভাই হলাম হনুমানেব কেনা ॥
রামজয় ধ্বনি শুনি রাবণের ভয়। মারিলে না মরে শত্রু হইল দুর্জয় ॥
কুম্ভনিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দনে। রাবণ পাঠাল্য তারা সাজ্যা গেল রণে ॥
চারি অক্ষৌহিণী সঙ্গে যুঝে দুইজন। বানবের ভঙ্গ দেখ্যা কুপিল রাজন ॥
কুম্ভের রথে সুগ্রীব রাজা লাফ দিয়া পড়ে। টানাটানি করিতে ধনুক নাহি নড়ে ॥
তোর বাপের জাঠা ভাঙ্গিলাম বাহুবলে। ধনুক তুলিতে নারি আয় করি কোলে ॥
বাহু ধর্য্যা পেল্যা দিল সমুদ্রের জলে। সুগ্রীবের পাশে আসি মার মার বলে ॥
কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পাড়ে মুষ্টির আঘাতে। হনুমানে লয়্যা যায় করিয়া কোলেতে ॥
হনুমানে কোলে করি লঙ্কায় প্রবেশে। ঘরপোড়া দেখিবারে নারী পুরুষ আসে ॥
চেতন পাইয়া মাথা কাটে করাঘাতে। নিকুম্ভের শির দেই রামের সাক্ষাতে ॥
নিকুম্ভ মরিল রণে দশানন শুনে। মকরাক্ষ পাঠাইল কুবের-নন্দনে ॥
শ্রীরামের সঙ্গে তার হয় ঘোর রণ। অগ্নিবাণে তারে কাটে রাজীবলোচন ॥
রামজয় জয়ধ্বনি করে কপিগণ। দেবগণ কৈল রামে পুষ্প-বরিষণ ॥
আলিঙ্গন করে রাম লক্ষ্মণ দুভাই। বিভীষণ বলে প্রভু আর চিন্তা নাই ॥
এতদূরে মকরাক্ষ অধ্যা হল্য সায়। মনোনীত বর পায় যেজন গায়ায় ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত কথন। শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচম ॥

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা

ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর। মকরাক্ষ পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥
ভূতলে লোটায় রাজা শোকের সাগরে। খণ্ডন না যায় দুখ দুঃখের উপরে ॥
অচেতন হয়্যা কান্দে মনেতে চিন্তিত। বাপের রোদন শুন্যা কহে ইন্দ্রজিত ॥
অকারণে কান্দ রাজা হয়্যা অচেতন। বারে বারে মারি আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

নাগপাশ আদি ব্যর্থ মারি বিষবাণে। শুনি আনন্দিত হৈল রাজা দশাননে॥
রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার। রথে চাপ্যা সাজ কৈল রাবণ-কুমার॥
রথেতে তুলিল বিষ সহস্র কলসী। চলিল রে ইন্দ্রজিত জ্ঞাতিগণে তুষি॥
মনে মনে প্রণমিল জননীর পায়। দেবতা বন্দিয়া বীর পূর্বদ্বারে যায়॥
পূর্বদ্বারে উপনীত রাবণ-নন্দন। ইন্দ্রজিতে দেখ্যা নীল করয়ে গর্জন॥
দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদবীর ছাড়ে সিংহনাদ। উত্তর দুয়ারে উপনীত মেঘনাদ॥
উত্তরদ্বারেতে রাজা সিংহনাদ ছাড়ে। উত্তরদ্বার ছাড়্যা বীর পালাইল রড়ে॥
পশ্চিম দুয়ারে গেল রাবণ-নন্দন। চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভাই দুইজন॥
ধনু লয়া রাম লক্ষ্মণ অতি বড় রোষে। চোখ বাণ এড়ে ইন্দ্রজিতের উদ্দিশে॥
মন্ত্র পড়্যা এড়ে রাম বাণ যে পবন। প্রলয়ের ঝড়ে উড়াইল মেঘগণ॥
রামের বাণ কাটে বীর রাবণ-কুমার। চারিমেঘে মহাবীরের পড়িল হাকার॥
নিঃশব্দ হইয়া যুঝে নিশাভাগ রাতি। নানা বর্ণের বাণ পড়ে ধরে নানা জ্যোতি॥
যত যত বাণ বীর করে বরিষণ। অনুসারে কাটে সব শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মনে মনে ভাবে বীর জিনিতে না পারি। কোন লাজে যাব আজি পিতা বরাবরি।
পাতালপুরে গেলা বাপ দিগবিজয়েতে। নাগরাজ কন্যা দিলা হৈয়া বড় ভীতে॥
সহস্র কন্যা বিভা দিলা যৌতুক দিলা বিষ। কালকূট খায়্যা জ্ঞান হর্যাছিলা ইস॥
সেই বিষ ইন্দ্রজিত কৈলা সঙরণ। বিষ বরিষণেতে মারিব কপিগণ॥
বাণে মেঘ করিলেক রাবণ-কোঙর। আবর্ত সম্বর্ত আর দ্রোণ পুষ্কর॥
সর্পের গরল বিষ মেঘের সঞ্চারে। অন্তরীক্ষে গেল সব দুয়ারে দুয়ারে॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামপদ সার। আজি মনে রঘুনাথের নাহিক নিস্তার॥

সর্পবিষ বর্ষণ

বিষপূর্ণ হইল পুষ্কর মেঘ গুটি। নীলের কটকে বিষ বর্ষে ফুটি ফুটি॥
ঘন ঘন ঢালে বিষ মেঘের গর্জনে। ডাকিয়া ডাকিয়া করে বিষ-বরিষণে॥
মুষলের ধারে বর্ষে অগ্নির উছাল। গরলিয়া পড়ে কপি মুখে ভাঙ্গে নাল॥
কোটি অপার বানর পড়িল পূর্বভিতে। দ্রোণ মেঘ চালাইল দক্ষিণদিগেতে॥
পড়িছে অগ্নির ছড়া যেন পড়ে বাজ। দুটি আঁখি মুদিয়া পড়িল যুবরাজ॥
আশি কোটি সেনাপতি প্রধান প্রধান। চারি অপার বানর পড়ে বিষ কর্যা পান॥
আবর্ত নামেতে মেঘ উত্তর দুয়ারে। অগ্নির উছাল বিষ মুষলের ধারে॥
চালিছে বিষম বিষ সুগ্রীব-কটকে। ঘাড়ে-মুড়ে জড় হয়্যা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
পুত্রসহ সুগ্রীব পড়িল বিষজালে। কোটি অপার বানর পড়ে ইকূল উকূলে॥

সম্বর্ত নামেতে মেঘ বিষপূর্ণ কর‍্যা। পশ্চিম দুয়ারে বর্ষে সব কটক ঘের‍্যা॥
পনস কেশরী জাম্ববান আদি যত। বিষের জ্বালায় পড্যা সভে হইল হত॥
চৌদিকে উথলে বিষ জ্বলে ধিকি ধিকি। শ্রীরাম বলেন উদ্ধার নইল জানকী॥
বিদেশে বিপাকে প্রাণ হায় মোদের গেল। রমণী মোহনী লাগ্যা মরিল মরিল।
আগাইতে লক্ষণ বলেন রহ রহ। না রয়্য এখানে ভাই পালাইয়া যাহ॥
আর কি আগায়্যা রণ করিবে লক্ষ্মণ। কালকূটি নিক্ষেপিল রাবণ-নন্দন॥
বিধাতা সাধিল বাদ শুন প্রাণের ভাই। গুরু দিলা অস্ত্র মন্ত্র মনে পড়ে নাই॥
প্রথমে লাগিল বিধি প্রবেশিনু বন। দ্বিতীয়ে দারুণ দুখ পিতার মরণ॥
তৃতীয়ে জানকী হর‍্যা রাবণ আনিল। আজি রণে নিশ্চয় পরাণ মনে গেল॥
কিছু নয় সাহস ভাই আপনাকে রাখ। পলাইয়া যাহ ভাই আর কিবা দেখ॥
কহিয় মায়েব কাছে লঙ্কায় রাম মল। কৈকইয়েব মনেব বাসনা পূর্ণ হল॥
ভবথ ভায়েরে মোর বল্য সমাচার। কাননে শ্রীবাম সীতা মরিল তোমাব॥
লক্ষ্মণ এতেক শুনি বুক নাঞি বান্ধে। রামপাশে দাণ্ডায়্যা লক্ষ্মণবীর কান্দে॥
লক্ষ্মণ বলেন বাম আমি বাণে মরি। আপনি উদ্ধার সীতা জনক-ঝিয়ারী॥
সবংশে রাবণে বধ্যা অযোধ্যায় যাঅ। লঙ্কায় লক্ষ্মণ রৈল জননীরে কঅ॥
তোর কথা শুন্যা ভাই মোব প্রাণ ফাটে। লক্ষ্মণ এমন কথা না কঅ নিকটে॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু বস্যা থাক তুমি। কোন তুচ্ছ বিষবাণ কাট্যা দিব আমি॥
ফিরাতে নাবিল বিষ সুমিত্রা-কোঙব। পড়িল অগ্নির তুল্য দুঁহার উপর॥
হাহাকার করে দেখ্যা যত দেবগণ। অস্থির হইয়া পড়ে ভাই দুইজন॥
জলন্ত আনল যেন পড়ে দুঁহু গায়। গুন গণ্ডি দূরে পড়ে ধূলায় লুটায়॥
বণজয় করিয়া চলিল ইন্দ্রজিত। বাপেব নিকটে সব কহিল তুরিত॥
শ্রীবাম লক্ষ্মণে বাপা আব নাহি ডর। যুগে যুগে রাজ্য কর লঙ্কাব ভিতব॥
শুনি আনন্দিত রাজা দিলেন প্রসাদ। বিদায় হইয়া গৃহে গেল মেঘনাদ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। শুনিলে রামের লীলা সর্বত্রে কল্যাণ॥

গরুড়কর্তৃক পাশমোচন

আপনা হইতে বাড়া ভক্তের মহত্ত্ব। রামকে চাহিতে রামনাম বড় সত্ত্ব॥
নাম-তেজে রক্ষা পাল্য হনু বিভীষণ। চারিদ্বারমধ্যে আর নাহি কোনজন॥
দুই ভায়ে দেখ্যা দোঁহে ভাসে অশ্রুজলে। বিলাপিয়া কান্দে কত পড্যা পদতলে॥
বিভীষণ বলে হনু নাহি প্রতিকার। আশ্বাস দিয়াছে পূর্বে কশ্যপকুমার॥
নাগপাশমুক্ত গরুড় কৈল দুইজনে। কহিল স্মরণ কর‍্য বিষ-বরিষণে॥

বিপত্তে রাখেন বন্ধু শুন্যাছি পুরাণে। তুমি আমি যাই চল গরুড়ের স্থানে ॥
কুশদ্বীপে উপনীত হইলা দুইজন। দেখিল পর্বতে বস্যা কশ্যপনন্দন ॥
রাম রাম বল্যা হনু ধরণী লোটায়। পাখা পসারিয়া পক্ষ কোলে নিল তায় ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষরাজে কহে দুইজন। বিষ-বরিষণে মল্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
গরুড় বলে চল শীঘ্র যাই অমরাবতী। না দিলে অমৃত আনি জিন্যা শচীপতি ॥
তিনজন যায়্যা ইন্দ্রে কহিল কাহিনী। বিষ-বরিষণে পড্যাছেন রঘুমণি ॥
আপনি অমৃত নিতে আইলা হনুমান। গরুড় বলে নাহি দিলে হবেক সংগ্রাম।
ইন্দ্র বলে রামচন্দ্র সভার পূজিত। রণে কিবা কার্য মোর লেহ না অমৃত ॥
কমণ্ডলুর উপর গরুড় উড্যা যায়। বিভীষণ হনুমানে করিয়া বিদায় ॥
গরুড়ের পাখেতে অমৃতকুণ্ড ঢাকে। কলসে কলসে সুধা ভরিলেক পাখে ॥
দুই পাখে অমৃত ভরিল রাশি রাশি। উধায় করিল পক্ষ অন্তরীক্ষে আসি ॥
লঙ্কায় আসিয়া পক্ষ রামনাম ডাকে। উপর গগনে পক্ষ আচ্ছাদিল পাখে ॥
দুই পাখ ঝাড়িয়া চলিল দ্বারে দ্বারে। গরল হরিয়া প্রাণ দিলেন সভারে ॥
রাম লক্ষ্মণের আস্যা বন্দিল চরণ। দোঁহার উপরে করে সুধা-বরিষণ ॥
চাঁদ মেঘ জিন্যা পেলে অমৃতের ধার। গা ঝাড্যা বানর উঠে অপার অপার ॥
চারিদ্বারে বাচ্যা উঠে যত কপিগণ। হাতে ধনুর্বাণ উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
রামের চরণযুগ পক্ষরাজ বন্দে। কোলেতে করিলা রাম পরম আনন্দে ॥
বারে বারে তোমা হৈতে সঙ্কট এড়াই। তোমা দান দিয়ে হেন ধন মোর নাঞি ॥
গরুড় বলেন গোসাঞি তুমি মোর ধন। কল্পে কল্পে হই আমি তোমার বাহন ॥
এতেক বলিয়া পক্ষ হইল বিদায়। চক্ষের নিমিষে কুশদ্বীপ গিয়া পায় ॥
দ্বারে দ্বারে রামজয় ডাকে কপিগণ। সভে আস্যা করিলেক রাম-দরশন ॥
এতদূরে বিষ-বরিষণ হইল সায়। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কৃপায় ॥

মায়াসীতা বধ

হরিষে বানর সব ছাড়ে সিংহনাদ। লঙ্কায় রাবণ হেথা গণিছে প্রমাদ ॥
বিষ-বরিষণ রণে কৈল ইন্দ্রজিত। সঙ্কটে নাহিক মনে পুত্রকে প্রতীত ॥
মিছা রণ করা্যা বেটা ভাণ্ডে বারে বারে। ভাবুটি করিয়া আসে প্রসাদের তরে ॥
বাপের বচনে বীর লজ্জিত হইলা। যজ্ঞ করিবারে তবে চলে নিকুম্ভিলা ॥
শুচি হয়্যা কুণ্ডে দিছে পুষ্প রাশি রাশি। মন্ত্র পড়্যা ঘৃত ঢালে কলসি কলসি ॥
কোটি কোটি কাট্যা দিল ছাগল গাড়র। লক্ষ লক্ষ মহিষ গণ্ডার কত নর ॥
শেষে কাটিবারে চাহে আপনার মাথা। আসি মূর্তিমান অগ্নি হইল বরদাতা ॥

ইন্দ্রজিতে ডাক্যা বলে মাগ্যা লহ বর। এবার যে চাহ পাবে রাবণ-কোঙর ॥
চারি বর সত্যবন্দী ছিলাম তব ঠাঞি। এবার পূজিলে আর দেখা পাবে নাঞি ॥
ইন্দ্রজিত বুঝিতে নারিল দেবকথা। বর মাগে নির্মাণিয়া দেহ মায়াসীতা ॥
বর মাগ্যা নানা স্তুতি করিল বিস্তর। তুষ্ট হয়্যা অগ্নি বর দিয়া গেলা ঘর ॥
বর পায়্যা ইন্দ্রজিত ছাড়ে সিংহনাদ। বিশ্বকর্মে মায়াসীতা গড়ায় মেঘনাদ ॥
রথে করয়া লয়্যা গেল রাম লক্ষ্মণ যথা। কেশে ধরয়া বলে বীর কাটি তোর সীতা
কোথা মোর প্রভু রাম দেয়র লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিত কাটে মোরে বাঁচাহ জীবন ॥
ধাঅরে বানর সেনা বীর হনুমান। প্রভুর সাক্ষাতে পাপী বধে মোর প্রাণ ॥
ইন্দ্রজিত কাটে মোরে বাঁচাতে নারিলে। বিক্রম হইল বৃথা সমুদ্র বাঁধিলে ॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম জানকীরে কাটে। পরাণ ধরিতে নারি শোকে প্রাণ ফাটে ॥
চিকুরে ধরিয়া খড়্গ তুলে বারে বারে। মায়াসীতা বলে রাম বাঁচাহ আমারে ॥
কান্দিয়া আকুল সীতা অই কাটিলেক। জানকী মরিলে ভাই মোর কি হবেক ॥
মায়াসীতা কাটিয়া করিল দুইখান। হা সীতা বলিয়া রাম ধরণী লোটান ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ভাবি রঘুবর। কটক সমেত রাম শোকের সাগর ॥

মায়াসীতার মৃত্যুতে রামের শোক

লক্ষ্মণ ধানুকী বলে : জননী ছাড়িয়া গেলে : মোরে ডাক্যা মরিল জানকী।
অকারণে ধরি তীর : অকারণে বলে বীর : ধিক থাকু কিসের ধানুকী ॥
দাণ্ডাইয়া দেখি মাকে : লক্ষ্মণ বলিয়া ডাকে : রক্ষা কর কহে কতবার।
আর বোল নাহি মুখে সভাই কান্দয়ে শোকে : কি করিল রাবণ-কুমার ॥
এত বলি অচেতনে . ধারা বহে দুনয়নে : মহাবীর হইলা অজ্ঞান।
মাথায় মারিয়া ঘা : ভূমে আছাড়িয়া গা . ফুকরিয়া কান্দে হনুমান ॥
সকল বানর কান্দে : শোকে বুক নাঞি বান্ধে : হাহাকার করে সর্বজনে।
রোদনের শব্দ পায়্যা : বিভীষণ আইল ধায়্যা : দেখে দুঁহে পড়্যা অচেতনে ॥
চেতন করায়্যা রামে · জিজ্ঞাসিল বিভীষণে : কেন প্রভু এতেক প্রমাদ।
রণে কোন ভঙ্গ মল্য : জানকীর কিবা হল্য : কোন মায়া কৈল মেঘনাদ ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা : মোরে ছাড়্যা গেল সীতা : আর জানকীরে নাঞি পাব ॥
কহিতে বিদরে বুক : হোর মিতা চায়্যা দেখ : আমি মেনে বলিতে নারিব ॥
ধরিয়া সীতার জটে : খড়্গে ইন্দ্রজিত কাটে : ভূমে পড়্যা আছে দুইখানি।
জিনিয়া চন্দ্রের আভা : কমলবয়ান-শোভা : অঙ্গ তার জিনিয়া নবনী ॥
রাক্ষস কাটিতে গেলে : পড়্যা তার পদতলে : দন্তে তৃণ ধরয়া সীতা বলে।

স্ত্রীবধ নাহিক কর : না শুনিল নিশাচর : খড়্গ ধর‍্যা ধরে সীতার চুলে ॥
অনেক কান্দিল সীতা : না দেখিনু মাতাপিতা : না দেখিনু ভরথ শত্রুঘন ॥
না দেখি অযোধ্যাবাসী : তপোবনে মুনিঋষি : না দেখিনু কৌশল্যা-চরণ ॥
যতেক কান্দিল সীতা : দুষ্ট না শুনিল কথা : খড়্গে কাট্যা করে দুইখান ।
কাটা মুখ মোরে ডাকি : পড়িল বিমান থাকি : ভূমে পড্যা তেজিল পরাণ ॥
ভাসে রাম অশ্রুজলে : সীতামুণ্ড কর‍্যা কোলে : মায়ামুখে করেন চুম্বন ।
বন আসিবার কালে : মোর মানা না শুনিলে : সঙ্গে আস্যা হারালে জীবন ॥
রামের বিলাপ শুনি : কান্দেন ভল্লুক জ্ঞানী : ফুকরিয়া কান্দেন লক্ষ্মণ ।
জননী জননী বল্যা : কান্দে হনু বাহু তুল্যা মাথে হাত বালীর নন্দন ॥
সুগ্রীব পড়িয়া ক্ষিতি · কান্দে নীল সেনাপতি : চতুর্দিগে কান্দে বীরভাগে ।
মন্ত্রণা করিয়া সার : কহে ব্রহ্মার কুমার : কৃতাঞ্জলি রামচন্দ্র-আগে ॥
শুন রাম দয়াময় : মোর মনে যেই হয় : সীতামাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
অস্ত্রে বিষে খড়্গে শূলে : নাহি মৃত্যু কোনকালে ; প্রভু ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে জানি ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : অশোকবনে দেখ্যা আলে : তবে মনে হইব প্রত্যয় ।
কান্দ্য না কান্দ্য না রাম : নবদূর্বাদল শ্যাম : সীতা কভু মরিবার নয় ॥

সীতাদর্শনে রামের আনন্দ

মন্ত্রীর বচন শুন্যা বলে বিভীষণ । ছুঁয় না ছুঁয় না মুণ্ড না কর রোদন ॥
আপন ঘরের কথা সব আমি জানি । ব্রহ্মা আল্যে না দেখয়ে জনক-নন্দিনী ॥
আমি জানি প্রভু রাম বটে মায়াসীতা । অগ্নি পূজ্যা পায়্যাছিল বীর ইন্দ্রজিতা ॥
রাম বলে মোর মনে না হয় প্রত্যয় । অশোকবনে হনু যাক বিভীষণ কয় ॥
কান্দ্যা কয় দয়াময় দেখ্যা আস্য দেখি । এক লম্ফে গেল হনু যেখানে জানকী ॥
রাক্ষসী পালাল হনু করিল প্রণাম । সীতা বলে কুশল কি বাছা হনুমান ॥
বিবরিয়া হনুমান কহিল সকল । হরিষ বিষাদে তার চক্ষে পড়ে জল ॥
শোকেতে কান্দিছে রাম যাব শীঘ্রগতি । প্রণমিতে আশিসিয়া বিদায় দিল সতী ॥
প্রণমিয়া হনু বলে রামের চরণে । কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে ॥
রাম বলে ইহা শুন্যা মনস্থির নয় ॥ মাথায় করিল রামে পবন-তনয় ।
ত্রিকূট পর্বতচূড়ে উঠে লম্ফ দিয়া । অশোকের বনে সীতা দেখিলেন চায়্যা ॥
অপুত্রের পুত্র মর‍্যা পাইলে জীবন । সীতা দেখ্যা রাঘবের হইল তেমন ॥
উর্ধ্বমুখ কর‍্যা সীতা দেখিবারে পান । লোটায়্যা রামের পদে করিল প্রণাম ॥
অস্থিচর্মসার সীতা দেখ্যা রঘুমণি । ত্বরায় উদ্ধার কর কহে ঠাকুরাণী ॥

সীতা রাম দুঁহে করে হনুর কল্যাণ। রামকে মাথায় কর্য্যা নাচে হনুমান॥
হনু কথাসিদ্ধ রাম কহেন সভায়॥ এতদূরে মায়াসীতার অধ্যা হল্য সায॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কীর্তন। শুনিলে রামের লীলা পাপ-বিমোচন॥

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ

হোথা ইন্দ্রজিত বীর আনন্দিত হয়্যা। আনন্দে করযে যজ্ঞ নিকুম্ভিলা যায়্যা॥
রাম-আগে জোড়হাতে কহে বিভীষণ। যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিতা শুনহ কারণ॥
যজ্ঞভঙ্গ হৈলে ইন্দ্রজিতা পাপী মরে। মোর সাথে এই বেলা দেহ লক্ষ্মণেরে॥
ইন্দ্রজিতে মার‍্যে কালি রাবণে মারিব। সিন্ধু জিনি গোষ্পদের জলে কি করিব॥
বানর কটক সঙ্গে গেলেন লক্ষ্মণ। দ্বার ভাঙ্গ্যা যজ্ঞশালে গেল বিভীষণ॥
বানরের চাপান দেখিয়া মেঘনাদ॥ খুড়া বিভীষণে কহে জোড় কর্য্যা হাত॥
বানর কটক খুড়া বারি করা নে। যজ্ঞকুণ্ডে একটি আহুতি দিতে দে॥
রাক্ষস হইয়া খুড়া মানুষে মিশালি। সভারে মার‍্যাছ আছি দিতে জলাঞ্জলি॥
বিভীষণ বলে আমি কারে নাহি মারি। রাবণের অধর্মে মজিল লঙ্কাপুরী॥
লক্ষ্মণ সাজিয়া আল মো হতে কি হয়॥ বানর কটক কেহ বশ মোর নয়॥
বাড়ি মার‍্যা হনুমান আগুন নিভায়। মেঘনাদ সেনা রাখি প্রবন্ধে পালায॥
ইন্দ্রজিত মায়ের চরণে করে নতি। যুদ্ধ করিবারে মোরে দেহ অনুমতি॥
শ্রীরাম মানুষ নয কহি বারে বারে॥ যুদ্ধে কাজ নাই বাপু বস্যা থাক ঘরে।
সব পুত্রে যুদ্ধে কাটাইল তোর পিতা। সে যাকু সমরে যেবা আনিলেক সীতা॥
আর কেহ নাঞি মোর তোমা পুত্র বিনু। সকল বাড়ের খাতা কোল হল্য শূন্য॥
বুক ফ্যাট্যা যায বাছা দেখ্যা যত রাঁড়ী। মাযে পোযে চল বাছা রামের পায পড়ি
মায়ের শুনিয়া কথা ইন্দ্রজিত হাসে। ন হাজার যুবতী বেড়িয়া সর্বে ভাসে।
যাঞ না যাঞ না রণে প্রাণনাথ কই। রামনামে প্রাণ কান্দে রাঁড় পাছে হই॥
সভারে প্রবোধ কর্য্যা প্রবেশে সমরে। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে শ্রীরামের বরে॥

ইন্দ্রজিৎ বধ

রথে চড়ি ইন্দ্রজিত ডাকে মার মার। বীরে দেখ্যা লক্ষ্মণে লাগয়ে চমৎকার।
কখন আসে কখন যায বুঝিতে না পারি। ইন্দ্রজিত-বাণে পাছে আমি আজি মরি
লক্ষ্মণে আশ্বাস করি রক্ষ বিভীষণ। স্থানে স্থানে নিযোজিত করে কপিগণ॥
আজ্ঞা পায়্যা অন্তরীক্ষে রহে হনুমান। পাতালে রহিল নীল নেউল প্রমাণ॥
চোখ চোখ বাণ এড়ে রাবণ-নন্দন। মহেশ্বর-বাণ এড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥

বাণ খায্যা ইন্দ্রজিত আকাশেতে চড়ে। ঘাড়ে ধর্য্যা হনুমান অবনীতে পাড়ে॥
হনুমান বলে সভে ধাঅরে তুরিত। চাপাচাপি করিয়া মারিব ইন্দ্রজিত॥
শ লক্ষ বানর ধরে সভে মহাবলী। ইন্দ্রজিত উঠিল করিয়া ঠেলাঠেলি॥
বানরে বিন্ধিয়া বাণে করিল জুর্জর। ইন্দ্রজিত যাতে চায় লঙ্কার ভিতর॥
খিড়কি দুয়ারে যাতে দেখি বিভীষণ। লক্ষ্মণে ডাকিয়া বলে বধহ্যা জীবন॥
পরস্পর ধনু ধর্য্যা যুঝে দুইজন। বাণে ধরাতল ছন্ন ঢাকিল গগন॥
দিবানিশি ছয়দিন হয় ঘোর রণ। পরস্পর চিন্তা করে রাখিতে জীবন॥
ইন্দ্রজিত বাণ এড়ে সর্প হয়্যা যায়। লক্ষ্মণের গরুড়বাণ ধর্য্যা ধর্য্যা খায়।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটে বীর ইন্দ্রজিতের মাথা। আকাশে দুন্দুভি বাজে প্রশংসে দেবতা॥
ইন্দ্রজিত পড়ে রণে শুন্যা দূতের মুখে। ভূমে পড়ে দশানন শেল বাজে বুকে॥
যার ডরে দেবাসুর কাঁপে ত্রিভুবন। মানুষের হাতে তার হইল মরণ॥
ত্রিভুবনে ইন্দ্রজিতে কার বাপে মারি। বিভীষণ মজাইল কনক লঙ্কাপুরী॥
ইন্দ্রজিতে বধি সবে গেলা রামপাশে। প্রণমিঞা করপুটে বিভীষণ ভাষে॥
ইন্দ্রজিতে বধিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। লঙ্কাজয় হল্য কালি মারিব রাবণ॥
লক্ষ্মণে বসিয়া রামচন্দ্র দিলা কোল কবিচন্দ্র বলে ধন্য রামজয় বোল॥

মন্দোদরীর পুত্রশোক

শুনিয়া দূতের মুখে কান্দে রাণী পুত্রশোকে ধরায়ে লোটায় মন্দোদরী।
না শুনিলে মোর কথা খাইলে আমার মাথা মজাইলে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
ডাকে অভাগিনী মায় মরে বাছা আয় আয় শোকে পথ নাহি দেখি চোখে।
বউ রাড় হল্য মোর আমি বুঝাইব কারে কে ডাকিবেক মোকে॥
ইন্দ্রজিত বাছা মল্য ইন্দ্রের আনন্দ হল্য আনন্দে ঘুমাক দেবগণ।
রামদারা বাছা হবে সেই পাপে বাছা মরে রামেরে চিন্যাছে বিভীষণ।
বুঝাইনু বারে বারে অবজ্ঞা করিয়া মোরে দারুণ সমরে কেন গেলে
জীবনে নাহিক কাজ দেশ জুড়্যা হল্য লাজ মানুষের হাতে প্রাণ দিলে
মানুষ নহেন রাম বিধাতা তোমারে বাম মোর কথা তোরে নাহি রুচে।
কহিলাম বারে বারে সীতা লয়্যা দেহ তারে শ্রীরামের বাণে কেবা বাঁচে॥
বুঝাতে না পারে কেউ: কান্দেন হাজার বউ: জড় হল্য আগা যত রাঁড়ী।
বিবসন হল্য প্রায়: সভে করে হায় হায় গলাগলি যায় গড়াগড়ি॥
কেবা কার ধরে বোল: অন্তঃপুরে মহারোল দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায়।
অপত্য যাহার মরে: শোক পাসরিতে নারে, জন্মাবধি সে পিতামাতায়॥

বীরবাহুর যুদ্ধ

মন্দোদরীকে রাজা প্রবোধ করিয়া। সীতাকে কাটিতে যায় হাতে খড়্গ লয়্যা॥
কোপ করি দশানন গেল অশোকবনে। তারে দেখি জানকী ভাবেন মনে মনে॥
আজি কাটিবেক মোকে ইন্দ্রজিত-শোকে। হনুমান লয়্যা যাতে চায়্যাছিল মোকে॥
না বুঝিয়া না রাখিনু হনুর বচন। রাবণের হাতে হল্য আমার মরণ॥
অধোমুখে থাকে সীতা অন্তরে ডরায়। রুষিয়া রাবণ তারে কাটিবারে যায়॥
অরবিন্দ রাক্ষস বুঝায় দশাননে। রাজা হয়্যা নারীবধ করিবে কেমনে॥
বাণে রামে কাট গিয়া যদি লাগে চিত্তে। সীতা নাঞি ভজিবেক রঘুনাথ জিতে॥
এত শুনি চন্দ্রমুখী আড নয়নে চায়। মনে করে দশানন সীতা দিল সায়॥
সমরে যাইতে চায় রাবণ রাজা কোপে। হেনকালে বীরবাহু আস্যা কহে বাপে॥
কোন কাজে মহারাজা সাজ্যাছ আপনি। শ্রীরাম লক্ষ্মণে আমি মারিব এখনি॥
বানর কটকে আজি মারিব সমরে। পালাইয়া নাই যায় যদি মোর ডরে॥
বীরবাহু রামের সমরে সাজ্যা যাতে। মানা করে জননী ধরিয়া তার হাতে॥
মন্দোদরী কান্দ্যা মরে ইন্দ্রজিত-শোকে। রাম-সনে যুদ্ধে গেলে কান্দাইবি মাকে॥
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম রাজীবলোচন। ফির্যা না আসিবি ঘরে হারাবি জীবন॥
বীরবাহু বলে যাহ আশীর্বাদ করি। রাম-বাণে মর্যা যেন যাই স্বর্গপুরী॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন গজ অজয় অমর। হাথিতে চড়িয়া গেল করিতে সমর॥
কোটি কোটি সেনা নড়ে তাহার সংহতি। ইন্দ্র বরুণ আদি কাঁপে বসুমতী॥
কোপ করি রণমাঝে গেল বীরবাহু। চন্দ্র সূর্য গরাসিতে যেন আল্য রাহু॥
বীরবাহু ডাক্যা বলে শোন কপিগণ। তোরা কি যুঝিবি ডাক শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সমরের মাঝে যদি জিনিস বানরে। তবে সে দেখিবি রামে চক্ষের গোচরে॥
এত শুনি কোপ করি এড়ে খর বাণ। ভঙ্গ দিল রণে কেহ হারায় পরাণ॥
নল নীল গবাক্ষ কুপিল হনুমান। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ প্রধান॥
গাছ পাথর কত সব পেলে গজমুণ্ডে। মাতা হাতি সাতজনে বেড়াইল শুণ্ডে॥
কুপিয়া অবনীতলে মারিল আছাড়। সাত বীর পড়ে যেন পর্বত পাহাড়॥
তা দেখিয়া সুগ্রীব আইল রণস্থলে। মিত্র ডাক্যা আন বেটা বীরবাহু বলে॥
কুপিয়া সুগ্রীব পেলে গাছ কি পাথর। পেল্যা দিল তাহার উপরে গজবর॥
শুণ্ডে বেড়াইয়া তারে আছাড্যা পেলিল। পর্বতের চূড়া যেন সুগ্রীব পড়িল॥
রঘুনাথ আসি এথা চতুর্দিগে চান। দৃষ্টে সুধাবৃষ্টি করি সভারে বাঁচান॥
বীরবাহু শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপ দেখি। ভাবে প্রেমে পুলকিত ছলছল আঁখি॥
রাম দেখি মোহিত হইয়া বীর পড়ে। প্রণাম করিয়া স্তব করে করজোড়ে॥

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। পরম পুরুষ বিশ্বময় পরাৎপর ॥
এই হেতু পৃথিবীতে রাম অবতার। রক্ষকুল সভাকার করিতে সংহার ॥
চারি বেদে ব্রহ্মা যারে না পায় ধেয়ানে। অভয় চরণ দুটি দেখিনু নয়ানে ॥
বীরবাহু ডাক্যা বলে প্রভু রঘুবীর। পাদপদ্ম পাই যেন কাট মোর শির ॥
রামচন্দ্র ডাকিয়া কহেন বিভীষণে। বীরবাহুসম ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে ॥
জন্মিয়া রাক্ষসকুলে এমন ভকতি। সুধন্য রাবণ রাজা এমন সন্ততি ॥
সীতা লাগি আমি যদি মারি এ ভকতে। কেহ নাই ভজিবেক মোরে ত্রিজগতে ॥
ডাক্যা বলে রামচন্দ্র ফিরা্যা যাই ঘরে। লঙ্কার রাজত্ব আমি দিলাম তোমারে ॥
আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার। বিভীষণে দিনু আমি অযোধ্যাধিকার ॥
রামচন্দ্র ডাক্যা বলে আস্থ কোলে করি। বিদায় হইয়া যাই অযোধ্যানগরী ॥
বীরবাহু বলে কেন করিনু স্তবন। রামচন্দ্র হাতে মোর না হল্য মরণ ॥
এত বলি রামচন্দ্রে বলে অহঙ্কারে। প্রাণ লয়্যা যাতে চাহ অযোধ্যানগরে ॥
রাবণের বেটা আমি নাম বীরবাহু। তোমা আমা যুদ্ধ যেন চন্দ্রে পর্শে রাহু ॥
এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি। ক্ষেণে ক্ষেণে কহে কটু ক্ষেণে করে নতি ॥
বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ। রাক্ষসে বিশ্বাস নাহি বধহ জীবন ॥
পরস্পর করে দুঁহে বাণ-বরিষণ। নাগপাশ বাণ এড়ে রাবণনন্দন ॥
গরুড় বাণেতে রাম করিল সংহার। বীরবাহু কুপ্যা বাণ পেলে পুনর্বার ॥
সংশিত বাণ কোপে পেলে রঘুবর। মূর্চ্ছা হল্য বীরবাহু হাতির উপর ॥
ভস্মাক্ষ দেখিয়া রাম কন বিভীষণে। চক্ষুমোদা কোন বীর সাজ্যা আল্য রণে ॥
পায়্যাছে ব্রহ্মার বর বিভীষণে কয়। যার পানে চায় সেই হয় ভস্মময় ॥
রাম বলে বিভীষণ কিসে হয় ক্ষয়। দর্পণ অস্ত্র সৃষ্টি কর বিভীষণ কয় ॥
ব্রহ্মাস্ত্রে দর্পণ অস্ত্র সৃজে রঘুনাথে। ঢাকিল বদন সর্বে দর্পণ কর্যা হাতে ॥
শ্রীরামে ভস্মাক্ষ ভস্ম করিবারে চায়। দর্পণে আপনা দেখ্যা ভস্ম হয়্যা যায় ॥
ভস্মাক্ষ হইল ভস্ম সুখী দেবগণ। হেনকালে বীরবাহু পাইল চেতন ॥
বীরবাহু বাণ এড়ে পালায় কপিগণ। পর্বত পেলিয়া মারে সূর্যের নন্দন ॥
বাণেতে পর্বত কাট্যা করে চারিখান। বাণ খায়্যা সুগ্রীব বীর ধরণী লোটান ॥
কুন্দ্যা হনুমান পড়ে হাথির উপরে। দুহাতে ধরিয়া দন্ত নাড়িতে না পারে ॥
বীরবাহু কুপিয়া দারুণ বাণ এড়ে। অচেতন হৈয়া হনুমান ভূমে পড়ে ॥
কোপে বিভীষণ করে বাণ-বরিষণ। দুঁহাকার-বাণে যায়্যা ঢাকিল গগন ॥
জাঠা এড়ে বীরবাহু কাঁপে বিভীষণ। লক্ষ্মণে ডাকিয়া বলে বাঁচাহ জীবন ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ বাণ এড়ে চারি গোটা। চারিখান করিয়া কাটিয়া পেলে জাঠা ॥

বিভীষণে বাঁচাইলে আপনি সামাল। বীরবাহু বাণ এড়ে অগ্নির উছাল ॥
তিন বাণে লক্ষ্মণে করিল অচেতন। ধনুক ধরিয়া রাম আগাল্য তখন ॥
দুই বাণ এড়ে ধনু নাই গেল কাটা। খলখল কর‍্যা হাসে রাবণের বেটা ॥
অজয় আমার ধনু কে কাটিতে পারে। রাম বলে এইবার কাটিব এক শরে ॥
বীরবাহু বাণ এড়ে যমের দোসর। বাণে বাণে বিদ্ধ্যা রামে করিল জর্জ্জর ॥
কুপিলা জানকীনাথ বক্ষাক্ত শরীর। বীরবাহুর ধনুক কাটিলা রঘুবীর ॥
পুনরপি এড়ে জাঠা রাবণ-কোঙর। ছয় বাণে সাত খান করে রঘুবর ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে মুণ্ড কাট্যা পেলে রঘুপতি। পর্বত-প্রমাণ ভূমে পড়ে মাতা হাথি ॥
ধনু কাটা গেল আর চড়নের হাথি। মরণ জানিয়া রামে করে বহু স্তুতি ॥
পতিতপাবন তুমি ভকতবৎসল। অন্তকালে চরণযুগলে দিয় স্থল ॥
দয়ার ঠাকুর রাম জাতিভেদ নাঞি। দীনহীন জনে কৃপা করহ গোসাঞি ॥
আমা হেন ভাগ্যবান নাঞি ত্রিভুবনে। অভয় চরণ দুটি দেখিনু নয়নে ॥
বীরবাহু বলে খুড়া সার্থক জীবন। রামপদদ্বন্দ্বে আস্যা লয়্যাছি শরণ ॥
জন্মিয়া রাক্ষসকুলে ধর্ম অবতার। তোমা হতে হব খুড়া বংশের উদ্ধার ॥
অপরাধ ক্ষেম কট কহিয়াছি কত। বিদায় হইয়া যাই এ জন্মের মত ॥
আশীর্বাদ কর যেন রামপদ পাই। মরিয়া রামের হাতে স্বর্গপুরী যাই ॥
বিষ্ণুপরায়ণ তুমি কহে বিভীষণ। অন্তকালে পাবে তুমি রামের চরণ ॥
শুনিয়া খুড়ার কথা হরষ অন্তরে। যুদ্ধ দেই বল্যা বীর বলেন রামেরে ॥
ধনুর্ব্বাণ নাঞি মোর দেখ শূন্য হাত। আগাইয়া যুদ্ধ মোরে দেহ রঘুনাথ ॥
তর্জ্জন করিয়া বীর আসে পরিবারে। ব্রহ্ম অস্ত্র রঘুনাথ এড়েন তাহারে ॥
কিরীটী সমেত রাম কাটে তার মাথা। গন্ধর্বেতে নাচে গায় যতেক দেবতা ॥
কাটা মুণ্ড অবিরত রাম রাম বলে। পুণ্যের নাহিক সীমা পড়্যা পদতলে ॥
রঘুনাথ রামবাণী শুনি তার মুখে। প্রেমাবেশে কাটা মুণ্ড করিলেন বুকে।
তা দেখিয়া বিভীষণ সাধু সাধু বলে। এমন বৈষ্ণব ছিল রাক্ষসের কুলে ॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকিছে বিভীষণ। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
রামজয় ধ্বনি করি নাচে কপিগণ। বীরবাহু পড়ে রণে শুনিল রাবণ ॥
পুত্রশোকে অবিরত কান্দে দশানন। সুবাহু রাবণ আগে কহিছে বচন ॥
আজ্ঞা কর মহারাজা করি নিবেদন। আজি রণে মারি আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
বানর ভল্লুক পৃথিবীতে নাই থুব। তব আজ্ঞা পালে আমি সভারে মারিব।
এত শুন্যা দশানন বলিছে বচন। কোটি অযুত সেনা লহ কর গিয়া রণ।
আজ্ঞা পাব্যা মহাবীর করিল প্রণাম। বীরভাগে বন্দে বীর ভাবিয়া শ্রীরাম ॥

মায়ে বন্দি মহাবীর করিল প্রণতি। যুদ্ধ করিবারে মাগো দেহ অনুমতি॥
সবংশ উদ্ধার হল্য শ্রীরামের বাণে। আজ্ঞা পালে দেখি গিয়া রাঘবে নয়ানে॥
রামব্রহ্ম রামব্রহ্ম রামব্রহ্ম সার। রামচন্দ্র বিনে মাতা কে তারিবে আর॥
আজ্ঞা দেহ মোরে মাগো রণে সাজ্যা যাই। রাম-বাণে পড্যা যেন স্বর্গপুরী পাই।
মুখে চুম্ব করা বলে শুনহ বচন। স্বরা যায়্যা লহ বাছা রামের শরণ॥
মায়ের চরণে বীর প্রণাম করিল। সাজন করিয়া বীর রথেতে চড়িল॥
কোটি অযুত সেনা চলে তাহার সংহতি। যুদ্ধ করিবারে যায় সুবাহু সুমতি॥
রথ অশ্ব সারথি ডাকয়ে রামনাম। অবিরত রামনাম বলে গুণিধাম॥
সেনার পায়ের ধূলা লাগিল গগনে। বসুমতী টলটল কাঁপে দেবগণে॥
রামনাম ডাক্যা বীর গেল যুদ্ধস্থলে। হনুমানে দেখ্যা বীর পড়ে ভূমিতলে॥
প্রণাম করিয়া বীর হনুমানে কয়। আমারে দেখাহ দুটি রামের অভয়॥
হনুমান কহে শুন রাবণ-তনয়। বানরে জিনিয়া আগে দেখিহ অভয়॥
আমা সভা হাতে যদি হারায় পরাণ। দেখিতে না পালে তবে দেবাদি শ্রীরাম।
হনুমানের কথা শুন্যা কোপে কাঁপে বীর। ধনু টঙ্কারিতে হয় গর্জন গভীর।
কোপে অগ্নিবাণ এড়ে রাবণনন্দন। ধূমানলে আচ্ছাদিল ঢাকিল গগন॥
বাণ সহরিয়া বাণ ধরে হনুমান। জাঙ্গে বাড়্যা অগ্নিবাণ করে তিন খান।
বাণ ব্যর্থ দেখ্যা বীর কোপিত হইল। টঙ্কারিয়া ধনুগুণ দিব্য অস্ত্র নিল।
একবারে শত বাণ ধনুকেতে জুড়ে। ছাড়্যা দিল ঘোর শব্দে হনুর বক্ষে পড়ে।
বাণ বাজে ঢল্যা হনু পড়ে ভূমিতলে। অচেতন হয়্যা বীর রহে রণস্থলে॥
তা দেখ্যা অঙ্গদবীর বাউবেগে ধায়। পর্বত লৈয়া মারে সুবাহুর গায়।
দ্বিজ রবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত কথন। শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচন

সুবাহুর যুদ্ধ

পর্বত দেখিয়া বীর বাণ হাতে নিল। চারি বাণে গিরি গোটা খণ্ড খণ্ড কৈল॥
কোপে অর্ধচন্দ্র বাণ বীর জুড়িল ধনুকে। ছাড়্যা দিল শব্দে বাজে অঙ্গদের বুকে॥
ঘুরিয়া পড়িল বীর অবনীমণ্ডলে। মুখে বুকে রক্তস্রোত সঘন নিকলে॥
তা দেখিয়া নলবীর বাউবেগে ধায়। দশ বাণ খায়্যা বীর ধরণী লোটায়॥
একে একে সব বীরে মূর্ছিত করিল। ধনুক ধরিয়া তবে লক্ষ্মণ আগাল্য॥
আগায়্যা লক্ষ্মণ বীর চাহে পরিচয়। মোরে পরিচয় দেহ কাহার তনয়।
এত শুনি কহে তবে রাবণনন্দন। সুবাহু আমার নাম পিতা দশানন॥
মোর পরিচয় আমি দিনু তব কাছে। রামকে দেখিতে মোর চিত্তে বাঞ্ছা আছে॥

লক্ষ্মণ বলেন শুন আমার বচন। মিছা কেন আলে হেথা হারাতে জীবন ॥
লক্ষ্মণের কথা শুন্যা কহিছে বচন। ফির্যা নাঞি দেশে যাবে শুনরে লক্ষ্মণ ॥
দুইজনে এইমত হইল বোলচাল। দুজনে বরিষে বাণ অগ্নির উছাল ॥
হেনকালে লক্ষ্মণ বাণ এড়ে আচম্বিতে। সুবাহুর সেনা সব কাটিল তুরিতে ॥
এইমত কতক্ষণ ঘোর যুদ্ধ হল্য। অগ্নিবাণ মহাবীর লক্ষ্মণে মারিল ॥
বাণ খায়্যা লক্ষ্মণ পড়িল ভূমিতলে। মুখে বুকে নাসিকায় শুণিত নিকলে ॥
বাণ খায়্যা লক্ষ্মণ হইলা অচেতন। ধনুক ধরিয়া রাম আগাল্য তখন ॥
রণস্থলে রঘুনাথ চতুর্দিগে চান। দৃষ্টে সুধাবৃষ্টি করি সভারে বাঁচান ॥
রামরূপে বিমোহিত সুবাহু সুন্দর। স্তব করে নানামতে কর্য়া জোড়কর ॥
দূর্বাদলশ্যাম রাম রাজীবলোচন। তুমি বিশ্বরূপ প্রভু পতিতপাবন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। বারেক করহ দয়া দেব গদাধর ॥
রামরূপে আপনি ত দেব ভগবান। বারেক করহ দয়া প্রভু নারায়ণ ॥
এইরূপে নানামতে করিল স্তবন। বিভীষণে ডাক্যা রাম কহেন তখন ॥
রাক্ষসের কুলে জন্ম এমন ভকতি। এমন ভকতে মাল্যে থাকে অখেয়াতি ॥
সুবাহুরে ডাক্যা রাম কহিছেন কথা। লঙ্কার রাজত্ব তোমা দিলাম সর্বথা ॥
আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার। বিভীষণে অযোধ্যার দিলাম অধিকার ॥
রামবাণী শুন্যা বীর ভাবে মনে মন। রামচন্দ্র-হাথে মোর না হল্য মরণ ॥
মিছা স্তব কৈনু রামে না বুঝি কারণ। অতএব বাম হল্যা রাজীবলোচন ॥
রামেরে ডাকিয়া বীর কহে কটূত্তর। ফির্যা দেশে যাবে মনে কর রঘুবর ॥
মোর হাথে ঠেক আজি বাঁচ্যা যাবি কোথা। মোর হাথে আজি তোর কাটা যাবে মাথা ॥
ক্রোধে রঘুনাথ কহে করিয়া তর্জন। পিতামাতা এই বেলা করহ স্মরণ ॥
এইমত কটূত্তর কহিল বিস্তর। তর্জন করয়ে বীর রথের উপর ॥
বিভীষণে ডাক দিয়া কহে রঘুপতি। ক্ষেণে ক্ষেণে কটু কহে ক্ষেণে করে নতি ॥
বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ। রাক্ষসে বিশ্বাস নাঞি বধহ জীবন ॥
বিভীষণের কথা শুন্যা কোপে রঘুপতি। হাতে ধনুর্বাণ নিলা যেন সূর্যজ্যোতি ॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা দেব রঘুপতি। তিনলোক কম্পমান কাঁপে বসুমতী ॥
ধরা টলটল করে রামপদভরে। ঘোর শব্দ কর্য়া শিবা ডাকয়ে সমরে ॥
অকস্মাৎ লঙ্কাপুরে ঘোর শব্দ কৈল। স্বর্গে দেবগণ কাঁপে রক্তবৃষ্টি হল্য।
ধনু টঙ্কারিয়া রাম দিব্য অস্ত্র নিল। একবারে সাত বাণ সন্ধান ছাড়িল ॥

সূচীমুখ বাণ এড়ে রাবণনন্দন। রামচন্দ্রের বাণ বীর কাটিল তখন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখ্যা রাম কুপিত হইলা। শিলীমুখ বাণ রাম ধনুকে জুড়িলা ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া রাম সন্ধান ছাড়িল। অগ্নিতুল্য বাণ গোটা আকাশে চলিল ॥
বাণ দেখ্যা সুবাহুর উড়িল পরাণ। ত্রাসে বিষ্ণুষান বীর পূরিল সন্ধান ॥
ছাড্যা দিল বাণ গোটা সুবাহু সুন্দর। দুইবাণ আকাশেতে যুঝে পরস্পর ॥
আকাশেতে দুইবাণ হইল নির্বাণ। তা দেখিয়া রামচন্দ্র কোপে কম্পমান ॥
সুবাহুরে ডাক্যা রাম কহেন তখন। এই তিন বাণে তুমি দেখিবে শমন ॥
তিন বাণে তোরে যদি না মারিতে পারি। আর ধনু না ধরিব কহি সত্য করি ॥
এত বলি রামচন্দ্র রুদ্র অস্ত্র নিল। সন্ধান পূরিয়া রাম বাণ ছাড়ি দিল ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব কথন। রামলীলা সুধারস অমৃত যেমন ॥

তরণীর সমরসজ্জা

দশ বাণ মহাবীর জুড়িল ধনুকে। আকাশে উঠিল বাণ যেমন পাবকে ॥
রঘুনাথের রুদ্র অস্ত্র করিল বারণ। বাণ ব্যর্থ কৈল বীর রাবণনন্দন ॥
বিষ্ণু অস্ত্র রঘুনাথ কৈল অবতার। বৈষ্ণব অস্ত্রেতে বীর করিল সংহার ॥
বাণ ব্যর্থ দেখ্যা রাম ভাবিতে লাগিলা। ব্রহ্ম অস্ত্র বামচন্দ্র সন্ধান করিলা ॥
তারকব্রহ্ম অস্ত্র চলে আপনার তেজে। বাণের চৌদিগে শত শত ঘণ্টা বাজে ॥
বাণ দেখ্যা দেবগণ আকাশেতে ধায়। স্থিরতর নহে কেহ ভয়েতে পালায় ॥
তারকব্রহ্ম অস্ত্র বাণ কি কহিব কথা। কুণ্ডল সহিত কাটে সুবাহুর মাথা ॥
কাটা মুণ্ড পড়ে যায়্যা রামপদতলে। রামনাম অবিরত ভাবভরে বলে ॥
কাটা মুণ্ড রামচন্দ্র করিলেন বুকে। ভাবভরে গদগদ চুম্ব দেন মুখে ॥
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। হেন বৈষ্ণবের জন্ম রাক্ষসের ঘরে ॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকিছে বিভীষণ। ধন্য সে তোমার জন্ম সার্থক জীবন ॥
রামজয় ধ্বনি করে নাচে কপিগণ। সুবাহু পড়িল যুদ্ধে শুনিল রাবণ ॥
সুবাহুর শোকে রাজা বুক নাঞি বান্ধে। করাঘাত ভালে হানে ফুকরিয়া কান্দে ॥
পাত্র মিত্র কান্দে আর রাণী মন্দোদরী। ক্ষেণে ক্ষেণে মূর্ছা হয় লঙ্কা-অধিকারী ॥
রাজা বলে সৈন্য মোর নিদ্রার আয়াস। বিষধর শূন্য মোর নাঞি নাগপাশ।
আর কে যাবেক মোর নাঞি ইন্দ্রজিত। আর বীর রণ জিনে না হয় প্রতীত ॥
তরণীকে বলে রাজা তুমি রণে যাবে। মনেতে তরণী ভাবে এত ভাগ্য হবে ॥
আমি কি দেখিব সেই রামের চরণ। কৃতাঞ্জলি বলে আজ্ঞা কর দশানন ॥

আমি রণে যাইয়া বধিব দুই ভাই। বানর বলিয়া পৃথিবীতে থুব নাঞি॥
পুনরপি রাজা বলে মনে নাঞি লয়। তব পিতা পাইয়াছে রামের অভয়॥
পিতা সঙ্গে লবে তুমি রামের শরণ। শ্রীরামের মিতা তোর পিতা বিভীষণ॥
কৃতাঞ্জলি বলে বিভীষণের কুমার। মোর পিতা হইযাছে কুলের খাঁকার॥
হাতে পেলে আগে আমি বান্ধিব পিতারে। পশ্চাতে বধিব নর সকল বানরে॥
মন্দোদরী বলে মোর কৈল সর্বনাশ। রণ কর্যা মরু কিম্বা থাকু পিতৃপাশ॥
শুনি আনন্দিত রাজা করিল চুম্বন। প্রসাদ দিলেন তারে নানা আভরণ॥
রথ রথী ঘোড়া হাতি বহু সঙ্গে দিল। কোলেতে করিয়া রাজা কহিতে লাগিল॥
তোমা হৈতে মৃত্যু এড়ি যদি জিন রণ। লঙ্কাপাটে তোমা আমি করিব রাজন॥
রাজ্য দিব দিব দশ হাজার সুন্দরী। তরণী বলিল যদি জিনিবারে পারি॥
এত বলি প্রণমিয়া হইল বিদায। কবিচন্দ্র কহে বীর মায়ের কাছে যায॥

মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ

রাজবাদ্য বাজে সঙ্গে নিযুত সত্তরি। ঢাক ঢোল কাড়া পড়া বীণা বাঁশি তরী॥
সাটি লক্ষ রথ চলে আশি লক্ষ হাতি। শত কোটি ঘোড়া চলে অসংখ্য পদাতি॥
সাজিল তরণী বীর বড়ই সুবেশ। দশন মুকুতা জিনি চামরিযা কেশ॥
কপালের জিহি জিনি হাতের গণ্ডিরাণ। রথের উপরে চড়ে কন্দর্পসমান॥
এ খবর শুনি আস্যা সরমা সুন্দরী। তখন তরণী গেল রথ পরিহরি॥
মায়ের চরণে ধর্যা মহাবীর কয। রাম-দরশনে যাই যদি আজ্ঞা হয॥
রাজ-আজ্ঞা হৈল মাতা সংগ্রাম করিতে। এত শুনি মায়ের টনক নড়ে মাথে॥
মুখে চুম্ব খাযা ধরে ধর্যা দুটি হাত। আমায অনাথ কিবা করে রঘুনাথ॥
কে তোরে বলিল বাছা মরিবার তরে। হেদেরে তরণী কোথা রাখ্যা যাহ মোরে॥
নিধনের ধন তুমি আঁধলার নড়ি। নয়ানের তারা তুমি বাণিজ্যের কড়ি॥
একে অনাথিনী কর্যা গেছে তব পিতা। অশোকের বনে থাকি সেবি মাত্র সীতা॥
তব পিতা রামচন্দ্রের লইল শরণ। কেমনে রামের সঙ্গে হবে তোর রণ॥
সমরে চাণ্ডাল তুমি কি রণ করিবে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রে জিনিতে নারিবে॥
অহঙ্কার কর্যা মনে রণে যেবা গেল। কুম্ভকর্ণ অতিকায়াদি ফির্যা নাঞি আল্য॥
বালী হেন বীর যে পড়িল রাম-বাণে। বনের বানর বন্দী হল্য যার গুণে॥
পাষাণ মানুষী হল্য পদরজ পায্যা। তার সঙ্গে রণে যাহ মায়ের মাথা খায়্যা॥
তরণী বলিল মাতা করি নিবেদন। রণে যাত্যে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন॥
না গেলে বধিবে পালাবার স্থান নাঞি। যে আজ্ঞা করেন রাম তাঁর কাছে যাই॥
যেখানে রাখেন রাম সেইখানে রব। তোমার আমার বাক্যে বল কি হইব॥

সে রাম সভার কর্তা সর্ব স্থান তাঁরি। জীবন মরণ ভয় কিসের তরে করি ॥
সরমা বলেন স্বতঃসিদ্ধ তব জ্ঞান। তোমার গুণেতে বাছা আমি পাব রাম ॥
লক্ষ প্রণাম মোর রামকে জানায়্যা। সীতার কুশল বার্তা রামচন্দ্রে দিয় ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর করিল প্রণাম। সরমা বলেন তোমা দয়া করুন রাম ॥
লম্ফ দিয়া রথে চাপে ডাকে রামজয়। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা কবিচন্দ্রে কয় ॥

অঙ্গদ ও তরণীর যুদ্ধ

রবির কিরণ যেন রূপে করে আলা। গলায় পর্য্যাছে বীর পারিজাত-মালা ॥
নানা রাজবাদ্য বাজে রথের চৌভিতে। শিবদত্ত অজয় গাণ্ডীব শোভে হাথে ॥
রথচক্র রাম বল্যা উচ্চস্বরে ডাকে। রাম রাম সদা বলে হাথের ধনুকে ॥
জয় সীতাপতি বলে স্বর্ণরথচূড়া। রামনাম শুন্যা বেগে ধায় অষ্ট ঘোড়া ॥
শূন্যভরে থাকি বলে যত দেবগন। ধন্য রামভক্ত বিভীষণের নন্দন ॥
শ্রীরাম দেখিতে বীর যায় রথপরে। প্রজাপতি চায়্যা বলে ঠাকুর শঙ্করে ॥
আজি ঘোর যুদ্ধ হব সাজিল তরণী। রণেতে বিস্ময় আজি হব রঘুমণি ॥
নানা অস্ত্র লয়্যা সৈন্য বাউবেগে ধায়। মার মার রবেতে উত্তরপুরী পায় ॥
সেনা দেখি কপি সব সিংহনাদ ছাড়ে। কোপে গাছ পাথর বানর সব পাড়ে ॥
অঙ্গদ ডাকিয়া বলে পরিচয় দে। কার পুত্র পৌত্র বঠ তুমি বঠ কে ॥
পরিচয় দিয়া বলে নাম যে তরণী। রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র লঙ্কা রঘুমণি।
অঙ্গদ বলেন তোর এত অহঙ্কার। আগে যুদ্ধ কর দেখি সংহতি আমার ॥
আগে মোর হাতে তোর বাঁচয়ে জীবন। তবে সে পশ্চাতে দেখ কমললোচন ॥
কত কোটি রক্ষ আমি কর্য্যাছি সংহার। মোর হাতে ওরে পাপী যাবি যমদ্বার।
শুনি কোপে হৈল যেন মধ্যাহ্নের ভানু। স্বর্গ মর্ত্য চমৎকার টঙ্কারিতে ধনু ॥
অঙ্গদ বলে ধনু ররে আমি না পালাব। ঠেকিলি আমার হাতে পরাণে বধিব ॥
আগে বাণ সন্ধান পূরিয়া মার বুকে। তোর ঘা সহিয়া আজি বধিব তোমাকে ॥
শুনিয়া সন্ধান বীর পূরিল তরণী। অগ্নিবাণ দেখ্যা অঙ্গদ ভাবে রঘুমণি ॥
বান গোটা লুফ্যা ধরে বালীর তনয়। জাঙ্গে রাখ্যা ভাঙ্গে বাণ ডাকে রামজয় ॥
টিটকারি দিয়া এড়ে গিরি অর্ধখান। অর্ধশত যোজন এড়ে অর্ধশত বান ॥
খণ্ড খণ্ড কর্য্যা গিরি কাটেন গগনে। আশি বাণ দিয়া বিন্ধে বালীর নন্দনে ॥
অঙ্গদ লোটায় ভূমে রক্ত উঠে মুখে। তা দেখ্যা সুগ্রীব রাজা বহু বহু ডাকে ॥
বানর কটক লয়্যা শিলা তরু ফিকে। পালায় রাক্ষসগণ পরিত্রাহি ডাকে ॥
একেক রাক্ষসে ধরে কপি পাঁচ সাতে। আঁচড় পাঁচড় কেহ কামড়ায় মাথে ॥

হাথি ঘোড়া উটমুণ্ড হাতে কর‍্যা ছিঁড়ে। জটে ধর‍্যা রথিগণে ভূমেতে আছাড়ে॥
পদ মুণ্ড ছিণ্ডি কার ভাঙ্গিলেক হাথ। পদাঘাত মার‍্যা কার বারি কল্য দাঁত॥
রাক্ষস পড়িল কোপে আইল তরণী। স্থগ্রীব রাজারে ডাক্যা বলে কোপবাণী॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি অদ্ভুত। সংখ্যা নাঞি বানরে পাথর এড়ে যত॥

লক্ষ্মণ ও তরণীর যুদ্ধ

ঘোর অন্ধকার হৈল পাথর বরিষণে। ক্ষেণমাত্রে উড়াইয়া দিল বাউবাণে॥
রাক্ষস এড়িল বাণ স্থগ্রীব-উপর। বাম হাথে ধর‍্যা ভাঙ্গে সূর্যের কোঙর॥
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র ব্যর্থ দেখে বীর চায়্যা। সূর্য অস্ত্র মারে বীর পড়ে মূর্ছা হয়্যা॥
গয় গবয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন। তিন তিন বাণে পড়ে এক এক জন॥
অর্ধচন্দ্র বাণে পড়ে পনস কেশরী। শরভ সম্পাতি আদি নল নীল করি॥
জর্জর হইল বাণে মন্ত্রী জাম্ববান। কোপে রণে সান্তাইল বীর হনুমান॥
পঞ্চাশ যোজন হেমগিরি লয়্যা হাথে। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কপি লয়্যা সাথে॥
শত সূর্যসম দর্পে আল্য হনুমান। হনুমানে দেখ্যা বীর করিল প্রণাম॥
জোড়হাথে কহে তুমি রামভক্তের মূল। দেখাহ শ্রীরামে মোরে হয়্যা অনুকূল॥
কুপিয়া কহিছে বীর পবন-তনয়। অহঙ্কার কোথা গেল কেন পাল্য ভয়॥
বানরের রাজা রণে বধিয়াছ তুমি। তে কারণে হেমগিরি আইলাম আমি॥
এত বলি গিরি গোটা বাউবেগে ফিকে। ইথে সাক্ষী হয়্য রাম বল্যা বীর ডাকে॥
সাত বাণে গিরি কাট্যা করে খান খান। সহস্র বাণ দিয়া বিন্ধে বীর হনুমান॥
বজ্রসম বাণ পড়ে হনুমানের বুকে। মুখে রক্ত উঠে হনু রাম বল্যা ডাকে॥
দেবেন্দ্র পড়িল তার শত বাণ খায়্যা। বজ্রবাণে মহেন্দ্র পড়িল লোটায়্যা॥
পালায় বানরগণ আউদড় চুলি। রাম-আগে কহে সবে হয়্যা কৃতাঞ্জলি॥
আজি রণে আইল প্রভু বীর একজন। তার বাণে মরে তব পবননন্দন॥
পড়িল অঙ্গদবীর বালী রাজার স্থত। স্থগ্রীব পড়িল আর কপিগণ যত॥
রাম বলে তত্ত্ব আন মিতা বিভীষণ। আজি রণ করিবারে আল্যা কোনজন॥
রামের আজ্ঞায় চলে সংগ্রাম ভিতর। রথের উপরে দেখে তরণী কোঙর॥
মনে মনে বন্দে বীর পিতার চরণ। পুত্রে চাহি বলিছে ধার্মিক বিভীষণ॥
কার বোলে আল্যে তুমি সংগ্রাম করিতে। রাম-দরশনে পুত্র চল মোর সাথে॥
তরণী বলেন মোর পথ স্বতন্তর। তব সঙ্গে গেলে না পাইব গদাধর॥
সমুখ সংগ্রামে মোর হবেক মরণ। তবে সে পাইব আমি রামের চরণ॥
রণ কর বাপে ডাক্যা কহিল তরণী। তব সঙ্গে রণ করিবেন রঘুমণি॥

সঙ্কেত বচন কয়্যা রামের কাছে যায়। সাবধান আজি রণে নিবেদিনু পায়॥
কোটি ইন্দ্রজিত তুল্য আইল তরণী। আমি সিন্ধুকূলে যাই শুন রঘুমণি॥
ত্রাস পায়্যা লক্ষ্মণে কহিছে চক্রপাণি। উদ্ধারিতে নারিলাম জনকনন্দিনী॥
গা তুলিতে লক্ষ্মণেরে ধরেন রাঘব। তোমা ধনে পাছে হারা পাঠাতে নারিব॥
সুমেরু তুলিতে পারি তোমা ভজি যদি। কোন তুচ্ছ রাক্ষস বধিব গুণনিধি॥
প্রণমিয়া লক্ষ্মণ প্রবেশ কৈলা রণ। কোপযুত হৈলা দেখ্যা যত কপিগণ॥
বধিয়াছ কপিগণ ভয় নাঞি বুকে। মোরে রাম পাঠাইলা বধিতে তোমাকে॥
তরণী বলিছে শুন সুমিত্রা-সন্ততি। মোর হাতে যাবে তুমি যমের বসতি॥
রামহাতে মৃত্যু মোর কে করিবে আন। তুমি অহঙ্কার কর তেজিবে পরাণ॥
সুমিত্রা-নন্দন তুমি মেয়্যার তনয়। তোমা সঙ্গে মোর রণ উপযুক্ত নয়॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ কোপে ধনু লয়্যা হাথে। এড়িলা অনন্ত অস্ত্র যায় শূন্যপথে॥
সহস্র ফণাতে আচ্ছাদিল দিনমণি। দিবা দুই প্রহরেতে হইল রজনী॥
বাণ দেখ্যা তরণী জুড়িল প্রলয়বাণ। প্রলয়ে অনন্ত অস্ত্র হল্যা সমাধান॥
কালরাত্রিবাণ এড়ে লক্ষ্মণ-উপর। মহারুদ্র বাণে কাটে সুমিত্রা-কোঙর॥
তরণী বৈষ্ণববাণ জুড়িল ধনুকে। বুকে বাজে লক্ষ্মণের রক্ত উঠে মুখে॥
হাহাকার শব্দ কর্যা উঠে কপিগণ। ধনু হাতে সীতাপতি প্রবেশিলা রণ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। যেই জন শুনে তার সর্বত্র কল্যাণ॥

লক্ষ্মণের পতনে রামের বিলাপ

লক্ষ্মণে করিয়া কোলে : ভাসে রাম অশ্রুজলে : মানা তোরে করিনু লক্ষ্মণ।
অহঙ্কারে রণে আলে : কার কথা না শুনিলে : বাণ খায়্যা তেজিলে জীবন॥
রামের পরশ পায়্যা : গা তুলিলা ধনু লয়্যা : চেতন পাইল হনুমান।
সুগ্রীবাদি কপি উঠে : বীর কহে করপুটে : ধন্য ধন্য ধন্য প্রভু রাম॥
তুমি অখিলের সার : বিশ্ববিধি বিধাতার : তুমি মহাবিষ্ণু রঘুমণি।
বিরিঞ্চি বাসব যত : পদ সেবে অবিরত : হেন পদ মাগিছে তরণী॥
ধন্য তপ কর্যাছিনু : প্রভু-দরশন পানু : ইবে ধন্য হল্য মোর মা।
জন্মদাতা পিতা ধন্য : কর্যাছেন কত পুণ্য : সেই ফলে পানু তব পা॥
তরণীর স্তুতি শুনি : কহিছেন রঘুমণি : ফির্যা যাহ রণে নাহি কাজ।
কি নাম কাহার সুত : পরিচয় দেহ দ্রুত : ধন্য তুমি ভকতের রাজ॥
তরণী আমার নাম : শুন দূর্বাদলশ্যাম : রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র আমি।
সাজিলে নাহিক ফিরি : সংহার করিয়ে ঐরি : বিভীষণের স্থানে শূন্য তুমি॥

মোর ইষ্ট লক্ষ্মীপতি : তাঁহারে করিনু স্তুতি : তাহা তুমি বাসহ আপনা।
আমার যে অস্ত্র যত : সহ দেখি রঘুনাথ : তবে সে তোমাকে যাবে জানা॥
ঠেকিলে আমার ঠাঞি : তোমার নিষ্কৃতি নাঞি : দেখিব কেমন ক্ষেত্রী তুমি।
আমার প্রতিজ্ঞা শুন : তুমি যত অস্ত্র জান : তাহা সব কাটিব যে আমি॥
শুনি রাম কোপে জ্বলে : তরণীকে ডাক্যা বলে : তিন বাণে তোমারে কাটিব।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তেমন ধানুকী নয় : পরাভব পাইবে রাঘব॥

রাম ও তরণীর যুদ্ধ

প্রতিজ্ঞা করিলা রাম বাণেতে কাটিব। তিন বাণ রামচন্দ্রে এড়িতে না দিব॥
আপন বীরত্ব আজি দেখাব বিদ্যমান। এত বলি ধনুকেতে জোড়ে অগ্নিবাণ॥
ধনুশব্দে কাঁপিতে লাগিল ত্রিভুবন। প্রলয়কালেতে অগ্নি করে বরিষণ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পুড়ে বাণের প্রতাপে। ব্রহ্মা ইন্দ্র মহেশ্বর অনন্তাদি কাঁপে॥
বাণ দেখ্যা পালাইল তারা চন্দ্র সূর্য। কোপেতে ধনুকে বাণ জুড়ে বরুণেন্দ্র॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া জল হৈল রামের বাণে। তরণীর অগ্নিবাণ করিল বারণে॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বীর এড়িল রাক্ষসে। রক্ষবাণে সংসার সকল ধর‍্যা গ্রাসে॥
পর্বত পাহাড় গিলে মেঘ ধর‍্যা খায়। দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পালায়॥
রাক্ষস দেখিয়া জুড়ে বাণ নারায়ণ। রক্ষবাণ কাটিয়া পাড়িল সুদর্শন॥
তখন তরণী বীর দিব্য বাণ এড়ে। মহারুদ্র বাণে রাম বাণ কাটি পাড়ে॥
সে বাণ কাটিতে বীর এড়ে সর্পবাণ। আকাশ পাতাল জুড়ে অনন্তসমান॥
পাশুপত বাণ জুড়ে রাজীবলোচন। তরণীর যত সর্প করিল ভক্ষণ॥
গন্ধর্ববাণ এড়িলেক তরণী সুন্দর। বাণের মুখেতে বাণ বারায় ভয়ঙ্কর॥
সূচীমুখ শিলীমুখ অর্ধচন্দ্র বাণ। ঝাঁকে ঝাঁকে বাহিরায় অনলসমান॥
ক্ষুরপা সিংহ শার্দূল পূর্ণচন্দ্র আর। বরিষার বরিষণ পড়ে অনিবার॥
আর অন্ধকার হলা বাণ-বরিষণে। গন্ধর্ববাণের সন্ধি রাম তাহা জানে॥
এড়িলেক বিষ্ণুযান বাউবেগে ছুটে। তরণীর গন্ধর্ববাণ নিমিষেতে কাটে॥
মায়ামোহ বাণ এড়ে তরণী তখন। শিবের অঙ্গনা নাচে সঙ্গে যোগিগণ॥
বাণ দেখ্যা কৈলা রাম রুদ্র অবতার। হরগৌরী সুমিলন আনন্দ সভার॥
তখন তরণী বাণ এড়ে ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর চণ্ডী বারি হয়॥
দেখি হাহাকার করে কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড। কূর্ম অস্থির ঘোরে অনন্তের মুণ্ড॥
মহাপ্রলয় বাণ এড়ে রাজীবলোচন। তরণীর বাণ রাম কাটিলা তখন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু নিবর্তিল শিব চণ্ডী থাকে। নিভারে পড়িল বাণ রামচন্দ্রের বুকে॥

অচেতন হল্যা রাম লোটান ধরণী। হাহাকার কর্য্যা তবে কান্দিছে তরণী ॥
অচেতন দেখ্যা রাম লক্ষ্মণ এড়ে বাণ। পড়িল তরণী-বুকে ডাকে রামনাম ॥
মুখে বুকে রক্ত পড়ে হইল মূর্চ্ছিত। রামনাম হতে বীর পাইল সম্বিত ॥
ভাল ভাল ভাল বলি ধনু টঙ্কারিল। দুই বীরে হানাহানি সংগ্রাম বাজিল ॥
শূন্যপথে কাটাকাটি বাণমাত্র ক্ষয়। কেহ কারে নাহি আঁটে জয়-পরাজয়।
ঠনঠন ঝনঝন বাণশব্দ শুনি। কাটাকাটি করে বাণ জ্বলিছে আগুনি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ বীর জুড়িল ধনুকে। বুকে বাজ্যা লক্ষ্মণের রক্ত উঠে মুখে ॥
রামপাশে লক্ষ্মণ পড়িলা অচেতন। দেখি মহাকোপে ধায় পবননন্দন ॥
রথখান ধরে হনু ছাড়ি হুহুঙ্কার। সমুদ্রে ফেলিয়া দিল পবনকুমার ॥
মহাঘোর শব্দে রথ পড়ে সিন্ধুজলে। মৎস্য কূর্ম্ম আদি কাঁপে অনন্ত পাতালে ॥
পড়িল দারুণ বাণ তরণী-উপরে। রাম রাখ রাখ বল্যা ডাকে উচ্চস্বরে ॥
সারথি মরিল আর মারা গেল ঘোড়া। রামনামে ঘুচিল গলার যত দড়া ॥
রামজয় বল্যা বীর উঠে আচম্বিতে। ভক্তিবান মারে বীর চাপ্যা এক রথে ॥
অচেতন হয়্যা পড়ে বীর হনুমান। তখনে চেতন পাল্যা দূর্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত পয়ার। রাম হতে রামনাম সকলের সার ॥

তরণী বধ

বহু স্তুতি করে রাম হইলা সদয়। কেমনে হইব মৃত্যু তরণী ভাবয় ॥
ধনু লয়্যা করে পুন নিজ অহঙ্কার। তিন বাণে কাটি রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥
তরণীর কথা শুন্যা কহেন রাঘব। তিন বাণে না কাটিলে ধনু না ধরিব ॥
শূন্যে থাকি দেবগণ করে হাহাকার। দুর্জ্জয় ধানুকী বীর তরণীকুমার ॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা প্রভু রঘুমণি। ইবে মোর ধন্য হল্য কহিছে তরণী ॥
মন্ত্রপূত কর্য্যা অস্ত্র জুড়ে প্রভু রাম। সাক্ষাত হইল যেন শিব মূর্তিমান ॥
বৃষপর পঞ্চানন শূল শিঙ্গা হাতে। পালাইলা দেবগণ দেখ্যা ভূতনাথে ॥
প্রলয়ের কালে যেন করয়ে সংহার। কপালের আগুনেতে পোড়াল্য সংসার ॥
শূল ঘুরাইয়া ধায় ভাঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ড। অন্ধকার হইল ভয়ে পালাইল চণ্ড ॥
তা দেখ্যা তরণী বীর শক্তি অস্ত্র জুড়ে। ধনুক হইতে বাণ মহাবেগে ছাড়ে ॥
সাজিলেন দশভুজা সিংহের উপরে। তা দেখিয়া তরণীর আনন্দ অন্তরে ॥
ত্রিভুবন আল করে হেন রূপঘটা। এক কোটি সূর্যতেজ যার রূপছটা ॥
শক্তি পায়্যা হরষিত হইলেন শূলী। শিবদুর্গা কৈলাসেতে দুঁহে গেলা চলি ॥
হরিষ বিষাদে রাম জুড়ে ব্রহ্মবাণ। গর্জনে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে সভে কম্পমান ॥

দশদিগ আলা করে বাণের প্রতাপে। ইন্দ্র চন্দ্র বাউ বরুণ ধরাধর কাঁপে ॥
দেখিয়া তরণী বীর ভাবে মনে মনে। উপায় না দেখি আর বিষ্ণুবাণ বিনে ॥
বিষ্ণু অস্ত্র এড়ে বিভীষণের নন্দন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন ॥
মহাঘোর দর্প কর‍্যা মহাবাণ ছুটে। শ্রীরামের ব্রহ্ম অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্রে কাটে ॥
মহামন্ত্রে মহাবিষ্ণু বাণ অবতার। সহস্র সহস্র পদ মস্তক যাহার ॥
বাণ-বক্ষস্থলে শোভে দেব নারায়ণ। নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ললাটে ত্রিলোচন ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ বৈসে পাকে। কালপুরুষ বৈসে তথা যেমন পাবকে ॥
শূন্যপথে উঠে বাণ বিশ্বরূপ হয়্যা। বাণ দেখ্যা তরণী ত পড়ে লোটাইয়া ॥
জোড়হাথে বলে বীর তুমি ভগবান। উদ্ধার করিলে মোরে দিয়া বিষ্ণুবাণ ॥
তপস্যা সার্থক মোর সফল জীবন। বিষ্ণু অস্ত্রে পড্যা যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥
জাতি অনুসারে রাম কৈল্য কদাচার। সে সকল পাপ মোর হইল সংহার ॥
দেবমানে তপ ষাটি সহস্র বৎসর। ইবে ধন্য হইল প্রজাপতি দিল বর ॥
পুনরপি মহাবীর ভাবে মনে মন। চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করি করিলাম পণ ॥
মাথে হাথ দিয়া নতি করে ভূমে পড়ি। ডাক্যা কয় রামচন্দ্রে দুটি কর জুড়ি ॥
নিজ শক্তি দিয়া বাণ জুড়িলে রাঘব। তব পদ ভজি যদি বাণকে কাটিব ॥
আমি অপরাধী প্রভু দোষ না লইবে। ক্ষেত্রীদের ধর্ম প্রভু আপনি বুঝিবে ॥
এত বলি প্রণাম করিল রঘুনাথে। ভক্তিবাণ মহাবীর জুড়ে ধনুকেতে ॥
রামনাম কর‍্যা বাণ উঠে শূন্যপথে। শ্রীরামেব মহাবিষ্ণু কাটে আচম্বিতে ॥
দুইখান হয়্যা বাণ পড়ে ভূমিতলে। চন্দ্র সূর্যপাত যেন প্রলয়ের কালে ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন লোটায় ধরণী। প্রলয়ের কালে যেন ঘোর শব্দ শুনি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বলে সর্বনাশ হৈল। পূর্ব পুরুষ মোর অধোগতে গেল ॥
অঙ্গীকার ব্যর্থ হল তেজিব পরাণ। তখনে গর্জন কর‍্যা উঠে অর্ধবাণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তেজে বাণ উঠে। কুণ্ডল সহিত তরণীর মাথা কাটে ॥
ভূতলে পড়িয়া মুণ্ড রামগুণ গায়। লোটায়্যা পড়িল মুণ্ড শ্রীরামের পায় ॥
অবিরত কাটা মুখ রাম রাম বলে। দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে ॥
মুণ্ড বলে আপনাকে ধন্য কর‍্যা মানি। যে চরণ ধ্যান করে শিব পদ্মযোনি ॥
কমলা-সেবিত পদ প্রভু দিলা মোরে। রাম-কোলে মহাবীর রামনাম করে ॥
কোন তুচ্ছ সীতা লাগি ভক্ত বধিলাম। শ্রীরাম বলেন আমি কি কর্ম কৈলাম ॥
অরে ভাই ভক্তবৎসল নামে হল্য কালি। কাটা মুখ রাম বল্যা করিছে বিকলি ॥
ভক্তমুণ্ড কোলে কর‍্যা কান্দে রামচন্দ্রে। লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর জাম্ববান কান্দে ॥

চতুর্দ্দিগে কপি কান্দে হনু অচেতন। রামের নিকটে আল্যা ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
দেখিল তরণী কোলে রামগুণ গায় ॥ দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে রাজা পড়ে পায় ॥

তরণীর পূর্ব্বকথা

বিভীষণ বলে কোথা যাহ রে তরণী। তোমায় কি নিজ পদ দিলা রঘুমণি ॥
তরণীর মুখ বলে ধন্য তুমি পিতা। সার্থক জানকীসেবা কৈল মোর মাতা ॥
সার্থক রাবণ রাজা তুমি যার ভাই। তোমাদের পুণ্যে পিতা প্রভুপদ পাই ॥
চমৎকার হয়্যা বলে কৌশল্যাকুমার। হে মিতা তরণী বীর পুত্র কি তোমার ॥
পরিচয় হেতু মিতা আপনি আইলে। রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র বল্যা কেন গেলে ॥
তব পুত্র বল্যা আমি জানিতাম যদি। কি কাজ সীতায় ছিল কহে গুণনিধি ॥
বিভীষণ বলে শুন করি নিবেদন। উদ্ধার করিলে মোর তরণী বাছন ॥
এত বলি কোলে নিল তরণীর মাথা। কাটা মুখ বলে রামপদে দেহ পিতা ॥
রামপদ ছাড়্যা আমি রহিতে না পারি। আপনার কর্যা মোরে লয়্যাছেন হরি ॥
ধন্য ধন্য বলা চান্দমুখে চুম্ব খায়। পুনরপি দিল মুণ্ড শ্রীরামের পায় ॥
বিভীষণ বলে রাম বাছায় দেহ স্থান। কোলে লয়্যা চুম্বন করেন প্রভু রাম ॥
আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। রাম জয় জয় [ধ্বনি উঠিছে সঘন] ॥
আনন্দিত হনুমান বিভীষণ সঙ্গে। তরণীকে স্থান রাম দিলা নিজ অঙ্গে ।।
হেনকালে চারি রাগ সঙ্গে ত্রিলোচন। স্তব কর্যা বলে শুন রাজীবলোচন ॥
কৌশিকের শাপে রক্ষ হল্য রাগগণ। দিনে দিনে মুক্ত কৈলে কমললোচন ॥
বসন্তরাগ নিজ অঙ্গে যদি দিলে স্থান। কিবা লয়্যা তব গুণ আমি করি গান ॥
করজাপ্যে গাঁথে হর কাটা মুণ্ড লয়্যা। বসন্তরাগ দিলা রাম সদয় হইয়া ॥
মূর্তিমন্ত পঞ্চরাগ হরের সহিতে। হিন্দোলে করহ মুক্ত কহে জোড়হাথে ॥
ভ্রূকুটি করিয়া ভোলা নাচিতে নাচিতে। গায় রামগুণ হর রামের সাক্ষাতে ॥
শিবসঙ্গে হনু নাচে নারদ আইল। তরণীকে লয়্যা শিব কৈলাসেতে গেল ॥
তরণীর দেহ হনু প্রয়াগেতে দিল। মিতার কাছে রামের লজ্জা অধিক হইল ॥
বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে। তরণী তনয় নয় রহিবেক কেনে ॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী তব বাণী। রাগ উদ্ধারিতে রাম আইলা আপনি ॥
আপনি আপন জনে করিবে উদ্ধার। ইথে কহ গুণনিধি কি শোক আমার ॥
বাহু পসারিয়া রাম মিতা কৈলা কোলে। অনেক ভাগ্যের ফলে হেন মিত্র মিলে ॥
তোমার বাছনে রণে বধিলাম আমি। তথাচ আমারে কিছু না বলিলে তুমি ॥
বিভীষণ বলে প্রভু সকলি তোমার। তব মায়াজালে বন্দী সকলি সংসার ॥

কেন মায়া দিয়া প্রভু ভুলাহ আমারে। শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর সাধু সাধু করে ॥
তরণী পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর। অচেতন হয়্যা পড়ে ভূমের উপর ॥
সংজ্ঞা পায়্যা বলে ধন্য তরণী বাছন। ত্রিভুবনে হেন কার্য করে কোনজন ॥
পিতা যার শরণ লয় তার সঙ্গে রণ। আমার লাগিয়া বাছা হারালে জীবন ॥
তথা অশোকের বনে ডাকয়ে সরমা। কোথাকারে গেলে বাছা না শুনিয়া মানা ॥
জানকী করুণা করে সরমার সনে। আপন পর দয়ানিধি না চিনেন কেনে ॥
লব কুশ গায় গান রামের নিকটে। কৌশল্যেয় বলে হায় শুন্যা প্রাণ ফাটে ॥
আপন পর যদি রামের হইত সে মনে। অর্ধ অঙ্গ ছাড্যা বনে পাঠাবেন কেনে ॥
কৌশল্যেয় বলে রাগ স্বরূপ গায়ন। আলাপ বসন্ত রাগ তরণী যেমন ॥
আলাপিল বসন্ত হইল মূর্তিমান। হায় হায় বলিয়া কান্দেন প্রভু রাম ॥
সেদিন গায়ন সভা হইল বিদায়। এত দূরে তরণীর অধ্যা হল্য সায় ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত কথন। শুনিলে রামের লীলা পাপ-বিমোচন ॥

অরণি উপাখ্যান

তরণীর শোকে কান্দে সরমা সুন্দরী। অরণির প্রাণ কান্দে হাহাকাব কবি ॥
মহাবীর অরণি ত স্থির হতে নারে। ঘন অঙ্গ কাঁপে বীর ছটপট করে ॥
উপনীত হৈল গিয়া বরুণ-নিকটে। কান্দিতে কান্দিতে বীব কহে করপুটে ॥
শিশুকাল হৈতে মাতাপিতা নাঞি জানি। অকস্মাৎ আজি কেন কান্দে মোব প্রাণি ॥
এত শুনি বরুণ বসিল ধ্যান ধব্যা। জানিল সকল তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান কর‍্যা ॥
বরুণ বলিল বাছা শুনরে অরণি। তব জ্যেষ্ঠ ভাই রণে মরিল তবণী।
তাহার শোকেতে কান্দে জননী তোমার। তে কারণে প্রাণ তোব করে হাহাকাব ॥
এত শুনি বলে বীর বিদায় করহ। ভ্রাতৃশত্রু বধ করি অনুমতি দেহ ॥
বরুণ বলেন তুমি না জান কাহিনী। দশরথের পুত্র হল্যা দেব চক্রপাণি ॥
পিতৃসত্য উপলক্ষ্য আইলা কানন। তাহার জানকী হর‍্যা লইল রাবণ ॥
সেতুবন্ধ কব্যা র ম হয়্যাছেন পার। দিনে দিনে রক্ষকুল করেন সংহার ॥
রামের শরণ লয়্যাছেন তব পিতা। তিনি মাত্র রবেন কুলে পাবেন দণ্ড ছাতা ॥
রামকে জিনিতে সাধ্য আছয়ে কাহার। যাও না রামের হাতে হইবে সংহার ॥
অরণি কহেন পুন করিয়া প্রণাম। রামনাম শুন্যা মোর জুড়াইল প্রাণ।
কুলে কেহ না রহিবে কহিলে আপনি। তবে কেন সেখানে রহিতে পাব আমি ॥
আপন বীরত্ব আমি রামকে দেখাব। তাঁর বিষ্ণুবাণে পড়্যা বৈকুণ্ঠকে যাব ॥
বরুণ কহেন তারে হয়্যা অনুকূল। সংগ্রাম করিতে দিল আপনার শূল ॥

গজে আরোহন কর‍্যা হইল বিদায়। নিমিষে অরণি বীর কনক লঙ্কা পায়।
দূরে হতে রাবন রাজা দেখিবারে পায়। তরণী আইল বল্যা রাবণ ডরায়॥
বিভীষণের পুত্র বল্যা রাম বাঁচাইল। মোর সঙ্গে রন করিবারে পাঠাইল॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা আল্য বিদ্যমান। গজে হতে নাব্যা বীর করিল প্রণাম॥
কোলে কর‍্যা রাজা বলে কেমনে বাঁচিলে। তরণী নই মহারাজ অরণি আমি বলে॥
বরুণ বলে রামচন্দ্র বধিল তরণী। প্রান কান্দে কথা শুন্যা শীঘ্র আলাম আমি॥
রাজা বলে ভ্রাতৃশত্রুসহ কর রণ। বীরত্ব করিয়া লঙ্কা রাখহ বাছন॥
অরণি বলে লঙ্কা রাখিবেন মোর পিতা। অন্যে যে রাখিব আর কহ কেন বৃথা॥
রাম-হাথে মরি মায়ে হইয়া বিদায়। এত বলি অরণি ত মায়ের কাছে যায়॥
আইসহ তরণী বল্যা ধাইল জননী। দয়া কর‍্যা তোরে কি বাঁচাল্য রঘুমণি॥
তরণীর শোকে মাগো কাতর হইলে। তাহার অনুজ আমি চিনিতে নারিলে॥
প্রসবিয়া পেল্যা দিলে বরুন পালিন। অকস্মাৎ আজি প্রান কান্দিতে লাগিল॥
বরুণ কহিলা সব আদ্যোপান্ত কথা। রাম-দরশনে যাই বিদায় দেহ মাতা॥
রাম-বাণে তরণী যায় বৈকুণ্ঠনগরে। সেই আশীর্বাদ মাতা করহ আমারে॥
উদরে ধরিয়া তোরে পালন না কৈনু। নিষ্ঠুর হইয়া তোরে পেলাইয়া দিনু॥
হারাধন গোসাঞি আনিয়া দিল ঘরে। প্রাণের বাছন ছাড্যা দিব নাঞি তোরে॥
নিজ পদ তরণীকে দিয়াছেন রাম। তোমারে পাঠাল্যা মোর বাঁচাইতে প্রাণ॥
তব পিতা রাজা হল্যে যুবরাজ হবে। কেন রণ কর‍্যা বাছা পরাণ হারাবে॥
এত শুন্যা মায়ে পুন বলয়ে অরণি। ভক্ত বিনে কেন ডাকিবেন রঘুমণি॥
উদরে ধর‍্যাছ যেবা কহিলে নিশ্চয়। পথব্রজে পথিকের বাসা যেন হয়॥
কেবা কার মাতা পিতা কে কার তনয়। পথিকে পথিকে যেন পথের পরিচয়॥
যে যেমন কার্য করে সে তেমন পায়। তুমি কেন রাখিবারে পারিবে আমায়॥
কিসের লাগিয়া মাতা করহ রোদন। আজ্ঞা কর রামসঙ্গে করি গিয়া রণ॥
সরমা সার্থক—মোর গর্ভে তব জন্ম। তোমা বাছা হৈতে মোর পূর্ণ সব ধর্ম॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব কথন। সংক্ষেপে রচিলা পোথা গানের কারন॥

অরণির যুদ্ধযাত্রা

যখন রামের পদ তরণী পাইল। নিষ্ঠুর হইয়া মোরে কিছু না বলিল॥
সত্য মিথ্যা চক্ষে কিছু দেখিতে না পাই। অরণি কয় তোমা আগে সত্য কর‍্যা যাই
আমা অভাগাকে যবে কৃপাবান হব। সীতারাম পদযুগ তোমাকে দেখাব।
সরমা বলেন সীতা অশোকের বনে। রাবন না মরে যদি যাইবেন কেনে।

সীতা ছাড়া রাম নহে শুন গো জননী। যখন ডাকিব মাতা চায়্যা দেখ্য তুমি ॥
দেহ গো বিদায় মোরে ধরি ছুটি পায়। সরমা বলে প্রণাম কয়্য তোমার পিতায় ॥
ত্বরায় আসেন যেন দূর্বাদলশ্যাম। এত শুন্যা অরণি মায়ে করিল প্রণাম ॥
আশিসিলা লীন হয়্য রাম-পদাম্বুজে। বিদায় হইয়া বীর চাপিলেক গজে ॥
হাথে ধনু একা রণে যায় মহাবীর। উত্তর দুয়ারে গজ হইল বাহির ॥
ঐরাবতে চাপি যেন বাহিরিল ইন্দ্র। অন্ধকারনাশে যেন উদয় হল চন্দ্র ॥
প্রভাতে উদয় যেন করে দিনমণি। বানর কটক বলে আইল তরণী ॥
বৈষ্ণব মিত্রের পুত্র বাঁচালেন রাম। ধন্য ধন্য বল্যা সভে করয়ে বাখান ॥
মায়ে দেখা কর্য্যা আল্য সম্ভাষ রাজার। এত শুনি হাসি বলে অরণিকুমার ॥
পশুজাতি বুদ্ধিহীন পাগল হয়্যাছ। কোথাকার তরণী কাহারে দেখ্যাছ ॥
পাঠাল্যা রাবণ সভে করিব সংহার। বাণবৃষ্টি করে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
চারিদ্বারে কপি আইল ঘোর শব্দ শুনি। চৌদিগ বেড়িল মধ্যে রহিল অরণি ॥
অহঙ্কারে বলে শুন বানরের ঠাট। রামসনে রণ মোর ছাড্যা দেহ বাট ॥
বনপশু হয়্যা তোরা রণ জান কিবা। সিংহের নিকটে কি করিতে পারে শিবা ॥
পরের লাগিয়া যুঝ হয়্যা ক্ষুদ্রজীবী। মোর বাণে পড্যা সভে যমঘর যাবি ॥
কপিগণ বলে বেটা শুনহ প্রচণ্ড। নখেতে ছিণ্ডিব মোরা রাক্ষসের মুণ্ড ॥
রণ করিবারে আল্য যত নিশাচর। সংগ্রাম জিনিয়া তোর কেবা গেল ঘর ॥
অরণি বলিল তারা রণের জানে কি। জয় করিবারে আজি সাজ্যা আস্যাছি ॥
বানর বলিয়া পৃথিবীতে নাঞি থুব। মরা বাঁচে আজি তার পথ ঘুচাইব ॥
শুনি কোপে গাছ পাথর বরিষে বানর। মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর ॥
আকাশ ছাইল গাছ পাথর বরিষণে। রুষিল অরণি বীর বাণ জুড়ে গুণে ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ জুড়ে তারা যেন ছুটে। শূন্যপথে বানরের শিলা তরু কাটে ॥
আপনা রাখিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ। চোখ চোখ বাণ মারে পড়িল প্রমাদ ॥
কাটিয়া বানর-মুণ্ড কৈল রাশি রাশি। দেখি কোপে অঙ্গদ সংগ্রামে গেল পশি ॥
মহা মহাবীর প্রবেশিল তার সঙ্গে। মাতিল বালীর পুত্র সমর-তরঙ্গে ॥
হাতটানে উপাড়িয়া এড়িলেক বৃক্ষ। বৃক্ষ কাট্যা বানরে বিন্ধিল লক্ষ লক্ষ ॥
পূর্ণচন্দ্র বাণ মারে অঙ্গদের বুকে। অর্ধচন্দ্র বাণে নীলের রক্ত উঠে মুখে ॥
চক্র খায়্যা কেশরী সে পড়িল বিকল। মুদ্গরেতে চূর্ণ হয়্যা পড়্যা গেল নল ॥
শিলীমুখ বাণে পড়ে বানর সম্পাতি। ইন্দ্রজাল বাণে পড়ে কুমুদ সেনাপতি ॥
অগ্নিবাণে অচেতন বানর গবয়। বরুণবাণে সুষেণ পড়ে পবনবাণে গয় ॥
গন্ধমাদনের বুকে মারে রুদ্রবাণ। বাণ খায়্যা ঘুর্য্যা পড়ে বানর প্রধান ॥

সিংহবাণে ফুটিয়া পড়িল ঋষিমুখ। শেলাঘাতে ভাঙ্গিলেক পনসের বুক ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে অচেতন মন্ত্রী জাম্ববান। বিষ্ণু অস্ত্রে মূর্ছা হল্য বীর হনুমান ॥
সুগ্রীবের সঙ্গেতে হইল ঘোর রণ। সূর্যবাণে সূর্যসুত হইল অচেতন ॥
পালায়্যা বানর কহে শুন প্রভু রাম। আইল সাজিয়া বীর তরণী-সমান ॥
অবয় আবয় সব তরণী কেবল। সুগ্রীব হনুমান আদি মারিল সকল ॥
রাম বলে কেবা আইল দেখ দেখি মিতা। বাণে বাণে বানরের করিল অবস্থা ॥
রামের বোলে বিভীষণ গেল রণস্থলে। অরণিকে দেখিয়া ভাসিল অশ্রুজলে ॥
কে তোরে বাঁচায়্যা দিল বাছন তরণী। কবিচন্দ্র বলে বীরে কেহ নাঞি চিনি ॥

অরণির পরাক্রম

বিভীষণ বলে মোর তরণী আস্য কোলে। এত শুন্যা মহাবীর হাস্যা হাস্যা বলে ॥
কে তব তরণী বটে কাকে তুমি ডাক। পুত্রশোক পাইয়া সভাবে পুত্র দেখ ॥
হেন মোহ কেন তব রামভক্ত হয়্যা। কে কার তনয় বটে দেখ না ভাবিয়া ॥
মরিল তোমার বাছা শোকে হেন হলে। মায়ায় মোহিত হয়্যা চিনিতে নারিলে ॥
এত বলি গজ চালাইয়া বীর যায়। অচেতন বিভীষণ ধরণী লোটায় ॥
অরণি কয় পিতা পাছে তেজয়ে জীবন। আর বার বলে বর দিলা ত্রিলোচন ॥
মরিলে বাঁচাতে পারে দূর্বাদলশ্যাম। যে হকু পিতার পদে করিব প্রণাম ॥
বস্যাছেন রামচন্দ্র কর্যা বীরাসন। দক্ষিণেতে বস্যাছেন সুমিত্রানন্দন ॥
কত ভক্ত চতুর্দিগে রামগুণ গায়। মনেতে অরণি নতি করে রামের পায় ॥
ভক্তিভাব কৈলে রাম না বধিবে মোরে। পরাক্রম দেখাইব রামের গোচরে ॥
শেষে বিষ্ণু অস্ত্রে পড্যা রামপদ পাব। রাম রাম বলিয়া বৈকুণ্ঠপুরী যাব ॥
এত ভাবি দিল বীর ধনুকে টঙ্কার। অকস্মাৎ দেখ্যা রামে লাগে চমৎকার ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বলে গর্জন গভীরে। আসিয়াছ লঙ্কাপুরে মরিবার তরে ॥
আন্যাছিলে সাজাইয়া বানর কটকে। অহঙ্কারে মরে কপি আমার নিকটে ॥
আজিকার রণে সভে তেজিল জীবন। বাণে প্রাণ হারাল্য রাক্ষস বিভীষণ ॥
এত বল্যা করে বীর বাণ-বরিষণ। ব্যস্ত হয়্যা গা তুলি না ভাই দুইজন ॥
শ্রীরাম বলেন বীর তুমি বট কে। কার পুত্র কিবা নাম পরিচয় দে ॥
অরণি কয় এখন তোমার নাঞি লাজ। এখনি মরিবে পরিচয়ে কিবা কাজ ॥
এত বলি অগ্নিবাণ ধনুকে জুড়িল। লক্ষ্মণ বরুণ বাণে তাহা নিবারিল ॥
রুদ্র অস্ত্র এড়ে তাহা লক্ষ্মণ বীর কাটে। ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে তাহা বাজিল ললাটে ॥
ভায়ে দেখ্যা রামচন্দ্র ভাসে অশ্রুজলে। কান্দেন জানকীনাথ লক্ষ্মণ লয়্যা কোলে।

অবশেষে কপিগণ যে ছিল যথায়। বাণে অচেতন সভে ভূতলে লোটায়॥
বাণ-বরিষণ করে রামের উপর। কবিচন্দ্র বলে কোপে উঠে রঘুবর॥

রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ

মহাকোপে উঠে রাম ধরিয়া কোদণ্ড। চতুর্দিগে সেনা পড়ে হয়্যা লণ্ডভণ্ড॥
দাণ্ডাইয়া একামাত্র জগত-গোসাঞি। কাতর হইয়া কান্দে আর কেহ নাঞি॥
কি হল্য আমার দৈবে বজ্রাঘাত মাথে। দোসর নাহিক কেহ মন্ত্রণা করিতে॥
সামর্থ্য নাহিক মোর সদা প্রাণ ফাটে। হায় বিধি আজি বড় পাড়িলি সঙ্কটে॥
ধরিতে না পারি ধনু রাক্ষস মারুক। আর শোক সইতে নারি পরাণ যাউক॥
সীতা হারাইয়া দেহ বিন্ধিলেক ঘুণে। কেমনে বাঁচিব আর হারায়্যা লক্ষ্মণে॥
বনের বানর সব মোর সঙ্গে ছিল। স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া তারা পরাণ হারাল্য॥
আপনা বিস্মৃত প্রভু ন রদের শাপে। ক্ষেণেক চিন্তিলা রাম ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে॥
শ্রীরাম বলেন বেটা আর কোথা যাবি। ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি॥
এত বলি অগ্নিবাণ জুড়িলা ধনুকে। ত্রিভুবন কাঁপে দেখ্যা প্রলয়-পাবকে॥
দেখিয়া অরণি বীর এড়ে বরুণবাণ। শ্রীরামের অগ্নিবাণ করিল নির্বাণ॥
রামের উপর এড়িলেক সর্পবাণ। গরুড়বাণে নিবারিল দূর্বাদলশ্যাম॥
বাণ ফিরাইয়া পুন এড়িলা গরুড়। দুই পাখা ডাকে যেন মেঘের হুড় হুড়॥
আকাশে উঠিল বাণ দশ সূর্য জিনি। দেখি রুদ্র বজ্রবাণ এড়িল অরণি॥
দুই বাণে গরুড়বাণ করিল সংহার। দেখি বিষ্ণুযান এড়ে কৌশল্যাকুমার॥
রুদ্র অস্ত্রে বিষ্ণুযান বাণ বীর কাটে। বজ্র অস্ত্রে গরুড়বাণ ভাঙ্গে শৈলপাটে॥
সূর্যবাণ এড়ে রাম কেতুবাণে গ্রাসে। যত বাণ এড়ে রাম বাণেতে বিনাশে॥
অরণি বলিছে রাম নিত্য কর রণ। সেই সব বাণে কাটাকাটি অকারণ॥
কৃতান্তের কৃতার্থবাণ সহ দেখি রাম। এত বল্যা নিক্ষেপিল কালরাত্রি বাণ॥
ঘোর অন্ধকার হৈল ত্রিভুবন কম্পে। পালাইল চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মবাণ-দম্ভে॥
বাণের তেজে পবনের নাহিক সঞ্চার। সকাতরে দেবগণ করে হাহাকার॥
বিষ্ণুবাণ এড়ি রাম কাটে কালরাত্রি। অরণি-উপরে রাম এড়েন পবিত্রি॥
পবিত্রি বৈষ্ণব বাণ জগত ব্যাপিল। দেখিয়া অরণি বীর হৃদয়ে কম্পিল॥
যে বাণে চাহয়ে বীর বিষ্ণুময় দেখে। আপন জীবন বীর ধন্য কর‍্যা লেখে॥
পূর্ণব্রহ্মবাণ পাল্য তপস্যার ফলে। সেই বাণ অবতার কৈল রণস্থলে॥
পূর্ণব্রহ্মবাণে সব বিষ্ণু নিবারিল। তা দেখিয়া দেবগণ কাঁপিতে লাগিল॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব পাল্য চমৎকার। ভক্তের মহত্ত্ব বুঝিবারে সাধ্য কার॥

রাম জানে ভক্তে ভক্তজন জানে রাম। আপন ভক্তিতে পায় যার যেবা ধাম ॥
পূর্ণব্রহ্মবাণ রাম জুড়িলা ধনুকে। দেখিয়া অরণি বীর রাম বল্যা ডাকে ॥
সহস্র বাণের শির তুই শত চক্ষ। তুই শত হস্ত পদ বাণ দেখে লক্ষ ॥
বিশ্বরূপ হয়্যা বাণ উঠিল গগন। নাভিপদ্মে ব্রহ্মা আর বক্ষে নারায়ণ ॥
ললাটে শঙ্কর যার বাহুতে ভবানী। নিঃশ্বাসে পবন বয় প্রতাপে আগুনি ॥
বাণের তেজেতে ধরা করে টলটল। উথলিয়া পড়ে সাত সমুদ্রের জল ॥
লক্ষ লক্ষ সূর্যসম গলে শোভে মালা। বাণের ছটায় দশদিগ করে আলা ॥
দেখিয়া অরণি বীর লাগিল নাচিতে। ধনুর্বাণ ফেল্যা শীঘ্র নামে রথ হতে ॥
লক্ষ লক্ষ নতি করে অবনী লোটায়্যা। বাণে কোল দিতে ডাকে উর্ধ্বমুখ হয়্যা ॥
তুমি ভগবান প্রভু সংসারের সার। শ্রীরামের অংশে বাণ তুমি অবতার ॥
সদয় হইয়া মোর মুণ্ড কাট্যা লহ। এই নিবেদন মোরে রামপদে দেহ ॥
অরণির ভক্তি দেখি শ্রীরাম কাতর। দু'নয়নে ধারা বহে কান্দে রঘুবব ॥
অরণির ভক্তি দেখি যাইতে না পারে। প্রচণ্ড প্রতাপ বাণ গগন-উপরে ॥
ভক্ত মরে দেখ্যা বড় কাতর শ্রীরাম। রামনামে চেতন পাইলা হনুমান ॥
জোড়হাতে অরণি লয় রামের শরণ। অচেতনে পড়্যা আছে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
অরণি বলিছে আমি কি কাজ করিনু। রামসঙ্গে লক্ষ্মণেরে দেখিতে না পানু ॥
পদে ধর‍্যা বলে উঠ লক্ষ্মণ ধানুকী। অন্ত্যকালে রামসঙ্গে একাসনে দেখি ॥
রামনাম করিলে হয় যে পুণ্য সঞ্চয়। মোর সে সকল পুণ্য পুঞ্জ পুঞ্জ হয় ॥
সে সকল পুণ্য আমি কৈনু সমর্পণ। মোর পুণ্যে প্রাণ পায়্যা উঠুক কপিগণ ॥
অরণি আপন পুণ্য যখন করে দান্। সেই পুণ্যে সর্বজন পাইলেক প্রাণ ॥
সংজ্ঞা পায়্যা কপিগণ ডাকে রামজয়। চেতন পাইয়া উঠে সুমিত্রাতনয় ॥
বাণকে অরণি বলে তিলেক মোরে রাখ। দিন যায় রাম ভজি অইখানে থাক ॥
ভক্তি দেখি বাণ রহে মাথার উপরে। ধন্য ধন্য করে সভে যতেক অমরে ॥
জাম্ববান হনুমান নাচে তার সঙ্গে। রাম রাম সদা মুখে নাচে কত ভঙ্গে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার। রামনাম কৈলে ভবে জন্ম নাঞি আর ॥

অরণির রামস্তব

গলে বস্ত্র পুটপাণি স্তব করে অরণি : তুমি রাম অখিলের বন্ধু।
মায়াতে মানব হয়্যা : অনন্তেরে সঙ্গে লয়্যা : উদ্ধারিতে আলে কৃপাসিন্ধু ॥
জগতজীবন তুমি : চরাচর চিন্তামণি : তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোলানাথ।
ইন্দ্র বরুণ আদি : তোমা ভজে পশুপতি : তুমি যত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ॥

তরাইতে নিশাচর : আলে নীল কলেবর : জনক-দুহিতা সঙ্গে লয়্যা।
নিজ মায়া প্রকাশিলে : জগজনে ভুলাইলে : মায়াসীতা কাননে হারায়্যা॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি গতি : জানকীর প্রাণপতি . সীতারাম একুই শরীর।
কভু ভিন্ন ভিন্ন নয় : মায়াতে লুকায়্যা রয় : কত লীলা কর রঘুবীর॥
দিয়া পাদপদ্মরেণু : পাষাণ মানুষী তনু : করিলে যেদিন নারায়ণ।
বিভা অবলম্ব হল্য ; সেহেতু অহল্যা পাল্য : তব পদ কৈল দরশন॥
যজ্ঞ উপলক্ষ্য করি : যেদিন আইলে হরি . রাজরাণী কৌশল্যার বাসে।
দরশন কৈল রাণী : প্রভু অখিলের মণি : জগতজননী বাম পাশে॥
আর কথা কহি রাম : যবে পাল্য হনুমান : ঋষ্যশৃঙ্গগিরি বনমাঝে।
হনুকে করিলে দয়া : প্রভু বিশ্বরূপ হয়্যা : বামদিগে জানকী বিরাজে॥
যদি লঙ্কা-অধিকারী : সত্য সীতা কৈল্য চুরি : যদি তব সঙ্গে সীতা নাঞি।
যুগল মূরতি হতে : ভক্তে দরশন দিতে : কোথা সীতা পাইতে গোসাঞি॥
কে বুঝে তোমায় কর্ম : মায়াতে মোহিলে ব্রহ্ম : কিঞ্চিত জানয়ে ত্রিনয়ান।
আপনি সদয় যারে : সেই সে বুঝিতে পাবে কিছু কিছু জানে হনুমান॥
প্রভু মোরে কর দয়া : দেহ পাদপদ্ম-ছায়া : পঙ্কজ নয়ানকোণে চাহ।
সীতারাম রূপ হয়্যা : লক্ষ্মণেরে সঙ্গে লয়্যা : অভাগারে দরশন দেহ॥
আমি আসিবার কালে : জননী আমারে বলে : সীতারাম করাবে দর্শন।
মায়ের বাসনা পূর্ণ : হে হরি করহ তূর্ণ : বাঞ্ছাকল্পতরু নারায়ণ॥
ভক্তের বাসনা দেখি : বাম অঙ্গে জানকী : দক্ষিণে লক্ষ্মণ দাণ্ডাইলা।
ভুবনমোহন বেশ : শিরে ছত্র সুবিশেষ : প্রকাশে ভুবন করে আলা॥
মার্কণ্ডাদি মুনি যত : শৌনকাদি শত শত : মুহুর্মুহু করিছে স্তবন।
নারদ তম্বুরা আদি : লয়্যা যন্ত্র নানাবিধি : সুস্বরেতে গায় রামায়ণ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তার রাম দয়াময় : বারেক করহ মোরে দয়া।
শুন রাম গুণনিধি : তুমি অখিলের পতি : অভাগারে দেহ পদছায়া।

অরণির পরিচয় দান

বাণে বলে মোর মুণ্ড ত্বরা কাট্যা লহ। সীতারাম-পাদপদ্মে মোরে লয়্যা দেহ
তোমার প্রসাদে যেন রামপদ পাই। ইহা না করিলে তোরে রামের দুহাই।
হেনকালে বাণ গোটা কাটিলেক মাথা। অরণি পড়িল গিয়া যথা রামসীতা॥
সাপটিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণে ধরিল। কাটা স্কন্ধ তিনজনে তুলিয়া লইল॥
নিযুক্ত করিল মুণ্ড রামের চরণে। তিনজনে লয়্যা স্কন্ধে উঠিল গগনে॥

দেখি যত দেবগণ সভে মোহ পায়। কপি সব বলে কোথা রামে লয়্যা যায়॥
শূন্যে গিয়া মহাবীর মা বলিয়া ডাকে। দেখ সীতারাম দয়া করিলা আমাকে॥
অরণি ডাকিতে দেখে সরমা চাহিয়া। অবনী-উপরে পড়ে মূর্ছিত হইয়া॥
চেতন পাইয়া পুন সরমা ত উঠে। কত স্তব করে রামে হয়্যা করপুটে॥
অরণিরে ধন্য ধন্য করে কত বার। সার্থক তোমার জন্ম গর্ভেতে আমার॥
তব গুণে রামসীতা দেখিনু নয়নে। তব তুল্য কেহ নাঞি হৈল ত্রিভুবনে॥
কাটা স্কন্ধ উপরেতে রামকে রাখ্যাছ। কাটা মুণ্ড রামপদে নিযুক্ত কর্য্যাছ॥
মুণ্ড গোটা ডাক্যা বলে শুনগো জননী। তব অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিনু রাজরাণী॥
তব আশীর্বাদে পড়িয়াছি রাম-পায়। এখন জননী মোরে করগো বিদায়॥
একথা শুনিয়া চায়্যা দেখয়ে রাবণ। হাহাকার কর্য্যা বলে হইল কেমন॥
ত্বরায় প্রবেশে অশোকবনের ভিতরে। দেখিল জানকী পড্যা ধরণী-উপরে॥
পুনরপি চায়্যা শীঘ্র দেখয়ে রাবণ। নিশ্চয় জানিল রাজা আপন মরণ॥
সরমা সুন্দরী দিল বাছনে বিদায়। তখন অরণি লয়্যা রামকে নাবায়॥
কাটা মুণ্ড উচ্চস্বরে রাম রাম বলে। দয়ার ঠাকুর তুল্যা করিলেন কোলে॥
অরণির মুণ্ড পুন কহিছে ডাকিয়া। কোথা পিতা বিভীষণ দেখহ আসিয়া॥
এত শুন্যা চেতন পাইল বিভীষণ। দেখে কাটা মুণ্ড রাম বলে ঘনে ঘন॥
অতি বেগে ধায়্যা বিভীষণ গেলা তথা। অরণির মুণ্ড বলে ধন্য তুমি পিতা॥
সার্থক রামের সেবা করিয়াছ তুমি। তব পুণ্যে রামপদ পাইলাম আমি॥
বিভীষণ বলে পুত্র তরণী আমার। সেই বই মোর পুত্র থাকে নাঞি আর॥
বিভীষণ বলে মুণ্ড দেহ দয়াময়। কোলে লয়্যা কাটা মুণ্ডে মাগে পরিচয়॥
কেবা তুমি কার পুত্র কোথা বা জনম। অরণি বলিছে পিতা শুন দিয়া মন॥
ইন্দ্র জিন্যা স্বর্গেতে রহিল লঙ্কেশ্বর। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণ-কোঙর॥
আর যত বীরভাগ রাবণের সনে। কুম্ভকর্ণ মহাবীব নিদ্রা অচেতনে॥
সেইদিন মাতা মোর কৈল ঋতুস্নান। সেইদিন পরে তুমি কৈলে তপ ধ্যান॥
তপস্যা করিতে গেলে মহেন্দ্র-শিখর। তোমার তপস্যা তথা হৈল সম্বৎসর॥
হেনকালে মধু দৈত্য বেড়ে লঙ্কাপুরী। শূন্যঘরে কুম্ভনসী করিলেক চুরি॥
পঞ্চ বৎসর তখন তরণী বীর ছিল। দৈত্যের সহিত রণ করিবারে গেল॥
আছাড খাইল মাতা তরণীর শোকে। সেইক্ষণে করিলেন প্রসব আমাকে॥
প্রসব হইবামাত্র ভাবিল অন্তরে। বহুদিন হৈল মোর স্বামী নাঞি ঘরে॥
ঋতুরক্ষা কর্য্যা গেলা তপের কারণে। সে কথা এখন তার না পড়িব মনে॥
এ পুত্র দেখিলে মোরে করিবে বর্জন। এত ভাবি ত্যাগ করিবারে কৈল মন॥

পদে ধর‍্যা ফিক্যা পেল্যা দিলেক আমায়। হেনকালে বরুণ সেথায় রথে যায়॥
অনাথ দেখিয়া মোরে বরুণ লয়্যা গেল। নিজ গৃহে রাখি মোরে পালন করিল
সেই হতে ছিনু আমি পরম আনন্দে। অকস্মাৎ আজি মোর প্রাণ বড় কান্দে॥
জিজ্ঞাসিতে বরুণ সব কহিল কাহিনী। রামপাদপদ্ম পাল্য বৈষ্ণব তরণী॥
একথা শুনিয়া মোর আনন্দ অন্তরে। আইলাম রামপদে শরণের তরে॥
তব পুণ্যবলে পড্যা শ্রীরামের পায়। লীন হয়্যা যাই পদে করহ বিদায়॥
এত শুন্যা অচেতন হয়্যা ভূমে পড়ে। তুলিতে চেতন পায়্যা ঘন শ্বাস ছাড়ে॥
মুণ্ড কোলে কর‍্যা কান্দে হইয়া বিকল। লজ্জিত হইয়া কান্দে ভকতবৎসল॥
অরণি কহিল আর কেন কর মোহ। রামের চরণে মোবে শীঘ্র করি দেহ॥
এত শুনি বিভীষণ দিল রামেব পায়। অবিরত কাটা মুণ্ড রামগুণ গায়॥
গান শুন্যা শূলপাণি আইলা শীঘ্রগতি। পঞ্চমুখে গায়্যা নৃত্য করে পশুপতি॥
আর পঞ্চরাগ সঙ্গে রামগুণ গায়। স্তুতি করে দিগম্বব রামচন্দ্র-পায়॥
মুণ্ড লয়্যা করজাপ্যে গাঁথে ত্রিপুরারি। হিন্দোল হইল মুণ্ড রামনাম কবি॥
মূর্তিমন্ত হৈল রাগ রামের সাক্ষাতে। গায় গুণ গৌরীকান্ত নাচিতে নাচিতে॥
ছয় রাগ রাম আগে পরিচয় দিয়া। বৈকুণ্ঠে গমন কৈল রথেতে চড়িয়া॥
দুন্দুভি বাজয়ে নাচে অপ্সরী কিন্নর। দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে রামের উপব॥
তম্বুব কৌশিক পায়্যা রাগেবে বন্দিল। নারদাদি গুণিগণ গাইতে লাগিল॥
আকাশে থাকিয়া বলে যত দেবগণ। অতঃপব কর রাম রাবণ-নিধন॥
লঙ্কায় নাহিক কেহ নির্বীর হইল। মহীতলে কেবল মহীরাবণ রহিল॥
এত বল্যা দেবগণ করিল গমন। কৈলাস শিখরে গেলা দেব পঞ্চানন॥
বিভীষণে প্রবোধিলা সুমিত্রা-তনয়। দেখহ অরণি পাল্য রামের অভয়॥
হনুমানে ডাকিয়া বলেন প্রভু রাম। প্রয়াগে অরণি-দেহ দেহ হনুমান॥
রামের আজ্ঞায় হনু অবিলম্বে চলে। অরণির দেহ দিল প্রয়াগের জলে॥
আনন্দে বানরগণ রামগুণ গায়। বানবের দম্ভ শুন্যা রাবণ ডরায়॥
বিভীষণে ভাষে রাম মধুর বচনে। বাহু পসারিয়া দিলা দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
হনুমান জাম্ববান অঙ্গদ সুগ্রীব। ক্রমে ক্রমে কোল সভে দিলেন রাঘব॥
ভগ্ন পাইক কহে অরণি-মরণ। বিলাপ করিয়া রাজা করয়ে রোদন॥
স্বামী প্রবোধিয়া তবে বলে মন্দোদরী। তব পাপে মজিল কনক লঙ্কাপুরী॥
সীতা দিয়া রঘুনাথের লহ গা শরণ। মোর বাক্য শুন রাজা প্রাণ বড় ধন॥
হেন পুত্র মরিল জীবনে নাহি সাধ। তব পাপে মরিল কুঙর মেঘনাদ॥

রাবণ বলে দৈব কভু না যায় খণ্ডন। পোড়া যায় লবণছিটা দেহ কি কারণ॥
এত দূরে অরণির অধ্যা হল্য সায়। ভাবিয়া রাঘব-পদ কবিচন্দ্র গায়॥
যেজন শ্রবণ করে একচিত্ত হয়্যা। রথে চাপ্যা বৈকুণ্ঠ যায় যম দেখে চায়্যা॥

মহীরাবণের উপাখ্যান

রাম জয়ধ্বনি করি নাচে কপিগণ। লঙ্কাজয় হল্য বল্যা কহে বিভীষণ॥
পুত্রাদি শোকেতে কান্দে রাজা দশানন। নিকষা আসিয়া তারে করিল বারণ॥
বীরঘটা মল্য সর্বে নাহি একজন। পাতালে প্রবেশ কর লয়্যা পরিজন॥
পাতালের নাম শুন্যা মহী পড়ে মনে। স্তুতিমাত্র আল মহী তার বিগুমানে॥
প্রণমিয়া বলে কেন ডাকিলে আমারে। বিবর্যা রাবণ সব কহিল তাহারে॥
তব শত্রু দুইজনে পাতালেতে লব। ভদ্রকালী আছে তথা বলিদান দিব॥
রাক্ষসের মায়া জানে বিভীষণ আছে। সাবধান হয়্য বাছা বিভীষণার কাছে॥
মহীরাবণ বলে কিবা জানে বিভীষণ। মায়ায় পাতালে লব শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মহীর প্রতাপে শোক ঘুচিল কান্দনা। তিন লোকে চমৎকার উঠিল বাজনা॥
অরণি পড়িল যুদ্ধে কোন বীর সাজে। তুমি বল বীর নাঞি কিসের বাগু বাজে॥
বিভীষণ পক্ষ হয়্যা লঙ্কাপুরে গেল। রামে আস্যা মহীর কথা বিবর্যা কহিল॥
মন্দোদরীর পুত্র মহী পাতালেতে থাকে। বিপাকে পড়িয়া রাজা আনিয়াছে তাকে॥
সাবধান হয়্য সর্বে মহীরাবণ আল্য। নানা মায়া জানে মহী সর্বনাশ হল্য॥
এত শুন্যা বিভীষণে কহে হনুমান। সমুখে পাইলে তার বধিব পরাণ॥
উপায় করহ বাপু পবননন্দন। মায়ায় হরিয়া লবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
দুই শত যোজন শরীর করে উচ্চ। তিন শত যোজন বেড়ায়্যা রাখে পুচ্ছ॥
রাম লক্ষ্মণ কপি থাকে তাহার ভিতরে। জাগ্যা থাক্য নিশাভাগে কহেন হনুরে॥
যতেক বৃত্তান্ত কথা কহে হনুমানে। প্রবেশ করিতে গড়ে না দিবে পবনে॥
নানা মায়া করিয়া আসিবে কতবার। পাতালে লবেক রামে ছাড়িলে দুয়ার॥
হনুমানে নীত কয়্যা যায় বিভীষণ। হেনকালে আল্য তথা রাবননন্দন॥
আকাশে ঠেক্যাছে পুচ্ছ ভাবে মনে মনে। দ্বারে যায়্যা কহে গিয়া পবননন্দনে॥
বিভীষণের রূপে যাত্যে আল্য বিভীষণ। ভয়ে দূরে ছাড্যা গেল সে মহীরাবণ॥
হনুমানে তত্ত্ব কয়্যা বিভীষণ গেল। কৌশল্যার রূপ ধর্যা মহীরাবণ আল্য॥
হনুমানে কহে দুটি ছলছল আঁখি। দ্বার ছাড়্যা দেহ বাছা রাম যায়্যা দেখি॥
হনু বলে সাগর কেমনে হলে পার। বিভীষণ আইল মাজা হইল সংহার॥
হনুরে বৃত্তান্ত কয়্যা গেল বিভীষণ। বিশ্বামিত্ররূপে আস্যা দিল দরশন॥

দ্বার ছাড্যা দেহ বাপু পবননন্দন। চিরদিনে করি গিয়া রাম-দরশন॥
হেনকালে সেইস্থানে বিভীষণ যায়। মহীরাবণ মোহ পায়্যা ভয়েতে পালায়॥
জনকের রূপে আস্যা কান্দ্যা কয় কথা। হনুর কাছে যায়্যা কয় সীতা মোর কোথা॥
কোপ করি তাহারে কহেন হনুমানে। সীতা দেখ্যা আস্থ গিয়া অশোকের বনে॥
মোহিত হইলা মহী আপন মায়ায়। বিভীষণ আসে পাপী দূরেতে পালায়॥
গড়ের বাহিরে বীর বিভীষণ যাতে। বিভীষণরূপে আল্য হনুর সাক্ষাতে॥
সাবধান হয়্যা হনু দ্বারে থাক তুমি। শ্রীরাম লক্ষ্মণে যায়্যা দেখ্যা আসি আমি॥
এত বলি প্রবেশিল গড়ের ভিতরে। সত্বরে নিদাটি দিল মহামায়ার বরে॥
সুলঙ্গের পথে লয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে। বন্দী কর‍্যা রাখ্যা গেল আপন ভবনে॥
বিভীষণ যাতে দ্বারে হনুমান বলে। এই প্রবেশিলে গড়ে কোন পথে আলে॥
শুন্যা বিভীষণ বলে সর্বনাশ হল্য। শ্রীরাম লক্ষ্মণে মহীরাবণ লয়্যা গেল॥
চায়্যা দেখে বানর কটক অচেতন। রাম লক্ষ্মণ নাঞি দেখ্যা দুঁহে অচেতন॥
হনুমান বিভীষণ করয়ে রোদন। চেতন পাইয়া কান্দে যত কপিগণ॥
নল নীল কান্দে আর মন্ত্রী জাম্ববান। সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বানর প্রধান॥
ধরণী লোটায়্যা বীর কান্দে বিভীষণ। কোপ কবি কহে তারে পবননন্দন॥
মিছা কর‍্যা কান্দে বেটা মায়ার কান্দনা। বাবণের চর তুঞি ভাবে গেল জানা॥
বিশ্বাসঘাতকী পাপী তোর যত নাট। পবাণ হারাবি মোর হাতে যাবি কাট॥
লেজেতে বান্ধিয়া তোরে ডুবাব সাগরে। চাপিয়া মারিব তোরে সকল বানবে॥
ঘাড়ে ধব্যা ধাকা মার‍্যা ঘসাড়িব মুখ। নখে চির‍্যা দুখান করিয়া দিব বুক॥
মোর ঠাঞি ঠেকিলি রে কিসের ভারিভুরি। মহীরাবণরূপ ধর‍্যা রাম কৈলি চুবি॥
একে একে খুঁজিয়া দেখিব ত্রিভুবনে। রাম না পাইলে তোরে বধিব পরাণে॥
সগণ সমেত আজি রাবণে মারিব। লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া সাগরে পেলিব॥
বৃথা যত শ্রম সভে করিনু জীবনে। পুড়িয়া মরিব আজি জলন্ত আগুনে॥
হনুর শুনিয়া বাণী কান্দে কপিগণ। গাছ পাথর লয়্যা যায় মারিতে বিভীষণ॥
কাতর হইয়া জাম্ববান পানে চায়। বানরে নিষেধ করি প্রবোধিল তায়॥
জাম্ববান বলে মতি জানিয়ে উহার। ধার্মিক বিভীষণ বটে ধর্ম অবতার॥
এত শুনি হনুমান তারে করে কোপ। বৃদ্ধকালেতে তোর বুদ্ধি হল্য লোপ॥
কোনজনে করিবেক রাক্ষসে বিশ্বাস। ভেদী হয়্যা আস্যা বেটা কৈল সর্বনাশ॥
হনুমান বলে আমি জানি উহার কথা। কি বুঝিয়া রঘুনাথ করিলা মিত্রতা॥
লক্ষ্মণ ঠাকুর রামে কর‍্যাছিল মানা। এই চুরি করালেক ভাবে গেল জানা॥

এত শুনি পুটপাণি কহে বিভীষণ। সকাতরে স্থগ্রীবে করয়ে নিবেদন॥
রাম বিনে অন্যে যদি আছে মোর মন। কোটি পুরুষ আমার নরকে গমন॥
তোমাদের আগে আমি দিব্য কর‍্যা কই। শ্রীরামের বিনে আমি আর কার নই॥
প্রতারণা কর‍্যা যদি কই সভার আগে। গোবধ ব্রাহ্মণবধ আস্যা মোরে লাগে॥
স্ত্রীহত্যা স্থরাপানে যত পাপ হয়। তত পাপের পাপী হুই কহিয়ে নিশ্চয়॥
হনুমান বলে হাতে হাতে দাগা পাবি। মিছামিছি দিব্য কর‍্যা পালাইয়া যাবি॥
রাক্ষস হইয়া স্থরা যেইজন খায়। কে যাবে প্রত্যয় ভাই তাহার কথায়॥
খুঁজ্যা আস্যা রামচন্দ্রে কহে হনুমানে। না পাইলে কর‍্য সভে যেবা আসে মনে॥
তারপর কপিগণে জাম্ববান কয়। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুঁহে মরিবার নয়॥
ব্রহ্মময় সনাতনে কে পারে মারিতে। কোন ভক্তে গেলা রাম কৃতার্থ করিতে॥
ভল্লুক বলেন বাছা বীর হনুমান। কতেক বিপদে বাছা তুমি কৈলে ত্রাণ॥
বিশেষে তোমার তেজ সব জানি আমি। স্থলঙ্গে পাতালপুরী প্রবেশহ তুমি॥
খুঁজ্যা আস্য একে একে যাইয়া পাতালে। না পাইলে প্রবেশিব সভাই অনলে॥
সাবধানে রাখিবে সভাই বিভীষণে। পালাইয়া যায় পাছে নানা মায়া জানে॥
স্থগ্রীব জাম্ববানে বীর করিয়া প্রণতি। স্থলঙ্গে পাতালপুরী প্রবেশে মারুতি॥
গেলেন কাঞ্চনাপুরে পুরী স্বর্ণময়। নানা চিত্র অমরাবতীর ভ্রম হয়॥
দীঘি এক দেখে বীর পুরীর বাহিরে। মর্কট হইয়া থাকে গাছের উপরে॥
স্বর্ণকুম্ভ কাঁখে করি যুবতী সকল। সন্ধ্যাকালে সভাই লইতে আসে জল॥
তার পাছু ধিরি ধিরি এক বুড়ী যায়। শাখায় বানর দেখ্যা কহেন সভায়॥
মরণ জানিহ সভে রাম চুরি করে। শিব বলে মারি তোরে নর আর বানরে॥
সভার ঘুচিল মেনে বসতির আশ। নর আর বানর আল্য রাজার বিনাশ॥
রাম লক্ষ্মণ হরে মহী যত দেবে বেথা। ব্রহ্মারে কহিল দেব যত সব কথা॥
বিধি বলে শক্রধনু গন্ধর্ব আছিল। অষ্টাবক্রে বিহসিয়া রাক্ষস হইল॥
হনুমান তারে মার‍্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। আনিবেক লঙ্কাপুরে শুন দেবগণ॥
দূতমুখে বার্তা পায়্যা স্থখী দেবগণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের কীর্তন॥

মহীরাবণ বধ

কালীর ঘরে গেল হনু শুনি বুড়ীর কথা। হনুমান বলে শুন জগতের মাতা॥
জানিলাম মহীরাবণ তব মায়াবরে। শ্রীরাম লক্ষ্মণে আনে কাঞ্চননগরে॥
বলিদান খাবে তুমি কর‍্যাছ মনেতে। নরবলি খায়াইব লেজের বাঁড়িতে॥
রাক্ষসী হয়্যাছ তুমি রাক্ষসের বাসে। হনুমানের কথা শুন্যা ভদ্রকালী হাসে॥

কৈলাসে চলিয়া যাহ হেথা কিবা কাজ। রাক্ষসের বাসে থাক নাই বাস লাজ॥
কালী বলে আছি মহীরাবণের ঘরে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুঁহা দেখিবার তরে॥
মহীরাবণ মার‍্যা কর রামেরে খালাস॥ রাম-দরশন কর‍্যা যাইব কৈলাস॥
এত শুনি সূক্ষ্মবেশে কারাগারে গেল। শ্রীরাম লক্ষ্মণে বীর চেতন করাল্য॥
কহ হনুমান মোরে কে আনিল এথা। মিতা বিভীষণ মোর কপিগণ কোথা॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল সেনাপতি। জাম্ববান কোথা মোর বিদরয়ে ছাতি॥
মনে মনে চিন্তা করে পবননন্দন। জানা গেল বৈষ্ণব ধার্মিক বিভীষণ॥
জাম্ববানের কথা সত্য বলে ব্রহ্মজ্ঞানে। বাঁচাতে নারিতাম রামে মাল্যে বিভীষণে॥
তোমারে আন্যাছে মহী হনুমান কয়। দেবতা গন্ধর্ব আদি কা হতে কি হয়॥
অলক্ষিতে কান্ধে কর‍্যা লয়্যা যাতে পারি। মহীরাবণেরে তবে কাব বাপে মারি॥
এই কথা মহীরে কহিবে রঘুমণি। দণ্ডবৎ কেমন সে দেখাহ আপনি॥
মহী প্রণমিলে আমি কাটিব তাহারে। উপদেশ কয়্যা গেল ভদ্রকালীর ঘরে॥
প্রাতে দেবী পূজিবারে রাজা আগুসার। ছাগল মহিষ মেষ নৈবেদ্য আপার॥
নগরে পড়িল ঢাক বাজয়ে বাজনা। আবালবনিতাবৃদ্ধ ধায় যত জনা॥
আউশেষ মৃত্যুযোগ করে কপালেতে। দুই ভায়ে লয়্যা যায় বলিদান দিতে॥
প্রবেশ করিল যায়্যা ভদ্রকালী-ঘরে। বিধিমত বলিদান রাজা পূজা করে॥
হাতে ধর‍্যা বসাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণে। দুটি ভাই চায়্যা আছে ভদ্রকালী-পানে॥
মহী বলে রামচন্দ্র তুমি পুণ্যবান। তব রক্ত ভদ্রকালী করিবেন পান॥
এত শুনি লক্ষ্মণ চাহে রামের বদন। দেখিতে না পাই প্রভু পবননন্দন॥
মহী বলে কাটি দুটি ভাই হয়্য স্থির। দণ্ডবৎ কর দোঁহে নত কর‍্যা শির॥
মোর পিতা দশরথ অযোধ্যার রাজা। দেবলোক নরলোক যার করে পূজা॥
রাজবংশে জন্ম মোর কহে রঘুমণি। দণ্ডবৎ কেমন সে দেখাহ আপনি॥
দৈবের নির্বন্ধ যে খণ্ডন নাই যায়। নত শির হয়্যা বীর রামকে দেখায়॥
দেবীর আদেশ পায়্যা হনুমান উঠে। খড়্গাঘাতে তার মাথা কাটে এক চোটে॥
লাফায়্যা উঠিল স্কন্ধ ভূমে পড়ে মুণ্ড। কাট কাট বলিয়া সঘনে ডাকে তুণ্ড॥
ঘোর শব্দ হল্য তার প্রলয় নির্ঘাত। মহীরাবণের নারী হল্য গর্ভপাত॥
মায়ে জিজ্ঞাসয়ে বীর কি শব্দ হইল। রাণী বলে তব পিতার মাথা কাটা গেল।
আঁচল কাঁকালে বান্ধ্যা ধায় উভরড়ে। হনুরে মারিতে যায় সিংহনাদ ছাড়ে॥
অস্ত্রের রহিত দোঁহাকার হাত পা। বজ্র চড়ে হনুমানের না কাঁপিল গা॥
হাতাহাতি ঘোর রণ দুঁহেতে প্রবল। পদভরে ধরণী করিছে দলদল॥
প্রখর নখেতে হনু আঁচড়য়ে বুকে। মহীর বেটা অহি যুঝে রক্ত উঠে মুখে॥

দুই বীরে ধরাধরি পাছড়া-পাছড়ি। অবনীমণ্ডলে দুঁহে যায় গড়াগড়ি ॥
ধরিতে না পারে হনু পিছলিয়া যায়। কোপে কাঁপে হনুমান করে হায় হায় ॥
পবনে স্মরণ করে বিপদে ঠেকিয়া। ধূলায় ধূসর বীর ধরিল আঁটিয়া ॥
কক্ষে চাপি বক্ষ ভাঙ্গে মারয়ে আছাড। মাথার খুলি ভাঙ্গ্যা তার গুঁড়া হৈল হাড় ॥
পড়িল মহীর পুত্র কান্দে তার মাতা। ছয় সেনাপতি ধায় কোটি গজ মাতা ॥
হনু সঙ্গে আসিয়া করিল ঘোর রণ ॥ রকতের নদী বহে তেজিল জীবন ॥
ভদ্রকালী শ্রীরামেরে কহে মুখ হেরি। রাবণ মারিয়া যাহ অযোধ্যানগরী ॥
এত বলি ভদ্রকালী গেলা নিজ স্থান। শক্রধনু শাপান্ত হইতে পাল্য ত্রাণ ॥
দুই ভাই দুই স্কন্ধে হনু লঙ্কা চলে। কটক-রোদন শুন্যা জাম্ববান বলে ॥
রাম লক্ষ্মণ আনে হনু বলিতে বলিতে। দুই ভাই কান্ধে হনু আল্য আচম্বিতে ॥
হনু-স্কন্ধে রাম লক্ষ্মণ দেখিবারে পায়। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি কপিগণ ধায় ॥
জুডাল্য সভার প্রাণ রাম রাম বলে। মৃতদেহে প্রাণ যেন পাইল সকলে ॥
রামজয় জয় বল্যা নাচে কপিগণ। লঙ্কায় থাকিয়া শুনে রাজা দশানন ॥
শুক সারণেরে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর। কিবা হেতু সিংহনাদ করিছে বানর ॥
শুক সারণ বলে রাজা শুন মন দিয়া। রাম লক্ষ্মণ আনে হনু মহীরে মারিয়া ॥
শুনি রাজা দশানন শোকে অচেতন। মন্দোদরী তথা আসি দিল দরশন ॥
কেন কান্দ মহারাজা হয়্যা অচেতন। তব পাপে মরিল যতেক বীরগণ ॥
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল শুন নরপতি। অতিকাদি পুত্র মরে পাইলে পীরিতি ॥
নিষ্ঠুর তোমার হিয়া কি কহিব আর। রাজা বলে আর না বলিহ বারে বার ॥
একে পুত্রশোকে মোর দগ্ধ কলেবর। অস্থির হয়্যাছি মুঞি শরীর জর্জর ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামপদ সার। কোপে দশানন রাজা কহে পুনর্বার ॥

রাবণের যুদ্ধযাত্রা

হা হা পুত্র বল্যা রাণী সদা বলে মুখে। কান্দে রাণী মন্দোদরী শেল বাজে বুকে ॥
যুবতীর রোদন শুনিয়া দশানন। বিঘূর্ণিত কুড়ি আঁখি করয়ে তর্জন ॥
কটক সমেত মারি শ্রীরাম লক্ষ্মণ। রক্তে মৃতজনাদের করিব তর্পণ ॥
সাজে যত বীরঘটা সাজিল রাবণ। কনক মুকুট শিরে নানা আভরণ ॥
স্বর্ণরথে চড়ে রাজা নানা অস্ত্রধারী। পুরী হতে বারি হল্য বাজে শঙ্খ ভেরী ॥
সসৈন্যে রাবণ আল্য দেখিবারে পায়। পর্বত হাতে কর্যা সর্ব কপিগণ ধায় ॥
কুপিল রাক্ষস ঝাঁকে ঝাঁকে এড়ে বাণ। বানর কটক বিন্ধ্যা করে খান খান ॥
বাণ খায়্যা ঘোর শব্দ কুপিল বানর। রাবণ রাজায় পেল্যা মারে গাছ পাথর ॥

কুপিল রাবণ রাজা পূরিল সন্ধান। একেক বানরে মারে কুড়ি কুড়ি বাণ॥
শত বাণে নলে বিন্ধ্যা করিল জর্জর। হনুমানে শত বাণ মারে লঙ্কেশ্বর॥
আশি বাণ মারে রাজা বালীর নন্দনে। শত বাণ মারিল রাক্ষস বিভীষণে॥
গবাক্ষে পঁচাশি বাণ পূরিলা সন্ধান। দধিমুখে দশানন মারে ষাটি বাণ॥
বাণে বিন্ধ্যা বানরে করিল জরজর। ভয় পায়্যা ভঙ্গ দিল সকল বানর॥
বিরূপাক্ষ বীর যুঝে দেখি ভয়ঙ্কর। রুষিল সুগ্রীব রাজা যমের দোসর॥
সেনায় আবৃত স্থান শিলাতাল হাতে। শব্দ করয়া পেলে যত রাক্ষসের মাথে॥
পর্বত-সমান রক্ষ কেবা পড়ে কোথা। শুণিতে ভাসিল সিন্ধু রাজা পায় বেথা॥
বিরূপাক্ষ ডাক্যা বলে সুগ্রীব রাজারে। আজি তোরে বধিয়া পাঠাব যমঘরে॥
ঘোর খড়্গ তুলে বীর সুগ্রীবে মারিতে। শত খান করে খড়্গ শিলার আঘাতে॥
কুপিয়া সুগ্রীব মারে ললাটে চাপড়। বিরূপাক্ষ বীর মরে করয়া ধড়পড॥
মর্তবীর দেখে বিরূপাক্ষ মল্য রণে। খড়্গ লয়্যা ধায় বীর সুগ্রীবের পানে॥
হস্তে হতে সুগ্রীব কাড়িয়া লয় খাঁড়া। মুষ্টির আঘাতে তার মাথা কৈল গুঁড়া॥
মর্তবীর বধিতে উন্মত্ত বেগে ধায়। জাঠা পেল্যা মারে বীর অঙ্গদের গায়॥
আপনা সারিয়া বজ্রমুষ্টি মারে বুকে। ভূমে পড়ি প্রাণ ছাড়ে রক্ত উঠে মুখে॥
সারথিরে ডাক্যা কয় রাজা দশানন। তথা রথ লেহ যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
লেখাব দক্ষিণদিগে পেশ্বায় বসতি। রামলীলা কহে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী॥

রাবণের ক্রোধ

যুদ্ধেতে মার্যাছে ইন্দ্রজিত হেন তোক। রাম লক্ষ্মণ মারিয়া ঘুচাব পুত্রশোক॥
রঘুবংশের বৃক্ষ রাম সীতা পুষ্প-ফলে। সভাই মরিব রাম লক্ষ্মণ মরিলে॥
সারথি চালাল্য রথ রামের গোচরে। ভঙ্গ দিল কটক সব দেখ্যা লঙ্কেশ্বরে॥
কটকে আশ্বাসি রাম কহে বিভীষণে। ধনুর্বাণ রথোপরি আল্য কোনজনে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি নিবেদন করি। রাবণ উহার নাম লঙ্কা অধিকারী॥
কার্মুক ধরিয়া রাম করয়ে তর্জন। বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হল্য দরশন॥
রামসঙ্গে সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ। ভায়ের কাছে কাছে যান সুমিত্রানন্দন॥
রাবণের পানে দৃষ্টি করি দয়ানিধি। গর্জিয়া উত্তর কন কোপে সীতাপতি॥
ভাগ্যফলে রস্থণলে দেখা তব সঙ্গ। আইছ যদি যুঝ তবে পাছে দেহ ভঙ্গ॥
অগু দশমাস মধ্যে দেখা তব সনে। মোর ভাগ্যে বিধি আনি মিলাল্য যতনে॥
করয়া বহু সংগ্রাম আন্যাছ সীতা নারী। অদ্যাবধি তোমার বিক্রম সদা স্মরি॥
যত বাণশিক্ষা আজি মনের সাধে যুঝ। ফির্যা যাবে লঙ্কায় এমন আশ তেজ॥

শুনিয়া রামের বাক্য হাসে দশানন। অবনীতে খ্যাত আমি অজয় রাবণ॥
জাতে যে রাক্ষস আমি ভক্ষণ বানর। সংহারি সকল কপি আজি যাব ঘর॥
দুর্লভ মনুষ্য-মাংস খুঁজি নিরবধি। মনের মানসে আন্যা মুখে দিল বিধি॥
শ্রীরাম রাবণে বাক্য হয় যথোচিত। ধনুকে টঙ্কার দিলা সুমিত্রার সুত॥
সিংহনাদ ছাড়িয়া রাবণপানে চান। ওরে পাপী দুষ্ট তোর বধিব পরাণ॥
রাবণ বলে তোর লাগ্যা আইছি আজি রণে। আজি তোর হবে দেখা ইন্দ্রজিত-সনে॥
বাণের প্রতাপ পারা দেখ নাই মোর। এক বাণ সইবি এত জীবন কোথা তোর॥
লক্ষ্মণ বলেন দর্প তোর সব জানি। যুদ্ধ কর্যা জিন্যা যাসি তবে সে বাখানি॥
এত শুনি রাবণ কাঁপিছে কোপাবেশে। রুষিলা শ্রীরামচন্দ্র কবিচন্দ্র ভাষে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামের উদ্দিশে বাণ ছাড়ে দশানন। শূন্যপথে বাণ কাটে কমললোচন॥
বাণ গোটা ব্যর্থ কোপে কাঁপে লঙ্কেশ্বর। জাঠাগাছ গর্জ্জি্যা এড়িল তারপর॥
বাজিল রামের ভালে হল্য রক্তপাত। বুক বায়্যা পড়ে ধারা মূর্চ্ছা রঘুনাথ॥
জ্ঞান পায়্যা কতক্ষণে গুণে বাণ জুড়ি। কোপে পূর্ণ রাবণ উদ্দিশে দিলা ছাড়ি॥
অগ্নিবৃষ্টি করে বেগে বাণ গোটা চলে। ঘন ঘন গর্জ্জে বাজে রাবণ-কপালে॥
ফলা গোটা ভালে বাজে ভক্ষয়ে রুধির। বাহুবলে বহু যত্নে করিলা বাহির॥
ব্যস্ত হয়্যা হস্ত দিয়া সত্বরে শুণিত। কোপাবেশে বাণ বর্ষে শ্রীরাম চিন্তিত॥
দশ হস্তে সব্য শর ধনু দশ হাতে। আকাশেতে দেবগণ লাগিলা দেখিতে॥
আছিল আকাশপথে প্রশংসে অমর। আগাল্য সুমিত্রাসুত লয়্যা ধনুঃশর॥
কুপিয়া লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার। শব্দে দশদিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার॥
রাবণ বলেন বীর আর কোথা যাবি। না পালাস থাক থাক পরাণে মরিবি॥
লক্ষ্মণ বলেন তোর কি করে কথায়। বীরের বীরত্বপনা যুদ্ধে জানা যায়॥
অরে পাপ দুরাচার পালাইবি কোথা। বাণে কাট্যা পেলিব এখনি দশ মাথা॥
কুপিল রাবণ রাজা পূরিল সন্ধান। কাটিয়া সুমিত্রাসুত করে খান খান॥
এড়িল হাজার বাণ বীর দশানন। আচ্ছন্ন হইলা বাণে সুমিত্রানন্দন॥
বিভীষণ সুগ্রীবাদি যতেক বানরে। পরাভব কর্যা ধায় রামের উপরে॥
রাবণে বিন্ধিয়া রাম করিলা জর্জ্জর। দুই গজে যেন যুদ্ধ হয় পরস্পর॥
পৃথিবী ঘুরিয়া বুলে করে টলবল। বাণশব্দে ত্রাস পায় রাক্ষস সকল॥
রাবণ মারয়ে বাণ শ্রীরামের গায়। রুষিয়া জানকীনাথ ভল্লে কাটে তায়॥
পরস্পর বাণবৃষ্টি ঢাকিল গগন। রণশূর দুই বীর শ্রীরাম রাবণ॥

রঘুনাথ বাণবৃষ্টি করে অবিরত। পতাকা কবচ ঘোড়া কাটিলেন রথ ॥
লাফ দিয়া রাবণ চড়িল আর রথে। সম্মোহন অস্ত্রে মোহ করে রঘুনাথে ॥
হেনকালে বিভীষণ সুগ্রীব লক্ষ্মণ। রাবণ উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
কোপ করি দশানন কহে বিভীষণে। কুলান্তক পাপমতি গেলি এতদিনে ॥
পতাকা সারথি ঘোড়া কাটিলা লক্ষ্মণ। গদার আঘাতে রথ ভাঙ্গে বিভীষণ ॥
বিরথী হইয়া রাজা চাপে অন্য রথে। বিভীষণে মারিবারে বাণ কৈল হাথে ॥
এড়িলেক ঘোর বাণ পূরিয়া সন্ধান। অর্ধপথে কাটে লক্ষ্মণ করি খান খান ॥
পুনর্বার শক্তি এড়ে রাজা দশানন। ডাক্যা বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ তারা যেন ছুটে। তিন খান করিয়া রাজার শক্তি কাটে ॥
শেলপাট কাটা গেল কোপে দশানন। ডাক দিয়া বলে বীর শুনরে লক্ষ্মণ ॥
বারে বারে রক্ষা তুমি বিভীষণে কর। এবার যাইতে তোবে হল্য যমঘর ॥
ময়দত্ত ঘোর শক্তি তুল্যা নিল হাতে। ভেদিব তোমার বুক শক্তিব আঘাতে ॥
এত বলি দশানন শক্তি ধরে কোপে। চমকিত রঘুনাথ দেবাসুর কাঁপে ॥
হেন শক্তি লক্ষ্মণ বহিতে বীর তুলে। সূর্যের সমান তেজ মুখে অগ্নি জ্বলে ॥
লক্ষ্মণে ডাকিয়া বলে রাজা দশানন। পিতামাতা এইকালে করহ স্মরণ ॥
যুবতীরে পুনরপি আর না দেখিবে। শেলাঘাতে মোর হাতে পরাণ হারাবে ॥
এড়িল দারুণ শক্তি মেঘ যেন গাজে। দশদিগ অগ্নিময় শত ঘণ্টা বাজে ॥
দারুণ শক্তির তেজে দেবাসুর কাঁপে। রামচন্দ্র চমকিত ভয় তিন লোকে ॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রে বাক্য নাঞি সরে। সুষেণ সুগ্রীব মন্ত্রী হাহাকাব করে ॥
যতেক বানরগণ চতুর্দিগে চায়। হনু বলে বিভীষণ কি করি উপায় ॥
শেল দেখ্যা লক্ষ্মণের শুখাইল মুখ। ভাই পানে চান রাম ফাট্যা যায় বুক ॥
মোহেতে ব্যাকুল তনু শেলপানে চায়্যা। বিনয়ে বলেন কিছু কৃতাঞ্জলি হয়্যা ॥
দেবরূপে শেল তুমি ত্রিভুবন খ্যাত। রাবণ পায়্যাছে ময় দানবের দত্ত ॥
শুন্যাছি তোমার বল ব্রহ্মাদি বাখানে। জোড়হাতে বলি আমি না বাজ্য লক্ষ্মণে ॥
প্রাণাধিক আমার লক্ষ্মণ গুণমণি। তব ঠাঞি ভাই দান মাগ্যা নিলাম আমি ॥
ব্যাকুলি করেন রাম শেল নাঞি শুনে। আল কর্যা আইসে বেগে গর্জিয়া গগনে ॥
কত স্তব কৈলা রাম শেল না ফিরিল। ডাক্যা কন রামচন্দ্র সর্বনাশ হল্য ॥
ঝাটি ঝগড়া শেল মুষল মুদ্গরে। নানা অস্ত্র এড়ে লক্ষ্মণ শেলের উপরে ॥
শেল কাটিবারে বীর নানা অস্ত্র এড়ে। যত বাণ এড়ে বীর শেলমুখে পুড়ে ॥
ফিরাতে না পার্যা শেল লক্ষ্মণের ভয়। ময়দত্ত শেল সেই দেবের দুর্জয় ॥
হেদেরে দারুণ শেল বলিরে তোমাকে। লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে।

অব্যর্থ দারুণ শেল সেহ নাকি ফিরে। লক্ষ্মণের বুকে ভেদ করিল নির্ভরে ॥
শেলাঘাতে মহাবীর হইল অজ্ঞান। ঠাকুর লক্ষ্মণ তবে ধরণী লোটান ॥
ভূমে পড্যা শ্রীরাম শ্রীরাম বলি ডাকে। অচেতন হল্যা রাম লক্ষ্মণের শোকে ॥
রথে হতে রাবণ নাম্বিলা অবনীতে। আঁকড়িয়া লক্ষ্মণে তুলিতে চায় রথে ॥
ভূমি ছাড়া লক্ষ্মণে করিতে রাজা নারে। বিস্ময় ভাবিয়া নিন্দা করে আপনারে ॥
অনাথের নাথ প্রভু লোকের আশ্রয়। অনন্ত অমৃত শক্তি দেব বিষ্ণুময় ॥
রাবণের কিবা তেজ তাহারে উঠায়। হেনকালে হনুমান দেখিবারে পায় ॥
মাথায় মারয়ে মুষ্টি পবননন্দন। মূর্ছা হয়্যা ভূমেতে পড়িল দশানন ॥
ঘুর্যা বুলে দশানন রক্ত উঠে মুখে। পুন পদাঘাত হনু মারে তার বুকে ॥
চেতন পাইয়া রাজা চাপিলেন রথে। লক্ষ্মণে আনিল হনু রামের সাক্ষাতে ॥
তখনে রাবণ করে বাণ-বরিষণ। লক্ষ্মণে ছাড়িয়া যায় যত কপিগণ ॥
রামচন্দ্র ডাকিয়া কহেন কপিগণে। ভয় নাঞি ভঙ্গ কেহ নাঞি দিহ রণে ॥
সভে মেল্যা রক্ষা কর প্রাণের লক্ষ্মণে। রণেতে মারিব আজি রাজা দশাননে ॥
রাবণ মারুক মোরে আমি বা রাবণে। দণ্ড দুই বই এবে দেখিবে নয়ানে ॥
রাজ্যনাশ বনবাস সীতার হরণে। ঘুচাব সকল দুঃখ বধিয়া রাবণে ॥
বালীবধ সেতুবন্ধ কৈল যে কারণে। রাবণ বধিয়া যশ থুব ত্রিভুবনে ॥
রামের কথায় সভে সাহসে দেই ভর। আগুলিয়া রহিল লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ॥
ভ্রাতৃশোকে যুঝে রাম শরগণ্ডি হাথে। বাজিল দারুণ যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥
পরস্পর দুই বীরে হয় ঘোর রণ। বাণাঘাতে কাতর হইল দশানন ॥
মুকুট কাটিলা রাম অর্ধচন্দ্র বাণে। রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল দশাননে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে আধ্যাত্মিক মত। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা বাল্মীকি [কথিত] ॥

লক্ষ্মণের পতন

রণ জিন্যা আল্যা রাম লক্ষ্মণের কাছে। ধূলায়ে ধূসর তনু পড়িয়া রয়্যাছে ॥
সুষেণে ডাকেন রাম বুক নাঞি বান্ধে। পড়িয়া অবনীতলে রামচন্দ্র কান্দে ॥
ইন্দ্রজিত হেন বীর মারিলে যুদ্ধেতে। নড়িতে চড়িতে নার শেলের আঘাতে ॥
জটা বাকল পর্যা বনে মোর সঙ্গে আলে। দুর্জয় দারুণ শেলে পরাণ হারালে ॥
না বাঁচিব একদণ্ড আমি তোমা বিনু। কেমনে ধরিব হিয়া তিয়াগিব তনু ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্যা রামচন্দ্র ডাকে। আগেতে মরিলে ভাই রাখিয়া আমাকে ॥
আগে মোর জন্ম কর্ম বেদবিদ্যা শিক্ষা। বিবাহ আমার আগে গুরুকুলে দীক্ষা ॥
বুঝিতে নারিনু আমি ধাতার লিখন। পশ্চাতে লিখিল কেন আমার মরণ ॥

কৈকৈয়ের বচনে বাপ বনবাস দিল। বনবাস দিয়া মোরে পরাণ ছাড়িল ॥
হায় হায় দেশেতে মরিল মোর পিতা। পঞ্চবটী বনে আমি হারাইনু সীতা ॥
সমুদ্র বান্ধিনু আমি হারায়্যা জানকী। আজি যুদ্ধে হারাইনু লক্ষ্মণ ধানুকী ॥
তোমা হারাইয়া যাব অযোধ্যানগরে। কি বল্যা বলিব যায়্যা সুমিত্রা মায়েরে ॥
কাতর হইয়া রাম কান্দে অবিরত। অযোধ্যা যাইতে ভাই না রাখিলে পথ ॥
কি বল্যা বলিব রে ভরথ শত্রুঘনে। সভাই মরিব শোকে না দেখ্যা লক্ষ্মণে ॥
আর নাঞি যাব ভাই অযোধ্যানগরী। জপিয়া তোমার নাম হব দেশান্তরী ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। রামলীলা শুনে যেই সর্বত্র কল্যাণ ॥

রামের বিলাপ

ধূলায় পড়িয়া রাম : প্রভু দূর্বাদলশ্যাম : কান্দেন লক্ষ্মণ কর্যা বুকে।
আর কি পরাণে জিব : কোথা গেলে তোমা পাব : কি বলিব অযোধ্যাবাসীকে ॥
লক্ষ্মণের পানে চায়্যা : পড়ে প্রভু মূর্ছা হয়্যা : খস্যা পড়ে হাথের ধনুক।
লোচন রক্তের ছটা : ভূতলে লোটায় জটা . অশ্রুধারা পড়ে বায়্যা বুক ॥
একবার উঠে ভ্রমে · কখন পড়েন ভূমে কভু ডাকে উঠ ভাই বল্যা।
কভু বুকে বুক দিয়া · চান্দমুখ নিরখিয়া · কখন কান্দেন ফুল্যা ফুল্যা ॥
কখন ধরেন গলে : ডাকেন শ্রবণ-মূলে : উঠ ভাই ডাকে তব রাম।
আমার সঙ্গতি ছাড়ি : কি সুখে ধূলায় পড়ি · বুঝি প্রায় হবে মোরে বাম ॥
এত কেনে অভিমান : মুদ্যা থাক দু নয়ান : বিদেশে হারানু আমি আনি।
না যাব অযোধ্যাপুরী : তোমা বিনে দেশান্তরী : ছাড্যা গেল জনকনন্দিনী ॥
আমার তপস্যা বক্র : দারুণ বিধির চক্র : তিনজনে আইলাম বন।
তাহাতে লাগিল ধাতা : কাননে হারানু সীতা : আপন যুদ্ধে হারানু লক্ষ্মণ ॥
মৃত্তিকার ভাণ্ড লাগি : সোনার গাগরী ভাঙ্গি : কেমনে দেখাব এনা মুখ।
লক্ষ্মণে বান্ধিয়া গলে : ভাসিব সাগরজলে : ঘুচাইব মনের যত দুখ ॥
না বহে নাসায় শ্বাস : রকতে ভিজিছে পাশ : ভূমেতে রয়্যাছ মহাবীর।
আমি ডাকি পুন পুন : শুন্যা কেন নাঞি শুন : তেমনি রয়্যাছে ধনুতীর ॥
স্থির হল্য দুটি আঁখি : মরণের চিহ্ন দেখি : মলিন হইল চান্দমুখ।
মোরে ছাড়্যা না যাইহ : আমারে সঙ্গতি লেহ : বিদরিয়া যায় মোর বুক ॥
বন আসিবার পথে : তোমা লয়্যা হাথে হাথে : স'প্যা দিল সুমিত্রা জননী।
মরিলে আমার লাগি : হল্যাম তব বধভাগী : লোটায়্যা কান্দেন রঘুমণি ॥
বানর না ধরে প্রাণ : কান্দে বীর হনুমান : যত কটক লক্ষ্মণের মোহে।

কটকে কান্দনা রোল : কার নাঞি মুখে বোল : পঙ্কিল বসুধা হল্য লোহে ॥
রকত মুছান যত : রকত পড়য়ে তত : শেলের ঘা কি মুছাইলে রয় ।
দূরে ফেল্যা ধনু তীর : শোকে ভাসে রঘুবীর : রামলীলা কবিচন্দ্র কয় ॥

ঔষধ সন্ধানে হনুমানের যাত্রা

আর যুদ্ধে কাজ নাঞি রামচন্দ্র বলে । রণে পড্যা ভাই মোর রয়্যাছে ভূতলে ॥
কি কাজ জীবনে আর কি কাজ জানকী । শেলে হারাইনু আজি অজয় ধানুকী ।
হায় মরি হিয়া ফাটে না বলিলে কিছু । ধনু হাথে কে বুলিব মোর পাছু পাছু ॥
বিভীষণে ডাক্যা রাম কহে বারে বার । সত্যে বন্দী রহিলাম না শুধিনু ধার ॥
ভরথে আন্যাহ মিত্র অযোধ্যা হইতে । মারিবেক লঙ্কেশ্বরে দেখিবে সাক্ষাতে ॥
রাবণ মরিলে হব সীতার উদ্ধার । তুমি রাজা হবে আমি সত্যে হব পার ॥
সুগ্রীবে কহেন মিত্র কার মুখ চাহ । বানর কটক লয়্যা কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ ॥
রামচন্দ্র কোলে কর্যা কহে হনুমানে । অতঃপর মহাবীর যাহ নিজ স্থানে ॥
পুন আর অযোধ্যানগরে নাঞি যাব । লক্ষ্মণের নাম জপ্যা ভিক্ষা মাগ্যা খাব ॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম মূর্ছাগত হল্য । অবনীমণ্ডলে শোকে শ্রীরাম পড়িল ॥
হইয়া মানবদেহ বাড়ে বড় শোক । বুঝ্যা দেখ অন্যে কিসে লাগে নরলোক ॥
জোড়হাথে কহে ধন্বন্তরির নন্দন । শোক না করিহ রাম বাঁচিবে লক্ষ্মণ ॥
আঁখে মুখে মরণের চিহ্ন আমি জানি । লক্ষ্মণের শ্বাস বহে দেখ রঘুমণি ॥
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে বসিলেন রাম । সুষেণ বলেন শুন বীর হনুমান ॥
গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী । ঔষধ পরশে মৃতজন পায় প্রাণি ॥
হরিত বর্ণের ফল পীতবর্ণ পাতা । রক্তবর্ণ ফুল তার রাঙ্গা রাঙ্গা লতা ॥
হাহা হূহূ গন্ধর্ব আছয়ে গিরিমাথে । যুদ্ধ কর্যা থাক পাছে তাঁহাদের সাথে ॥
সাধহ রামের কার্য চল বাউপথে । ঔষধ আনিবে রাত্রি থাকিতে থাকিতে ॥
সূর্যের উদয় হল্যে বাঁচাতে নারিব । দারুণ শেলের ঘায়ে লক্ষ্মণ মরিব ॥
রামচন্দ্র বলে শুন পবননন্দন । ত্রিভুবনে যশ রাখ বাঁচায়্যা লক্ষ্মণ ॥
রামপদদ্বন্দ্ব বন্দ্যা কহে জোড়করে । প্রাণ যায় প্রাণ দিব লক্ষ্মণের তরে ॥
লম্ফ দিয়া মহাবীর উঠে বাউপথে । কবিচন্দ্র কহে যায় ঔষধ আনিতে ॥

কালনেমি বধ

লঙ্কার উপরে যায় পবননন্দন । কালনেমি পাত্রে ডাক্যা দেখ্যা রাবণ ॥
মুনিবেশে থাক গিয়া গন্ধমাদনে । সরোবরে পাঠাইবে বীর হনুমানে ॥

কুম্ভীরিণী আছে এক সেই সরোবরে। হনুমানের লাগ পাল্যে ভরিবে উদরে ॥
হনুমান মলে হেথা মরিব লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ মরিলে রাম তেজিব জীবন ॥
বিভাগ করিয়া লঙ্কা দুইজনে খাব। কর্মসিদ্ধ কর‍্যা আলে অর্ধরাজ্য দিব ॥
এত শুন্যা কালনেমি কহে লঙ্কেশ্বরে। মারীচের দশা প্রায় করিলি আমারে ॥
ঘরপোড়ার হাতে আমি তিলেক না জিব। পরাণে বাঁচিয়া আলে অর্ধরাজ্য খাব ॥
দড়ি পেল্যা বাঁট্যা লব অর্ধ লঙ্কাপুরী। ভাল ভাল বাছ্যা লব দশ হাজার নারী ॥
মনের গমনে গেল গন্ধমাদন। মায়ায় করিল বীর দিব্য তপোবন ॥
মুনিবেশ শিরে জটা বুক জুড়্যা দাড়ি। করে করজাপ্য মালা কমণ্ডলুধারী ॥
বাউবেগে এথা হনুমান কথোক্ষণে। উপনীত হল্য গিয়া গন্ধমাদনে ॥
মুনির আশ্রম দেখি পর্বত নিকটে। কাছে গেল হনুমান কালনেমি উঠে ॥
তপস্বী দেখিয়া বীর করিল প্রণাম। পরিচয় দিল মোর নাম হনুমান ॥
মুনি বলে কপিরাজ আমাব অতিথি। শ্রম দূব কর বাপু জুডাহ সম্প্রতি ॥
ঔষধের তরে তুমি কর‍্যাছ গমন। যোগবলে দেখি আমি বাঁচিব লক্ষ্মণ ॥
হনুমান বলে গোসাঞি কোথা পাব জল ॥ তপস্বী দেখায়্যা দিল দিব্য সবোবব ॥
সরোবব-জলে নামে পবননন্দনে। ভয়ঙ্কর কুম্ভীরিণী ধবিল চবণে ॥
ব্যস্ত হয়্যা মহাবীর কোপে লম্ফ দিল। কুম্ভীর সহিত গিয়া পাডেতে পড়িল ॥
দুহাতে ধবিয়া মুখ চিবিয়া পেলিল। মুক্ত হয়্যা গন্ধকালি রথেতে চডিল ॥
হনুমানে কহে নারী হয়্যা কৃতাঞ্জলি। গন্ধর্বী আছিনু আমি নাম গন্ধকালি ॥
যক্ষ নামে মুনি অঙ্গে পদ-পরশন। কুম্ভীবিণী হৈনু মুনিশাপের কাবণ ॥
রাববের দূত তুমি পবনেব সুত। পাপে মুক্ত তব অঙ্গ-পরশনে প্রীত ॥
আস্যাছ ঔষধ নিতে জানিনু সকল। মুনির আশ্রমে নাই খাঅ ফল জল ॥
রাবণের চব বেটা কহিয়ে তোমাবে। ভজন যজন বেটা মিছামিছি করে ॥
সাবধান হয়্য হনু তপস্বীর স্থানে। গন্ধকালি কয়্যা গেল মুনি ভাবে মনে ॥
কালনেমি কত কথা ভাবে মনে মনে। বত্তিলাম কপি বেটা মৈল এতক্ষণে ॥
বুদ্ধিবলে সিদ্ধ হৈল অসম্ভব কাজ। অতঃপর হব গিয়া লঙ্কামহীরাজ ॥
পূর্বভাগে লঙ্কার অর্ধেক যায়্যা লব। পশ্চিমদিগের অংশ দশাননে দিব ॥
পাত্র মিত্র সেনাপতি বাঁট্যা নিব অস্ত্র। বারি কর‍্যা বাছ্যা নিব ভাল ভাল বস্ত্র ॥
মাথায় বান্ধিব চির‍্যা যত খাসাজোডা। তবলে বান্ধিব লয়্যা বাছা বাছা ঘোডা ॥
আর এক মনে আছে অগ্রেতে করিব। বাছ্যা বাছ্যা অর্ধগুলা বিদ্যাধরী লব ॥
আর এক কথা আমি মনে মনে করি। কার ভাগ্যে পডে মেনে রাণী মন্দোদরী ॥
কুম্ভীরিণী হনুমানে করিলেক গ্রাস। অতঃপর লক্ষ্মণের হইল বিনাশ ॥

দূরে আস্যা হনুমান দেখিবারে পায়। আস আস হনুমান ডাকে উত্তরায় ॥
হের আস্য হনুমান্ উপদেশ কই। বিদ্যাবলে অবহেলে ঔষধ চিনই ॥
গ্রহণ করহ মন্ত্র ভক্তিভাবে লেহ। চিরজীবী হবে গুরু-দক্ষিণা ত দেহ ॥
বজ্রমুষ্টি ধর্যা বলে গোসাঞি আগ্যাহ। কৃপা কর্যা বুক পাত্যা গুরুদক্ষি লেহ ॥
এত বল্য' বজ্রমুষ্টি মারে তার বুকে। অষ্ট মুণ্ড ধর্যা বীর মার মার ডাকে ॥
ঘোর যুদ্ধ হয় দুঁহে হস্তপদাঘাতে। দোঁহে খণ্ড খণ্ড হয় দুঁহার যুদ্ধেতে ॥
ওষ্ঠাগত কালনেমি ধরিল খিয়ান। ব্রহ্মতালু তাকিয়া কিলায় হনুমান ॥
হস্ত পদ মুণ্ড তার পেটে ঢুকাইল। মাংসপিণ্ডবৎ যেন কালনেমি হল্য ॥
কালনেমিবধ কথা এতদূরে সায়। আধ্যাত্মিক রামলীলা কবিচন্দ্র গায় ॥

হনুমানের ঔষধ-সন্ধান

কালনেমি বধ করি : শ্রীরাম স্মরণ করি : হনুমান সামালে আপনা।
দুহাতে ধরিয়া তায় : শূন্যপথে উঠ্যা যায় : ফেল্যা দিল যেখানে রাবণা ॥
দ্বাদশ বর্ষের পথ : গন্ধমাদন পর্বত : শুনিতে আশ্চর্য লাগে মনে।
বাহুবলে ফিকে হনু : পড়ে কালনেমি-তনু : দশানন বসিয়া যেখানে ॥
দেখিয়া কম্পিত ভূপ : বলে একি অপরূপ : কেবা ত পড়িল মাংসপিণ্ড।
নিশ্চয় জানিতে নারে : মনে অনুমান করে : রয় রাজা চায়্যা চারিদণ্ড ॥
পাত্র মিত্র অনুভবে : কালনেমি বলে সভে : রাবণ রহিল চিত্রবৎ।
হায় কালনেমি মৈল : সেইকালে কয়্যাছিল : বিধিমতে মোরে হিতপথ ॥
দশানন ভাবে বেথা : বীর হনুমান হোথা : উঠে গিয়া পর্বত উপর।
ঔষধ খুঁজিয়া বুলে : দেখে বীর হেনকালে : পর্বতে আভাস দিবাকর ॥
দেখ্যা বীর চমকিত : মনে ভাবে সচিন্তিত : তবে কি করিনু বীরপনা।
সূর্যের উদয় হলে : ঠাকুর মরিব হেলে : বৃথা হল্য এতেক যন্ত্রণা ॥
ছাড়িয়া পর্বত অগ্র : চলে বীর মহা ব্যগ্র : পূর্বদিগ ভাস্করের কাছে।
ওথা রবি লয়্যা দড়া : সাজন রথের ঘোড়া : উদয়ে বিলম্ব কিছু আছে ॥
হেনকালে গেল হনু : ভূমেতে লোটায়্যা তনু : প্রণাম করিল ভক্তিভাবে।
উঠে ধরা পরিহরি : দুটি হস্ত জোড় করি : আখ্যান জিজ্ঞাসা করে তবে ॥
হাস্যা হাস্যা সূর্য কয় : শুন কপি মহাশয় : প্রধান আখ্যান নাম ভানু।
শুনিয়া রবির উক্তি : বলে বীর মহামতি : গোসাঞি আম্মার নাম হনু ॥
অন্ত্যাক্ষরে মিলাইল : মিতা বল্যা মোরে বল : কৃপা কর করি কোলাকুলি।
বিধির ঘটনা ভাল : কোল দিতে সূর্য গেল : হনুমান রাখে কাঁকতলি ॥

রথ সম সূর্য লয়্যা : যান বীর বেগে ধায়্যা : বিস্তর আনন্দ হল্য মনে।
রাখ্যাছি রবিরে ঢাকি : আর মোর ভয় কি : যাই কে ন পারি যতক্ষণে॥
এরূপ আনন্দ ভাবে : আসিয়া পর্বতে নাবে : যক্ষগণ দেখয়ে সকল।
আসিয়া নিকটে তার : জিজ্ঞাসেন সমাচার : বিশল্যকরণী কোথা বল॥
আমি পবনের সুত : রাঘব রামের দূত : লক্ষ্মণ পড়িয়া শক্তিশেলে।
কিবা কহ নাঞি বুঝি : সতত ঔষধ খুঁজি · লক্ষ্মণ মরিবে রাত্রি গেলে॥
শুন্যা এত বিবরণ : হাস্যা উঠে যক্ষগণ : কেবা রাম লক্ষ্মণ কোথা থাকে।
কেহ কেহ কয় হাস্যা জিজ্ঞাসা করয়ে আস্যা : মরণ ছটপটি পারা তোকে॥
কেহ কানে দেয় কাঠি : কেহ বা মারয়ে লাথি : কেহ কেহ লেজে ধর্যা টানে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : হনু হল্য বজ্রকায় : সংহার করিল যক্ষগণে॥

বাঁটুলের আঘাতে হনুমানের পতন

বিনাশ করিল বীর তিন কোটি গন্ধর্বে। ভ্রমণ করয়ে বীর ঔষধ-সন্দভে॥
সুষেণ ঔষধ চিহ্ন বল্যাছিল যা। ভুল্যাছে পবন-সুত স্মৃতি নাই তা॥
অনুমান করে তবে পবন-তনয়। গন্ধমাদন গিরি এ বটে নিশ্চয়॥
ইহাতে ঔষধ আছে নয় অন্যমত। মাথে কর্যা লয়্যা যাই সম্যক পর্বত॥
এই যুক্তি হনুমান সারাৎসার কৈল। রাবণ নিকটে দূত উপনীত হল্য॥
জোড়হাতে দূত কহে শুন দশানন। যে জন্য পাঠালে মোরে করি নিবেদন॥
পূর্বদিগে উদয় হইতে সূর্য গেল। সেই স্থলে হনুমান উপনীত হল্য॥
দুইজনে কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া। আমরা দেখিয়ে চায়্যা অন্তরে থাকিয়া॥
হনুমান কিবা বলে ভানু নাড়ে মাথা। বুঝিতে নারিনু দেব-বানরের কথা॥
হনুমান মহাবীর কহিয়ে তোমারে। সূর্যেরে ধরিয়া রাখে কক্ষের ভিতরে॥
শুনি দশানন রাজা ভাবে মনে মনে। মরণ নিশ্চয় মোর হল্য এতদিনে॥
হেথা সেইখানে বীর পবননন্দনে। পর্বত ধরিয়া বীর দুই হাতে টানে॥
পর্বত উপাড়্যা লয় বীর হনুমান। মাথে কর্যা মহাবীর করিল পয়ান॥
দশ যোজন দীর্ঘে আড়ে পঞ্চ যোজন। দেবগণ বলে ধন্য পবননন্দন॥
শ্রীরামের কথা মারুতির পড়ে মনে। নন্দীগ্রাম দিয়া যায় উঠিয়া গগনে॥
আছিল পূর্ণমা তিথি হল্য অন্ধকার। ধাইল সকল প্রজা কর্যা হাহাকার॥
ধাইল ভরথ বীর দেখে বাউপথে। বজ্র বাঁটুল নিল গুলতাঞি হাতে॥
পাতুকা লজ্জিয়া যায় দেখিয়া নয়নে। বজ্র বাঁটুল মারে বীর হনুমানে॥

অবনীমণ্ডলে পড়ে মূর্ছাগত প্রায়। রাম রাম বলি মুখে ধরণী লোটায়॥
রামনাম উচ্চস্বরে শুনিবারে পায়। বিস্ময় ভাবিয়া মনে ভরথ বীর ধায়॥
পুলকে পূরিত ধারা বহে অবিশ্রাম। চতুর্দশ বর্ষে শুনিলাম রামনাম॥
পর্বত দেখিয়া মাথে লাগিল বিস্ময়। প্রভু রামচন্দ্রে ডাকে কেবা মনে হয়॥
কেবা তুমি কোথা ঘর কিবা তব নাম। বাঁটুল খাইয়া কেন ডাক রাম রাম॥
পবনের পুত্র আমি সুগ্রীবের চর। হনুমান নাম মোর রামেব কিঙ্কর॥
মন দিয়া শুন প্রভু করি নিবেদন। অযোধ্যার রাম দশরথের নন্দন॥
পিতৃসত্য রক্ষাহেতু রাম গেলা বন। তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণ॥
রাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ। রাবণের শক্তিশেলে পড্যাছে লক্ষ্মণ॥
ঔষধ লইয়া যাই পর্বত কর‍্যা মাথে। বাঁটুলে হারাই প্রাণ কোন বীরের হাথে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আনু প্রভু রামের স্থানে। হায় হায় বাঁচাইতে নারিনু লক্ষ্মণে।
ভরথ ভূমেতে পড়ি জ্ঞান হল্য হত। বাজিল দারুণ শোক কান্দে অবিরত॥
ধরণী লোটায় তিঁহ করে হায় হায়। হনুমান মহাবীর তাহারে সুধায়॥
কেবা তুমি কিবা নাম কাহার তনয়। পরিচয় দেহ মোরে শুন মহাশয়॥
দশরথ-পুত্র মোরা অযোধ্যা নিবাস। ভরথ আমার নাম শ্রীরামের দাস॥
হনুমান বলে তুমি রামের শত্রু ছিলে। না বাঁচে লক্ষ্মণ আর বাঁটুল কেনে মালে॥
পাদুকা লঙ্ঘিয়া বাছা যাত্যেছিলে তুমি। পক্ষভ্রমে বাঁটুল মারিনু তোরে আমি॥
কৌশল্যা সুমিত্রা ডাকি শত্রুঘন আনে। মাথায় পর্বত হনু পড্যা যেইখানে॥
হনুমান বলে তুঁহে আমি নাঞি চিনি। ভরত বলে আগে যেবা রামের জননী॥
হনু বলে ঠাকুরাণী রামচন্দ্রের মা। উঠ্যা যাত্যে নারি আমি শিরে দেহ পা॥
কৌশল্যা বলেন মোর রাম লক্ষ্মণ কোথা। মাথায় পর্বত দেখি তুমি কেনে হেথা॥
রাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ। রাবণের শক্তিশেলে পড়্যাছে লক্ষ্মণ॥
ঔষধ লইয়া যাই পর্বত কর‍্যা মাথে। বাঁটুলে মরিনু নারি লক্ষ্মণ বাঁচাতে॥
শুনিয়া কৌশল্যা কান্দে ধূলায়ে ধূসর। লক্ষ্মণ বিনে নাঞি মোর রামের দোসর॥
কপাল ভাঙ্গিল মোর বিধি হল্য বাম। লক্ষ্মণ মরিলে মোর না বাঁচিবে রাম॥
ইহা বল্যা কান্দে রাম রাজীবলোচন। সুমিত্রারে কি বলিব হারায়্যা লক্ষ্মণ॥
আমার রামেরে হনু কহিয় বচন। বাঁচ্যা থাকু রাম মোর মরুক লক্ষ্মণ॥
যেমনি বল্যাছি বাছা তেমনি কর‍্যাছে। সীতারাম লাগ্যা বাছা পরাণ ছাড়্যাছে॥
ধন্য রে ধার্মিক পুত্র লক্ষ্মণ আমার। এতদিনে সুধিলি আমার দুধের ধার॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব আখ্যান॥

সুমিত্রার বচনশ্রবণে হনুমানের আনন্দ

হনুর বচন শুনি : সুমিত্রা রাজার রাণী : মনে কিছু না কৈল বিষাদ।
বাছা থাকি রামসনে : ভঙ্গ নাঞি দিলে রণে : না করিলে লোক অপবাদ॥
পরিহরি বাপ মায় : ভজিলে কমল পায় : সেবিয়া বুলিলে বনে বন।
যুঝিয়া সংগ্রাম মাঝে : মরিলে রামের কাজে : যশ থুলে ভরিয়া ভুবন॥
করিয়া দুর্জয় রণ : আগে লইলে মরণ : শেল না বাজিল শ্যাম অঙ্গে।
আহা হা লক্ষ্মণ করি : নিছনি লইয়া মরি : ভাল হল্যে গেলে রামসঙ্গে॥
আমার জীবন ধন্য : কতেক করিনু পুণ্য ; তপস্যা করিনু জন্মান্তরে।
দেব আরাধনা করি : সাগর সঙ্গমে মরি : তেঞি তোমা ধরিনু উদরে॥
মা হইয়া হেন কয় : সভার হল্য বিস্ময় : অশ্রুজলে ভরিল নয়ান।
আনন্দে আকুল তনু : পুলকিত হল্য হনু : করুণাতে হরিল গেয়ান॥
যতেক রাজার রাণী , সুমিত্রা-বচন শুনি : সভে চাহি সুমিত্রার মুখ।
ভরথ মায়ের পানে : চাহিয়া আঁখের কোণে : যাহার লাগিয়া এত দুখ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র বাণী : শুন সভে রাজরাণী : না হইবে সুমিত্রারে বাম।
বধিয়া রাক্ষসনাথে : জানকী লক্ষ্মণ সাথে : দেশেরে আসিব প্রভু রাম॥

লক্ষ্মণের জীবনলাভ

ভরথ বলেন চল লঙ্কাপুরে যাব। সগণ সমেত রাজা রাবণে মারিব॥
আজ্ঞা বিনে যাত্যে নারি বড হল্য লাজ। কি বুদ্ধি করিব বাপু কহ কপিবাজ॥
হনু বলে গিরি তুল্যা দিতে পার মোরে। সাহস করিয়া তবে যাই লঙ্কাপুরে॥
এত শুন্যা বাউবাণ হাতে কর্যা নিল। গুণ দিয়া ধনুকেতে সন্ধান পূরিল॥
ভরথ বলেন হনু বস্য মোর বাণে। পর্বত সমেত উডে পবননন্দনে॥
মাথায় পর্বত আনে শ্রীরামেব পাশে। হনুমানের তেজ দেখ্যা রামচন্দ্র হাসে॥
পর্বত রাখিয়া কথা কহেন রামেরে। সুষেণ ঔষধ আনে পর্বত উপরে॥
শিলে বাট্যা ঔষধ দিলেন নাসিকায়। উঠিলা লক্ষ্মণ বীর রামপানে চায়॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি রামচন্দ্র ডাকে। প্রেমধারা পডে রাম করিলেন বুকে॥
হনুমান প্রাণদান দিলে বারে বার। কোলে আস্য কি দিয়া সুধিব তোর ধার॥
লোটায়্যা পডিল হনু রাম পদতলে। দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে॥
সিংহনাদ ছাড়ে কপি রামজয় বলি। পরস্পর বানরে বানরে কোলাকুলি॥
রঘুনাথ বলে শুন পবনকুমার। পৃথিবী জুড়িয়া যশ রহিল তোমার॥
কটক ভরিয়া হনুমানের যশ গায়। কেহ কোল দেই কেহ ধরে গিয়া পায়॥

নিজ স্থানে পর্বত রাখিল হনুমানে। পুনরপি আল্য বীর শ্রীরামের স্থানে॥
সূর্যেরে ছাড়িয়া দিল পবননন্দন। পূর্বদিগে হল্য গিয়া রবির কিরণ॥
রামের চরিত্র লীলা কবিচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সর্বে পালা হল্য সায়॥

রাবণের পুনর্বার যুদ্ধযাত্রা

সিংহনাদ ছাড়ে কপি রামজয় গায়। লঙ্কাপুরে দশানন শুনিবারে পায়॥
মারিলে না মরে শত্রু কহে দশাননে। লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে॥
এত বলি কোপ করি সাজে দশানন। বিঘূর্ণিত কুড়ি আঁখি করয়ে তর্জন॥
মার মার শব্দ মুখে হুঙ্কার গর্জন। সাজাহ সাজাহ রথ কহিছে রাবণ॥
এতেক শুনিয়া রথ সাজায় সারথি। আট ঘোড়া পর্বতীয়া জুড়ে শীঘ্রগতি॥
নানা অস্ত্র তাহার উপর তুল্যা নিল। দশানন মহাবীর সাজন করিল॥
দশ মুণ্ডে সোনার মুকুট রাজা পরে। কর্ণেতে কুণ্ডল পরে ঝলমল করে॥
অঙ্গেতে পরিল রাজা নানা আভরণ। লম্ফ দিয়া রথে চড়ে রাজা দশানন॥
ক্রোধেতে রাবণ রণে কৈল আগুসার। রণে যায় মুখে সদা ডাকে মার মার॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে দশাননে। কালসর্প বামদিগে জম্বুকী দক্ষিণে॥
শুকিনি গিধিনি উড়ে মাথার উপরে। নানা অমঙ্গল দেখে যাইতে সমরে।
এ সকল অমঙ্গল কিছু নাঞি মানে। হুঙ্কার ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল রণে॥
সাজ্যা আল্য দশানন চাপ্যা স্বর্ণরথে। দেবতা পাঠাল্য রথ রাম চাপে তাতে॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া রথ চালায় মাতলি। পরস্পর দুই বীরে করে গালাগালি॥
রামচন্দ্র ডাক্যা বলে শুনরে রাবণ। হরিলি আমার সীতা হারাতে জীবন॥
হরিয়া পরের দারা পালাইবি কোথা। পাপে পূর্ণ হলি পাপী কাটাইবি মাথা॥
তবে রাম নামধর জানুক জগত। তোরে মার‍্যা বিভীষণে ধরাব রাজত্ব॥
কোটি রাম হত্যে রে আমার নাঞি ভয়। ইন্দ্রাদি দেবতা গেল তো হতে কি হয়॥
বালীকে মারিয়া তোর বুক বাড়িয়াছে। রাবণ আমার নাম আয় দেখি কাছে॥
এত বলি পরস্পর করে ঘোর রণ। নাগপাশ বাণ এড়ে লঙ্কার রাবণ॥
দর্প কর‍্যা বাণ চলে সর্পের আকার। গরুড় বাণেতে রাম করিল সংহার॥
জাঠাগাছ হাতে করি গর্জয়ে রাজন। আপন রাখ পরের বোলে বাঁচালি লক্ষ্মণ॥
মন্ত্র পড়ি জাঠা এড়ে লঙ্কার রাবণ। স্বর্গ মর্ত্য তিন লোক কাঁপে দেবগণ॥
যত বাণ এড়ে রাম জাঠামুখে পোড়ে। তা দেখিয়া মাতলি কহেন করজোড়ে॥
মাতলির কথায় রাখেন শেলপাট। ফাঁফরে রাবণ পড়ে জাঠা গেল কাট॥
ঘোর যুদ্ধ দুই বীরে ঠেকাঠেকি রথে। জর্জর হইলা দোঁহে দুঁহার বাণাঘাতে॥

তুলনা নাহিক দিতে ব্যাসের [ভাবনা]। রাম রাবণের যুদ্ধ নাহিক তুলনা॥
বানর কটকে ডাকে শ্রীরামের জয়। আকাশ ঢাকিল বাণে দেবতার ভয়॥
হেনকালে রামচন্দ্র সন্ধান যে পূরে। আকর্ণ পূরিয়া মারে রাবণের শিরে॥
এক মাথা রাম তার কাটিলা তুরিত। সেইক্ষণে আর মাথা উঠে আচম্বিত॥
দুই মাথা কাটি রাম পাড়িলা ভূমেতে। ব্রহ্মাবরে আর মাথা উঠে আচম্বিতে।
তিন মাথা কাটে রাম চোখ চোখ বাণে। আর তিন মাথা তার উঠে সেইক্ষণে॥
চারি মাথা কাটে রাম বাণ সত্য সার। আব চারি মাথা উঠে দেখি চমৎকার।
পাঁচ মাথা কাটে রাম রঘুব নন্দন। আর পাঁচ মাথা তার উঠে ততক্ষণ॥
তা দেখিয়া রঘুনাথ হইলা চিন্তিত। ছয় মাথা কাটি রাম পেলে আচম্বিত॥
ছয় মাথা কাটা গেল রণে নাই টুটে। ব্রহ্মাববে ছয় মাথা ততক্ষণে উঠে॥
সাত মাথা কাটে রাম বাণ অবতার। সেইক্ষণে সাত মাথা উঠে আব বার॥
আট মাথা রাম তার কাটি পাডে কোপে। আর বাব আট মাথা উঠে এক চাপে॥
নয় মাথা রাম তাব কাটিলা তখন। নয় মাথা উঠে তার যুঝে ত রাবণ॥
দশ মাথা কাটে রাম হাথেব তড়বড়ি। ভাদ্রমাসে তাল যেন যায় গডাগড়ি॥
দশ মাথা কাটা গেল দশ মাথা দেখি। রাবণ নাঞিক পড়ে দেবতা অসুখী॥
অর্ধচন্দ্র বাণ রাম করিলা সন্ধান। মাথা কাটি বাম তার কৈলা দুই খান॥
অর্ধ দেহ পড়ে তার দেউলের চূড়া। ব্রহ্মাববে পুনবপি উঠ্যা লাগে জোডা॥
এক শ একাশি বার কাটে দশ মাথা। না পড়ে রাবণ তবু রামের মনে বেথা॥
দেবতা দানব লয়্যা ইন্দ্রের উত্তর। পবনে ডাকিয়া সভে কহেন সত্বর॥
রাম রাবণেতে বড বাজিয়াছে রণ। রামবাণ ব্যর্থ করে রাজা দশানন॥
কোপ করি আস্যাছেন দেবী ভগবতী। রাবণের দশ স্কন্ধে কর্যাছেন স্থিতি॥
উদ্দেশ্য লাগিয়া করি অশক্যসাধন। বিনয়ে দেবীকে রাম করুন স্তবন॥

রামচন্দ্রের দেবীস্তব

পবন শুনিয়া বোল মাগিলা মেলানি। আঁখের নিমিষে গেলা যথা রঘুমণি॥
সম্মুখে যাইয়া তিঁহ জোড় কৈল হাত। অবধান কর প্রভু রঘুবংশের নাথ॥
কোপ করি আস্যাছেন জগতের মাতা। রাবণের স্কন্ধে আছে শুন মোর কথা॥
আপনার কার্য রাম করয়ে সাধন। অতেব দেবীকে তুমি করহ স্তবন॥
আপনা না জান প্রভু তুমি কোনজন। দেবীকে সহায় করি মার দশানন॥
এতেক বলিয়া তিঁহ গেলা শীঘ্রগতি। হেঁটমাথা করিয়া চিন্তেন রঘুপতি॥
কোদণ্ড পেলিয়া পৃষ্ঠে রঘুবংশের নাথ। দেবীকে করেন স্তুতি জোড় করি হাত॥

ককারে কালিকা তুমি কমলনয়ানী। কাত্যায়নী কালরাত্রি মহা তপস্বিনী॥
ঘোর রণ কর তুমি ঘোর ঘোর নাদিনী। ঘোর নাদ মহানাদ দৈত্য-বিনাশিনী॥
জয়া বিজয়া তুমি জগতজননী। জয়ন্তী জয়া পদ্মা জগজনে জানি॥
চণ্ডিকা চর্চিকা তুমি চারি চক্র হাত। চতুর্দশ ভুবনের তুমি বট নাথ॥
মোরে কৃপা কর মাগো ছাড় রাবণ রাজা। ই তিন ভুবন তোমা করিবেক পূজা॥
শরৎকাল শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথি পায়্যা। আনন্দে করিব পূজা প্রজাগণ লয়্যা॥
রামনাম যাবদ থাকিব সংসারে। তাবত তোমার পূজা করিবেক নরে॥
এত শুনি হরষিত হরের অঙ্গনা। রামের দক্ষিণ হাতে হৈলা মূর্তিমানা॥
বিধির নির্বন্ধে পড়ে অনেক বিতথা। বিপত্ত পড়িলে ছাড়ে ইষ্টদেবতা॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি বর্ণন। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব কথন॥

মায়াবাণের সাহায্যে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন

দিব্য বাণ ধনুকে জুড়িলা রঘুনাথ। হেনকালে বিভীষণ জোড কৈলা হাত॥
অকারণে বাণ জুড়িয়াছ গদাধর। উ বাণে না মরে গোসাঞি রাজা লঙ্কেশ্বর॥
যে বাণে রাবণ মরে আমি ভাল জানি। অবধানে শুন প্রভু আমার কাহিনী॥
এককালে স্তব করি তিন সহোদর। উগ্র তপ করি দশ সহস্র বৎসর॥
বর দিতে আল্যা ব্রহ্মা লয়্যা দেবগণ। আমাকে বলিলা বর মাগ বিভীষণ॥
আমি কহিলাম বর দিবে প্রজাপতি। জন্মে জন্মে হকু মোর বিষ্ণুতে ভকতি॥
সেই বর ব্রহ্মা মোরে দিলা ততক্ষণ। তে কারণে সেবি তব দুখানি চরণ॥
কুম্ভকর্ণে বলে ব্রহ্মা তুমি মাগ বর। কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর॥
সেই বর ব্রহ্মা তারে দিলা বিদ্যমান। ছয় মাসে একদিন হবেক গেয়ান॥
রাবণে বলিল ব্রহ্মা তুমি মাগ বর। রাবণ বলে তব বরে হইব অমর॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মার উপজিল হাস। নর বানরের হাতে তোমার বিনাশ॥
ব্রহ্মা বলে বাণ আমি কর্যাছি নির্মাণ। ব্রহ্ম অস্ত্রে রাজা তুমি হারাবে পরাণ॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজা লঙ্কেশ্বর। বাণ লাগি তপ করে দ্বাদশ বৎসর॥
তখন আসিয়া ব্রহ্মা কহেন রাবণে। এমন কঠোর তপ কর কি কারণে॥
রাবণ বলে যেই বাণে আমার মরণ। সেই বাণ দেহ নাথ ধরিয়ে চরণ॥
অন্যথা না কৈল ব্রহ্মা রাবণ বচন। ব্রহ্ম অস্ত্র বাড়াইয়া দিলা ততক্ষণ॥
বাণ পায়্যা রাবণের আনন্দ আপার। ব্রহ্মায় ভূমিষ্ঠ হয়্যা কৈল নমস্কার॥
বাণ পায়্যা রাবণ রাজা গেল নিজ ঘর। ত্বরাত্বরি গেল মন্দোদরীর গোচর॥
মন্দোদরীর হাতে বাণ কৈল সমর্পণ। সেই বাণ আন্যা মার রাজা দশানন॥
এত বলি বিভীষণ জোড় কৈল হাত। হেঁটমাথা করিয়া চিন্তেন রঘুনাথ॥

রাম বলে যে বোল বলিলে বিভীষণ। হেন বুঝি না মরিল লঙ্কার রাবণ ॥
এতেক বলিয়া চিন্তে কমললোচন। হেনকালে জোডহাথে বলিছে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম করি নিবেদন। মায়ামোহ বাণ প্রভু করহ স্মরণ।
মোর বোল রাখ প্রভু কমললোচন। মায়াতেজে হব বাণ সাক্ষাত রাবণ ॥
পাসরিয়া ছিলা রাম হইল স্মরণ। মায়ামোহ বাণ গুণে জুড়িলা তখন ॥
মায়াতেজে বাণ হইল সাক্ষাত রাবণ। মন্দোদরী ঠাঞি যায়্যা দিল দরশন ॥
মন্দোদরী বলি পরিত্রাহি ডাকে বাণ। আস্তে ব্যস্তে মন্দোদরী আইল বিগুমান ॥
তোমার ঠাঞি যেই বাণ কৈল সমর্পণ। সেই বাণ আন লয়্যা বাঁচাই জীবন ॥
এতেক শুনিয়া রাণী গেল অন্তঃপুরী। হাথে বাণ কর্য়া শীঘ্র আনে মন্দোদরী ॥
স্বামীর জ্ঞানেতে বাণ কৈল সমর্পণ। বাণ লয়্যা বাণ তবে করিল গমন ॥
রামের সাক্ষাতে আসি দিল দরশন। রামচন্দ্র সেই বাণ নিলেন তখন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান। এই বাণে রাবণের যাবেক পরাণ ॥

রাবণ বধ

ব্রহ্ম অস্ত্র হাথে কহে কমললোচন। তোবে বধ্যা পাঠাইব শমনভবন ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র হাথে দেখ্যা কাঁপে দশানন। জানিল রাবণ রাজা আপন মরণ ॥
দূর্বাদলশ্যাম রাম দেব রঘুবর। বিরাট শরীর তাঁর দেখে লঙ্কেশ্বর ॥
ব্রহ্মময় পরাৎপর দেখয়ে শ্রীরামে। স্তব করে দেবগণ লক্ষ্মী বস্যা বামে ॥
দেখি রাবণের মনে হইল বিস্ময়। জানিল রাবণ রাজা মরণ নিশ্চয় ॥
জোড়হাথে স্তব করে রাজা দশানন। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু পতিতপাবন ॥
দেবের দুর্লভ তুমি প্রভু নারায়ণ। নরহরি রূপ তুমি নৃসিংহ বাওন ॥
তুমি জল তুমি স্থল জীবের জীবন। অনন্ত মূর্তিতে পৃথ্বী কর্যাছ ধারণ ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি শিব বরাহ শ্রীহরি। তব মায়া রামচন্দ্র বুঝিতে না পারি ॥
আমি মূঢ়মতি রাম কি জানি ভকতি। তব অঙ্গে বাণ মার্য়া কিবা হব গতি ॥
রাজীবলোচন তুমি ভকতবৎসল। মায়ায় অসুর নষ্ট করিলে সকল ॥
সৃষ্টি স্থিতি পরাৎপর সর্বরূপী তুমি। যা বলাহ তাই বলি কি করিব আমি ॥
ক্ষেম অপরাধ প্রভু রাজীবলোচন। অন্তকালে পাই যেন রাতুল চরণ ॥
এইমত নানা স্তব করিল বিস্তর। বিভীষণে ডাকিয়া কহেন রঘুবর ॥
রাবণ সমান ভক্ত নাঞি ত্রিভুবনে। সীতা লাগি হেন ভক্ত বধিব কেমনে ॥
সীতা লাগি যদি আমি মারি এ ভকতে। কেহ নাঞি ভজিবেক মোরে ত্রিজগতে
ডাক্যা কহে রামচন্দ্র ফির্যা যাই ঘর। ফির্যা যাহ দশানন লঙ্কার ভিতর ॥

আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার। মিতা বিভীষণে দিনু অযোধ্যাধিকার॥
রামমুখে কথা শুন্যা কহে দেবগণ। প্রলয় হইল নাঞি মল্য দশানন॥
বিধিরে কহেন দেব করহ উপায়। ক্ষেণেক চিন্তিয়া বিধি কহেন সভায়॥
সরস্বতী যায়্যা তুমি বৈসহ জিহ্বায়। তবে সে রাবণ মরে কহিনু উপায়॥
এতেক শুনিয়া তবে দেবী সরস্বতী। রাবণের হৃদয়েতে করিলেন স্থিতি॥
ব্রহ্মজ্ঞান গেল রাজা কহে কটূত্তর। রামচন্দ্রে ডাক্যা কহে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
অহঙ্কার কর্য়া কহে রাজা দশানন। পালাইয়া যাতে চাহ অযোধ্যাভুবন॥
বাণে মাথা কাটিব যেমন ফল পাকা। আজি তোরে করাইব যমসনে দেখা॥
এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি। ক্ষেণে ক্ষেণে কহে কটু ক্ষেণে করে নতি॥
জোড়হাথে রঘুনাথে কহে বিভীষণ। রাক্ষসে বিশ্বাস নাঞি বধহ জীবন॥
ক্রোধে রামচন্দ্র দিলা ধনুকে টঙ্কার। শব্দে দশদিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার॥
ঘোর শব্দ শুনে স্বর্গ পাতাল মর্ত্যতে। মেঘের গর্জন যেন প্রলয় কালেতে॥
মন্ত্রতন্ত্রে ব্রহ্ম অস্ত্র পূরিলা সন্ধান। শূন্যপথে ঘোর শব্দে ধায়্যা আইসে বাণ॥
প্রলয় কালেতে যেন মেঘগণ গাজে। বাণমুখে অগ্নি জ্বলে শত ঘণ্টা বাজে॥
ঘোর রবে আইসে বাণ দশদিগ আল। রাবণের বুক ভেদ্যা পাতাল পশিল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র বুকে বাজে পড়ে দশানন। শ্রীরামের পানে চায়্যা তেজিল জীবন॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে স্বর্গে জয় জয়। রাবণ মরিল ঘুচে দেবতার ভয়॥
গন্ধর্বেতে নাচে গায় পুষ্প-বরিষণ। রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ॥
মুক্ত হয়্যা রাবণ পাইল নিজ স্থান। বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গান॥

রাবণের মৃত্যুতে রাণীদের শোক

অবনীমণ্ডলে পড়িয়াছে দশানন। ভ্রাতৃশোকে কান্দে ভূমে পড়্যা বিভীষণ॥
রাবণ পড়িতে কপি কোটি কোটি ছুটে। রাবণের নানা ধন অন্তঃপুর লুটে॥
প্রবাল মুকুতা হীরা রজত কাঞ্চন। দেবকন্যার কাড়্যা লয় অঙ্গের ভূষণ॥
বিভীষণে কহে রাম প্রবোধ বচন। মোর বাণে পড়্যা গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
না কান্দ না কান্দ মিতা শোক তেজ দূরে। রাবণের সৎকার কর সমুদ্রের তীরে॥
রামচন্দ্র তার শোক করিল বারণ। সমুদ্রের তটে লয়্যা পোড়াহ রাবণ॥
তোমা বিনে জলাঞ্জলি কেহ নাঞি দিতে। রাবণের কুলক্রিয়া কর বিধিমতে॥
এত শুনি বিভীষণ চলিল সত্বরে। মন্দোদরী বার্তা পাইল থাকি অন্তঃপুরে॥
রাণীভাগ ধায়্যা আইল কেহ নাঞি থাকে। ধায়্যা আইল রাণীভাগ সর্বলোক দেখে॥
সূর্যের উদয় নাঞি দেখে যেই নারী। হেন সব নারী আইসে ছাড়ি অন্তঃপুরী॥

রণস্থলে কান্দে তারা আউদড় চুলে। চরণে ধরিয়া কান্দে লোটায়্যা ভূতলে॥
বিস্তর জিনিলে প্রভু কারে নাঞি মানে। সুমেরু পর্বত পড়্যা মানুষের বাণে॥
ইন্দ্রজিতের মাতা কান্দে শোকে অচেতন। প্রবোধ না দেহ কেন রাজা দশানন॥
লজ্জা নাঞি প্রভু তুমি পড্যা কার বাণে। নররূপে বধিলা আপনি নারায়ণে॥
নর হয়্যা না করেন নরের সে কাজ। যার বাণে ফুটিয়া পডিল বালিরাজ॥
গাছ পাথর দিয়া সাগরের জল বান্ধে। দুর্জয় রাক্ষস রডে শ্রীরামের গন্ধে॥
হেন রামে সীতা দিতে বলি বারে বারে। কার কথা না শুনিলে মত্ত অহঙ্কারে॥
বিভীষণ ভাই তব বুঝাইল হিত। সীতা দিয়া রামসঙ্গে করহ পীরিত॥
সতী পতিব্রতা সীতা স্বধর্মচারিণী। বশিষ্ঠের অরুন্ধতী শিবের সর্বাণী॥
ইন্দ্র যম কুবের জিনিলে ব্রহ্মা-বরে। কার দর্পে আন সীতা লঙ্কার ভিতরে॥
বিনা হেতু মৃত্যু নাঞি তাই আন সীতা। আপনি মরিলে প্রভু সীতা রইল কোথা॥
জনক দানব মোর স্বামী লঙ্কেশ্বর। ভুবন ভিতরে মোর কাবে নাহি ডর॥
একেবারে নষ্ট মোর এতেক সম্পদ। স্বপ্নেহ না দেখি প্রভু তোমার আপদ॥
বাছ্যা বিভা কৈলে দেবদানবকুমারী। রূপে গুণে কুলে শীলে পরমা সুন্দরী॥
অন্তঃপুরে থাকে স্ত্রীসব নপুংসকে রাখে। তোমা বই স্ত্রীসব সূর্য নাহি দেখে॥
মোর তবে দেহ প্রভু প্রবোধ বচন। কুডি হস্ত পসারিয়া দেহ আলিঙ্গন॥
রাবণে করিয়া কোলে কান্দে মন্দোদরী। দশ হাজার সতিনী সে প্রবোধ দিতে নারি॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব আখ্যান॥

মন্দোদরীর ক্রন্দন

কান্দে রাণী মন্দোদরী : মৃত পতি কোলে করি : অভাগীবে ছাড্যা গেলে কোথা।
তিন লোক কৈলে জয় : নামে যম চমকয় : ইন্দ্র আদি যতেক দেবতা॥
না শুন্যা মারীচ-কথা : হরিলে রামের সীতা : না জানিলে প্রভু সীতার ভাব।
বিধবা করিলে লঙ্কা : কেহ না করিব শঙ্কা : মোদের বৈধব্য দশা লাভ॥
সে হেন সুন্দর গায় : শুকিনি গিধিনি খায় : রাজাঙ্কিত কর্দম শরীরে।
মরিল যতেক শূর : শুন্য হল্য লঙ্কাপুর : পাসরিলে অভাগী জায়ারে॥
দূর্বাদলশ্যাম রাম : বিধাতা তোমায় বাম : বাদ কৈলে রঘুনাথের সাথে।
হায় হায় মরি মরি : মিছা প্রাণ আমি ধরি : বাণেতে পড়িলে রামের হাতে॥
খর দূষণ কবন্ধেরে : যেজন লীলায় মারে : সূর্পনখার কাটে কান নাসা।
প্রভু রাম পূর্ণব্রহ্ম : একি মানুষের কর্ম : গেল তবে জীবনের আশা॥
হিতপথ নিবেদন : কর্যাছিল বিভীষণ : সীতা দিয়া পশগ্যা শরণ।

তার বাক্য নাঞি রুচে : বিধির না লিখন ঘুচে : পদে তারে করিলে বর্জন ॥
সিন্ধু কাঁপে যার ত্রাসে : জলে শিলা তরু ভাসে : অতি দুর্গ দ্বাদশ যোজন।
দুরন্ত অসাধ্য কর্ম : একি মানুষের ধর্ম : অনায়াসে করিল বন্ধন ॥
করাঘাত ভালে মারে : না যাবে শয়নঘরে : ঘাট পাট কেবা নিল পুরী।
তোমার দশ মুকুটে : শরীর ধূলায় লুটে : হায় হায় বালাই লয়্যা মরি ॥
পুষ্পরথে আরোহণ : অন্তরীক্ষে দেবগণ : হেন রথ কারে সমর্পিলে।
ত্রিভুবন জয় কৈলে : ছাড়ি মোরে কোথা গেলে . আজি প্রভু লুটিছ ভূতলে।
নিশ্চিন্তে রাজন ইন্দ্র : স্বচ্ছন্দে যাউক নিন্দ : স্বচ্ছন্দে ভ্রমুক দিবাকব।
অমরাবতী-ঈশ্বর : খণ্ডিল তাহার ডর : রাবণের দেখিয়া সংহার ॥
যবে প্রভু অস্ত্র ধরে : ত্রিভুবন কাঁপে ডরে : স্থির নহে কেহ তার বাণে।
পাপিষ্ঠ সে বিভীষণে : মন্ত্রণা কবিয়া আনে : রাম আনি বধিল পরাণে ॥
অযোনিসম্ভবা নারী : আনিলে তার সুন্দরী . হরিয়া আনিলে বীবদাপে।
সতী পতিব্রতা জানি : ব্যর্থ নহে তার বাণী : লঙ্কা মজিল তার শাপে ॥
রামলক্ষ্মণ রূপ ধরি : সংসারে আইলা হরি : রাক্ষসেরে করিতে বিনাশ।
জানকীর গতি পতি : নাহি তার অন্য মতি : পূর্ণ কর কবিচন্দ্র-আশ ॥

মন্দোদরীর রাম দর্শন

কান্দিতে কান্দিতে রাণী বসিলা ভূতলে। ঘন ঘন করাঘাত হানিছে কপালে
বংশনাশ হইল মোর নাহি একজন। সাগরেতে ঝাঁপ দিয়া তেজিব জীবন ॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে বড উতরোল। রামেরে দেখিতে যায় নাহি শুনে বোল
রণ-অবসানে বসিয়াছেন শ্রীরাম। রামের চবণে রাণী করিল প্রণাম ॥
বিভীষণের স্ত্রী হেন বুঝি মন্দোদরী। সাবিত্রী সমান হয়্যা বলিলা শ্রীহরি ॥
এতেক বলিলা যদি কমললোচন। সময় পাইয়া বলে করুণ বচন ॥
দেবদেব মহাদেব তুমি নারায়ণ। অদ্ভুত বর প্রভু দিলা কি কারণ ॥
চন্দ্র সূর্য পৃথিবীতে যদি তেজ ছাড়ে। তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাঞি নড়ে ॥
সীতা বই রঘুনাথের অন্য নাহি মন। সীতা হেন দেখে রাম বাণীর লক্ষণ ॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম। কাহার সুন্দরী এই কিবা উহার নাম ॥
জোড়হাথে বিভীষণ করে পরিচয়। অবধান করি প্রভু শুন মহাশয় ॥
ময় দানবের কন্যা নাম মন্দোদরী। ইন্দ্রজিত-মাতা এই রাবণের নারী ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বচন বিনয়। জোড়হাত করি রাণী করে পরিচয় ॥

মন্দোদরীর পরিচয়দান

জগত বিদিত যার : নাম শুনিয়াছ তার : নাম তার ময় সে দানব।
যাহার যৌতুক শেলে : ত্রিভুবন কাঁপে হেলে : লক্ষ্মণে পাইলা পরাভব ॥
শুন রাম মহাশয় : মুঞি দেও পরিচয় : তুমি প্রভু জগতের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী : রাণী মন্দোদরী : তোমারে করয়ে জোড়হাথ ॥
অমর ঈশ্বর : দেব পুরন্দর : বান্ধিয়া আনিল যেই।
যেই লক্ষ্মণে মারি : ইন্দ্রজিত অধিকারী : তাহার জননী আমি হই ॥
জন্ম আয়ত করি : বর দিলেন শ্রীহরি : এ বাক্য না হবেক আন।
শুন প্রভু রাঘব : কার আয়ত করিব : প্রভু দেখি কর সম্বিধান ॥
সত্য আদি চারি যুগে : ব্যর্থ নহে তব বাক্যে : না হবেক ব্যর্থ হেন জানি।
দারুণ প্রহারে : সংহারিলে প্রভুরে : তারে বর দিলা চক্রপাণি ॥
চারু চন্দ্রবদন : দশরথ-নন্দন : শুনি প্রভু হইলা বিস্মিত।
শুভসূচক বাক্যে : শুনিয়া রাণীর মুখে : রামচন্দ্র হইলা লজ্জিত ॥
এই মহিতলে : যাবদ চিতা জলে : তাবদ থাকিবে আয়তে।
শুন শুন মন্দোদরী : চলহ আপন পুরী : রামপদ কবিচন্দ্র-চিতে ॥

রাবণের শেষকৃত্য

শ্রীরামের বর পায়্যা রাণী মন্দোদরী। দশ হাজার সতিনী তায় প্রবোধিতে নারি ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিতা বিভীষণ। মৃত দেহ ঝাট লয়্যা পোড়াহ রাবণ ॥
সবংশে রাবণ মৈল আপনার দোষে। সভে মাত্র তুমি আছ একেশ্বর বংশে ॥
রামমুখে শুনি বাণী রাক্ষস বিভীষণ। সমুদ্রের কূলে নিল রাজা দশানন ॥
চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাগরের কূলে। রাবণে করাল স্নান সাগরের জলে ॥
দিব্য বস্ত্র পরাইল দিব্য উত্তরী। সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল কুমকুম কস্তুরী ॥
শুয়াল চিতার পর উত্তর শিয়রে। নানা রত্ন মণি মাণিক থুইল থরে থরে ॥
হাথে অগ্নি লয়্যা কান্দে রাক্ষস বিভীষণ। কোনমতে পোড়াইব ভাই দশানন ॥
মৃতের সৎকার কৈল ঘৃতের আনলে। রামের বরে চিতা তার সর্বকাল জলে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাক্ষস অধিকারী। স্ত্রীগণে পাঠাইয়া দেহ অন্তঃপুরী ॥
রামের আজ্ঞায় তারা করিল গমন। সীতা লাগি সবংশেতে মজিল রাবণ ॥
রণসজ্জা এড়িয়া বসিলা রঘুবর। ভূমেতে রাখিলা রাম হাথের ধনুশর ॥
ইন্দ্রের মাতলি তবে মাগিল মেলানি। মাতলিরে রামচন্দ্র কহেন মধুবাণী ॥
ইন্দ্রের ঠাঞি কহিও এসব সমাচার। তার শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার ॥

চলিল মাতলি রামচন্দ্রের বচনে। রামের কথা কহে গিয়া ইন্দ্রের সদনে॥
হরষিত দেবরাজ আনন্দিত মন। বিস্তর রামের তবে করিল স্তবন॥
সূর্যবংশ ধন্য হল্য শ্রীরাম কারণ। ধন্য রে সুগ্রীব রাজা ধন্য রে জীবন॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম সহাস্যবদন। বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন॥
তোমার প্রসাদে মিতা সত্যে হলাম পার। তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার॥
এক বাক্য আমার শুধিতে আছে ধার। মিতা বিভীষণে দিব লঙ্কার অধিকার॥
চারি যুগে থাকে যেন আমার খিয়াতি। বিভীষণে করিয়া লঙ্কার অধিপতি॥
রঘুনাথের বাক্য লংঘিব কোনজনা। বিভীষণ রাজা হব পড়িল ঘোষণা॥
সাগরের জল আইল সাত শ কলসী। স্নানদ্রব্য লয়্যা আইল যতেক রূপসী॥
শুভক্ষণে সিংহাসনে বৈসে বিভীষণ। আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ॥
রঘুনাথের আজ্ঞা হইল পাষাণের রেখ। সিন্ধুজলে বিভীষণের হল্য অভিষেক॥
অভিষেক কর্য়া দিল রাণী মন্দোদরী। ছত্রদণ্ড দিলা আর কনক লঙ্কাপুরী॥
বিভীষণ রাজা হৈল তিন লোক সুখী। এখন রামের কীর্তি বিভীষণ সাক্ষী॥
কটক লইয়া রাম করেন অনুমান। সীতার উদ্দিশে যায় বীর হনুমান॥
বিভীষণ ডাকিয়া কহেন হনুমানে। অবিলম্বে যাহ তুমি জানকীর স্থানে॥
অবিলম্বে গেলা হনু জানকীর পাশে। প্রণাম করিয়া বিভীষণ উক্তি ভাষে॥
সগণ সমেত দশানন রণে মল্য। লঙ্কার ভিতরে রাজা বিভীষণ হল্য॥
এত শুনি জানকী না কহেন উত্তরে। বিস্ময় হইল বড় হনুর অন্তরে॥
হনু বলে কোন অপরাধ মোর হল্য। উত্তর না দেহ কেন দশানন মল্য॥
সীতা বলে শুন বাছা পবননন্দন। তব উপযুক্ত দান চিন্তি মনে মন॥
মণি মাণিক দিঙ যদি রাজ্য অধিকার। তথাপিহ তোমার শুধিতে নারি ধার॥
হনুমান বলে রাজ্য না চাই ঠাকুরাণী। রঘুনাথের বার্তা আমি এইমাত্র জানি॥
এক দান দিবে মোরে না করিবে আন। মোরে দান দিলে তুষ্ট হব ভগবান॥
তোমার কাছে আছে যত রাবণের চেড়ী। মোর বিদ্যমানে তোমা উঠায়্যাছে বাড়ি॥
মোর আগে তোমার করিল অপমান। চেড়ীসভার প্রাণ লব এই মাগোঁ দান॥
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিণ্ডি গোছে গোছে। আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে॥
হনুমানের কথা শুন্যা চেড়ীসভার ত্রাস। ত্রাসে চেড়ীগণ গেল সীতাদেবীর পাশ॥
চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী। হনুমান প্রাণ লবে রাখহ আপনি॥
সীতা বলে হনুমান বিচারে পণ্ডিত। যত দুখ পাই আমি ললাটলিখিত॥
রাজমন্ত্রী কপি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখ অখেয়াতি॥
এখন সবংশে পড়্যা রাজা দশানন। কর্যাছে বিস্তর সেবা এই চেড়ীগণ॥

প্রভুর ঠাঞি কহ গিয়া মোর যত ছুখ। দশ মাস বাদে দেখি গিয়া চান্দমুখ॥
শ্রীরামের দেখি যদি সে চন্দ্রবদন। তবে সব ছুখ মোর হব বিমোচন॥
চলিলেন হনুমান সীতার আদেশে। রামচন্দ্রে কহে হনু অশেষ বিশেষে॥
যে সীতা লাগিয়া গোসাঞি এত মহামার। হেন সীতা দেখিলাম অস্থিচর্মসার॥
বড় ছুখ দিয়াছে কর‍্যাছে অপমান। তোমা দরশনে হব ছুখ অবসান॥
এত যদি হনুমান কহিল বচন। সীতারে আনিতে রাম পাঠান বিভীষণ॥
চলিলা ত বিভীষণ রামের বচনে। মাথা মুয়াইয়া বলে সীতার চরণে।
সীতাপদে প্রণমিয়া কহে বিভীষণ। অঙ্গভূষা করি পর বস্ত্র আভরণ॥
জানকী মধুর বাণী কহে বিভীষণে। নারিব করিতে বেশ শ্রীরাম বিহনে॥
বিভীষণের উপরোধ এড়াতে নারিলা। বেশভূষা পট্টবস্ত্র অযত্নে পরিলা॥
মন্দোদরী বলে মোর কৈলি বংশনাশ। বিষচক্ষে পড় সীতা গেলে রামের পাশ॥
সীতারে চাপায়্যা লয় চতুরঙ্গ দোলে। কান্ধে করি লয়্যা যায় রামজয় বোলে।
হনু বিভীষণ করে চামরের বা। বানরের হুড়াহুড়ি দেখ্যা রাঙ্গা পা॥
আজ্ঞা পায়্যা পদব্রজে গেলা রামপাশে। নবম পুরাণ কথা কবিচন্দ্র ভাষে॥

রাম ও সীতার সাক্ষাৎ

রামেরে বিমুখ দেখি : কান্দে সীতা চন্দ্রমুখী : লক্ষ্মণ করেন হায় হায়।
হনুমান বিভীষণ : মৃততুল্য ছুইজন : পরস্পর সভাই শুধায়॥
চান লক্ষ্মণের পানে : কভু হনু বিভীষণে : কান্দেন রামের পানে চায়্যা।
পদনখে খোলে ক্ষিতি : বিদরিয়া যায় ছাতি : অশ্রু বহে মুখ বুক বায়্যা॥
শ্রীরাম সীতারে কয় কান্দিলে কি আর হয় : যেথা ইচ্ছা সেথা তুমি যাহ।
লোকে দোষ দিত মোরে : উদ্ধার করিনু তোরে : অকারণে মোর মুখ চাহ॥
জানকী কহিল রাম : বিধাতা আমারে বাম : তোমা ছাড়ি কোথা আমি যাব।
কোন অপরাধ হল্য : কি কুকর্ম কুৎসা কৈল : তোমা হেন আর নাঞি পাব॥
তুয়া বিনে নাঞি জানি : না ছাড়হ রঘুমণি : অভাগীর আর কেহ নাঞি।
শুন রাম দয়াময় : করুণা করিয়া কয় : অভাগীর আর কোথা ঠাঞি॥
রামচন্দ্র কহ কথা : অভাগী যাবেক কোথা : দেয়র লক্ষ্মণ কিবা দেখ।
দেশে যাবে ছুটি ভাই : আমি রব কার ঠাঞি : বলিয়া কহিয়া মোরে রাখ॥
এত যদি তব মনে . সমুদ্র বান্ধিলে কেনে : কি লাগিয়া করিলে উদ্ধার।'
হেন জানিতাম যদি : ওহে প্রভু দয়ানিধি : বুঝ্যা করিতাম প্রতিকার॥
আস্ত লক্ষ্মণ ছাড় মোহ : অগ্নিকুণ্ড করি দেহ : তোমারে দিলাম আমি ভার।

কোথা যাব রাম বিনু : না রাখিব পাপ তনু : পোড়ায়্যা করিব ছারখার ॥
কে জানে কেমন পাপ : লোকে জনে দেই তাপ : তিলার্ধ জীবনে নাঞি কাজ।
জান্যা শুন্যা রঘুনাথে : পদ নাহি দেন ছুঁতে : ঘুচাইব রঘুবংশলাজ ॥
লক্ষ্মণ পরম জ্ঞানী : শুনিয়া রামের বাণী : কুণ্ড কাটি দিলেন ত্বরায়।
শুনিলে দ্রবয়ে চিত্ত : পুরাণ সঙ্গীত গীত : শ্রীকবি শঙ্কর রস গায় ॥

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

চন্দনের কাষ্ঠ কুণ্ডে দিল রাশি রাশি। হনুমান ঘৃত ঢালে কলসি কলসি ॥
স্নান করি জানকী পরিল পাটশাড়ী। রাম পানে চায়্যা থাকে দুই কর জুড়ি ॥
আপনি জানকী কুণ্ডে দিলেন আনল। লাগিল অগ্নির শিখা গগনমণ্ডল ॥
রামরূপ দেখে সীতা ভরিয়া লোচন। প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণ বন্দন ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ সীতা কৈল সাত বার। দেবতা উদ্দিশে সীতা কৈল নমস্কার ॥
বীরভাগে সীতাদেবী আশীর্বাদ করি। প্রবেশিলা অগ্নিকুণ্ডে রামমুখ হেরি ॥
কুণ্ডে প্রবেশিয়া সীতা ডাকে রাম রাম। আঁখি মুদি হৃদে ভাবে দূর্বাদলশ্যাম ॥
স্বর্গে থাকিয়া দেখে ব্রহ্মাদি দেবতা। দশরথ মহারাজা শ্রীরামের পিতা ॥
আনন্দে রহিলা সীতা অনলের কোলে। পদ্ম ফুট্যা থাকে যেন সুশীতল জলে ॥
সীতা না দেখিয়া রাম হল্যা অচেতন। কি হল্য কি হল্য বলে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
সংসার হইল শূন্য দেখে রঘুবর। ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া কাতর ॥
আপন কুবুদ্ধে ভাই সীতা হারালাম। সাগর তরিয়া নৌকা কূলে ডুবালাম ॥
সীতা বৈ লক্ষ্মণ মোর সকলি অসার। অযোধ্যার ছত্রদণ্ড না ধরিব আর ॥
শুনরে লক্ষ্মণ ভাই সীতা কোথা পাব। দেশে যায়্যা সভাকারে কি বোল বলিব ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু না হয়্য কাতর। আজ্ঞা কর যাই আমি অগ্নির ভিতর ॥
আসিব জনক রাজা শুধাইব কথা। দূর্বাদলশ্যাম রাম সীতা মোর কোথা ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম একি নাকি হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ ছাড়া কোনযুগে নয় ॥
পরাণ তেজিলে মোরে করি অভিমান। কি করিতে কিবা হল্য শুনরে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু নিবারহ শোক। মিছা কর হাস্যাস্পদ কি বলিব লোক ॥
বাঁচাতে নারিলে মোরে কহিয়ে তোমারে। হায় হায় বিধি বাম হইল আমারে ॥
লক্ষ্মণ ঠাকুর রামে অচেতন দেখি। বিভীষণ জাম্ববান হনুমানে ডাকি ॥
পড়িয়া লক্ষ্মণ-কোলে জানকীরে ডাকে। বীরভাগ যত বলে উন্মাদ না টুটে ॥
রাম প্রতি অবশেষে জাম্ববান কয়। পূর্ণব্রহ্ম হয়্যা শোক উপযুক্ত নয় ॥

শোকে কহে কপিগণ কোথা গেলে মা। অগ্নি হত্যে উঠ্যা আস্ত দেখি ছুটি পা॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে ঠাকুর লক্ষ্মণ। সুগ্রীব কান্দিছে আর রাক্ষস বিভীষণ॥
অগ্নি হত্যে উঠ সীতা জনককুমারী। তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার লাগিয়া সীতা বড় পাই দুখ। অগ্নি হত্যে উঠ সীতা দেখি চান্দমুখ॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে। কুড়ি হাথে যুঝে যেন যমের দোসরে॥
সে রাবণ মারি তোমা করিনু উদ্ধার। অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হল্য ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত দেবগণ। কুবের বরুণ যম কান্দেন পবন॥
অষ্ট লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর। জলের ভিতর থাক্যা কান্দেন সাগর॥
হনুমান বলে তুমি না কান্দ লক্ষ্মণ। আমি জানি সীতাদেবীর নাহিক মরণ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান। শুনিলে কলুষনাশ ভবভয়ে ত্রাণ॥

ব্রহ্মা কর্তৃক রামের স্বরূপবর্ণন

উচ্চস্বরে কান্দে রাম জানকীর তরে। সকল দেবতা আইল রামের গোচরে॥
হংসবাহনে ব্রহ্মা জগতের কর্তা। বলদ বাহনে শিব কান্ধে সর্পপৈতা॥
ঐরাবত বাহনে আইলা দেব পুরন্দর। আপন বাহনে আইলা বরুণ জলেশ্বর॥
হরিণ বাহনে আইলা দেবতা পবন। মহিষ বাহনে আইলা সূর্যের নন্দন॥
চন্দ্র সূর্য রাত্রি দিবা আইলা গ্রহণ। সকলে দেবতা আসি করেন স্তবন॥
আপনি কহেন ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি। কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে থুয়্যাছ জানকী॥
নর নহ রঘুনাথ ত্রৈলোক্যের পতি। নর হেন রঘুনাথ তব কেন মতি॥
রাম বলে নর আমি নরকুলে জন্ম। মনুষ্য হইয়া করি মনুষ্যের কর্ম॥
ব্রহ্মা বলে নাহি জান আপন অবতার। অনাথের নাথ তুমি সংসারের সার॥
তোমার অংশেতে জন্ম যত দেবগণ। লক্ষ্মীদেবী সীতা আর তুমি নারায়ণ॥
মৎস্যরূপে কৈলা আগে দেবের উদ্ধার। কূর্ম অবতারে প্রভু স্থাপিলা সংসার॥
তৃতীয় যুগেতে প্রভু বরাহরূপ ধরি। পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশনে বিদারি॥
হিরণ্যকশ্যপ ছিল বলে মহাবল। দেবতা দানব তেজে জিনিল সকল॥
অষ্ট লোকপাল কাঁপে অসুর প্রতাপে। তাহারে বধিলা তুমি নরসিংহরূপে॥
বাওন মূরতি ধরি পঞ্চ অবতারে। বলিরাজে বন্দী করি থুলে পাতালপুরে॥
অষ্টম অবতারেতে হইলে পরশুরাম। নিক্ষেত্রী কারণে পৃথ্বী করিলা সংগ্রাম॥
এত অবতারে তুমি অংশরূপ ধরি। রাম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি॥
তুমি বিষ্ণু ক্ষেত্রী তুমি পূর্ণ অবতার। সবংশে রাবণ রাজা করিলে সংহার॥

যত যত ক্ষেত্রী ছিল পৃথিবীমণ্ডলে। সভারে বিষম বড় রাবণ মহাবলে ॥
রাবণ না যায় মারা অন্যজনের শরে। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আইলে রাবণ বধিবারে ॥
তুমি সে সভারে জান তোমা কেবা জানে। আমি হেন কোটি ব্রহ্মা না পাই ধিয়ানে ॥
রামচন্দ্রে কহে ব্রহ্মা প্রবোধ বচন। সীতা সীতা বল্যা রাম করেন ক্রন্দন ॥
শ্রীরাম করুণা লীলা কবিচন্দ্র গান। রামের করুণা দেখি অগ্নি মূর্তিমান ॥

দশরথের উপদেশ

জানকী লইয়া দিলা রাম সন্নিধান। আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ ॥
কপিগণ সর্বে নাচে ডাকে রামজয়। জোড়হাথে অগ্নি কিছু রামচন্দ্রে কয় ॥
লক্ষ্মণের কোলে রাম মুদ্যাছিল আঁখি। অগ্নি বলে লহ রাম সীতা চন্দ্রমুখী ॥
সীতা নাম শুনি রাম চমকি উঠিলা। প্রেমাবেশে রামচন্দ্র জানকী দেখিলা ॥
অনলে সীতার অঙ্গে আঁচ না লাগ্যাছে। বসন ভূষণ হার তেমনি রয়্যাছে ॥
জানকী কান্দিয়া পড়ে রাম-পদতলে। আস্য প্রাণেশ্বরী বল্যা রাম কৈলা কোলে ॥
মোর অপরাধ কিছু না লইবে তুমি। রাম বলে লোকভয়ে এত করি আমি ॥
লক্ষ্মণ প্রণাম করে বিভীষণ আদি। বীরভাগ জানকীরে করিল প্রণতি ॥
ব্রহ্মা বলে রাম তুমি কৈলে বড় কাজ। রাবণ মারাা রক্ষা কৈলে দেবের সমাজ ॥
দশরথ রাজা মৈল তোমা অদর্শনে। মরা বাপ আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ॥
মরা বাপ দেখ রাম অপূর্ব দর্শন। দুই ভায়ে কর বাপের চরণ বন্দন ॥
হাথে ধরি পুত্রবধূ রাজা রথে তুলে। দুই পুত্রে কোল রাজা দিল কুতূহলে ॥
অন্তরে পুড়িনু আমি কৈকেইর বচনে। প্রাণ ছাড়িলাম আমি তোমা অদর্শনে ॥
ভরথের মা তোমায় কৈল কুবচন। মায়ে পোয়ে দুজনায় করিনু বর্জন ॥
ভরথের নাঞি লই শ্রাদ্ধ তর্পণ। কহিনু সকল কথা স্বরূপ বচন ॥
সীতা শুদ্ধমতি বাছা লহ মোর বোলে। অভিমত বর মাগ প্রতিজ্ঞা রাখিলে ॥
রাম বলে বাপা যদি বর দিবে মোরে। না শাপিয় ভরথ ভাই আর কৈকেইরে ॥
ভরথেরে বর দিলে প্রীত পাই মনে। ভরথেরে বর দেহ দেব বিদ্যমানে ॥
রঘুনাথের কথা রাজা না করিল আন। ভরথের পিণ্ড খায় অমৃত সমান ॥
দশরথ রাজা কহে ডাকিয়া লক্ষ্মণে। করিহ রামের সেবা সফল জীবনে ॥
রামের ভাই বলি তবে ঘুষিব সংসার। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই এক অবতার ॥
সীতার তরে আর বার বলেন বচন। আমার বচনে মাগো সকল ক্রন্দন ॥
দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের ঘরে। অবিচারে রঘুনাথ তোমা নিতে নারে ॥

অগ্নিশুদ্ধ হল্যে তুমি দেব বিগুমানে। তোমার চরিত্রে চমৎকার দেবগণে ॥
যেইজনা শুনিবেক তোমার চবিত্র। সর্ব পাপে মুক্ত হয়্যা হবেক পবিত্র ॥
দেবরথে চডে রাজা দেববেশধারী। পুত্রবধূ সম্ভাষিয়া যায় স্বর্গপুরী ॥
বামে দেখি মুক্ত হয়্যা ব্রহ্মলোকে চলে। রামের চরিত্র লীলা কবিচন্দ্র বলে ॥

ইন্দ্রের বরদান

সবংশে রাবণ মল্য হরিষ পুরন্দব। ইন্দ্র বলে বাম তুমি মাগ্যা লহ বব ॥
বাবণ মারিয়া রক্ষা কৈলে দেবগণ। বব মাগ বৃথা নহে আমাব বচন ॥
রামচন্দ্র বলে মোবে যদি দিবে বর। তব বরে জিয়া উঠুক যতেক বানর ॥
স্ত্রীপুত্র এডিয়া আইল আপন বসতি। কপি সব জিয়াইলে পাইয়ে পীরিতি ॥
বনে হারাইয়া সীতা পায়্যা হল্যাম সুখী। বানবের স্ত্রী সব কান্দ্যা হব দুখী ॥
বামকথা শুন্যা হাসে দেব পুবন্দর। ভুবনদুর্লভ রাম মাগ্যা লহে বর ॥
ইন্দ্র বলে রাম তুমি পাসর আপনা। আপনা না জান গোসাঞি তুমি কোনজনা ॥
মারিয়া জিয়াতে পার এ তিন ভুবন। সকল তোমাব মায়া যতেক সৃজন ॥
তুমি বব চাহ আমি না করিব আন। রূপে বেশে কপি হব দেবেব সমান ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত বরিষে। জিয়া উঠে মরা কপি ঠেলিয়া রাক্ষসে ॥
কাটা হাথ পা সভার লাগ্যা গেল জোডা। চাবিদ্বারে কপি উঠে মাবিয়া গাঝাডা
যে যে কপি পডিয়াছে বাক্ষসের বাণে। মার মার বলি তারা ডাকয়ে সঘনে ॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত মাররে ত্রিশিবা। রাবণ রাজায় মার পরস্ত্রী চোরা ॥
কোথা মার কাট দেখ কোথায় সংগ্রাম। বাবণ পডিল রণে জিনিল শ্রীবাম ॥
রামের আসিয়া দেখ জানকী সুন্দবী। সকল দেবতা দেখ এই স্বর্গপুবী ॥
হরিষে যুদ্ধেব কথা কহিল বানর। প্রণমিয়া কহে কপি বামের গোচব ॥
মনে প্রাণ পাই গোসাঞি তোমা আরাধনে। সেবা করি রব প্রভু তোমাব চরণে ॥
মেলানি করিয়া সভে গেলা যথাস্থানে। বিভীষণ রাজা বড আনন্দিত মনে ॥
সরমা সুন্দরী ভাসে আনন্দ-সাগরে। সীতাবাম লয়্যা গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥
শতকোটি রামায়ণ বাল্মীকি বর্ণন। সীতার বাসর শুন কাব্য রামায়ণ ॥
যে জন গায়ায় ইহা তার স্বর্গে যশ। ধর্মে মতি হয় কভু নহে যমবশ ॥
সীতার বাসর শুনে সধবা রমণী। পুত্রবতী হয় আর স্বামী সুহাগিনী ॥
সধবা শুনিলে হয় স্বামীতে ভকতি। বিধবা শুনিলে অন্তে পায় নিজ পতি ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান। রামলীলা সুধারস অমৃত সমান ॥

রামসীতার পুষ্পবাসর

বিভীষণ রাজা ভাসে আনন্দ-সাগরে। সীতারাম লয়্যা গেল আপন মন্দিরে॥
সুমধুর ফল আন্যা দিল হনুমান। সীতাসঙ্গে ভোজন করিলা প্রভু রাম॥
সোনার মন্দিরে করে পুষ্পের বিছানা। সরমা পুষ্পের শয্যা করিল রচনা॥
রজনী আইল দোঁহে প্রবেশিলা ঘরে। শয্যায় বসেন রাম লইয়া সীতারে॥
কুণ্ডল দুলিছে কর্ণে কপালে সিন্দূর। কটিতে কিঙ্কিণী তার চরণে নূপুর॥
ত্রিভুবন মধ্যে যত সুন্দরী নায়িকা। তা সভারে জিনি সীতা কনকলতিকা॥
রূপের নাহিক সীমা দেব রঘুবর। সীতার সঙ্গেতে রাম বঞ্চেন বাসর॥
রাম-দরশনে সীতার যত তাপ গেল। অশোকবনের দুঃখ সব পাসরিল॥
রামহস্ত শোভে সীতার স্তনের উপরে। পূজেন সোনার শম্ভু যেন ইন্দ্রবরে॥
তা দেখিয়া কামদেব শম্ভুপূজায় বসে। যাহার লোমাঞ্চ বাণ সর্বাঙ্গে বরিষে॥
নীবি খসাইতে তেঁই কি কি শব্দ করে। কামের প্রহরী যেন জাগিয়া হাঁকারে॥
সীতারে করিয়া কোরে রাজীবলোচন। অঙ্গে অঙ্গে মিশাইতে করিল যতন॥
সীতার সহিত রতি রামের রমণ। তা দেখিয়া রতিকেলি মিশিলা মদন॥
কন্দর্প পাইল রতি করিতে রমণ। রসযুক্ত কৈলা রাম মদনে রমণ॥
রামসঙ্গে জানকীর অধিক উল্লাস। প্রেমে সীতা রাম করে হাস পরিহাস॥
তোমার আমার রণে জয় পরাজয়। কামদেব সাক্ষী আছে কহিলে কি হয়॥
যেই তেজে মাল্যে তুমি দুর্জয় রাবণ। তত তেজ সহিলাম তব আলিঙ্গন॥
ধনু ধর্যা কুম্ভকর্ণে মাল্যে যেই করে। সে কর তোমার ধরি কুচের উপরে॥
দণ্ড আগে কৌতুকে ধরিলে বসুমতী। সহিলাম তোমার সে দণ্ডের আহুতি॥
হিরণ্যকশ্যপ বিদারিলে নখ আগে। সে নখ আমার কুচে পরশিতে ভাগে॥
হউক সকল তবু হারিনু তোমায়। পরিহার মানিলাম প্রভু তব পায়॥
সীতার বিনয়ে রাম ক্ষেমা দিলা রতি। মধু খায়্যা মধুকর ছাড়িল মালতী॥
সীতাসঙ্গে বাসর বঞ্চিলা রঘুনাথ। বাদ্য বাজে সুমঙ্গল হল্য সুপ্রভাত॥

অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন

প্রভাতে উঠিয়া রাম কৈলা স্নান দান। কুবের পাঠায়্যা দিলা পুষ্পক বিমান॥
কুবের পাঠাল্যা রথ শ্রীরামের স্থানে। রাম সীতা চাপিলেন পুষ্পক বিমানে॥
বিভীষণ সুগ্রীবসহ চাপি সেই রথে। কপিবল নিলা রাম লক্ষ্মণের সাথে॥
সকল বানর সঙ্গে নিলা রঘুপতি। গগনে উঠিল রথ চলে বাউগতি॥
শ্রীরাম বলেন সীতা মোর বোল রাখ। সাদরে কনক লঙ্কা ঐ চায়্যা দেখ॥

কুম্ভকর্ণ রাবণের ঐ সৎকার স্থান। এইখানে হল্য যুদ্ধ দেখ বিগুমান ॥
লোচনে সাগর দেখ ঐ সেতুবন্ধ। ঘুচুক তোমার সীতা লোচনের ধন্দ ॥
রাম আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ গণ্ডি লয়্যা চলে। ঠ ক্রি তিন ভাঙ্গা দিল ধনুকের হুলে
প্রথমে বসত কর্য্যাছিলাম এই তটে। কহিতে সে সব কথা কত তাপ উঠে ॥
ঋষ্যমূক গিরি দেখ সুগ্রীবের দেশ। এই পত্রশালা যাথে বড় পালে ক্লেশ ॥
চোদ্দ হাজার রাক্ষস মারিনু এইখানে। চিত্রকূট পর্বত সীতা দেখ বিগুমানে ॥
এখানে ভরথ ভাই আস্যাছিল নিতে। বাল্মীকি মুনির স্থান দেখ ভালমতে ॥
যমুনা সরযূ দেখ জানকীসুন্দরী। সমুখে চাহিয়া দেখ অযোধ্যানগরী ॥
রামবাণী শুনি সর্বে আনন্দেতে যায়। দেখয়ে অযোধ্যাপুরী অমরাবতী প্রায় ॥
চোদ্দ বৎসর পূর্ণ তিথি পঞ্চমীতে। ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষ দিবা প্রহরেতে ॥
ভরদ্বাজে প্রণমিয়া রামচন্দ্র কয়। ভরথের তত্ত্ব কহ মুনি মহাশয় ॥
রামচন্দ্রে কহে মুনি আশীর্বাদ করি। নন্দীগ্রামে আছে ভরথ জটাবাকলধারী ॥
মন্ত্র করি তব নাম জপে রাত্রিদিনে। এত শুনি বহে ধারা রামের নয়নে ॥
মুনি বলে অগু এ আশ্রমে রাম রহ। আমার আতিথ্য পাগু অর্ঘ রাম লহ ॥
অকালে ফলিল বৃক্ষ মুনির বচনে। ক্ষরিয়া পড়িল মধু যত বৃক্ষগণে ॥
কটক সমেত মুনি করাল্য ভোজনে। খাট পাট সিংহাসন দিলা জনে জনে ॥
লেখার দক্ষিণে ঘর পেন্বায় বসতি। রামলীলা কহে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

গোহাকে সংবাদদান

মুনির আজ্ঞায় রাম বঞ্চে এক নিশা। প্রণমিয়া আজ্ঞা পায়্যা চলিলা প্রত্যুষা ॥
হনুমানে কহে রাম অযোধ্যায় যাহ। আমার বৃত্তান্ত যত ভরথেরে কহ ॥
শৃঙ্গবের পুর মিত্র কহিবে গোহায়। জননী সকল যেন সমাচার পায় ॥
বাউগতি গেল হনু শৃঙ্গবের পুরে। প্রভু রাম আল্যা দেশে কহিল গোহারে ॥
চণ্ডাল কহিল রাম আসে কতদূরে। কতক্ষণে নয়ানে দেখিব আমি তারে ॥
কহিয়া গোহায় হনু বাউগতি চলে। চণ্ডালের গণ যত নাচে কুতূহলে ॥
রামচন্দ্র আল্যা দেশে পড়িল ঘোষণা। আবালবনিতা ধায় নাচে সর্বজনা ॥

রামজয় পড়ে সাড়া : নাচয়ে চণ্ডাল পাড়া : টেমক দগড় কাঁসি বাজে।
ঘুচিল সভার শোক : চতুর্দিগে ধায় লোক : শ্রীরামে দেখিল রথমাঝে ॥
রাম রাম বল্যা মুখে : চণ্ডাল পড়িল ভূমে : ভাবভরে ধরণী লোটায়।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে : নাব্যা রাম রথ হত্যে : হাথে ধর্যা উঠালা গোহায় ॥

চণ্ডালে করিয়া কোলে : দয়ার ঠাকুর বলে : কহ মিতা আছয়ে কুশলে।
গোহা বলে তোরে বলি : মিতা বড় কষ্ট পালি : প্রাণ লয়্যা আলি ভালে ভালে॥
শুনিয়া সভাই হাসে : সর্বে রাম পরিতোষে : পুনরপি চাপিলেন রথে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : শুন সভে কুতূহলে : হনু গেলা ভরথ সাক্ষাতে॥

অযোধ্যায় প্রজাদের আনন্দ

ভরথ পাদুকা লয়্যা অভিষেক করে। চামর ঢুলায় রামে ভাবেন অন্তরে॥
রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর ডাকে। ছাড়িয়া রহিলে রাম পাসরি আমাকে॥
শত্রুঘনে ডাক্যা ভরথ কহিতে লাগিল। চোদ্দ বৎসর গেল রাম নাঞি আল্য॥
প্রভু রাম বিনে আমি তিলেক না জিব। অগ্নিকুণ্ড কর্যা দেহ পরাণ তেজিব॥
পড়িয়া ভরথ ভূমে ডাকে রাম রাম। হেনকালে আইল তথা বীর হনুমান॥
প্রণাম করিয়া হনু কহে জোড়করে। রাম লক্ষণ সীতা আল্যা অযোধ্যানগরে॥
শুনিয়া রামের নাম হনুমানের মুঞে। মূর্ছা হয়্যা ভরথ তেঁই পড়িলেন ভূঞে॥
ধরণী ধরিয়া উঠে আধ আধ বোল। হনুমানে বাহু পসারিয়া দিলা কোল॥
কি কথা কহিলে হনু প্রাণের দোসর। কোটি তঙ্কা লহ তুমি সোনার মোহর॥
ষোল সহস্র দাসী দিল গোধন হাজার। প্রবাল মুকুতা হীরা দিল কণ্ঠহার॥
রামের বৃত্তান্ত কহ পবননন্দন। জোড়হাথে হনু কহে করি নিবেদন॥
অযোধ্যায় মল্য রাজা রাম যাত্যে বনে। চিত্রকূটে পাদুকা আনিলে তুষ্ট মনে॥
সূর্পনখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান। রামের সীতা হরে রাবণ পায়্যা অপমান॥
সুগ্রীবে করিয়া সখা বালী বধ কৈল। বহু সৈন্য লয়্যা রাম সমুদ্র বান্ধিল॥
সবংশে মরিল রণে রাজা দশানন। জানকী পরীক্ষা দিলা কহিনু কারণ॥
সসৈন্যে আস্যাছে রাম মুনি-তপোবনে। অবিলম্বে চল তুমি ভাই সম্ভাষণে॥
ভরথ বলে শত্রুঘন ত্বরাপরে যাহ। কৌশল্যা সুমিত্রা মাকে সমাচার দেহ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে বস্যা একাসনে। কৌশল্যা বলেন রামে দেখিনু নয়নে॥
রাঘব রাম রাক্ষস বানর দুই পাশে। স্বপনে দেখিনু বাছা আস্যাছেন দেশে॥
সুমিত্রা বলেন আর হেন দিন হব। রাম লক্ষ্মণ সীতা আর নয়ানে দেখিব॥
হেনকালে শত্রুঘন কহে জোড়করে। রাম লক্ষ্মণ সীতা আল্যা অযোধ্যানগরে॥
রামের বিরহানলে মনে পাই বেথা। এমন সময়ে কেন কহ মিথ্যা কথা॥
শুন গো জননী মোর বাক্য মিথ্যা নয়। বারি হয়্যা শুন প্রজা ডাকে রামজয়॥
শত্রুঘনে ধরি রাণী করিলেন বুকে। বার দশ চুম্বন করিলা চান্দমুখে॥
দু সতীনে গলাগলি ভাবেতে বিভোর। প্রেমের সমুদ্রে ভাসে নাঞি পায় ওর॥

সাত শ উনপঞ্চাশ রাণী ডাক দিয়া আনে। কৈকেইর হরষ বিষাদ হল্য মনে ॥
দূর্বা ধান্য মাল্য হাতে চলিলা ব্রাহ্মণ। অগোর কস্তুরী চূয়া ভাবরে চন্দন ॥
প্রজাগণ বলে আজি হল্য সুপ্রভাত। চিরদিনে লোচনে দেখিব রঘুনাথ ॥
হরি বল্যা ধায় যত লোকের আনন্দ। রাম সীতা লক্ষ্মণের দেখিব পদদ্বন্দ্ব ॥
অন্ধ কুব্জ খঞ্জ ধায় শিশু যত সতী। জয় হুলাহুলি দেশে আস্তে রঘুপতি ॥
পুরী শোভা নগবে চত্বরে বনমালা। পতাকা চামর কত পক্ষ করে খেলা ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যত ধায় মুনিবর্গে। সুমন্ত্রাদি মন্ত্রী ধায় লয়্যা প্রজা সর্বে ॥
দামামা দগড বাজে কাঁসি কবতাল। রাজবাদ্য বাজে কত ফুকরে কাহাল ॥
উট-পিঠে গজস্কন্ধে চাপে দিব্যরথে। পতাকা চামর চূড়া লাগে বাউপথে ॥
হাতিনী হাজার হয় সাজিল অযুত। উট-পিঠে বাজে দামা পদাতি রাউত ॥
যে নারীরে চন্দ্র সূর্য দেখিতে না পাই। হেন মেয়্যা সর্বে যায় কর্যা ধায়াধাই ॥
কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি যাহ কেনে। চাপাচাপি করি পাছে মরহ পরাণে ॥
অন্ধ বলে ওহে ভাই নিবেদি চরণে। তোমরা দেখিবে আমি শুনিব শ্রবণে ॥
অগতির গতি রাম পতিতপাবন। রামনাম লয়্যা অন্ধ পাইল লোচন ॥
মুনিবর্গ মাতৃবর্গ প্রজাবর্গ লয়্যা। আনিতে চলিলা রামে আনন্দিত হয়্যা ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে নবম প্রাণ। শুনিলে সংসার তরি বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥

ভরতের প্রত্যুদ্গমন

পাদুকা করিয়া মাথে : ভরথ চলিল পথে : মুনিবেশ শিরে জটাধারী।
চামর ব্যজন তায় : ভাবভরে চল্যা যায় : কোথা অযোধ্যার অধিকারী ॥
হনু ভরথেরে কয় : বৃথা কান্দ মহাশয় : বৃক্ষে মধু মুনির আজ্ঞায়।
না কান্দিহ অবিরত : দেখিবারে পাই রথ : আগে রাম দেখাব তোমায় ॥
জানকী লক্ষ্মণ সাথে : রথে দেখি রঘুনাথে : ভরথ পড়িল ভূমিতলে।
লক্ষ্মণ জানকী সাথে : নাব্যা রাম রথে হতে : ভূমেতে ভরথ কৈলা কোলে ॥
ভরথে করিয়া বুকে : চুম্বন করিয়া মুখে : হাথে ধরি রথেতে উঠায়।
নতি করে জানকীরে : কোলে নিল লক্ষ্মণেরে : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥

রাম ও ভরতের মিলন

রথের উপর হোর চায়্যা দেখ রাম। বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ অনুপাম ॥
রথে হতে বিপ্রবর্গে দেখ্যা উলে রাম। জানকী লক্ষ্মণ সাথে করিলা প্রণাম ॥
বেদপাঠ পড়ি সর্বে হইলা হরিষ। দূর্বা ধান্য মাল্য দিয়া করিলা আশিস ॥

পুষ্পক বিমান রাম কুবেরে পাঠায়। পাদুকা ভরথ দিল রামচন্দ্রের পায়॥
সিংহের ভার বহিবারে পারে কি শিবায়। রাজা হয়্যা রামচন্দ্র নিবেদিয়ে পায়॥
ভরথের ভাব বুঝি রাম দিলা সায়। জটা মোক্ষ নন্দীগ্রামে অযোধ্যাকে যায়॥
অন্তঃপুরে যায়্যা রাম প্রণমিলা মায়। সেবিয়া রামের পদ কবিচন্দ্র গায়॥

কৈকেয়ীর শোচনা

কোলে আস্য রাম গুণনিধি।
চৌদ্দ বৎসর বৈ : মায়ে পোয়ে কথা কই : হারাধন হাথে দিলা বিধি॥
শ্রীরাম করিয়া কোলে · ভাসে রাণী অশ্রুজলে · গলা ধরি করয়ে রোদন।
বাহু ধর্য্যা করে বুকে : কোথা ছাড্যাছিলে মাকে : চান্দমুখে কবেন চুম্বন॥

আর কি বলিব রাম আর কি বলিব। অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব॥
ক্রমে সম্ভাষিলা রাম ছিলা যত মাতা। কৈকেইরে প্রণমিতে হেঁট কৈলা মাথা॥
অপরাধ ক্ষেমা কর মৃতবৎ আছি। কেমনে দেখাব মুখ বনে পাঠায়্যাছি॥
তুমি যদি বনবাস না দিতে আমারে। তবে কি আমার গুণ গাইত সংসারে॥
তোমা হত্যে জানিলাম নিজ বাহুবল। কেমতে ভায়ের ভাব জানিনু সকল॥
হনুরে পাল্যাম যার কারে নাঞি শঙ্কা। বীরঘটা বিনাশিয়া জয় কৈলাম লঙ্কা॥
তোমা হত্যে জানা গেল সীতা কেমন সতী। আজ্ঞা পালে অযোধ্যায় হই নরপতি
কৈকেই ভরথে বলে মোর বোল ধর। এইক্ষণে রামে রাজা অভিষেক কর॥

হনুমানের দর্পচূর্ণ

ভরথের আদেশে চলিলা বীরবর্গে। সিন্ধুজল আনিবারে শীঘ্র যান সর্বে॥
বাউবেগে হনুমান চলে ত্বরাপর। তৃষ্ণাতুর হয়্যা গেল ভগ্নবাহুর ঘর॥
সুমেরু উপরে আছে পল্লব আড়ালে। তাহার রমণী তারে করিয়াছে কোলে।
মুনিজ্ঞানে হনুমান জল মাগে তারে। সতী বলে ছাড্যা দিলে পতি পাছে মরে॥
হনু বলে আমি ধরি জল তুমি দেহ। শত বার নিষেধিয়া শেষে বলে লহ॥
বাম হাথে ধরে ঘাড়ে চাপ্যা পড়ে গায়। হনু বলে লেহ মাতা পরাণ বারায়॥
ভগ্নবাহুর চাপে হনু হইল বিকল। পতি ধরে সতী কমণ্ডুলে দিয়া জল॥
তখনে সম্বিত পায়্যা হনু জিজ্ঞাসিল। এমন বীরের দশা কোন বীর কৈল॥
সতী বলে সপ্ত ভাই তারা বলবন্ত। কত শক্তি ধরে কেহ না পাইল অন্ত॥
বজ্র ভাঙ্গ্যা হস্তী চিপ্যা কৈল অপমান। জয়পত্র দিয়া পালাইল মঘবান॥
দিগ্বিজয় করিতে সাজেন সপ্ত জন। বিনয় করিয়া বলে যত দেবগণ॥

এ পথে ভল্লুক যাবে ব্রহ্মার তনয়। ত্রিভুবন জই হয়ে তারে কৈলে জয় ॥
জাম্ববান সঙ্গে দেখা কথোদিন পরে। সপ্ত ভাই ইহারা ভল্লুকে যায়্যা ধরে ॥
অজয় অক্ষয় ভল্লুক অসংখ্য প্রতাপ। এক লক্ষ যোজন যার এক গোটা লাফ ॥
সপ্ত ভাই মহাদর্পে ধরিল তাহারে। অঙ্গ নাড়া দিতে সভে পড়ে গিয়া দূরে ॥
কে কোথা পড়িল গিয়া জানিতে না পারি। আমি এই নিজ নাথে রাখিয়াছি ধরি ॥
অহঙ্কার চূর্ণ চমৎকার হনুমান। বলে ভাল বলী বঠে বুড়া জাম্ববান ॥
অহঙ্কার দূরে গেল চলে শীঘ্রগতি। কথোদূরে দেখে এক অপূর্ব মূরতি ॥
সুবর্ণ সদৃশী অঙ্গ মুখটি শূকর। বৃত্তান্ত শুধায় তারে পবনকুঙর ॥
মুনি বলে বহু দান কৈলাম ব্রাহ্মণে। কাঞ্চন সমান দেহ হৈল্য দানের গুণে ॥
বক্রমুখ হয়্যা দান করি নিরন্তর। তে কারণে মোর মুখ হইল শূকর ॥
হনু বলে দয়ানিধি জ্ঞান মোরে দিলে। বক্রমুখ কর্যা আলাম আসিবার কালে ॥
সেইখান হতে বীর পবনবেগে যায়। নবম পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

রামের সিংহাসনলাভ

রামের চরণে কৈল অসংখ্য প্রণাম। স্তুতি করে ক্ষীরোদের কূলে হনুমান ॥
রামেব কৃপায় তেজ হইল শত গুণ। অমৃত লইয়া চলে পবননন্দন ॥
সপ্তসিন্ধুজল গিয়া আনিল বানর। সুবর্ণের পাটেতে বসিলা রঘুবর ॥
বেদমন্ত্র গান করে যত মুনিগণ। রামেব মাথায় জল ঢালে মন্ত্রিগণ ॥
সুগ্রীব বিভীষণ জাম্ববান হনুমান। নর বানর আর যতেক প্রধান ॥
কন্যাগণ জানকীর মাথে জল ঢালে। নেতবস্ত্রে দোঁহার অঙ্গের জল তুলে ॥
সীতা রাম পরিলেন বিচিত্র বসন। নানা রত্ন অলঙ্কার পরিলা ভূষণ ॥
সূর্য অর্ঘ দিলা রাম করিয়া অঞ্জলি। আকাশমণ্ডলে পড়ে মঙ্গল হুলাহুলি ॥
গন্ধর্বে নাচে গায় অপ্সরী অপ্সর। দুন্দুভি নিনাদ কত অযোধ্যা ভিতর ॥
রবি কোটি তেজ জিনি ভূষিত চন্দন। মাথায় কিরীটী কোটি শশির বরণ ॥
সিংহাসনে বসিলেন বামেতে জানকী। দক্ষিণে ধরিলা ছত্র লক্ষ্মণ ধানুকী ॥
পুনর্বসু নিবড়িল পুষ্যা নক্ষত্র। শুভক্ষণে রামচন্দ্রে ধরিলেন ছত্র ॥
রামচন্দ্র রাজা হল্যা ভরথ যুবরাজ। শাস্ত্রমত করিলেন বেদবিধি কাজ ॥
ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি করে যত প্রজা। ত্রিলোকের নাথ অযোধ্যায় হল্যা রাজা ॥
শত্রুঘন বিভীষণ চামর ঢুলায়। হনু সঙ্গে লয়্যা শিব রামগুণ গায় ॥
শিব ব্রহ্মা আদি দেবে পূজে রামচন্দ্র। তারপর পারিজাত মালা দিল ইন্দ্র ॥
নাগরাজ অনন্ত মণির হার দিল। রত্নাকর হস্ত রত্নে পরিপূর্ণ হল্যা ॥

কুবের আনিয়া কর দিল নানা ধন । শক্ত আদি কর দিল যত দেবগণ ॥
রাম রাজা হইলা আনন্দ বসুমতী । নানা জাতি শস্যে পরিপূর্ণ হৈল ক্ষিতি ॥
দুগ্ধহীন গাভীর হইল বহু ক্ষীর । পুত্রহীনের পুত্র দেখ্যা তুষ্ট রঘুবীর ॥
দূর্বা ধান্য আশীর্বাদ মুনি করি দিল । ব্রাহ্মণগণ আসি নির্ঝঞ্ঝন কৈল ॥
প্রজা পরিপূর্ণ থালে দিল রত্ন কর । নানা রত্নে মুনিকে তুষিলা রঘুবর ॥
শত কোটি গাভীশৃঙ্গ মাণিক্যে মণ্ডিত । মণিতে ভূষিত দ্বিজে কৈলা রঘুনাথ ॥
নানা রত্ন দিলা প্রভু অসংখ্য ভাণ্ডার । গজ বাজী রথ কত ধেনু দিলা আর ॥
অদরিদ্র ধরণী করিলা রঘুমণি । নানা ধন দেন প্রভু দিবস রজনী ॥
দ্বিজে কত গ্রাম দিলা দরিদ্রে বসন । আনন্দ-সাগরেতে ভাসয়ে সর্বজন ॥
গব্য শত স্বর্ণসহ সুগ্রীবের তরে । এইমত ধন রাম দিলা অঙ্গদেরে ॥
সুগ্রীবে ডাকিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন । দিলেন কুণ্ডল হার মুকুট বিচক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পরাণের মিত । বালীকে মারিয়া আমি কৈনু অনুচিত ॥
ত্রিভুবন মাঝে আমি বড় পাই লাজ । পালিহ আমার বাড়া অঙ্গদ যুবরাজ ॥
নল নীল কুমুদ আর অপর বানর । সভাকারে প্রত্যেকে তুষিল রঘুবর ॥
ষাটি কোটি ভল্লুক সহিত জাম্ববান । নানা দ্রব্যে সভারে তুষিলা প্রভু রাম ॥
বিভীষণে তুষি আর চণ্ডাল রাজায় । তিন ভায়ে তুষি আর যতেক মাতায় ॥
চন্দ্রকোটি হার দিলা জানকীর গলে । হনুমানে জানকী ডাকিয়া কিছু বলে ॥
সে হার হনুর গলে দিলেন জানকী । নখে কর্যা ভাঙ্গে হনু কোপে লক্ষ্মণ দেখি ॥
লক্ষ্মণ বলে কেন হেন কৈলে হনুমান । হনু বলে ইহাতে আছিক রামনাম ॥
লক্ষ্মণ বলে পশু জাতি জানিতে না পারে । রামনাম কত প্রায় আছয়ে শরীরে ॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বীর হনুমান । বুক চিরা্যা হিয়ায় দেখায় রামনাম ॥
সাধু সাধু হনুমানে বলে সর্বজন । হনুর মাথায় করে পুষ্প বরিষণ ॥
কোলে লয়্যা রাম বলে শুন ভক্তরাজে । তোমা যোগ্য দান নাহি ত্রিভুবন মাঝে ॥
সশস্য সমেত ধরা যদি করি দান । তবু যোগ্য নহে বাছা তোমার সমান ॥
অযোধ্যায় রাজা যদি করি দণ্ডধারী । তথাপি তোমার ধার শুধিতে না পারি ॥
কি ধন তোমারে দিব বাছন মারুতি । মিনি মূল্যে তুমি কিনা নিলে দাশরথি ॥
হনুমান কহে রামে হয়্যা কৃতাঞ্জলি । ধনে কিবা কাজ মোরে দেহ পদধূলি ॥
যে চরণ ধূলায় আনন্দ বসুমতী । যে চরণ হইতে আইলা ভাগীরথী ॥
অহল্যা মানুষী হৈল পায়ের রেণু । তাহা দিয়া তুষ্ট কর ভকতের তনু ॥
কোলে করা্যা বর তাকে দিলা প্রভু রাম । চারিযুগ অমর হয়্যা থাক হনুমান ॥
হনুমান বলে কিছু চাহিব তোমায় । দিল কবিচন্দ্র কহে রাম দিলা তায় ॥

লক্ষ্মণের কৃচ্ছ্র সাধন

হনুমান বলে প্রভু কি কাজ করিলে। জানকী-জননী ধর‍্যা তার স্বামী হৈলে॥
ভরথ বলেন রাম জগতের নাথ। আপনি কি বল বাছা তুমি যার জাত॥
অঙ্গদ বলে আমাদের ভাথে দোষ নাঞি। বর্ণ ভিন্ন কি কারণে প্রভু চারি ভাই॥
সুগ্রীব বলে অঙ্গদ কি বলেন তোমাকে। এখন যুবরাজ আর পিতা বলে কাকে॥
হনুমান বলে তোমাদের তত্ত্ব জানি। ইন্দ্রপুত্র বালী তব বাপ দিনমণি॥
অঙ্গদ বলে আর কিবা বল হনুমান। সভামধ্যে শাশুড়্যা হইলা প্রভু রাম॥
হেনকালে নিদ্রা আসি লক্ষ্মণে আকর্ষে। ক্ষুধা তৃষায় আকুল হয়্যা মহাবীর হাসে॥
লক্ষ্মণের হাসি দেখি ভাবেন নারায়ণ। মোরে মনে নিন্দা কর‍্যা হাসেন লক্ষ্মণ॥
চোদ্দ বৎসর দুঃখ পাল্য বনের ভিতরে। রাজা হলাম না বলিলাম সুমিত্রাকুমারে॥
ভরথ বলে মোরে দেখ্যা হাসেন লক্ষ্মণ। মোর জননীর বোলে রাম গেলা বন॥
চোদ্দ বৎসর বুলে লক্ষ্মণ রামের সংহতি। ফলমূল খায় লক্ষ্মণ নিদ্রা নাঞি রাতি॥
রামের দোসর হয়্যা সাধে রামের কাজ। আজি রাম আমাকে করিলা যুবরাজ॥
যুবরাজ হয়্যা আমি বসি রামের পাশে। আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে॥
কৈকই ত কুঁজীকে ডাকিয়া কিছু বলে। আমি রামকে বনে পাঠাইলাম তোর বোলে॥
সভায় বস্যাছি এখন কৌশল্যার পাশে। আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে॥
সুগ্রীব বিভীষণ মনে ভাবে চমৎকার। জ্যেষ্ঠ ভাই বধ্যা মোরা লইনু রাজ্যভার॥
রামের সঙ্গে এত দুঃখ পাল্য বনবাসে। আমাদিগে দেখি তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে॥
গোহা বলে আমি চণ্ডাল রাম নারায়ণ। আমায় মিতা বলেন তেঞি হাসেন লক্ষ্মণ॥
হনুমান জাম্ববান যত সভাখণ্ড। আপ্ত কথা ভাবে সভে হেঁট করিয়া মুণ্ড॥
সীতা বলে ছিলাম আমি রাক্ষসের ঘরে। লক্ষ্মণে দিলাম গালি পত্রের কুটিরে॥
সোনার মৃগ দেখ্যা হৈলাম আনন্দিত মন। আমার লাগ্যা কত কষ্ট পাইল লক্ষ্মণ॥
আমার লাগি জটাউ পক্ষ তেজিল জীবন। আমার লাগি বধ হইল ইন্দ্রের নন্দন॥
ত্রিভুবন হৈতে আইল যতেক বানর। আমার লাগি বান্ধিলেক দুরন্ত সাগর॥
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া সংহার। কত দুঃখ পায়্যা কৈল আমার উদ্ধার॥
অতি সুখে বস্যা আছি শ্রীরামের পাশে। আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষ্মণবীর হাসে॥
পরস্পর সর্বজন ভাবিতে ভাবিতে। হেনকালে অগস্ত্য আস্যা ভার্গব সহিতে॥
সাদরে বন্দিলা রাম মুনির চরণ। অগস্ত্য বলেন মোরে দেখাহ লক্ষ্মণ॥
চিহ্ন আছে চিনি তেঞি ভরথে তোমায়। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে প্রভু চেনা নাহি যায়॥
আঁখির ইঙ্গিতে প্রভু রাম দেখাইলা। লক্ষ্মণের গলে দিলা পারিজাত মালা॥
লক্ষ্মণ বলেন মুনি কি কব তোমারে। ঠাকুর থাকিতে কেন মালা এ নফরে॥

রাম বলেন মুনি তোমার সকল গোচর। সকল কথা জান তুমি গুণের সাগর ॥
কি কারণে সভায় করিলে অপমান। অগস্ত্য বলেন শুন পূর্ব ইতিহাস ॥
সংসারের সার তুমি সভাকার মূল। যত শাখা তোমার সভাই সমতুল ॥
মূল শাখা তোমার লক্ষ্মণ ধনুর্ধর। সম্প্রতি লক্ষ্মণ গুণ করিব গোচর ॥
অতিক্যা ইন্দ্রজিত পড়ে লক্ষ্মণের বাণে। সভা আগে মাল্য আমি দিলাম লক্ষ্মণে ॥
রাম বলেন রাবণ কুম্ভকর্ণ মহাবীর। যাহার সংগ্রামে ত্রিভুবন নহে স্থির ॥
তা হতে অতিক্যা ইন্দ্রজিত কিবা গণি। অগস্ত্য বলেন শুন দেব চক্রপাণি ॥
যদ্যপি দুরন্ত রাবণ বন্দী কত ঠাঞি। অতিক্যা ইন্দ্রজিত কভু পরাজয় নাঞি ॥
কঠিন তপস্যা কৈল রাবণ কোঙর। তপে বশ ব্রহ্মা শিব দিতে আইলা বর ॥
অমর না হব ইন্দ্রজিত মাগে বর। উপবাসে থাকিবে যে চৌদ্দ বৎসর ॥
কণ্ঠ বিরোধিব যেবা ছাড়ি অন্ন পানি। ব্রহ্ম অস্ত্রে তার হাথে মরিব ত আমি ॥
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা বর দিলা তারে। অজয় হইল বীর শঙ্করের বরে ॥
অতিক্যা মাগিল বর নির্মোহির হাথে। চোদ্দ বৎসর নিদ্রা নাঞি যাহার চক্ষেতে ॥
স্ত্রীর মুখ নাঞি দেখে চৌদ্দ বৎসর। তবে সে হবেক তার সিদ্ধ কলেবর ॥
তার হাথে বিষ্ণু অস্ত্রে আমার মরণ। সদয় হইয়া বর দিলা পঞ্চানন ॥
মহাবিষ্ণু লক্ষ্মণ তেঞি নির্মোহ হইলা। তে কারণে পূজিলাম দিয়া দিব্যমালা ॥
মুনির বচনে রামে লাগে চমৎকার। জিজ্ঞাসিতে সত্য বলে সুমিত্রাকুমার ॥
প্রথম যেদিন বাস তমসার তীরে। নিদ্রা আসি আকর্ষণ করিল আমারে ॥
কহিলাম ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রার গোচর। মোরে ক্ষেমা দেহ তোমরা এ চোদ্দ বৎসর ॥
চৌদ্দ বৎসর রঘুনাথ সত্যে হব পার। তিন জন দেশেতে করিব আগুসার ॥
অভিষেক হব রাম রাজ সিংহাসন। মোর ঠাঞি তবে তোমরা করিবে গমন ॥
সেই হত্যে তিন জনে ক্ষেমা দিল মোরে। ছত্র ধর্যা বসিতে সভাই আস্থা ধরে ॥
কিবা কথা কহ তোমরা তাহে নাহি মন। এই হেতু হাসিলাম শুন নারায়ণ ॥
এত শুন্যা শ্রীরামের চক্ষে পড়ে জল। আপনি লক্ষ্মণ তুমি দিতে বনফল ॥
বিভাগ করিয়া তোমা আমি দিতাম আগে। কি করিতে হৈল কহ বুকে জাঠা লাগে ॥
লক্ষ্মণ বলেন আজ্ঞা না হত্য হেলন। ধর বল্যা দিতে ফল কর্যাছি ধারণ ॥
অগস্ত্য বলেন ধন্য লক্ষ্মণ ধানুকী। তূণে ফল ধরিয়াছ চাল্যা দেহ দেখি ॥
লক্ষ্মণ বলেন তূণ আন হনুমান। তুলিতে নারিল বীর পাল্য অপমান ॥
মাথে হাথ দিয়া হনু ফুকুরিয়া কান্দে। লক্ষ্মণে করয়ে স্তুতি আপনাকে নিন্দে ॥
গন্ধমাদন আন্যা মোর হল্য অহঙ্কার। আজি তূণ নাঞি উঠে দর্প চূরমার ॥
সদয় হয়্যা লক্ষ্মণ বলে না কান্দহ আর। আন তূণ তুলিবারে পারিবে এবার ॥

তুলারাশি সম তুণ তুলিয়া আনিল। লক্ষ্মণ-বচনে ফল ঢালিতে লাগিল॥
অগস্ত্য বলেন লক্ষ্মণ মোর পানে চাহ। যেদিনের যেই ফল চিনাইয়া দেহ॥
গা তুলিয়া ঠাঁই ঠাঁই করেন লক্ষ্মণ। যেদিনের যেই ফল চিনেন নারায়ণ॥
আমা যায়া গোহার ছুদ্দিনের পানিফল। দেখি ফুকরিয়া কান্দে ভকতবৎসল॥
পর পূর্ব দুইদিন ভরদ্বাজ আশ্রমে। দুদিনের ফল দেন সভা বিদ্যমানে॥
মতঙ্গ মুনির স্ত্রী সুবর্ণা ঠাকুরাণী। তাহার অমৃত ফল রামচন্দ্র চিনি॥
পর্বত চাপা দিয়াছিল পবনকুমার। তথাকার ফল দিলা সুমিত্রাকুমার॥
দেখিতে দেখিতে উঠে রোদনের ঘটা। শবরী আশ্রমের ফল দিলা দাঁত কাটা॥
যেদিনের যত ফল দেখাইল তা। গলায় ধরিয়া কান্দে রামচন্দ্রের মা॥
চোদ্দ বৎসরের ফল দিলেন নিকটে। গণিতে গণিতে তিনদিনে নাঞি আঁটে॥
প্রথম উপাস প্রভু যেদিন গেলা বন। তারপরে উপবাস সীতার হরণ॥
যেইদিন শক্তিশেলে পড়্যাছিলাম আমি। কেবা দিল কি খাইলে তাহা নাঞি জানি॥
হাহাকার করে সভে সে কথা শুনিয়া। সীতা রাম পড়িলেন ভূমে মূর্ছা হয়্যা॥
চেতন পায়্যা গলে ধর্য়া কান্দে রঘুমণি। এত ধার কতদিনে শোধ দিব আমি॥
বলরাম নাম হবে রোহিণী কোঙর। অনুজ কৃষ্ণ হয়্যা আমি হইব নফর॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান। শুনিলে রামের লীলা ভবভয়ে ত্রাণ॥

স্বজনমিলন

লক্ষ্মণ লইয়া কোলে দয়ার ঠাকুর বলে এত দুখ পালে প্রাণের ভাই॥
আমা কঠিনের সনে শুখাইলে প্রাণপণে : চোদ্দ বৎসর খাও কিছু নাই॥
ফল রাশি রাশি দেখি : কান্দে সীতা চন্দ্রমুখী বলে ধন্য লক্ষ্মণ ঠাকুর।
এবে তুমি বড় হল্যে : তোমার চরণতলে : প্রণমিব বলিয়া ভাসুর॥
সভে বলে ধন্য ধন্য : তব কোটি চন্দ্র বর্ণ : কদাচিত না হল্য মলিন।
কে জানে তোমার মর্ম : সকল তোমার কর্ম তুমি প্রভু পুরুষ প্রবীণ॥
যত রাজা ভূমণ্ডলে : লক্ষ্মণের পদতলে : ছিঁড়িয়া পেলিল গলার হার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি : রবি চন্দ্র বরুণ বিধি : সভে করে জয়জয়কার॥
ভরথ লইয়া বুকে : চুম্বন করয়ে সুখে : তুমি কৈলে রবিকুলস্থাপন।
কোলে লয়্যা কৈকই বলে : কুলের দীপক হল্যে : তুমি কৈলে কলঙ্কমোচন॥
কৌশল্যার ঝুরে স্তন : কোলে নিলা দুইজন : সভামাঝে বৈসে রাজরাণী।
অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে : রাম দুর্বা শ্যাম রঙ্গে : সভে করে জয় জয় ধ্বনি॥

শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ—পুঁথির লিপিকাল

অযোধ্যায় যায় ।। হাথে পাতি অর্দ্ধ দিয়া পবন নন্দনে । জোখা কানে মত্য প্রিয় করিলা রোদনে ।। প্রসাদ পাইয়া হনু বানে পরি পুর্ন । জগুর পিতা রাম র
নে সর্ব্ব বর্গ ।। রামের রাজত্বে কার আছে ব্যাধি নাই । সাপ্তপাদি পুত্র পৌত্র যায় সেই গাই ।। রামের চরিত্র দিনা অদ্ভুত সমান । প্রত্যার রাজ্য সায় ক
রিলেন্ত গান । যেজনে শ্রবন করে রাম উপাখ্যান । মনো নিত ফল তার দেবতা বান ।। এক মুক্তি হই হয় জয় দেবা যাব । আর দেবা দেবো নাই
মত হয় নাম ।। অপুত্রক পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন । বাল্মিকি কহেন হয় পাপ বিমোচন ।। সাত কাণ্ড পুস্তক যে থাকে যার ঘর । লক্ষ্মী নারাযন ।৮।
নিত্য আছে তার ঘরে ।। হরি হরি বলায় সকল বন্ধু জন । স্বর্গারোহনকাণ্ড সংপুর্ন হইল রামায়ন ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।
যেনদৃষ্ট পিতা পরি বিমুক্তিদং পাদাম্বুজং দিদীর্ষ্যা তনামৃতা । সকাণ্ড শ্রীরামা পদং মিথুন মাসে সমাপিতা যত্ন নিরক্তিং আসি
এ শ্লোকং রাম লেখক ।।
সন ১২০৮ সাল বার সর্ত আষাঢ় সাল তারিখ — ৩ তেইশে বোচ বুধ বার । বেলা এক প্রহর দুই দণ্ড সমাপ্ত হইল পুথি

সুমিত্রা জননী বলে : মোর ধার শুধ্যা আলে : বিকাইলে কৌশল্যার ঠাঞি।
দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে : রাম বসে তুমা পাশে : তোমার সমান কেহ নাঞি ॥

অযোধ্যায় আনন্দোৎসব

শ্রীরাম বলেন সীতা শুনহ বচন। ত্বরায় যাইয়া তুমি করহ রন্ধন ॥
আয়োজন কর্য্যা দেহ পবননন্দন। সভাকারে দয়ানিধি করেন আমন্ত্রণ ॥
যথাকালে সীতাদেবী করিলা রন্ধন। আগে মুনি দেবগণে করাল্যা ভোজন ॥
যক্ষ রক্ষ নাগ নর ত্রিভুবনের রাজা। ভোজন করিলা আর চারি জাতি প্রজা ॥
বানর বানরী আর যত দাস দাসী। যে যেখানে ছিল রাম সভাকারে তুষি ॥
সকল ভল্লুকে রাম করাল্যা ভোজন। অবশেষে ভোজন করিল সব জন ॥
কেবল লুকায়্যা রহে বীর হনুমান। তিন ভায়ে লয়্যা শেষে বসিলেন রাম ॥
আগে অন্ন দিতে চান লক্ষ্মণের মুখে। লক্ষ্মণ বলেন খাত্যে না দিবে আমাকে ॥
প্রসাদ পাইব চোদ্দ বৎসরের পর। তোমার অগ্রভাগ করে খায়্যাছে নফর ॥
দেশে থাক্যা উপবাসী ভরথ শত্রুঘন। প্রসাদ পাইব মোরা ভাই তিনজন ॥
ভায়ের প্রেমায় অন্ন নিলা চান্দমুখে। হাথে হাথে প্রসাদ দিলেন একে একে ॥
ভোজন সমাপ্ত রাম কৈলা আচমন। তাম্বুল কর্পূর আদি করিলা ভোজন ॥
প্রসাদ পাইতে সীতার জুড়াইল প্রাণ। হেনকালে উপনীত হৈল হনুমান ॥
হনুমান বলে রাম সভারে খায়ালে। কি দোষ করিনু কেন মোরে নাঞি দিলে ॥
লজ্জিত হইলা রাম ভাই চারিজনে। হনুমানে লয়া গেলা জানকীর স্থানে ॥
জানকী প্রসাদ পান চিন্তেন রাঘব। সীতা বলে আস্ত বাছা মায়ে পোয়ে খাব ॥
হাথ পাতি অন্ন নিলা পবননন্দন। যথাকালে মহাবীর করিলা ভোজন ॥
প্রসাদ পাইয়া হনু বলে পরিপূর্ণ। জয় জয় সীতারাম বলে সর্ব বর্ণ ॥
রামের রাজত্বে কার আধি ব্যাধি নাই। শস্যে পরিপূর্ণ ধরা দুগ্ধ দেই গাই ॥
রামের চরিত্র লীলা অমৃত সমান। এত দূরে রাজ্য সায় কবিচন্দ্রে গান ॥
যে জন শ্রবণ করে রাম উপাখ্যান। মনোনীত ফল তারে দেন ভগবান ॥
ভক্তি মুক্তি দুই হয় যার যেবা ভাব। যার যেবা সেৎসা সেইমত হয় লাভ ॥
অপুত্রকের পুত্র হয় নির্ধনের ধন। বাল্মীকি কহিলা হয় পাপ বিমোচন ॥
সাতকাণ্ড একত্তরে থাকে যার ঘরে। লক্ষ্মী নারায়ণ নিত্য আসে তার দ্বারে ॥
হরি হরি বলয়ে সকল বন্ধুজন। সাতকাণ্ড সম্পূর্ণ হইল রামায়ণ ॥

সংশোধন

আমাদের অনবধানতাবশতঃ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। উপজীব্য পুঁথির পাঠ সম্পর্কেও আমরা সর্বত্র নিঃসংশয় নই। প্রয়োজনীয় ভুলগুলি সংশোধন করা হলো।

পৃষ্ঠা / পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭।৬	পৌলস্তের	পুলস্তের
ঐ।৩০	খিরল	ধরিল
১৫।৩	শ্রুতিকীর্তি	শ্রুতকীর্তি
ঐ।২৩	খিরাতি	খিয়াতি
১৬।১৪	রূপি মৃত্যুফলা	রূপি মর্তকলা
ঐ।২৬	গরিয়সী	গরীয়সী
১৮।২৪	অনর্ক	অলর্ক
২৬।৮	কব	কবে
ঐ।২২	বলেণ	বলে
৩৬।২৩, ১৫৬।১৭	তম্বুর	তুম্বুরু
৫৭।৯	মোকে	লোকে
৫৮।১৫, ৯৯।২, ১২৮।৯	মনে	মেনে
৬৩।২	ছিল	দিল
৭৪।১০	দক্ষিণদিগে রজত	দক্ষিণদিগের যত
৯০।২	সাগর	সেতুর
৯২।৯, ঐ।১০, ৯৪।১২	সুবেণু	সুবেলু (=সুবেল)
৯৯।১১	খগেন্দ্র	খদ্যোত
১০২।১৫	কলি	কালি
১১৯।৪	অর্ধখান	অর্ধবাণ
১২৭।১৬	হর‍্যাছিল ইস	হারাছিল ঈশ
১৩৬।১৮	দেই	দেহ
১৫৪।২৯	স্কন্ধে	স্কন্ধ
১৫৯।২০	মারি	মারে
১৬৮।২৭	রাবরের	রাঘবের
১৮১।১৪	বায়	বাহু
১৮৪।১৫	গ্রহণ	গ্রহ[ণ]ণ
ঐ।২১	দেবের	বেদের

অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত শব্দাবলী

অহুরত ৮।২৩=অনুরক্ত

অন্তরে ১৭০।১৮—দূরে

অপ ৫।৩১—জল

অপেক্ষণ ৩১।১৮—করুণা

অবয়-আবয় ১৫১।৫=অবয়ব (অনুকার শব্দ)

অব্যপ ৭৬।৩—আশ্চর্য

অশক্য ১৭৪।২২—অসাধ্য, তুল.

কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য
—কৃত্তিবাস

আইছ ১৬২।২৬=এসেছ

আই মা ২৩।১—বিস্ময়সূচক অব্যয়, তুল. আই মা বলিয়া দাসী আড়ালে লুকায়—রূপরাম

আওয়ারি ৩৬।১২—বাসগৃহ, তুল.

সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি
—মুকুন্দরাম

আওয়াস ৫।১২=আবাস

আঁকড়ি ৯৫।২২—আঁকড়া

আঁঠ্যা ১০১।১৪—এঁটো, উচ্ছিষ্ট

আডেয়োড়ে ১৫।১৯—আড়ালে-আবডালে

আথান্তর ৭৬।১৬—দুর্দশা, তুল.

আন্ধা দুখমতী লর্আ ভৈল আথান্তর
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আদ্রদৃষ্টে ১১।২৭—সজল নয়নে

আধলার নড়ি ২৯।১০—অন্ধের লাঠি, তুল আন্ধলের নড়ি বাছা নির্ধনের কড়ি—মুকুন্দরাম

আন ৬।১৫—অপর

আপে ৮১।১৪<অপ্—জলে, এখানে থুথু বা লালায়

আয়ড় ২০।৯—আড়াল

আয়ত ১৮০।৭<অবিধবত্ব—সধবার অবস্থা

আয়াস ১৩১।২৫=আবাস

আলচুলে ৪৭।২০—মুক্তকেশে

আস্থ ৯৭।৭=আস্থক

ঈশ ৫৪।২৫—শিব

উথাড়িয়া ৪৮।৬—উপ্‌ড়ে, তুল.

উথাড়িয়া পড়ে যেন পর্বতের গোড়া
—দুঃখীশ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল

উগিয়া ৭৩।৮—উঁকি দিয়া, তুল.

পিড়াএ উঠিল মিশ্র ঘরে দিল উগি
—চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

উছাল ১২৭।২৩—স্ফীতি, শিখা

উঝটিয়া ১৫।১৭—হোঁচট খেয়ে, পায়ে ঠেলে, তুল. উঝটে তারিতে পারি সিংহল ভুবন—দ্বিজ রামদেব

উতবোল ১৭৯।১৮—আকুলি-বিকুলি, তুল. উতবল ভৈলা মনে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

উত্তরে ৫৩।১২—উত্তরণ করে, পৌছায়

উদ্ধার ১৯।১১=উদ্ধার কর

উধায় ১২৯।১১—উর্ধে উঠে, তুল.

উধা করি যার পক্ষ গগনমণ্ডলে—
যাদুনাথের ধর্মপুরাণ

উফড়িয়া ৬৪।১৮—লাফিয়ে, তুল.

সভেঞি উফরিঞা আইল—কবিশেখরের গোপালবিজয়

উভরায় ৮৩।১৪—উচ্চস্বরে

উলে ১৯০।২৬—নামে, তুল রথে হৈতে ধরণী উলিয়া জায়াপতি
—কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল

উর‍্যা ৫৬।৫—অবতীর্ণ হয়ে, তুল. উর ধর্ম আমার আসরে—রূপরাম

এজনি ৫৯।১২—এ যেন

এনা ১৬৬।২১—এই, তুল. এনা এক কুট পাণী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ওর—১১।৯—সীমা, তুল. হামারি দুখের নাহি ওর—বিদ্যাপতি

কক্ষা ১।৫—কলহ, বিতর্ক, তুল. কক্ষায় হারিয়া লজ্জে করে অভিমান —চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়, দেবতা মনুষ্যে কক্ষা সর্বথায়ে নাই রক্ষা—জগজ্জীবন

কচ ১৫।৯—কেশ

কবচ ১৬৪।১—বর্ম

কমল ৫৮।৯—এখানে 'কমললোচন' অর্থে

কলা ৩।১৩—ছলচাতুরী, তুল তিরিকলা পাতি ভাণ্ডিবারে চাহ কাহ্নে —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কন্থ ৯৮।২১—কণ্ঠ

কাপে কাপে ৮৬।১২—সুবিন্যস্তভাবে

কাম ৫৬।১৬<কর্ম—কার্য

কুতান ৫২।২৫—অমঙ্গল

কুদরত [আ] ১২২।১৪—সামর্থ্য

কুন্দ্যা ১৩৫।২৭<কুর্দন—লম্ফঝম্ফ দিয়ে

কুররীর ৭৭।২৩—কুরল পক্ষিণীর, তুল. কান্দিব রুক্মিণীদেবী কুররীর পারা—রামেশ্বরের শিবায়ন

কেন্না ১২২।৩০=কেননা

কোটরা ১৪।২৫—পাত্র

ক্ষীরসদনের ৫০।২৫—ক্ষীরসদৃশ ?

ক্ষেপ ৫।৬—বায়, এখানে 'বোঝা' অর্থে

খাই ৯৩।৭—গর্ত, তুল. বাহিরে খাই কাটে বড়ই গহনে—কবিশেখরের গোপালবিজয়

খাঁখার ২৩।২—কলঙ্ক, তুল. কুরুবংশে রহিল খাঁকার—কবীন্দ্র মহাভারত

খাখার ৪২।১৩—কঠিন

খালা ৪৭।২৯—[জল রাখবার] পাত্র

খালি ১০১।১=খাইলি

খিস্তি ৮৯।৬—ছোট, ক্ষীণ

খুসিলা ৫১।২৩—স্থাপিল

খোলাভাই ১০৯।১৪—যে ধাই সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কেটে আপোড়া খোলায় নিয়ে মাটিতে পুতে দেয়, তুল. জন্মদাতা জনক জননী খোলাভাই—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

গহলে ৫০।২২—গহ্বরে

গাজে ১৬৪।১৭=গর্জন করে

গাড়িয়া ৪৮।৫—পুতে,

গুঙাইল ৯।১৭—যাপন করল

গুড়গুলা ৮৬।৭—দুর্মদ

গুণি ৬৫।২৭=গণনা করি

গুণে ৮০।১৫—জ্যা-তে, ছিলায়

গুমাণ [ফা] ৪১।১৩—গর্ব

গোডায়্যাছিল ২৪।২৮—অনুগমন করেছিল

গোহার ২৬।১১—নিষাদের

গ্যা ৫২।১৫—গিয়া (আঞ্চলিক প্রয়োগ)

গ্রহণ ১৮৪।১৫—লিপিপ্রমাদ, সম্ভবতঃ 'গ্রহগণ'

ঘটা ৮।১৮—দল, তুল. বৃহস্পতি আদি চলে ব্রাহ্মণের ঘটা—রামেশ্বরের শিবায়ন

ঘাড়কাতা ৪৫।২২—ঘাড়ধাক্কা, তুল. দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘাড়গাতা —বিজয়গুপ্ত

ঘাসবুদ্ধে ১০৩।১—তৃণবুদ্ধি, নির্বোধ

চক্র ৫৬।২—পৃথিবী

চড়া ১২।৮—টান, ছিলা

চাঠে ৩২।২৩—আঘাত করে
চাঠ্যা চাঠ্যা ১২০।২০—চেটে চেটে
চায়া [ফা চারহ্] ১১৪।১৫—উপায়
চিকুরে ১৩০।১১—কুন্তলে
চোখ ১১২।১৮<চোক্ষ—তীক্ষ্ণ, ধারাল, তুল তখন বামনবর চোখা চোখা মারে শর—সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী।
চোটায়্যা ২৭।১১—জোরে কোপ মেরে
চৌরস ১ ৪।১৩—প্রশস্ত
ছড় ৩১।২৬—আঁচড়ের দাগ
ছনছন ২৮।২৫—ব্যথিত সন্দেহ
ছন্ন ১৩৩।৬<সন্ন—আচ্ছাদিত
ছাতি ৯।১৫—বুক, তুল. হেরি বিদরয়ে ছাতি—জ্ঞানদাস
জই ১৯২।১=জয়ী।
জটিল ৫৬।২১—জটাধারী
জাকু ১৮।১৬=যাউক, যাক্
জাঙ্গে ১৩৭।১৬—জানুতে
জাতে ৯৫।১২—যাত্রায়
জিয়া ১৯।২৪—বেঁচে
জিহি ১৪০।১৫—জিহ্বা
জুতি ৭।২৫= জ্যোতি, তুল. মাণিক জিনিঞা দশন জুতি - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
জুভায় ৩১।৪=জিহ্বায়
জুয়ায় ২১।২৭—যোগ্য হয় তুল. ভাঙ্গা নাএ চড়িতে না জুআয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ঝকঝকাতে ৯৯।২০—ঝামেলায়
ঝঞ্ঝনা ১১২।৩১—বজ্র
ঝরকা [হি. ঝরকহি]১২।১৫—জানালা
ঝাট ২২।৭—ত্বরা
ঝাড়েঝোড়ে ১৫।১২—ঝোপজঙ্গলে, তুল নেহালয়ঝোড়েঝাড়ে—মুকুন্দরাম
ঝিক্যা ৬৪।৫—ঝিঁকি মেরে, ধাক্কা মেরে
ঝোরে ১০২।১৪—ঝর্ণায়, নালায়
ঠাঠ ৩৪।৭—সৈন্যদল, তুল. পাতশাহী ঠাঠে কষে রেখা আঁটে—ভারতচন্দ্র
ঠাটা ১১২।৮—রোখা
ঠারে ৫৭।২৮—ইঙ্গিতে
ঠেক ৭০।৭—টেকা, সঙ্কট
ঠেসে ৬৩।১৬—চাপে
তড ৯৩।৬—চড়া, তুল. জল হতে টান দিয়া তডে তোলে পাও—বিজয়গুপ্ত
তদন্ত ৭৫।২৯—তার শেষ (তৎ+অন্ত)
তবলে [আ. ইস্তবল] ১৬৮।২৮—অশ্বশালে
তম্বুর ৩৬।২৩—শুদ্ধ 'তুম্বুরু', গন্ধর্ববিশেষ
তাত ১১।২<তপ্ত—গরম
তাত ২৩।৩০—পিতা, পিতৃতুল্য ব্যক্তি
তার ১৫৪।২৩=তারণ কর
ত্রাসে ৪৫।৭=ত্রস্ত হয়
তুটে ১১২।১৮—টুটে, খসে
তুণ্ড ১৬০।২৫—মুখ (প্রাচীন বাংলায় বহু ব্যবহৃত)
তুরিত ৫।১৪—দ্রুত
তুর্ণ ১৫৪।১৮—শীঘ্র
তেজে ২৩।৬ | ত্যজে
তেজি ২৬।১৪ | =ত্যজিয়া
তেজিল ২৮।২১ | ত্যজিল
তোক ৭।৯,১৪- পুত্র, তুল. যাহার কারণে মৈল বারইব তোক—বেণ্যা ধর্মদাস,
থুনি ১১১।১৯—
দরায় ১৭।২৩—দরিয়ায়
দাপনি ৬৬।১৫<দর্পণ—আয়না, তুল. হাথের কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ—চর্যাগীতি ; বিনোদ পাটের খোপ রসের দাপনি—মুকুন্দরাম
দাবেন ৩৮।১৯—চাপেন
দুনা ৫৮।৭—দ্বিগুণ
দুরাক্ষর ৮৮।২৬—কটূক্তি, তুল. আর দুরাখর বুইলেক বাণী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
দে ৯৭।২৩=দেহ

দ্বন্দ্ব ৯১।১২—দ্বিউক্ত, দ্বিরুক্ত

দেবমানে ১৪৬।১২—দেবভোগলে, তুল. দেবমানে তপ কৈলে দ্বাদশ বৎসর—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

দেয়ানে [ফা.] ৯৬।২০—দরবার

দোসর ১৮৪।৫—দ্বিতীয়, সঙ্গী, তুল. যার কান্ধ বসে দোষর মাথা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর—কৃত্তিবাস

দ্রোণীতে ৩৩।১৩—ডোঙ্গাতে

ধেয়া ১।২০—চিন্তা ক'রে

নইল ১২৮।৩=না হল

নক্রে ২৮।২৪—কুম্ভীরে

নাই ১০২।২৪ <স্নেহ—আদুরে, আশকারা-পাওয়া

নান্দী ১৬।২৫—নাটকাদির আরম্ভে মঙ্গলাচরণকারী

ন্যায়া ১১।১৭—নাবিক

নিকলে ৬৬।১১—বাহির হয়, তুল ঝলকে ঝলকে বক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে—মুকুন্দরাম

নিছনি ৮৮।২৯ <নির্মঞ্ছনিকা—বালাই, তুল. নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু একবাটে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দ্রঃ শব্দ-তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ

নিদাটি ১৫৮।৮—নিদ্রামন্ত্র—যাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তুল নগরে নিদাটি দিয়া সভারে রেখেছে অচেতন—ঘনরাম

নিধন ৬১।১১—মুদিত, হত

নিন্দ ১৭১।৮—নিদ্রা, তুল নিংদ বিহূনে হুইনা জইলো—চর্যাগীতি ; চোখে নিন্দ না আইসে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

নিপট ৫৯।৩—অত্যন্ত, নিতান্ত (আকস্মিক প্রয়োগ)

নিবড়িল ১৯২।২৪—শেষ হইল, তুল. আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

নিবর্তিল ৫৪।১৬—উপশম করিল, তুল না কাটিয়া ব্রহ্ম অস্ত্র নিবর্ত্তিতে নাঞি—অভিরাম দাস

নিভায়ে ১৪৪।২৯—নির্ভয়ে, নিশ্চিতভাবে

নিয়ড়ে ১২৪।২৫—নিকটে, তুল. নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী—চর্যাগীতি ; তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

নীত ৩০।১০=নীতি

নেউটিয়া ৩৫।২১—ফিরিয়া, তুল. নেউটিয়া গদাধর তারে যুদ্ধ দিল—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

পচাল ৯৫।১৫—কদর্য গালাগালি

পড়া ১৪০।১২ <পটহ—ঢাক

পদ্ধতি ৪২।১০—বিন্যাস, প্রণালী

পরিকর ১৫।১৯—কটিবন্ধ

পরিবাদ ৪৫।৯—অপবাদ

পরিহার ৪।২২—মিনতি, তুল. পরিহার বোলে বনমালী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পর্ষে ৩৭।১০—পরিবেশন করে, তুল. মোহিনী হইয়া সুধা পরিষেণ হরি—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পাকল ৬৮।২০—ঘূর্ণিত

পাজাতা ১২৪।১৩—পায়-পড়া

পাটে ১৭।২১—সিংহাসনে, তুল. না মানসি কংসরাজ পাটে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পানা ১৪।২৫ <পানক—শরবত

পারা ১১।২৬—সমতুল্য

পালে—১১।১৭—পাইলে

পাষণ্ড ৩১।১৩—নিষ্ঠুরতা, বিড়ম্বনা, তুল. পাষণ্ড পাড়িল তাতে শঙ্কর-নন্দিনী—জগজ্জীবন

পুনর্বসু ১৯২।২৪—নক্ষত্রবিশেষ,

পুরটের ১৫।১—সোনার, তুল. পুরট রচিত সেহারা—মুকুন্দরাম

পেজে ১৫।১৩=ফেলে

প্রভাবী ৭৪।৭—বাল্মীকি রামায়ণে 'স্বয়ংপ্রভা'

প্রাণী ৫৯।২৫=প্রাণ

ফারা ৬৪।১৬—ভেদ, তুল. বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার—ঘনরাম

ফুকরে ১৯০।৮—উচ্চরব করে, তুল. বাহা বাহা কবি তবেঁ রাধিকা ফুকরে —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বক্র ১৬৬।১৯—অসিদ্ধ

বঞ্চ ৪২।৭—যাপন কর, তুল. কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বর্ণ ১।১৮=বর্ণনা কর

বাগে ১৫২।২৬—দিকে

বাজ্য ১৬৪।২৪—আঘাত কর

বায় ১১১।১৫—বেয়ে যায়, রগড়ায়

বারি ১:৮।১=বাহির, তুল. টাঙ্গি দিয়া গলা কাট্যা বারি কৈল ফল— রামেশ্বরের শিবায়ন

বার্তা ১৮১।২—এখানে 'দূত' অর্থে

বাল্যে ৬৪।৩০=বালীকে

বাহুড়িয়া ৫৫।৩—ফিরিয়া, তুল বাহুড়িআ চল সে নিবধ বনমালী —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বিতথা ৫০।২৩—বিপদ, তুল কর্ণসেনে বিয়া দিয়া বড়ই বিতথা—মাণিক-রামের ধর্মমঙ্গল

বিপথ ৩০।৪—বিপত্তি

বিষোগে ৫০।২২—বিড়ম্বনায়, তুল. বিষোগে আসন হরিল চেতন —বিপ্রদাস

বুড়ে ৫৬।২—ডুবে, তুল. বৃষ্টিজলে ভিজা বুড়ে—মুকুন্দরাম

বুজে ১০২।১৯—প্রতিজ্ঞাতে ?

বুল ১৬।২৯—ঘুরে বেড়াও, তুল. বুলই নীব কি বুলই ভামর—প্রাকৃত পৈঙ্গল

বেলি ৩।৬—বেলা, তুল. উ বেলি মা জাইহ মথুরার হাটে ল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বেশর ২৩।১৪—অর্ধচন্দ্রাকার নাকের গহনা

ভক্ষ্যাশিত ৫১।১৩—ভোজনলুব্ধ

ভবে ১।১৫—ভবনে

ভবে ৫৬।৩—শিবকে, তুল. ভব নাম ভব করিতে পার—ভারতচন্দ্র

ভাঙুরি ৬৩।২৬—ভঙ্গিমা, তুল. তাবত ভাঙুরি পাড় নাহি ছাড পাশে— কবিশেখরের গোপালবিজয়

ভাবুটি ১২৯।২৫—লোকদেখানো ভাবাবেগ, তুল. ভাবুটি করিয়া কিছু কুমন্ত্রণা কবে—মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল

ভেল ৬১।১১—হৈল, তুল. সকলি গরল ভেল—জ্ঞানদাস

ভোকে ৫০।১৮—ক্ষুধায়, তুল ভোখে ভাত নাহি খাও—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মলয়জ—মলয়দ; ইন্দ্রের দেহমল থেকে উৎপন্ন।

মল্য ৯৬।২৬—মলয়

মাগধে ৮।১৭—স্তুতিপাঠক

মাগো ১৮১।২৫ মাগি

মালসাট ৯১।৯—মল্লের মত যুদ্ধোদ্যোগ, তুল কদম্বে উঠিয়া হরি ঘন মালসাট মারি ঝাঁপ দিলা কালীদহজলে —পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

মুনিবর্য ৯।১০—মুনিশ্রেষ্ঠ, তুল তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তিবর্য —চৈতন্যচরিতামৃত

মেঙ্গে ১২।২৯—কথায় মাজা বা ধুয়া তুল. আজি মেঙ্গে ফিরে মাগ শঙ্কর। ভিখারী—ভারতচন্দ্র

মেলানি ৩৫।২০—বিদায়, তুল এবে

মেলানী দেহ আন্ধারে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মো ১৭।১৯—মোহ, তুল. না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মো —মুকুন্দরাম

যজ্ঞের মেখলা ৫।৯—যজ্ঞকুণ্ডের পরিধি

যাসি ১৬৩।৮—যাস্, তুল. মন্থরগমনে যাসি ভাগিনার ভয়ে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

যি ৭৩।১৯=যা

যোগপাটাসিনি ৫৫।৫—ছোট যোগপাটা

রণছটি ১০৯।১৬—রণদীপ্ত

রভস ১।১০—সম্ভোগ, তুল কত যামিনী রভসে গোঙায়নু—বিদ্যাপতি

রাউত ৩৩।২৭—অশ্বারোহী, তুল. রাউত মাহুত সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ —রামকৃষ্ণের শিবায়ন

রাখা ৮৫।২৮—এখানে 'রক্ষক' অর্থে

রাঁড়ের খাতা ১৩২।১৮—বিধবার হিসাব

লংহিয় ৪১।৬=লঙ্ঘিও

লো ১৯।১৯—অশ্রু, তুল. নেতের আঁচলে মুছে লোচনের লো —মুকুন্দরাম

শিঅলি ৫।১৩ শেওলা

শ্বপচনন্দন ২৬।১৩—চণ্ডালপুত্র

সঙ্কলে ৩১।১৬—নিবারণ করে, তুল. ক্রীড়া সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ ঘরকে চলিল—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

সব্য ১৬৩।১৭—বাম দক্ষিণ দুই

সন্ধি ২০।২—কৌশল

সংশিত ১৩৫।১৮—নিশীত

সাখি ১৮।১৫=সাক্ষী

সাঠে ৯৩।৫—ঠোকে, আঘাত করে

সাপুড়া ৬৬।২৫ সম্পুট—কৌটা, তুল. সাপুড়া ভিতর কর্পূর তাম্বুল—মুকুন্দ কবিরাজ

সাম্বাইয়া ১১৬।১৩—প্রবেশ ক'রে, তুল. তুমার বচন মোর না সাম্বায় কানে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সাম্ভায় ৩১।২৭—প্রবেশ করে, তুল. মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুই বাণী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সারিয়া ৪৮।২—বিস্তার ক'রে

সুকর ৫।৮—সুকুমার

সেতে ৮৯।১=সেতুবন্ধে

সেহ ৬।১৬—সেও

সোসর ১০৩।২৮—সমতুল্য, তুল. সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর —চৈতন্যভাগবত

স্যা—৭৮।৩—এসে (আঞ্চলিক প্রয়োগ) তুল. 'সিয়া'

হকু ৮২।১৯ হোক

হঠ ৪০।১৮—বিবাদ, তুল. আমা সনে করে হঠ চরণে লঙ্ঘয়ে ঘট—মুকুন্দরাম

হরা ৫৫।২—হরের গৃহিণী

হাইবাসে ২০।২৯—হতাশায়, তুল. কান্দয়ে নকুল সুত দারার হাব্যাসে —মুকুন্দরাম

হাঁড়িকানা ৮০।৩০—ভাঙা হাঁড়ির কানা

হাপুতি ৪৬।২৩—পুত্রহীনা, তুল. হাপুতির পুত্র যেন দরিদ্রের কড়ি —কাশীরাম

হামে [হি.] ৫৯।৮—আমাকে

হেটে ৬৫।২—নিয়ে

হেদে রে ২৬।৬—ঐ দেখ, তুল. হাদে গো নন্দরাণী—পুরাণো গান

হেলে ১৮০।২—হেলায়

হোর ২৬।২৫—ঐ ঐখানে, তুল. হোর আইলে আইহন তোমাক —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন